প্রগতি

২০২১

ঢাকা কমার্স কলেজ বার্ষিকী

ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রগতি ২০২১



প্রধান পৃষ্ঠপোষক
প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ
অধ্যক্ষ

পৃষ্ঠপোষক
প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্
উপাধ্যক্ষ

প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম
উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)

উপদেষ্টা পরিষদ
প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ
পরিচালক, এমবিএ প্রোগ্রাম
এস এম আলী আজম
সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

সভাপতি, সম্পাদনা পরিষদ
মোঃ শরিফুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদের সদস্য
সাজনিন আহমদ
সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
ড. শবনম নাহিদ স্বাতী
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি (সমাজ বিজ্ঞান) বিভাগ
খোন্দকার মোঃ হাদিউজ্জামান
সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
মোঃ মশিউর রহমান
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ফারহানা হাসমত
সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
মোহাম্মদ শফিকুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
শাহিদা শারমীন
প্রভাষক, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ
নূর নাহার
প্রভাষক, মার্কেটিং বিভাগ
মোঃ কাইয়ুম রাব্বী
প্রভাষক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
আবুল কাশেম খান
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
মোস্তাফা কামাল আরিফ
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
মোঃ হাশিম রেজা
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), বাংলা বিভাগ

সম্পাদক
এম এ এস পাশা
রোল: ১৪৯৮, বি বি এ (সম্মান), ৩য় বর্ষ, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

সম্পাদনা সহকারী
খোন্দকার মোঃ তামিমুল এহ্সান
রোল: ৩৬৭৬, শ্রেণি: একাদশ (বিজ্ঞান)
নাফি হোসেন
রোল: ৩৬৮১, শ্রেণি: একাদশ (বিজ্ঞান)
রাইসা হোসেন
রোল: ৪৪৯৬৩, শ্রেণি: একাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
কলেজ গভর্নিং বডির সম্মানিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ
এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

প্রকাশকাল
জুন, ২০২২

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মোঃ মিরাজ হোসেন

মুদ্রণ: জ্যোতি প্রসেস এন্ড ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
২১৭, ফকিরাপুল, ১ম গলি, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৮১৯-২২২৮৭৬

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে–
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি, আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো–
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে–
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি ॥

আমাদের আদর্শ

রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত এবং স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত ঢাকা কমার্স কলেজের মৌলিক আদর্শ হলো শিক্ষা, কর্ম ও ধর্ম। অর্থাৎ প্রথমে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, অতঃপর অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের জন্য কাজ করতে হবে এবং এটাই হবে ধর্ম। কারণ, আমরা মনে করি, জ্ঞানহীন কাজ এবং কর্মবিমুখ ধর্ম প্রতারণারই নামান্তর।

শপথ

আমি সৃষ্টিকর্তার নামে অঙ্গীকার করছি যে, কলেজ ও দেশের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি ঐকান্তিক থাকব এবং আন্তরিকভাবে মেনে চলব। উত্তম ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তুলব। উন্নত চরিত্র গঠনে সচেষ্ট হব। কলেজের সুনাম বৃদ্ধির জন্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাব। আমি এ সব কিছুই করব আমার নিজের জন্য, আমার পরিবারের জন্য, আমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, সর্বোপরি সমগ্র মানব জাতির জন্য। মহান স্রষ্টা আমার সহায় হোন। আমিন।

প্রগতি ২০২১

সূচিপত্র

▪ এক নজরে ঢাকা কমার্স কলেজ	৫
▪ গভর্নিং বডি	৬-৭
▪ শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	৮-১৩
▪ বর্তমান ও সাবেক অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষবৃন্দ	১৪
▪ বাণী	১৫-২৭
▪ শিক্ষক পরিচিতি	২৮-৪০
▪ কর্মকর্তা ও কর্মচারী পরিচিতি	৪০-৪৪
▪ ফলাফল বিশ্লেষণ	৪৫-৫০
▪ বার্ষিক প্রতিবেদন	৫১-৬৪
▪ প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, ভ্রমণ কাহিনি, স্মৃতিকথা, তথ্য বিচিত্রা, ধাঁধা এবং উহমষরংয ডৎরঃরহমং	৬৫-১০৮
শিক্ষার্থী পরিচিতি	
▪ একাদশ শ্রেণি	১০৯-১৮১
▪ অনার্স ও মাস্টার্স	১৮২-২৫৬
▪ অ্যালবাম	২৫৭-২৯৯

এক নজরে ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রতিষ্ঠাকাল	১ জুলাই ১৯৮৯
উদ্দেশ্য	ব্যবসায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলা
আদর্শ	রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত পরিবেশ এবং স্ব-অর্থায়ন
শিক্ষক সংখ্যা	১৭৬ জন
কর্মকর্তা-কর্মচারী সংখ্যা	১৩২ জন

কোর্সসমূহ

উচ্চমাধ্যমিক	ব্যবসায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান শাখা
স্নাতক (সম্মান)	ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, ইংরেজি ও অর্থনীতি
স্নাতক সম্মান (প্রফেশনাল)	বিবিএ প্রফেশনাল, কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই)
স্নাতকোত্তর	ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, ইংরেজি, অর্থনীতি ও
	এমবিএ প্রফেশনাল

বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা

কোর্সসমূহ	শ্রেণি/বিষয়	শিক্ষাবর্ষ	শিক্ষার্থী সংখ্যা
উচ্চমাধ্যমিক	একাদশ	২০২১-২২	৩৪৫৩ জন (ব্যবসায় শিক্ষা- ১৭৫৯, বিজ্ঞান- ১৬৯৪)
	দ্বাদশ	২০২০-২১	২৮৪৮ জন (ব্যবসায় শিক্ষা- ১৩০০, বিজ্ঞান- ১৫৪৮)
স্নাতক (সম্মান)	ইংরেজি, ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, মার্কেটিং ও অর্থনীতি	২০২০-২১	৩৪৫ জন
		২০১৯-২০	৩৫৩ জন
		২০১৮-১৯	৩৫১ জন
		২০১৭-১৮	৪৮১ জন
প্রফেশনাল	বিবিএ	২০১৬-১৭ হতে ২০২০-২১	৭৩১ জন
	সিএসই		১৬৭ জন
স্নাতকোত্তর	ইংরেজি, ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, মার্কেটিং ও অর্থনীতি	২০১৯-২০	২০৫ জন
স্নাতকোত্তর প্রফেশনাল	এমবিএ	২০১৭-১৮ হতে ২০১৯-২০	১১৯ জন
		সর্বমোট=	৯০৫৩ জন

শিক্ষা কার্যক্রম

(ক) পরীক্ষা : সাপ্তাহিক, মিড টার্ম এবং তিন মাস পরপর পর্ব পরীক্ষা

(খ) উপস্থিতি : কমপক্ষে ৯০% (বাধ্যতামূলক)

(গ) আসন বিন্যাস : নির্ধারিত

(ঘ) সেকশন/গ্রেড পরিবর্তন : টার্ম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে

(ঙ) ফলাফল : উচ্চমাধ্যমিক ১৯৯১-২০০২ মেধাতালিকায় স্থান লাভ-৭৮ জন, স্টার-৪৫৩, ১ম বিভাগ ৪,১৯১ জন
২০০৩ সালে জিপিএ ৪.৬ পেয়েছে ৭ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ২২২ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৪১% ।
২০০৪ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৫৩ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ৭১৩ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৭৮% ।
২০০৫ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৭১ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ৭৪৫ জন, গড় পাসের হার ১০০% ।
২০০৬ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ২২৭ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১১০৪ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৯৩% ।
২০০৭ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ২২৪ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১০৭২ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৬৭% ।
২০০৮ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৫১৮ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১৩১৬ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৯৫% ।
২০০৯ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৪১১ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১৩৪৫ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৯৫% ।
২০১০ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৪২৩ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১৪৪২ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৮০% ।
২০১১ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৮৩১ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১১৭৩ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৯৫% ।
২০১২ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ১১৫৬ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১২৪২ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৮৮% ।
২০১৩ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৮৭১ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ৯৯৪ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৪৯% ।
২০১৪ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৮১৯ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১২৮১ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৭৩% ।
২০১৫ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৩৩০ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১৬২৬ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৪৩% ।
২০১৬ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৩৪৩ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ২০৫৬ জন, গড় পাসের হার ৯৯.১০% ।
২০১৭ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ১৩৩ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১৪৫৬ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৪৭% ।
২০১৮ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ১২৪ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১২০৬ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৭৭% ।
২০১৯ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৯৮ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ৯৭৮ জন, গড় পাসের হার ৯৯.১৬% ।
২০২০ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ১৫৪ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ৯৭০ জন, গড় পাসের হার ১০০% ।
২০২১ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৯৭৭ জন, জিপিএ ৪-এর উর্ধ্বে ১৪০৯ জন, গড় পাশের হার ৯৯.৭১% ।
স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফলাফল অত্যন্ত চমৎকার। উল্লেখ্য, প্রায় বছরই পাসের হার শতভাগ থাকে।

(চ) কলেজ ইউনিফরম : নির্ধারিত

শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম

শিক্ষা সফর, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, ক্লাব কার্যক্রম ও বার্ষিকী প্রকাশ, মিলাদ, বার্ষিক ভোজ ইত্যাদি

গভর্নিং বডি

১৬ সদস্য বিশিষ্ট

গভর্নিং বডি



প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক
চেয়ারম্যান
সাবেক চেয়ারম্যান, ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল
সদস্য
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা, ঢাকা কমার্স কলেজ



প্রফেসর মোঃ আবু সালেহ
সদস্য
উপদেষ্টা ও সাবেক উপাচার্য, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)



প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
সদস্য
অনারারি প্রফেসর, সাবেক অধ্যক্ষ, উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা
ঢাকা কমার্স কলেজ



জনাব মোঃ শামছুল হুদা এফ সি এ
সদস্য
পরিচালক (অর্থ), নওয়াব আব্দুল মালেক জুট মিলস্ লি., ডেমরা, ঢাকা
চেয়ারম্যান, বিইউবিটি ট্রাস্ট, উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা, ঢাকা কমার্স কলেজ



জনাব আহমেদ হোসেন
সদস্য
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
নওয়াব আব্দুল মালেক জুট মিলস্ লি., ডেমরা, ঢাকা



প্রফেসর মোঃ এনায়েত হোসেন মিয়া
সদস্য
অতিরিক্ত সচিব (অব.), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সাবেক ট্রেজারার, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)



প্রফেসর ডাঃ এম.এ. রশীদ
সদস্য
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সিনিয়র কনসালটেন্ট
ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট



প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান
সদস্য
সাবেক পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
সদস্য, বিইউবিটি ট্রাস্ট



জনাব মাফরুহা বেগম
অভিভাবক প্রতিনিধি
সহকারী পরিচালক, সংসদ সচিবালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



অ্যাডভোকেট এম. মাসুদ আলম চৌধুরী
অভিভাবক প্রতিনিধি
অ্যাডভোকেট ও সাবেক সহকারী এটর্নি জেনারেল
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট



জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম
অভিভাবক প্রতিনিধি
অতিরিক্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়



প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ
শিক্ষক প্রতিনিধি
পরিচালক, এমবিএ প্রোগ্রাম



জনাব সুরাইয়া পারভীন
শিক্ষক প্রতিনিধি
সহযোগী অধ্যাপক
অর্থনীতি বিভাগ



জনাব শরীফ নিয়াজ
শিক্ষক প্রতিনিধি
সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
রসায়ন বিভাগ



প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ
অধ্যক্ষ/সদস্য সচিব

শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : ঢাকা কমার্স কলেজ



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি-র নিকট থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৭-এ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ এবং ঢাকা অঞ্চলে সরকারি ও বেসরকারি কলেজের মধ্যে ১ম স্থান অর্জনকারী ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম।

সেরা কলেজের সনদপত্র

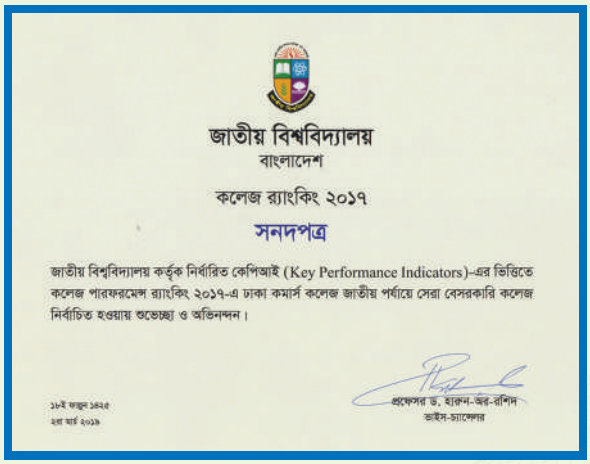

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ

কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৭

সনদপত্র

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত কেপিআই (Key Performance Indicators)-এর ভিত্তিতে কলেজ পারফরমেন্স র‍্যাংকিং ২০১৭-এ ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হওয়ায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১৮ই ফাল্গুন ১৪২৫
২রা মার্চ ২০১৯

প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর



জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ

কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৭

সনদপত্র

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত কেপিআই (Key Performance Indicators)-এর ভিত্তিতে কলেজ পারফরমেন্স র‍্যাংকিং ২০১৭-এ ঢাকা কমার্স কলেজ ঢাকা বিভাগের মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১৮ই ফাল্গুন ১৪২৫
২রা মার্চ ২০১৯

প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর

শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : ঢাকা কমার্স কলেজ



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাবেশ ২০১৬-এ সেরা বেসরকারি কলেজের সনদ ও পুরস্কার গ্রহণ করছেন ঢাকা কমার্স কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ।

সেরা কলেজের সনদপত্র



জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ

কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৬

সনদপত্র

২০১৬ সালের কলেজ র‍্যাংকিং-এ ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত। প্রাপ্ত স্কোর ৬৩.২৮।

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

প্রফেসর ড. হাসান-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর



জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ

কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৬

সনদপত্র

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত কেপিআই (Key Performance Indicators)-এর ভিত্তিতে কলেজ পারফরমেন্স র‍্যাংকিং ২০১৬-এ ঢাকা কমার্স কলেজ ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলের মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

প্রফেসর ড. হাসান-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর

শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : ঢাকা কমার্স কলেজ



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের নিকট থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫-এ বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে ১ম, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের মধ্যে ৩য় এবং জাতীয় পর্যায়ে ৪র্থ স্থান অর্জনকারী ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ।

সেরা কলেজের সনদপত্র

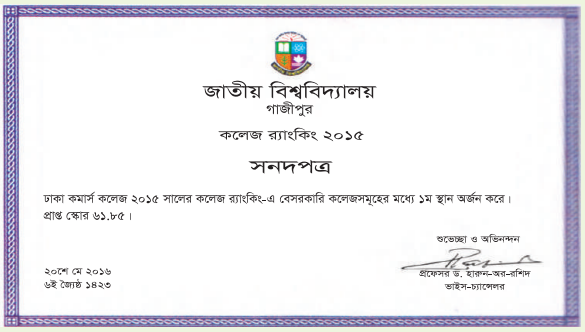

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর
কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫
সনদপত্র
ঢাকা কমার্স কলেজ ২০১৫ সালের কলেজ র‍্যাংকিং-এ বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করে।
প্রাপ্ত স্কোর ৬১.৮৫।
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
২০শে মে ২০১৬
৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩
প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর

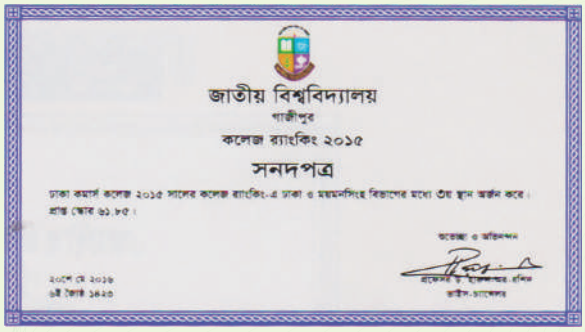

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর
কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫
সনদপত্র
ঢাকা কমার্স কলেজ ২০১৫ সালের কলেজ র‍্যাংকিং-এ ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের মধ্যে ৩য় স্থান অর্জন করে।
প্রাপ্ত স্কোর ৬১.৮৫।
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
২০শে মে ২০১৬
৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩
ভাইস-চ্যান্সেলর

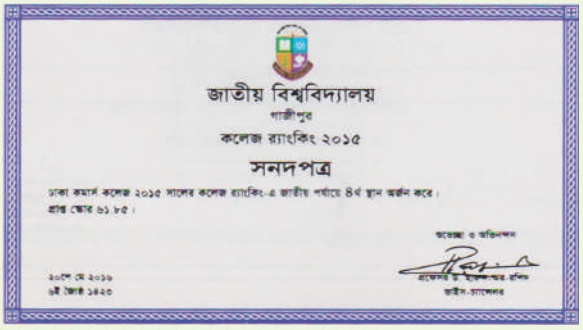

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর
কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫
সনদপত্র
ঢাকা কমার্স কলেজ ২০১৫ সালের কলেজ র‍্যাংকিং-এ জাতীয় পর্যায়ে ৪র্থ স্থান অর্জন করে।
প্রাপ্ত স্কোর ৬১.৮৫।
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
২০শে মে ২০১৬
৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩
ভাইস-চ্যান্সেলর

শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : ঢাকা কমার্স কলেজ



১৯৯৬-এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী।

শ্রেষ্ঠ কলেজের সনদপত্র

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৬

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সনদপত্র

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে বিবেচিত

ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা-কে

এই সনদপত্র প্রদান করা হল।

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : ঢাকা কমার্স কলেজ



সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুকের নিকট থেকে ২০০২-এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে দ্বিতীয়বার ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী।

শ্রেষ্ঠ কলেজের সনদপত্র



জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০২

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সনদপত্র

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিবেচিত হওয়ায়

ঢাকা কমার্স কলেজ

চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর, ঢাকা-কে

এ সনদপত্র প্রদান করা হল।

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২

(মোহাম্মদ শহীদুল আলম)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রাক-মডেল কলেজ : ঢাকা কমার্স কলেজ



জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত আটটি প্রাক-মডেল কলেজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাক-মডেল কলেজের সনদপত্র গ্রহণ করছেন ঢাকা কমার্স কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ. এফ. এম. শফিকুর রহমান।

প্রাক-মডেল কলেজের সনদপত্র



জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ
মডেল কলেজ প্রকল্প
সনদপত্র

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক Key Performance Indicators (KPI)-এর ভিত্তিতে ঢাকা কমার্স কলেজ-কে প্রাক-মডেল কলেজ হিসেবে ঘোষণা করা হলো। শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১৩ই আশ্বিন ১৪২৬
২৮শে সেপ্টেম্বর ২০১৯

প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর

ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান ও সাবেক অধ্যক্ষবৃন্দ



প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ
০৮.০১.২০২১ -



প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম
(ভারপ্রাপ্ত)
২০.০১.২০১৯ - ০৭.০৭.২০১৯
২৪.১০.২০১৯ - ০৭.০১.২০২১



প্রফেসর ড. এ. এফ. এম. শফিকুর রহমান
০৮.০৭.২০১৯ - ২৩.১০.২০১৯



প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ
০৫.০৩.২০১২ - ১৯.০১.২০১৯



প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল
(ভারপ্রাপ্ত)
৩০.০৬.২০১১ - ০৪.০৩.২০১২



প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম
(ভারপ্রাপ্ত)
১৯.০৯.২০১০ - ২৯.০৬.২০১১



প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী
০১.০৮.১৯৯০ - ১২.০৪.১৯৯৮
২৭.১২.১৯৯৮ - ১৮.০৯.২০১০



জনাব মোঃ শামছুল হুদা এফ.সি.এ
০১.০৮.১৯৮৯ - ৩১.০৭.১৯৯০
১৩.০৪.১৯৯৮ - ২৬.১২.১৯৯৮

ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান ও সাবেক উপাধ্যক্ষবৃন্দ



প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্
১৫.০২.২০২১ -



প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ
০৮.০৮.২০১৯ - ২৫.০১.২০২১



প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম
০১.০২.২০১৫ - ১৯.০১.২০১৯
০৮.০৭.২০১৯ - ২৩.১০.২০১৯



প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল
২৭.১২.২০০৬ - ২৪.১২.২০১৪



প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম
০১.০৮.২০০৫ - ১৮.০৯.২০১০
০৬.০৩.২০১২ - ১৯.০৭.২০১৩



প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান
০১.০৬.১৯৯৯ - ৩১.১২.২০০৬



জনাব আবু আহমেদ আব্দুল্লাহ
১৪.০৭.১৯৯৭ - ১৩.০৭.১৯৯৯



প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান
০১.০৯.১৯৯২ - ১৩.০৭.১৯৯৭
১৪.০৭.১৯৯৯ - ৩১.০৫.২০০২



বাণী

ডা. দীপু মনি এম.পি.
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা কমার্স কলেজ কর্তৃক "প্রগতি" নামে কলেজ বার্ষিকী প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বর্তমান সরকার জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শিক্ষিত, দক্ষ, মূল্যবোধসম্পন্ন, মননশীল নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সৃজনশীলতা ও সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চাকে গুরুত্ব প্রদান করে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি-৪ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নত দেশে রূপান্তর এই লক্ষ্যগুলো অর্জনে দক্ষ মানব সম্পদের বিকল্প নেই।

দক্ষ মানব সম্পদ গড়তে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমেও সমান পারদর্শিতা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শ্রেনি কার্যক্রমের পাশাপাশি অর্জিত জ্ঞান, উপলব্ধি, চিন্তা-চেতনা ও কল্পনাকে প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষা কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণ স্বতঃস্ফুর্ত ও আনন্দদায়ক হয়ে উঠে। সমাজ পরিবর্তনের শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে শিল্প ও সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে আলোকিত মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে কলেজ বার্ষিকী অনন্য ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি সৃজনশীলতা ও সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চায় কলেজ বার্ষিকী "প্রগতি" শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। এ চর্চার মাধ্যমে কলেজের শিক্ষার্থীরা দক্ষ, যোগ্য সৃজনশীল ও মানবিক মানুষ হয়ে উঠবে এবং তাদের জ্ঞান সৃজনশীলতা, জ্ঞান ও মেধার সর্বোচ্চ প্রয়োগের মাধ্যমে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে ভূমিকা রাখবে এ আমাদের প্রত্যাশা।

"প্রগতি" সফল হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ডা. দীপু মনি, এমপি)

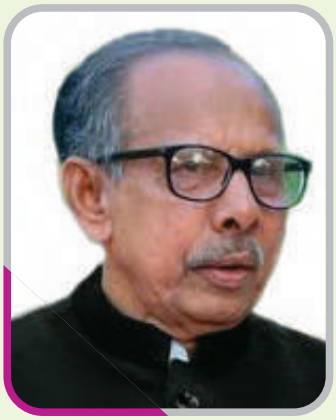

সংসদ সদস্য
১৮৭, ঢাকা-১৪
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

মহান মুক্তিযুদ্ধে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন। আমাদের প্রাপ্ত স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার জন্য প্রয়োজন উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় টেকসই উন্নয়নের জন্য যোগ্য জনশক্তি তৈরি এ শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূর করার জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে দেশের সকল মানুষকে সুশিক্ষিত হওয়ার কোন বিকল্প নেই। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সদা সচেষ্ট রয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে উন্নয়নের মহাসড়কে। বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার যে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে, ঢাকা কমার্স কলেজ সে অভিযাত্রার অংশীদার। এ প্রতিষ্ঠানটি তরুণদের সুশিক্ষিত করার জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে, যারা গড়বে আগামী দিনের বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ।

আমার নির্বাচনী এলাকায় গড়ে ওঠা ঢাকা কমার্স কলেজ আজ বাংলাদেশের স্বনামধন্য কলেজ। আধুনিক, যুগোপযোগী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করায় এ প্রতিষ্ঠানটি হয়েছে অনুকরণীয়। এ কলেজে রয়েছে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী এবং সুযোগ্য পরিচালনা পর্ষদ। এখানে শিক্ষক-অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর সাথে কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে রয়েছে পারিবারিক ও আন্তরিক সম্পর্ক। এ প্রতিষ্ঠানের সুবিশাল কর্মযজ্ঞে সময়োপযোগী দিক নির্দেশনা প্রদান করছেন কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৯৬ ও ২০০২ সালে কলেজ পর্যায়ে জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জন করে। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং তালিকায় বেসরকারি কলেজ হিসেবে প্রথম স্থান অধিকারের মর্যাদাও লাভ করেছে।

সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন সহশিক্ষা কার্যক্রম। সাহিত্য-সংস্কৃতি-ক্রীড়া শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটায়। এজন্য, ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতি বছর প্রকাশ করে কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি'। আমি আশা করি, 'প্রগতি'র মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে শিক্ষার্থীরা মানবিক আলোয় উদ্ভাসিত হবে। বার্ষিক প্রকাশনা 'প্রগতি' প্রকাশ করা একটি শ্রমসাধ্য কাজ। সেই কাজটি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করার জন্য 'প্রগতি'র সাথে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি রইল আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং শুভকামনা।

জয় বাংলা　　জয় বঙ্গবন্ধু

শুভেচ্ছান্তে,

(বীর মুক্তিযোদ্ধা আগা খান মিন্টু)



বাণী

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে ঢাকা কমার্স কলেজ একটি অনন্য নাম। ঢাকা কমার্স কলেজ রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত একটি বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এ কলেজের নিয়মানুবর্তিতা ও কঠোর অনুশীলন শিক্ষার্থীদের মাঝে তৈরি করে নেতৃত্বের গুণাবলি। কলেজের নিয়মিত সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা শিক্ষার্থীদের করে তোলে সৃষ্টিশীল ও মননশীল। ক্রীড়া ক্ষেত্রেও রয়েছে এর বিশেষ অবদান। এক কথায়, একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে এ কলেজের নাম সুবিদিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই ঢাকা কমার্স কলেজ স্বকীয় উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত এক ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ।

ঢাকা কমার্স কলেজ বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রগতি' নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এটি শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আমি ম্যাগাজিন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

(মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক)



বাণী

ভাইস-চ্যান্সেলর
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর

ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত একটি স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসায় শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে কাজ করে আসছে। ইতোমধ্যে কলেজটি শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎকর্ষতা সৃষ্টি, সহশিক্ষা পাঠক্রম, কলেজ প্রশাসন সূচারুরূপে পরিচালনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। শিক্ষার্থীরা এ কলেজে অধ্যয়ন করে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি মানবিক গুণাবলি ও নেতৃত্বের প্রসারতায়ও দক্ষতা অর্জন করছে। কলেজটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিংয়ে বেসরকারি পর্যায়ে পরপর তিনবার শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত হয়েছে। তাদের এ অর্জন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

আমি জেনে আনন্দিত যে, ঢাকা কমার্স কলেজ তাদের শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল মেধার স্ফুরণের লক্ষ্যে নিয়মিত বার্ষিকী 'প্রগতি' প্রকাশ করছে। ধারাবাহিকতার কালপর্বের স্বাক্ষর প্রকাশিতব্য এ সাময়িকী শিক্ষানুরাগী বিদ্যার্থীদের মানস গঠনে সহায়ক হবে। করোনার কঠিন সময় ও বৈরী পরিস্থিতিতেও ঢাকা কমার্স কলেজ প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এজন্য কলেজের পরিচালনা পর্ষদ, শিক্ষকবৃন্দ, কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দকে আমার অভিনন্দন জানাই।

মানসম্মত প্রকাশনা নিঃসন্দেহে একটি সৃজনশীল কাজ, তবে তা শ্রমসাধ্যও বটে। এ কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীদের জীবন সুন্দরতম হোক। তারা আদর্শনিষ্ঠ, দেশপ্রেমিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হোক, একই সঙ্গে হোক দক্ষ ও যোগ্য বিশ্ব নাগরিক। আমাদের সন্তানতুল্য শিক্ষার্থীদের জীবন আত্মমর্যাদা ও আস্থায় ভরে উঠুক, মানবিক পৃথিবী গড়ার কারিগর হোক তারা সকলে-এ শুভ কামনা রইলো।

জয় বাংলা

(প্রফেসর ড. মোঃ মশিউর রহমান)



মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

বাণী

স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জনের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মনোযোগী হয়েছিলেন সত্যিকারের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে। সেই স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ নেতৃত্বের হাত ধরে। বাংলাদেশের এই এগিয়ে চলায় শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত হচ্ছে আধুনিকায়ন আর যুক্ত হচ্ছে নিত্য-নতুন প্রযুক্তি এবং সৃজন-শীলতা। এগিয়ে চলার সেই গতিতে সংযুক্ত থেকে ঢাকা কমার্স কলেজ সর্বদা নিজেকে অনন্য উচ্চতায় উপস্থাপনে সদা তৎপর। আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, ঢাকা কমার্স কলেজে ব্যবসায় শিক্ষা শাখার ন্যায় বিজ্ঞান শাখাও সমান আলোয় নিজেকে উদ্ভাসিত করতে ইতোমধ্যে সক্ষম হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটির সহশিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের মেধা, মনন ও সৃজনশীলতা বিকাশে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। বরাবরের ন্যায় এবারও কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি'-র ২০২১ সালের সংখ্যাটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি উচ্ছ্বসিত। শিক্ষার্থীদের লেখার দক্ষতা বৃদ্ধি ও সৃজনশীলতা প্রকাশে 'প্রগতি' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। 'প্রগতি' সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার নিরন্তর শুভকামনা রইল।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(অধ্যাপক নেহাল আহমেদ)



চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
ঢাকা

বাণী

শিক্ষা একটি জাতির উন্নতির পূর্বশর্ত। জীবনের অপ্রস্ফুটিত বোধকে উন্মোচন করার ক্ষেত্রে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। মানুষের বিবেচনা শক্তি, উদ্ভাবন ক্ষমতা ও সৃজনশীলতাকে উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষা। একটি সুন্দর আগামীর জন্য শিক্ষিত, প্রতিভাবান, সংস্কৃতিমনা জাতি খুব প্রয়োজন। কেননা একটি শিক্ষিত ও প্রতিভাবান জাতিই পারে দেশকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অনন্য ও স্বকীয়তায় উজ্জ্বল এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিষ্ঠানটি সর্বোচ্চ ফলাফলের পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমেও শ্রেষ্ঠত্বের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে; যা শিক্ষার্থীদের করেছে আরো প্রাগ্রসর। শিক্ষার্থীদের নান্দনিক গুণাবলি ও সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। 'প্রগতি'র মত সৃষ্টিশীল প্রকাশনা শিক্ষার্থীদের অফুরন্ত সম্ভাবনাকে লালন ও বিকশিত করবে এবং তাদের মনে অধিকতর প্রাণশক্তির সঞ্চার করবে– এ আমার গভীর আস্থা।

'প্রগতি'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন। ধন্যবাদ জানাই তাদেরকে, যারা স্বীয় প্রতিভার স্ফুরণ ঘটিয়ে 'প্রগতি'র প্রকাশকে করেছে বর্ণাঢ্য।

(প্রফেসর তপন কুমার সরকার)



বাণী

চেয়ারম্যান
গভর্নিং বডি, ঢাকা কমার্স কলেজ

মানব মনের অনুরণিত আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিধ্বনি সাহিত্য। সাহিত্যেই প্রতিফলিত হয় সামাজিক কর্মপরিকল্পনা ও ভাবনার কালিক কীর্তি। মানব চেতনার কর্মদক্ষতা ও দৃঢ়তার প্রতীক তার বিদ্যায়তনিক শিক্ষা। পার্থিব জীবনের নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সুপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজে ব্যবসায় শিক্ষার সাথে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে চালু হয়েছে বিজ্ঞান শাখা। দক্ষ মানব সম্পদ গড়ার প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটি সুদীর্ঘ তিন দশকেও তার গৌরবময় অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়নি। ১৯৯৬ ও ২০০২ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কলেজের স্বীকৃতি এর অগ্রযাত্রাকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে নিয়ে গেছে। উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ঈর্ষণীয় ফল ঢাকা কমার্স কলেজকে গৌরবের স্বতন্ত্র আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিংয়ে নির্বাচিত হয়েছে দেশসেরা বেসরকারি কলেজ। ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে পরপর তিনবার ধারাবাহিকভাবে একক অবস্থান অক্ষুণ্ন রাখা; কলেজের সুশৃঙ্খল ও তেজোদীপ্ত উচ্ছ্বাসেরই প্রকাশ।

করোনা অতিমারি সমগ্র বিশ্বের অর্থনীতিকে তছনছ করে দিয়েছে। ধ্বংস করে দিয়েছে শ্রেণিশিক্ষা কার্যক্রম। বন্ধ করে দিয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক সহশিক্ষা কার্যক্রম তথা ক্রীড়া, শিক্ষাসফর, শিল্পচর্চা ও সাহিত্যচর্চার চিরায়ত কর্মকাণ্ড। জীবন-মৃত্যুর কঠিন এ বাস্তবতায় ঢাকা কমার্স কলেজ একাডেমিক শিক্ষা অনলাইনে চালিয়ে গেছে; সহশিক্ষা কার্যক্রমও ক্ষুদ্র পরিসরে অব্যাহত রেখেছে।

বিদ্যার্থীদের মনের মুকুরে ঝংকৃত আবেগই তাদের সৃজনশীল রচনা। আর এর বিকাশক্ষেত্রই কলেজ বার্ষিকী। কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি' নিয়মিত প্রকাশ শিক্ষার্থীদের মেধা, মনন ও সৃজনশীলতা চর্চায় স্বতন্ত্র ভূমিকা রাখে। অনুপ্রেরণা ও দীপ্ত তারুণ্যে সৃষ্টি সুখের উল্লাসের প্রতিবিম্বে স্বকীয় ও স্বাধীন সৃজনকর্মের মানবিক প্রত্যয়ে প্রকাশিত হয় 'প্রগতি'। এ কলেজের শেকড় সন্ধানী ঐতিহ্যের ধারক 'প্রগতি'।

'প্রগতি'-র সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আমার নিরন্তর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

(প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক)



বাণী

অনারারি প্রফেসর
উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক অধ্যক্ষ
ঢাকা কমার্স কলেজ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি আমাকে সাহায্য করেছেন একটি অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করার। আমি শুরু থেকেই চেয়েছিলাম একটি অনুসরণীয়, আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে। আমাদের সবার নিরলস প্রচেষ্টায় ঢাকা কমার্স কলেজ ইতোমধ্যে সে প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের শিক্ষা জগতে আজ একটি সুপরিচিত নাম, জ্ঞান চর্চার সূতিকাগার।

পরিচালনা পর্ষদ, শিক্ষক-কর্মকর্তা, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক প্রচেষ্টাতেই ঢাকা কমার্স কলেজ অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। আমি বিশ্বাস করি কোনো মহৎ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত উদ্যোগ, মহৎ উদ্দেশ্য, স্বচ্ছতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, ইস্পাতকঠিন কর্মপ্রচেষ্টা, দৃঢ় মনোবল, বিশ্বস্ততা এবং নিবেদিত কর্মীবাহিনী। অবকাঠামোগত দিক হতে কলেজটি শিক্ষার যথার্থ পরিবেশ নিশ্চিত করে এসেছে। কলেজের এ বিশাল অবকাঠামোগত কার্য সম্পাদনের জন্য কোনো সরকারি বা বেসরকারি অনুদান গ্রহণের প্রয়োজন হয়নি। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য প্রতিবছর খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, নৌভ্রমণ, ভোজ উৎসব এবং বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

একজন শিক্ষার্থীর সৃজনশীল কর্মদক্ষতা সৃষ্টিতে কলেজ প্রকাশনা সর্বদা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এখানে নিয়মিত লেখালেখি, পাঠ-অনুশীলন ও মননশীলতার পাশাপাশি ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভা ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটায়। এতে করে কর্ম ও চিন্তার বিস্তৃত পরিসরে শিক্ষার্থী লাভ করে পরিপূর্ণতা। ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিবছর 'প্রগতি' নামে একটি বার্ষিক প্রকাশনার কাজ অব্যাহত রেখেছে; আমার বিশ্বাস এ আনন্দ অভিযাত্রা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। 'প্রগতি'-২০২১ প্রকাশনার সাথে যাঁরা সংশ্লিষ্ট, যাঁদের লেখায় সমৃদ্ধ এ প্রকাশনা এবং যাঁরা এখন প্রকাশনাটি পড়ছেন তাদের সবার প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

(প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী)



প্রথম অধ্যক্ষ
ঢাকা কমার্স কলেজ

বাণী

মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি ও মানবিকতার বিকাশ ঘটে শিক্ষার মাধ্যমে। সুশিক্ষাই মানুষকে সর্বোচ্চ উচ্চতায় নিয়ে যায়। যুগোপযোগী, আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা একটি দেশের মেধা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশে বাণিজ্য শিক্ষায় ঢাকা কমার্স কলেজ অগ্রগণ্য ও অনুসরণীয়। কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী এবং কর্মঠ তরুণের স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঢাকা কমার্স কলেজ। ১৯৮৯ সালে যাত্রা শুরু করে প্রথম ব্যাচেই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে মেধা তালিকায় ২য় ও ১৫তম স্থান অর্জন করে এ কলেজের শিক্ষার্থীরা। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৬ ও ২০০২ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কলেজের স্বীকৃতি লাভ করে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং তালিকায় পরপর তিনবার (২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭) বেসরকারি কলেজ হিসেবে প্রথম স্থান অর্জন করে।

বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চমাধ্যমিকে 'বিজ্ঞান বিভাগ' চালু করেছে ঢাকা কমার্স কলেজ। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে শিক্ষার্থীদের মেধা, মনন, সৃজনশীল মানসিকতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতার বিস্তার ঘটাতে কলেজ সহশিক্ষার কার্যক্রম হিসেবে বিভিন্ন ক্লাব কার্যক্রম, ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা ও সাহিত্য চর্চার ধারা অব্যাহত রেখেছে। এরই অংশ হিসেবে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে বার্ষিক 'প্রগতি'।

বোধ, বুদ্ধি, চিন্তা ও সত্তার আশ্চর্য এক স্ফুরণ হলো সাহিত্য, যা মানুষের সৃজনীশক্তি প্রকাশ করে এবং মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটায়। করোনা ভাইরাসের প্রভাব সত্ত্বেও শিক্ষার্থীরা অনলাইনে ক্লাস কার্যক্রমের পাশাপাশি তাদের সাহিত্যচর্চার যে ধারা অব্যাহত রেখে চলেছে তা প্রশংসার দাবিদার। আমি এই কলেজ প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে গর্ববোধ করছি।

'প্রগতি' প্রকাশের মাধ্যমে পাঠক বাঙালি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্পসহ কলেজের প্রায় ত্রিশ বছরের ইতিহাস ও সাফল্যগাথা সম্পর্কে জানতে পারবে। 'প্রগতি'-২০২১ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই শুভকামনা ও অভিনন্দন।

(মো.শামছুলহুদা, এফ.সি.এ.)



অধ্যক্ষ
ঢাকা কমার্স কলেজ

বাণী

শিক্ষার্থীদের আত্মিক বিকাশ, মেধা-মনন ও চিন্তার উৎকর্ষ সাধনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের ব্যতিক্রমধর্মী বিদ্যাপীঠ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজ ইতোমধ্যেই নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। জীবনমুখী তথা বাস্তবধর্মী ও সৃজনশীল শিক্ষার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্ব ও সঠিক নির্দেশনায় শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তকারী কর্মতৎপরতা চলমান রয়েছে। এ দায়িত্ব পালনে ঢাকা কমার্স কলেজ পুরোপুরি সচেষ্ট। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মননের বিকাশে এই প্রতিষ্ঠানটি অঙ্গীকারাবদ্ধ। শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে দক্ষতা, মানবিকতা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও সাংস্কৃতিক পরিস্ফুটনে প্রতিষ্ঠানটির একঝাঁক নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক অহর্নিশ অদম্য সাধনায় নিমগ্ন। দীর্ঘ তিন দশক ধরে অনন্য ফলাফল ও অন্যান্য মননশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে কলেজটি শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে তার পরিচালনা পর্ষদের সুচিন্তিত দিক নির্দেশনা ও দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে। ১৯৯৬ ও ২০০২ সালে কলেজ পর্যায়ে ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতিতে ভূষিত হয়। সময়ের ধারাবাহিকতায় পরপর তিনবার (২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ র‍্যাংকিংয়ে স্ব-অবস্থান ও নিজস্বতা বজায় রাখা প্রতিষ্ঠানটিকে প্রোজ্জ্বল আলোক মুকুটে সৌকর্য দান করেছে।

সাহিত্য ও সৃষ্টিশীলতার মধ্য দিয়ে যে সৃজনশীল প্রতিভা বিচ্ছুরিত হয়, তা বিনির্মাণ করে প্রগতির সোপান। মেধাবিকাশ শুধু প্রথাগত পুঁথিকেন্দ্রিকতা আর যান্ত্রিকবিদ্যা গলাধঃকরণে সম্ভব নয়। আলোকিত মানুষ আর সমৃদ্ধ জাতিগঠনে প্রয়োজন শিক্ষার পাশাপাশি সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা। এই ভাবনা থেকেই ঢাকা কমার্স কলেজ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে আসছে কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি'। আমার বিশ্বাস, বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯-এ স্থবির হয়ে যাওয়া শিক্ষার্থীদের মনোজগতকে স্বাভাবিক ও গতিশীল করতে 'প্রগতি'-২০২১ অনবদ্য ভূমিকা পালন করবে। সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা শিক্ষার্থীদের মননকে আনন্দ আলোয় উদ্ভাসিত করবে।

ঢাকা কমার্স কলেজের ২০২০-২১ সালের বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রগতি'-তে যারা লেখা দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন, তাদের শুভেচ্ছা জানাই। আর যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসেবে 'প্রগতি' আলোর মুখ দেখেছে, তাঁদের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক শুভকামনা, অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। পরিশেষে, মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে ঢাকা কমার্স কলেজের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর সুস্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করছি।

(প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ)



বাণী

উপাধ্যক্ষ
ঢাকা কমার্স কলেজ

একটি জাতির সমৃদ্ধ ভবিষ্যত রচনার প্রধান উপায় শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা ও মেধাকে বিকশিত করে। আধুনিক জ্ঞানভিত্তিক দক্ষ জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। সে লক্ষ্যেই বর্তমান সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)' অর্জনে এবং তরুণ প্রজন্মকে বাস্তবমুখী শিক্ষার আলোকে গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশিত পথে মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট রয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ। ব্যবসায় শিক্ষার মাইলফলক হিসেবে পরিচিত এ প্রতিষ্ঠানে ২০১৯ সাল থেকে 'বিজ্ঞান গ্রুপ' চালু হয়েছে। এটি কলেজের কর্মপরিধিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিষ্ঠানটি কৃতিত্বের সাথে শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে। ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৯৬ ও ২০০২ সালে কলেজ পর্যায়ে অর্জন করেছে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিধা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং তালিকায় পর পর তিনবার (২০১৫, ২০১৬, ২০১৭) প্রতিষ্ঠানটি সেরা বেসরকারি কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আর এই অর্জন সম্ভব হয়েছে পরিচালনা পরিষদের গঠনমূলক তত্ত্বাবধান ও পরামর্শ এবং নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক সহযোগিতায়।

মানসম্মত শিক্ষার পাশাপাশি ঢাকা কমার্স কলেজ সুস্থ সংস্কৃতিচর্চা, সাহিত্যচর্চা, খেলাধূলা, জনকল্যাণমূলক কাজসহ বিভিন্ন সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। এসব সহশিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহজাত মানবীয় গুণাবলির বিকাশ ঘটায়। এদের মধ্য থেকেই একদিন মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন বৈষম্যহীন সর্বাধুনিক সমাজ তৈরি হবে বলে আমার বিশ্বাস।

শিক্ষার্থীদের অন্তরের সুকুমার বৃত্তি পরিস্ফুটনের লক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। 'প্রগতি'-২০২১ প্রকাশনার সাথে যুক্ত থেকে যাঁরা এর পূর্ণতা দিয়েছেন, তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

(প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্)



বাণী

সভাপতি
সম্পাদনা পরিষদ
'প্রগতি'-২০২১
ঢাকা কমার্স কলেজ

বাংলাদেশের শিক্ষা জগতে ঢাকা কমার্স কলেজ একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম। যদি থাকে একটি স্বপ্ন, একটি পরিকল্পনা এবং সুদক্ষ নেতৃত্ব, তাহলে স্বপ্ন শিখরে আরোহণ করা যে কঠিন কাজ নয় তার বাস্তব প্রমাণ ঢাকা কমার্স কলেজ। এ কলেজে শিক্ষার্থীদের ফলাফল, শৃঙ্খলা, খেলাধুলা, শিল্প ও সাহিত্যচর্চা, ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাস, সুউচ্চ ও দৃষ্টিনন্দন অ্যাকাডেমিক ভবন ইতোমধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

শিক্ষা মানুষকে আলোকিত করে। সাহিত্যচর্চা বিকশিত করে মননকে; সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের আবেগ, অনুভূতি ও ছোটো-বড়ো ভাবনাগুলোর প্রকাশ পায়-ফলে সমৃদ্ধ হয় সকলে। কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি' এ সকল কিছুর প্রতিচ্ছবি। বিশেষ করে বিগত এক বছরের ঘটনা প্রবাহের তথ্য ও সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ পায় এর মাধ্যমে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও প্রকাশ হতে যাচ্ছে 'প্রগতি'-২০২১।

প্রকাশনা একটি মননশীল, সময় সাপেক্ষ ও শ্রমসাধ্য কার্যক্রম। এর জন্য সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে সকলের সহযোগিতাকে স্মরণ করছি। কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি ২০২১' সফলভাবে প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাকে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন সম্মানিত অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গভর্নিং বডি'র মাননীয় চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের প্রতি এবং যাঁরা কর্মব্যস্ততার মধ্যেও শুভেচ্ছা বাণী দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি। প্রকাশনা কমিটির সদস্যবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে সম্ভব হয়েছে 'প্রগতি'-২০২১। এছাড়াও কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহযোগিতা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি শিক্ষার্থীদের, যাদের সুলেখনীতে সমৃদ্ধ হয়েছে বার্ষিকীটি। সর্বোপরি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মহান আল্লাহর প্রতি। আল্লাহ্ হাফেজ।

(মোঃ শরিফুল ইসলাম)



সম্পাদকীয়

একটি সুন্দর আগামীর প্রত্যাশায় শিক্ষিত, প্রতিভাবান ও সংস্কৃতিমনা জাতির বিকল্প নেই। নতুন প্রজন্মকে শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে হলে লেখাপড়ার পাশাপাশি সুস্থ সংস্কৃতি, সাহিত্য চর্চা, খেলাধুলা এবং সকল সুকুমার বৃত্তি বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে, প্রতি বছরের মত এবারও ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজন করতে যাচ্ছে বার্ষিকী। প্রকাশিত হতে যাচ্ছে আমাদের বছরব্যাপী প্রতীক্ষিত প্রকাশনা 'প্রগতি'-২০২১।

'প্রগতি'-২০২১ সাহিত্য প্রকাশনা ছাড়াও ঢাকা কমার্স কলেজের দর্পণ। এ প্রকাশনা শিক্ষার্থীদের মেধা, মনন ও সুপ্ত প্রতিভা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। আশাকরি, প্রতিবারের মত এবারও সহপাঠ্য ক্রমিক ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের স্মৃতিময় মুহূর্তগুলো অ্যালবাম হয়ে থাকবে 'প্রগতি' ৩২ তম সংখ্যায়।

যাদের মূল্যবান বাণী 'প্রগতি'-২০২১ কে সমৃদ্ধ করেছে, তাদেরকে ধন্যবাদ। কলেজে অধ্যক্ষ মহোদয়ের সার্বক্ষণিক দিক নির্দেশনা ছিল আমাদের পাথেয়। 'প্রগতি'-২০২১ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত প্রকাশনা কমিটির শ্রদ্ধেয় সভাপতি, আহবায়ক ও সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারীগণের সহযোগিতা আমাদের প্রয়াসকে অধিকতর সহজ করেছে।

সর্বাত্মক চেষ্টার পর ও কিছু ভুল-ত্রুটি আমাদের অগোচরে থেকেই যায়। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

(এম এ এস পাশা)
সম্পাদক
বিবিএ অনার্স ব্যবস্থাপনা বিভাগ ৩য় বর্ষ, রোল: এম-১৪৯৮

বাংলা বিভাগ



আবু নাঈম মোঃ মোজাম্মেল হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান



ড. ইসরাত মেরিন
সহযোগী অধ্যাপক



এস. এম. মেহেদী হাসান
সহকারী অধ্যাপক



মোঃ মশিউর রহমান
সহকারী অধ্যাপক



রেজাউল আহমেদ
সহকারী অধ্যাপক



ড. মীর মোঃ জহিরুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক



পার্থ বাড়ৈ
সহকারী অধ্যাপক



মুক্তি রায়
প্রভাষক



মাফিজুর রহমান
প্রভাষক



আবুল কাশেম খান
প্রভাষক



সোনিয়া আরেফিন
প্রভাষক



মোঃ জোবায়ের আহমেদ
প্রভাষক



মোস্তাফা কামাল আরিফ
প্রভাষক



মোঃ হাশিম রেজা
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

ইংরেজি বিভাগ



উৎপল কুমার ঘোষ
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান



প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাইয়ুম



সাদিক মোঃ সেলিম
সহযোগী অধ্যাপক



মোঃ মঈনউদ্দিন আহমদ
সহযোগী অধ্যাপক



শামীম আহ্সান
সহযোগী অধ্যাপক



মাকসুদা শিরীন
সহযোগী অধ্যাপক



মোঃ মনসুর আলম
সহযোগী অধ্যাপক



খোন্দকার মোঃ হাদিউজ্জামান
সহযোগী অধ্যাপক



খায়রুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক



মোঃ জাহিদুল কবির
সহকারী অধ্যাপক



মোহাম্মদ শফিকুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক



সমীরণ পোদ্দার
সহকারী অধ্যাপক



মোঃ আনোয়ার হোসেন
প্রভাষক



অনুপম বিশ্বাস
প্রভাষক



মোহাম্মদ জাকারিয়া ফয়সাল
প্রভাষক



অংকনী চক্রবর্তী
প্রভাষক



রত্না খানম
প্রভাষক



তুনাজ্জিনা বিন্‌তে মাহবুব
প্রভাষক



মোঃ খালিদ হোসেন
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

ব্যবস্থাপনা বিভাগ



শামসাদ শাহ্‌জাহান
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান



প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ
(বিবিএ-এর জন্য ডেপুটেড)



সৈয়দ আবদুর রব
সহযোগী অধ্যাপক



মোঃ শরিফুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক



এস. এম. আলী আজম
সহযোগী অধ্যাপক



কাজী সায়মা বিন্‌তে ফারুকী
সহযোগী অধ্যাপক



শামা আহমাদ
সহযোগী অধ্যাপক



মোঃ নজরুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক



ফারহানা আরজুমান
সহকারী অধ্যাপক



তানবীর আহমেদ
সহকারী অধ্যাপক



তন্ময় সরকার
সহকারী অধ্যাপক



মোঃ হযরত আলী
সহকারী অধ্যাপক



মোঃ শহীদুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক



সিগমা রহমান
সহকারী অধ্যাপক (বিবিএ-এর জন্য ডেপুটেড)



ফারজানা রহমান
সহকারী অধ্যাপক (বিবিএ-এর জন্য ডেপুটেড)



উম্মে সালমা
সহকারী অধ্যাপক

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ



কামরুন নাহার
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান



মুহম্মদ আমিনুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক



সাজনিন আহমদ
সহযোগী অধ্যাপক



মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন
সহযোগী অধ্যাপক



মাসুদা খানম
সহযোগী অধ্যাপক



মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক



মোহাম্মদ আবদুস সালাম
সহকারী অধ্যাপক



এ. বি. এম. মিজানুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক



নূর মোহাম্মদ শিপন
সহকারী অধ্যাপক



ফারহানা হাসমত
সহকারী অধ্যাপক



মোঃ মাহমুদ হাসান
সহকারী অধ্যাপক



মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ
সহকারী অধ্যাপক



শিমুল চন্দ্র দেবনাথ
প্রভাষক



আহসান উদ্দিন খান
প্রভাষক



মোহাম্মদ সাহেদ হোসেন
প্রভাষক (বিবিএ-এর জন্য ডেপুটেড)

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ



ফারহানা সাত্তার
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান



মোহাম্মদ আক্তার হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক



মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল
সহযোগী অধ্যাপক



শারমীন সুলতানা
সহযোগী অধ্যাপক



মোঃ মাহফুজুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক



মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম
সহকারী অধ্যাপক (বিবিএ-এর জন্য ডেপুটেড)



ফাহমিদা ইসরাত জাহান
সহকারী অধ্যাপক



মোঃ হাসান আলী
সহকারী অধ্যাপক



মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান
প্রভাষক (বিবিএ-এর জন্য ডেপুটেড)



মোসাঃ ফরিদা ইয়াছমিন
প্রভাষক



মোঃ আহসান তারেক
প্রভাষক



শিরিন আক্তার
প্রভাষক



শাহিদা শারমীন
প্রভাষক



মেহেরুন নাহার
প্রভাষক (শিক্ষা ছুটি)



মোঃ নাহিদ বিন ছালাম
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

মার্কেটিং বিভাগ



শনজিত সাহা
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান



দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন
সহযোগী অধ্যাপক



মোঃ শফিকুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক



মোঃ মঞ্জুরুল আলম, এম.ফিল
সহযোগী অধ্যাপক



ফারহানা আক্তার সাদিয়া
সহকারী অধ্যাপক



তাসমিনা নাহিদ
সহকারী অধ্যাপক



সাবিহা আফসারী
প্রভাষক



রিফ্‌ফাত শবনম
প্রভাষক



নূর নাহার
প্রভাষক

অর্থনীতি বিভাগ



হাফিজা শারমিন
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান



সুরাইয়া পারভীন
সহযোগী অধ্যাপক



ড. শবনম নাহিদ স্বাতী
সহযোগী অধ্যাপক (সমাজবিজ্ঞান)



সুরাইয়া খাতুন
সহযোগী অধ্যাপক



আহমেদ আহসান হাবিব
সহযোগী অধ্যাপক



মোহাম্মদ আব্দুল্লাহীল বাকী বিল্লাহ্
সহকারী অধ্যাপক



নূর-ই-সাবা
প্রভাষক



মারুফা সুলতানা
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ইতিহাস

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ



ড. বিষ্ণু পদ বণিক
সহযোগী অধ্যাপক ও পরিচালক



প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ



মোঃ মঈনউদ্দীন
সহযোগী অধ্যাপক



মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম
সহকারী অধ্যাপক



সিগমা রহমান
সহকারী অধ্যাপক



ফারজানা রহমান
সহকারী অধ্যাপক



মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান
প্রভাষক



মোহাম্মদ সাহেদ হোসেন
প্রভাষক



ফারজানা হক ববি
প্রভাষক



মোছা: আলেমা খাতুন
প্রভাষক



তাসনুভা শারমিন
প্রভাষক

কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগ



প্রফেসর ড. মোঃ মিরাজ আলী আকন্দ
চেয়ারম্যান



মোঃ আবদুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক



অনুপম দেবনাথ
সহকারী অধ্যাপক



নার্পিস হায়দার
সহকারী অধ্যাপক



মোহাম্মদ শোয়াইবুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক



নাজমা আক্তার
প্রভাষক



সুয়াইবা হক তুরাবী
প্রভাষক



ফারজানা আকতার রিপা
প্রভাষক



মোঃ সাব্বির আহমেদ
প্রভাষক



সঞ্চয়ন ভট্টাচার্য্য
প্রভাষক



সায়মা আলম
প্রভাষক



তাসনিয়া সাদিয়া
প্রভাষক



আনিকা আক্তার লিমা
প্রভাষক



আবে কাউসার
প্রভাষক



কাজী মাহমুদুল হাসান
প্রদর্শক

পরিসংখ্যান বিভাগ



এ. এইচ. এম. সাইদুল হাসান
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান



মোঃ শফিকুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক



মোঃ আব্দুল খালেক
সহযোগী অধ্যাপক



মোহাম্মদ রাশিদুজ্জামান খান
সহকারী অধ্যাপক

এমবিএ প্রফেশনাল প্রোগ্রাম



প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ
পরিচালক

গণিত বিভাগ



আলেয়া পারভীন
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান



মোঃ তুহিন বিশ্বাস
প্রভাষক



মোঃ নুরুল হক
প্রভাষক



শাহ আব্দুল্লাহ্ আল-নাহিয়ান
প্রভাষক


গাজী হোমায়রা শিরিন
প্রভাষক


মোঃ রেজওয়ান হোসেন
প্রভাষক


শামিম আহমেদ
প্রভাষক


মোঃ জাহিদুল ইসলাম
প্রভাষক


তানজিরুল ইসলাম
প্রভাষক


মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক
প্রভাষক


নুর আলম
প্রভাষক


মাহমুদুল হাসান
প্রভাষক


নিশাত ফারজানা
প্রভাষক


মোঃ ইলিয়াস মিয়া
প্রভাষক

জীববিজ্ঞান বিভাগ


ড. সাহেলা আলম
সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান


মোঃ আল মামুন
প্রভাষক


মোঃ নাজমুল হক
প্রভাষক


সারোয়াত হুসনা সুমা
প্রভাষক


তানিয়া সুলতানা
প্রভাষক


শাতিল আরাবীয়া
প্রভাষক


এস. এম. হুমায়ুন কবির
প্রভাষক


মোহাম্মদ রাকিবুর রহমান
প্রভাষক


সাদিয়া সুলতানা
প্রভাষক


সিরাজুম মুনিরা হোসাইনী
প্রভাষক


মোসাম্মৎ মাহামুদা বেগম
প্রদর্শক


জসিম উদ্দিন
প্রদর্শক

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ


মোঃ আহাদুজ্জামান দিরাজ
সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান


মোঃ কাইয়ূম রাব্বী
প্রভাষক


সানজিদা নাসরীন
প্রভাষক


মোঃ শামিউল আলম
প্রভাষক


মোঃ জাহিদ হাসান
প্রভাষক


মোঃ আব্দুল কাদের
প্রভাষক


মোঃ জাহিদুল ইসলাম
প্রভাষক


শম্ভুনাথ ঘোষ
প্রভাষক



নীলাঞ্জনা সরকার নীপা
প্রভাষক



আসিফ জামান শিশির
প্রভাষক



আব্দুস সামাদ
প্রদর্শক



মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল
প্রদর্শক

রসায়ন বিভাগ



শরীফ নিয়াজ
সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান



মোঃ হাফিজুর রহমান
প্রভাষক



মোঃ মাহফুজুর রহমান
প্রভাষক



মোঃ সাইফ উদ্দিন
প্রভাষক



আশরাফুন আজমিরা চৌধুরী
প্রভাষক



মোঃ মাহবুব আলম
প্রভাষক



মোঃ অলিউল্লাহ
প্রভাষক



মোঃ ইকরাম হোসেন
প্রভাষক



এ.এস.এম আসাদুর রহমান
প্রভাষক



শায়লা সুলতানা
প্রদর্শক



মোঃ ওবায়দুল্লাহ
প্রদর্শক

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বিভাগ



ফারিহা ইয়াসমিন
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)



লুৎফুন নাহার ইসলাম
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি



মুহাম্মদ আশরাফুল করিম
লাইব্রেরিয়ান

শারীরিক শিক্ষা



ফয়েজ আহ্‌মদ
শরীরচর্চা শিক্ষক

অফিস



জাফরিয়া পারভীন
প্রশাসনিক কর্মকর্তা



মোঃ আব্বাস উদ্দীন
উপ প্রশাসনিক কর্মকর্তা



মোহাম্মদ ইউনুছ
সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা



মোঃ নুরুল ইসলাম
সহকারী আইটি অফিসার



আলী আহাম্মদ
অফিস সহকারী



মোঃ রাশেদুল কবির
অফিস সহকারী



মোঃ লুৎফর রহমান
অভ্যর্থনাকারী



মোঃ শামীম আহমেদ
অফিস সহকারী



মোঃ ফরিদ
ড্রাইভার



মোহাম্মদ বেল্লাল হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন



নূর মোহাম্মদ
জ্যেষ্ঠ পিয়ন (অভ্যর্থনা কক্ষ)



মোঃ সিরাজ উল্লা
জ্যেষ্ঠ পিয়ন



লিনু আরিন্দা
জ্যেষ্ঠ আয়া



মোছাঃ সেলিনা পারভীন
জ্যেষ্ঠ আয়া



মোঃ শাহীন হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন



নিজাম উদ্দিন
পিয়ন



ইমরান হোসেন
পিয়ন



রাজু আহমেদ
পিয়ন


মোঃ আল আমিন
পিয়ন


কাউসার
পিয়ন


এনায়েত হোসেন
পিয়ন


মোসা. তাসলিমা আক্তার
আয়া


মোঃ রনি মোল্যা
পিয়ন (মাস্টাররোল)


আব্দুল বারেক
পিয়ন (মাস্টাররোল)


কুলসুম বিবি
ক্লিনার


মাহমুদা খাতুন
ক্লিনার


শ্রী লিটন চন্দ্র দাস
ক্লিনার


মোঃ সবুজ হোসেন
ক্লিনার


মোঃ আব্দুর রহমান
ক্লিনার


মিস্টার জেকুব
ক্লিনার


মোঃ আলমগীর হোসেন
ক্লিনার


মোঃ কেফায়েতুল্লাহ
ক্লিনার


মোঃ আলাউদ্দিন
ক্লিনার


মোঃ শাহীন
ক্লিনার


মোঃ শরীফ মিয়া
ক্লিনার


শ্রী প্রেম কুমার
ক্লিনার (মাস্টাররোল)


মোঃ ময়নুল ইসলাম
ক্লিনার (মাস্টাররোল)


আলী আকবর
ক্লিনার (মাস্টাররোল)

হিসাব শাখা


মোঃ আশরাফ আলী
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা


আবুল কালাম
উপ-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা


মোঃ ফারুক হোসেন
হিসাব সহকারী


মোঃ জাফর উল্যা চৌধুরী
হিসাব সহকারী


মোহাম্মদ শাহীনুল ইসলাম
হিসাব সহকারী


নুরুল আমিন রুম্মান
পিয়ন

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা


মোঃ এনায়েত হোসেন
উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক


মোঃ দুলাল
পরীক্ষা সহকারী


তপন কান্তি দাশ
পরীক্ষা সহকারী


মোঃ মনসুর রহমান সিদ্দিকী
অফিস সহকারী


ইসমাইল হোসেন
পিয়ন


মোঃ জাকির হোসেন
পিয়ন

প্রকৌশল শাখা


মোঃ লিয়াকত আলী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী


মোঃ ফখরুল আলম
সুপারভাইজার


অমল বাড়ৈ
টেকনিশিয়ান


মোঃ মুন্তাজ আলী
ইলেকট্রিশিয়ান


মোঃ আনিছুর রহমান
টেকনিশিয়ান (এসি)


মোঃ রফিকুল ইসলাম
প্লাম্বার


মোঃ কবির হোসেন
ইলেকট্রিশিয়ান-কাম পিয়ন


মোঃ শহিদুল ইসলাম
লিফট অপারেটর


মোঃ নাসির উদ্দিন
লিফট অপারেটর


মোঃ জাকির হোসেন
লিফট অপারেটর


মোঃ নূরুল হক
লিফট অপারেটর


মোঃ বাবুল হাসান খলিফা
লিফট অপারেটর


মুহাম্মদ মোনায়েম সিকদার
লিফট অপারেটর


মোঃ রেজাউল করিম
লিফট অপারেটর


মোঃ শওকত
লিফট ওপারেটর


মোঃ রেজাউল করিম
লিফট অপারেটর

লাইব্রেরি শাখা


দিলওয়ারা বেগম
সিনিয়র ক্যাটালগার


মোহাম্মদ ছালাহ্ উদ্দিন
লাইব্রেরি সহকারী


শ্যামলী আক্তার
লাইব্রেরি সহকারী


কামরুল ইসলাম
লাইব্রেরি সহকারী


মোঃ দুলাল হোসেন
পিয়ন

মেডিক্যাল শাখা


ডাঃ সাজিদা নার্গিস
মেডিক্যাল অফিসার


কানিজ ফাতেমা
সিনিয়র স্টাফ নার্স


মোসাঃ নিলুফা ইয়াসমিন
সহকারী নার্স


মোঃ জাহিদ হাসান
পিয়ন (মাস্টাররোল)

নিরাপত্তা শাখা


মোঃ হোসেন শাহ আলম
নিরাপত্তা কর্মকর্তা


মোঃ আব্বাছ আলী
জ্যেষ্ঠ গার্ড


মোঃ খোরশেদ আলম
জ্যেষ্ঠ গার্ড


মোঃ সোলায়মান (বাবুল)
জ্যেষ্ঠ গার্ড


মোঃ ছোলেমান খোকন
জ্যেষ্ঠ গার্ড


মোঃ রুহুল আমীন
জ্যেষ্ঠ গার্ড


নান্টু বালা
জ্যেষ্ঠ গার্ড


রিপন চাকমা
জ্যেষ্ঠ গার্ড


মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন
জ্যেষ্ঠ গার্ড


রাসেল মাহমুদ
জ্যেষ্ঠ গার্ড


মোঃ মনির হোসেন
গার্ড


মোঃ স্বপন মিয়া
গার্ড


মোঃ মোশারফ হোসেন
গার্ড


মোঃ দাউদ আলী
গার্ড


মোঃ আমিনুল ইসলাম
গার্ড


মোঃ মাসুদ ইমরান
গার্ড


মোঃ সবুজ ফকির
গার্ড


মোঃ মিলন মিয়া
গার্ড


মোঃ জাহিদ হাসান
গার্ড


মোঃ গফ্ফার
গার্ড


মোঃ সাইদুর রহমান
গার্ড


মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
গার্ড


মোঃ মফিজুল ইসলাম
গার্ড


মিতেশ চাকমা
গার্ড (মাস্টাররোল)


মোঃ রমজান আলী
মালী

বিভাগীয় কর্মচারী


আফরিনা আকবর
লাইব্রেরি সহকারী (মার্কেটিং)


রোকেয়া পারভীন
লাইব্রেরি সহকারী (সিএসই)


নাহিদ সুলতানা
লাইব্রেরি সহকারী (ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং)


আম্বিয়া খাতুন
লাইব্রেরি সহকারী (ব্যবস্থাপনা)


রাশিদা আক্তার
সেমিনার সহকারী (অর্থনীতি)


রহিমা খাতুন শিমু
লাইব্রেরি সহকারী (হিসাববিজ্ঞান)


শরীফ উল্যাহ
লাইব্রেরি সহকারী (ইংরেজি)


নূর হোসেন
পিয়ন (বাংলা)


বিল্লাল হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন (ইংরেজি)


মোঃ মনির হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন (ইংরেজি)


সেলিনা খাতুন
জ্যেষ্ঠ আয়া (ব্যবস্থাপনা)


শহিদুল ইসলাম
পিয়ন (ব্যবস্থাপনা)


মোঃ আবুল কালাম
জ্যেষ্ঠ পিয়ন (হিসাববিজ্ঞান)


মোঃ বোরহান উদ্দিন
পিয়ন (হিসাববিজ্ঞান)



সোহেল হোসেন
পিয়ন (ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং)



মোঃ রাসেল আলী
পিয়ন (ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং)



মোঃ গোলাম মোস্তফা
জ্যেষ্ঠ পিয়ন (মার্কেটিং)



মোঃ মীর হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন (মার্কেটিং)



মোঃ ওমর আহাম্মদ ভূঁইয়া
জ্যেষ্ঠ পিয়ন (অর্থনীতি)



আবু তালহা
পিয়ন (অর্থনীতি)



রাজু আহমেদ
পিয়ন (বিবিএ প্রোগ্রাম)



মোঃ হারুনর রশিদ
জ্যেষ্ঠ পিয়ন (সিএসই)



বিপ্লব হোসেন
পিয়ন (পরিসংখ্যান)



মুহাম্মদ সাঈদ খান
পিয়ন (গণিত)



মোঃ রফিকুল ইসলাম
জ্যেষ্ঠ পিয়ন (জীববিজ্ঞান)



মোঃ কামরুল ইসলাম
পিয়ন (জীববিজ্ঞান ল্যাব)



মোঃ মারুফ হোসেন
পিয়ন (পদার্থবিজ্ঞান)



জিন্নাহ শেখ
পিয়ন (পদার্থবিজ্ঞান ল্যাব)



মোহাম্মদ ইয়াছিন মিয়া
জ্যেষ্ঠ পিয়ন (রসায়ন)



নজরুল ইসলাম গাজী
পিয়ন (রসায়ন ল্যাব)



আসমা আক্তার
আয়া (গার্হস্থ্য অর্থনীতি)

এইচএসসি

এক নজরে ফলাফল বিশ্লেষণ

পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	মোট পাস	পাসের হার	মেধা তালিকায় স্থান	স্টার মার্কস
১৯৯১	৬১	৪৩	১৬	০২	৬১	১০০%	২য় ও ১৫তম = ২জন	০৪
১৯৯২	৫৬	৪০	১৩	০৩	৫৬	১০০%	১ম ও ১৬তম = ২জন	০২
১৯৯৩	২৪৭	১৬৯	৬২	০৭	২৩৮	৯৬%	২,৮,১১,১৪ ও ১৬তম = ৫জন	১৪
১৯৯৪	৫০৮	৩৬৬	১০৮	-	৪৭৪	৯৩%	১,৫,১৪ ও ১৬তম = ৪ জন	২৭
১৯৯৫	৫০৮	৪৪৫	৫৭	-	৫০২	৯৯%	১,৩,১০(২),১২,১৩(২),১৪ ১৬,১৯ = ১০জন	৪৭
১৯৯৬	৬৯৪	৪৭০	১৫১	-	৬২১	৯০%	১,৭,৮,১০,১১,১৪,১৫,১৭ ১৮ (২) ১৯তমএবং মেয়েদের মধ্যে ৯ম ও ১০ম = ১৩জন	২৮
১৯৯৭	৪৯০	৩৮৮	৬৮	-	৪৫৬	৯৩%	১০,১৩,১৫ ও ২০ তম = ৪জন	২৫
১৯৯৮	৪৯২	২৬২	১৮১	০৩	৪৪৬	৯০.৬৫%	৫,৮,১৩,১৯ ও ২০তম এবং মেয়েদের মধ্যে ৮ম ও ৯ম = ৭জন	১২
১৯৯৯	৬২৬	৪৩২	১৬৫	৯	৬০৬	৯৬.৮০%	৪,৫,১১,১৩,১৫,১৬,১৭,১০ম (মেয়েদের মধ্যে) = ৮জন	২৯
২০০০	৬৬৮	৪৮০	১৪৫	০১	৬২৬	৯৩.৭২%	১,২,৩,৬,৮,১১,১২,১৩,১৪,১৫ ১৯ (যুগ্ম) ও ২০তম = ১৩ জন	৫৬
২০০১	৬৮৪	৫০৩	১৪৪	০২	৬৪৯	৯৬.২০%	১,১০,১৪,১৫,১৬,৯ম (মেয়েদের) মধ্যে = ৬জন	৭১
২০০২	৭২৮	৫৯৩	১১২	-	৭০৫	৯৫.১৪%	১ম, ৩য়, ১৩ তম ও ১৯ তম = ৪জন	১৩৮

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	জিপিএ ৫	জিপিএ ৪-<৫	জিপিএ ৩-<৪	জিপিএ ২-<৩	মোট পাস	পাসের হার	মেধাবী শিক্ষার্থীর সংখ্যা
২০০৩	৮৪৭	-	২২২	৫৭৯	৪১	৮৪২	৯৯.৪১%	জিপিএ ৪.৬ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৭ জন (উল্লেখ্য এবছর কোন বোর্ড থেকে জিপিএ ৫ পায়নি)
২০০৪	৮৯৭	৫৩	৭১৩	১২৬	৩	৮৯৫	৯৯.৭৮%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৫৩ জন
২০০৫	৯০৪	৭১	৭৪৫	৮৭	১	৯০৪	১০০%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৭১ জন
২০০৬	১৪৩৭	২২৭	১১০৪	১০৫	০	১৪৩৬	৯৯.৯৩%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ২২৭ জন
২০০৭	১৫০৫	২২৪	১০৭২	২০০	০৪	১৫০০	৯৯.৬৭%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ২২৪ জন
২০০৮	১৯২৪	৫১৮	১৩১৬	৮২	০৭	১৯২৩	৯৯.৯৫%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৫১৮ জন
২০০৯	১৮১৫	৪০৯	১৩৪৫	৬০	০	১৮১৪	৯৯.৯৫%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৪১১ জন
২০১০	২০২৬	৪২৩	১৪৪২	১৫৫	০২	২০২২	৯৯.৮০%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৪২৩ জন
২০১১	২০৪৩	৮৩১	১১৭৩	৩৮	০	২০৪২	৯৯.৯৫%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৮৩১ জন
২০১২	২৪৪৬	১১৫৬	১২৪২	৪৬	০	২৪৪৩	৯৯.৮৮%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ১১৫৬ জন
২০১৩	১৯৪০	৮৭১	৯৯৪	৬৫	০	১৯৩০	৯৯.৪৯%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৮৭১ জন
২০১৪	২১৮৫	৮১৯	১২৮১	৭৯	০	২১৭৯	৯৯.৭৩%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৮১৯ জন
২০১৫	২১২০	৩৩০	১৬২৬	১৫২	০	২১০৮	৯৯.৪৩%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৩৩০ জন
২০১৬	২৫৬৯	৩৪৩	২০৫৬	১৪৭	০	২৫৪৬	৯৯.১০%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৩৪৩ জন
২০১৭	১৯০০	১৩৩	১৪৫৬	৩০১	০	১৮৯০	৯৯.৪৭%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ১৩৩ জন
২০১৮	২২২০	১২৪	১২০৬	৭১৭	১৬৮	২২১৫	৯৯.৭৭%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ১২৪ জন
২০১৯	২১৪৯	৯৮	৯৭৮	১০০৯	৪৬	২১৩১	৯৯.১৬%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৯৮ জন
২০২০	১৪৯০	১৫৪	৯৭০	৩৬৫	১	১৪৯০	১০০%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ১৫৪ জন

এক নজরে ফলাফল বিশ্লেষণ এইচএসসি

গ্রুপ: ব্যবসায় শিক্ষা

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	জিপিএ ৫	জিপিএ ৪-<৫	জিপিএ ৩-<৪	জিপিএ ২-<৩	মোট পাস	পাসের হার	মেধাবী শিক্ষার্থীর সংখ্যা
২০২১	১৩০৭	৩০৯	৯৮১	১৫	—	১৩০৫	৯৯.৮৫%	৩০৯ জন

এক নজরে ফলাফল বিশ্লেষণ এইচএসসি

গ্রুপ: বিজ্ঞান

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	জিপিএ ৫	জিপিএ ৪-<৫	জিপিএ ৩-<৪	জিপিএ ২-<৩	মোট পাস	পাসের হার	মেধাবী শিক্ষার্থীর সংখ্যা
২০২১	১০৮৬	৬৬৮	৮১৩	—	—	১০৮১	৯৯.৫৪%	৬৬৮ জন

অনার্স

এক নজরে ফলাফল বিশ্লেষণ

বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
ব্যবস্থাপনা	১৯৯৭	৪৩	৩	৩৬	৩	-	৪২	৯৮%	১ম, ২য় ও ৩য়
	১৯৯৮	৪৩	২	৪১	-	-	৪৩	১০০%	২য় ও ৪র্থ
	১৯৯৯	৪২	১	৪০	১	-	৪২	১০০%	১ম
	২০০০	৪১	-	৩৫	২	-	৩৭	৯০.২৪%	-
	২০০১	৪৩	-	৩৯	২	-	৪১	৯৫.৩৪%	-
	২০০২	৩৮	-	২৯	৪	-	৩৩	৮৭%	-
	২০০৩	৪৯	১	৪৬	২	-	৪৯	১০০%	১ম
	২০০৫	৪২	১	৩৯	-	-	৪০	৯৫.২৩%	-
	২০০৬	৩৫	-	৩৫	-	-	৩৫	১০০%	-
	২০০৭	৪৪	১	৪১	২	-	৪৪	১০০%	-
	২০০৮	৪১	১১	২৯	১	-	৪১	১০০%	-
	২০০৯	৪১	৯	২৭	১	-	৩৭	৯০.২৫%	-
	২০১০	৪৫	৩	৩৯	-	১	৪৩	৯৫.৫৬%	-
	২০১১	৩৭	১২	২৪	-	১	৩৭	১০০%	-
	২০১২	৩৮	৭	২৯	-	১	৩৭	৯৮%	-
	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-<4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	
	২০১৩	২৯	৯	২০	-	-	২৯	১০০%	
	২০১৪	১২	৯	৩	-	-	১২	১০০%	
	২০১৫	৪৯	১৮	৩০	-	-	৪৮	৯৮%	
	২০১৬	২০	১৩	৭	-	-	২০	১০০%	
	২০১৭	২০	১৮	২	-	-	২০	১০০%	
	২০১৮	৪৮	৩৫	১২	-	-	৪৭	৯৮%	
	২০১৯	৫৩	৪৬	৪	-	-	৫০	৯৪.৩৪%	
বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
হিসাববিজ্ঞান	১৯৯৭	৩২	৩	২৯	-	-	৩২	১০০%	৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ১৫তম
	১৯৯৮	৪৭	৩	৪০	৩	-	৪৬	৯৭.৮৭%	২য়, ৪র্থ ও ১৪তম
	১৯৯৯	৪৫	১	৩৪	৪	-	৩৯	৮৬.৬৬%	২৬তম
	২০০০	৪৪	-	২৬	১১	-	৩৭	৮৪.০৯%	-
	২০০১	৪৯	-	৪৩	৩	১	৪৭	৯৬%	-
	২০০২	৪৬	-	৩৭	৮	-	৪৫	৯৮%	-
	২০০৩	৬৩	৭	৫৪	২	-	৬৩	১০০%	৪র্থ, ৫ম, ১০ম, ৩০তম, ৩২তম,৩৩তম ও ৩৪তম
	২০০৫	৪৪	৭	৩৬	-	-	৪৩	৯৭.৭২%	-
	২০০৬	৪৬	১৭	২৯	-	১	৪৬	১০০%	-
	২০০৭	৫১	১৩	৩৮	-	-	৫১	১০০%	-
	২০০৮	৪৮	২১	২৬	-	-	৪৭	৯৮%	-
	২০০৯	৪০	১৫	২৫	-	-	৪০	১০০%	-
	২০১০	৫২	১৮	৩৪	-	-	৫২	১০০%	-
	২০১১	৪৬	২৬	১৮	-	১	৪৫	৯৮%	-
	২০১২	৪৮	৩৭	১০	-	-	৪৭	৯৮%	
	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-<4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	
	২০১৩	৪৭	৩১	১৬	-	-	৪৭	১০০%	
	২০১৪	৪৪	২৯	১৫	-	-	৪৪	১০০%	
	২০১৫	৫৫	৪৬	৯	-	-	৫৫	১০০%	
	২০১৬	৬০	৪৮	১২	-	-	৬০	১০০%	
	২০১৭	৪৫	৪২	৩	-	-	৪৫	১০০%	
	২০১৮	৬৪	৩৯	১৩	-	-	৫৯	৯২.১৮%	
	২০১৯	৭২	৫২	৬	-	-	৫৮	৮১%	
বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং	১৯৯৮	৩৯	৫	৩৪	-	-	৩৯	১০০%	১ ম থেকে ৫ম পর্যন্ত
	১৯৯৯	৫৬	৭	৪৬	১	-	৫৪	৯৬.৪২%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ও ৭ম
	২০০০	৫৩	৬	৪৪	-	-	৫০	৯৪.৩৩%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ
	২০০১	৫১	৯	৩৯	২	-	৫০	৯৮.০৩%	১ম থেকে ৯ম।
	২০০২	৪৯	১৪	৩৫	-	-	৪৯	১০০%	১ম থেকে ৭ম, ৮ম (২) , ৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম
	২০০৩	৫৩	১৮	৩৫	-	-	৫৩	১০০%	১ম থেকে ৫ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম(২), ১৩তম, ১৫তম, ১৬তম(৩) ও ১৮তম(২)
	২০০৫	৪৪	১৯	২৫	-	-	৪৪	১০০%	
	২০০৬	৪৫	৩১	১৩	-	-	৪৪	৯৭.৭৮%	
	২০০৭	৪৬	২৯	১৭	-	-	৪৬	১০০%	
	২০০৮	৫১	৪৩	৮	-	-	৫১	১০০%	
	২০০৯	৪৯	৩৯	১০	-	-	৪৯	১০০%	
	২০১০	৫৫	৪৩	১২	-	-	৫৫	১০০%	
	২০১১	৫৫	৪৮	৭	-	-	৫৫	১০০%	
	২০১২	৫২	৩৮	১৩	-	-	৫১	৯৮%	
	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-<4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	
	২০১৩	৫৪	৪৯	৫	-	-	৫৪	১০০%	
	২০১৪	৫৬	৫১	৫	-	-	৫৬	১০০%	
	২০১৫	৫৩	৪৪	৬	-	-	৫০	৯৪.৩৩%	
	২০১৬	৪৪	৩২	১২	-	-	৪৪	১০০%	
	২০১৭	৪৭	৪৭	-	-	-	৪৭	১০০%	
	২০১৮	৫৭	৪৩	১১	-	-	৫৪	৯৪.৭৩%	
	২০১৯	৫২	৪৭	২	-	-	৪৯	৯৪.২৩%	

অনার্স

এক নজরে ফলাফল বিশ্লেষণ

মার্কেটিং

বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
	১৯৯৮	৩৩	৩	২৯	–	–	৩২	৯৬.৯৬%	১ম ও ২য়(যুগ্ম)
	১৯৯৯	৫৩	–	৪৬	২	–	৪৮	৯০.৫৬%	–
	২০০০	৪৭	২	৩৬	২	–	৪০	৯৮%	৩য় ও ৬ষ্ঠ
	২০০১	৪৮	–	৪২	২	–	৪৪	৯২%	–
	২০০২	৫০	–	৪৬	–	–	৪৬	৯২%	–
	২০০৩	৫১	–	৪৯	২	–	৫১	১০০%	–
	২০০৫	৫০	১৩	৩৭	–	–	৫০	১০০%	–
	২০০৬	৪৫	১৭	২৮	–	–	৪৫	১০০%	–
	২০০৭	৫৪	১৪	৪০	–	–	৫৪	১০০%	–
	২০০৮	৫১	১৪	৩৭	–	–	৫১	১০০%	–
	২০০৯	৪৫	১৪	২৯	১	–	৪৪	৯৮%	–
	২০১০	৫০	২১	২৮	–	–	৪৯	৯৮%	–
	২০১১	৪৫	১৭	২৭	–	–	৪৪	৯৮%	–
	২০১২	৫২	৬	৪৫	–	–	৫১	৯৮%	

পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-<4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	
২০১৩	৪০	২৮	১২	–	–	৪০	১০০%	
২০১৪	৩০	১৬	১৪	–	–	৩০	১০০%	
২০১৫	৪৭	২৯	১৬	–	–	৪৫	৯৬%	
২০১৬	২৩	১৩	১০	–	–	২৩	১০০%	
২০১৭	৪৮	৪৮	–	–	–	৪৮	১০০%	
২০১৮	৫৬	৫২	৪	–	–	৫৬	১০০%	
২০১৯	৬৪	৫৭	৩	–	–	৬০	৯৩.৭৫%	

ইংরেজি

বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
	২০০০	৩২	–	১২	১৭	–	২৯	৯০.৬২%	–
	২০০১	৩৮	–	৬	২১	–	৩৫	৯২.১৮%	–
	২০০২	৪২	–	৯	২৮	–	৩৭	৮৮.০৯%	–
	২০০৩	৪৮	–	২৩	২০	–	৪৩	৮৯.৫৮%	–
	২০০৫	২৬	–	২৩	২	–	২৬	১০০%	–
	২০০৬	১২	–	১০	২	–	১২	১০০%	–
	২০০৭	৩১	–	২৬	৫	–	৩১	১০০%	–
	২০০৮	১৮	–	১৪	৪	–	১৮	১০০%	–
	২০০৯	১৮	–	১৩	৪	–	১৭	৯৪.৪৫%	–
	২০১০	২২	–	১৪	৫	–	২০	৯১%	–
	২০১১	২১	–	১৪	৩	–	১৮	৮৬%	–
	২০১২	২০	–	১৬	২	১	১৯	৯৫%	

পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-<4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	
২০১৩	৪	২	১	–	–	৩	৭৫%	
২০১৪	৪	–	৪	–	–	৪	১০০%	
২০১৫	১২	১	১০	–	–	১১	৯২%	
২০১৬	২	১	১	–	–	২	১০০%	
২০১৭	৭	৩	৪	–	–	৭	১০০%	
২০১৮	৩৫	৩	১২	–	–	১৫	৪৩%	
২০১৯	৬৫	২০	১৩	–	–	৩৩	৫০.৭৭%	

অর্থনীতি

বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
	২০০০	১৪	৪	১০	–	–	১৪	১০০%	১ম, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ
	২০০১	৩৩	১	২২	৫	–	৩০	৯১%	২য়।
	২০০২	৯	২	৫	১	–	৯	১০০%	২য় ও ৮ম
	২০০৩	১৬	–	১১	৪	–	১৫	৯৩.৭৫%	–
	২০০৫	১৯	–	১৬	৩	–	১৯	১০০%	–
	২০০৬	২১	–	২০	১	–	২১	১০০%	–
	২০০৭	১৬	১	১১	২	–	১৫	৯৩%	–
	২০০৮	৮	–	৬	২	–	৮	১০০%	–
	২০০৯	৭	২	৫	–	–	৭	১০০%	–
	২০১০	৮	২	৬	–	–	৮	১০০%	–
	২০১১	১১	২	৯	–	–	১১	১০০%	–
	২০১২	৮	–	৭	–	১	৮	১০০%	

পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-<4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	
২০১৩				–	–			
২০১৪	৪	–	৪	–	–	৪	১০০%	
২০১৫	১৭	৪	৮	–	–	১২	৭০.৫৮%	
২০১৬	১০	৩	৭	–	–	১০	১০০%	
২০১৭	৭	৫	২	–	–	৭	১০০%	
২০১৮	২৪	১৭	৪	–	–	২১	৮৭.৫০%	
২০১৯	২৮	১৯	৮	–	–	২৭	৯৬.৪৩%	

পরিসংখ্যান

বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
	১৯৯৯	৩০	১৭	১২	–	–	২৯	৯৬.৬৬%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, ৮ম, ১০ম(যুগ্ম), ১২, ১৩, ১৪, ১৭ ও ১৮তম
	২০০০	৮	৪	৩	–	–	৭	৮৮%	৩য়
	২০০১	৫	২	৩	–	–	৫	১০০%	১০ম ও ১৬ তম।
	২০০২	৫	–	৫	–	–	৫	১০০%	–
	২০০৩	৯	৭	২	–	–	৯	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ১০ম, ১৭ ও ১৮তম।
	২০০৫	১৪	৩	১০	–	১	১৪	১০০%	–
	২০০৬	৬	–	৬	–	–	৬	১০০%	–
	২০০৭	৫	১	৪	–	–	৫	১০০%	–
	২০০৯	২	–	২	–	–	২	১০০%	–

BBA (Hons.) Professional

এক নজরে ফলাফল বিশ্লেষণ

বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি / জিপিএ	২য় শ্রেণি / জিপিএ	৩য় শ্রেণি / জিপিএ	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান
	২০০২	৩৫	২৯	৫	_	৩৪	৯৭%	১ম, ৮ম, ১২তম, ১৪তম, ২১তম (২ জন), ২৩-২৮তম, ৩১তম, ৩২তম, ৩৪তম, ৪০-৪৬তম, ৪৯তম, ৫৫তম, ৫৬তম, ৫৯তম (২ জন)
	২০০৩	৩৯	৩৩	৬		৩৯	১০০%	–
	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-<4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার
	২০১৭	৬২	৬১	১	_	৬২	১০০%	–
	২০১৮	৮৪	৮২	২	–	৮৪	১০০%	–
	২০১৯	১১৯	৭৫	২৭	–	১০২	৮৫.৭১%	–

মাস্টার্স

এক নজরে ফলাফল বিশ্লেষণ

বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
ব্যবস্থাপনা	১৯৯৬	৩২	৪	২৮	_	৩২	১০০%	২য়,৪র্থ, ৫ম, ৯ম।
	১৯৯৭	২৩	–	২৩	_	২৩	১০০%	–
	১৯৯৮	১৪	১	১২	১	১৪	১০০%	৫ম।
	১৯৯৯	১৯	–	১৬	৩	১৯	১০০%	–
	২০০০	১১	–	১০	১	১১	১০০%	–
	২০০১	১২	–	১২	_	১২	১০০%	–
	২০০২	২১	১	২০	_	২১	১০০%	৩য়।
	২০০৩	১২	–	১২	_	১২	১০০%	–
	২০০৪	১৭	৩	১৪	_	১৭	১০০%	৪র্থ, ৮ম ও ১৩তম।
	২০০৭	৫	৪	১	_	৫	১০০%	–
	২০০৮	২৬	২৫	১	_	২৬	১০০%	–
	২০০৯	১৯	১১	৮	_	১৯	১০০%	–
	২০১০	২৮	২২	৬	_	২৮	১০০%	৯ম, ১৫তম, ২০তম।
	২০১১	২৫	১৯	৬	_	২৫	১০০%	
	২০১২	২২	১৮	৪	_	২২	১০০%	
	২০১৩	৩৩	১৭	১৬	_	৩৩	১০০%	
	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-<4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	
	২০১৪	১৩	১৩	–	_	১৩	১০০%	
	২০১৫	১৪	৯	৫	_	১৪	১০০%	
	২০১৬	২৮	২৫	৩	_	২৮	১০০%	
	২০১৭	১২	১১	১	–	১২	১০০%	
	২০১৮	১৭	৮	৮	–	১৬	৯৪.১১%	
বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
হিসাববিজ্ঞান	১৯৯৬	২৩	১	২২	–	২৩	১০০%	৪র্থ।
	১৯৯৭	১৭	–	১৭	–	১৭	১০০%	–
	১৯৯৮	২	–	২	–	২	১০০%	–
	১৯৯৯	১৩	৩	৯	১	১৩	১০০%	২য়(২জন), ৮ম।
	২০০০	১৬	১	১৩	২	১৬	১০০%	–
	২০০১	১৪	১	১৩	–	১৪	১০০%	৬ষ্ঠ।
	২০০২	৭	–	৭	–	৭	১০০%	–
	২০০৩	২১	৪	১৭	–	২১	১০০%	১৪তম, ২৬(২জন) ও ৩৩তম
	২০০৪	২১	৭	১৪	–	২১	১০০%	১৩তম, ২৬তম, ২৮তম, ৩২তম,৩৫তম, ৩৭তম ও ৪০তম
	২০০৬	২৫	১৫	১০	–	২৫	১০০%	৭ম, ১০ম, ১১তম, ১৭তম, ১৮তম, ২০তম, ২১তম, ২৩তম,২৫তম, ২৭তম
	২০০৭	১৫	১৫	–	–	১৫	১০০%	–
	২০০৮	৩৪	২৭	৭	–	৩৪	১০০%	–
	২০০৯	৪০	৩৩	৭	–	৪০	১০০%	–
	২০১০	৩০	১৯	১০	–	২৯	৯৭%	–
	২০১১	৩০	২০	৯		২৯	৯৭%	
	২০১২	২৬	২৬	০		২৬	১০০%	
	২০১৩	৪৮	৩৬	১২		৪৮	১০০%	
	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-<4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	
	২০১৪	২৯	২৯	–		২৯	১০০%	
	২০১৫	২৫	১৮	৭		২৫	১০০%	
	২০১৬	৪৮	৪৪	৪		৪৮	১০০%	
	২০১৭	৪৮	৪৩	৫		৪৮	১০০%	
	২০১৮	৪৫	২৩	১৫		৩৮	৮৪.৪৪%	
বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
মার্কেটিং	১৯৯৭	৭	–	৬	১	৭	১০০%	–
	১৯৯৯	২০	৫	১৫	–	২০	১০০%	২য়, ৩য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৯ম।
	২০০১	২১	৫	১৬	–	২১	১০০%	৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ (২জন)।
	২০০২	২২	৩	১৯	–	২২	১০০%	১ম, ২য় (২জন)।
	২০০৩	১৬	–	১৪	১	১৫	১০০%	–
	২০০৪	১৪	৫	৯	–	১৪	১০০%	১ম, ৪র্থ, ১৩তম(৩জন)
	২০০৬	২৮	২৩	৫	–	২৮	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়(৩), ৪র্থ, ৫ম(২), ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৯ম, ১১তম, ১২তম,১৪তম(২),
	২০০৭	২৬	২০	৬	–	২৬	১০০%	–
	২০০৮	২৬	১৪	১২	–	২৬	১০০%	–
	২০০৯	২৪	১৩	১১	–	২৪	১০০%	–
	২০১০	২৪	১৩	১১	–	২৪	১০০%	–
	২০১১	৩৯	৩০	৯	–	৩৯	১০০%	
	২০১২	৩০	২৫	৫	–	৩০	১০০%	
	২০১৩	৩৫	২৩	১২	–	৩৫	১০০%	
	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-<4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	
	২০১৪	২৬	২৬	–	–	২৬	১০০%	
	২০১৫	১৯	১৮	১	–	১৯	১০০%	
	২০১৬	৩৬	৩৪	১	–	৩৫	৯৭.২২%	
	২০১৭	২১	১৪	৫	–	১৯	৯০.৪৭%	
	২০১৮	৪১	২৫	৪		২৯	৭০.৭৩%	

মাস্টার্স

এক নজরে ফলাফল বিশ্লেষণ

বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং	১৯৯৯	১৩	৫	৮	-	১৩	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও৫ম।
	২০০০	৩৩	১২	২০	১	৩৩	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম (৩জন), ৮ম ও ৯ম (২জন)।
	২০০১	৩১	২	২৯	-	৩১	১০০%	১ম, ২য়।
	২০০২	১৩	৮	৪	১	১৩	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম (২জন), ১০ম।
	২০০৩	৩৪	৩	৩১	-	৩৪	১০০%	১ম, ২য় ও ৩য়
	২০০৪	৩৬	২৫	১১	-	৩৬	১০০%	১ম, ২য় (২জন), ৩য় থেকে ৭ম, ৮ (২জন), ৯ম, ১০ম, ১২তম (২জন), ১৩তম থেকে
	২০০৬	২৫	২৪	১	-	২৫	১০০%	৩য়, ৪র্থ১ ৭ম (২), ৮ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম, ১৪তম (২জন) ১৫তম, ১৬তম (২)।
	২০০৭	২২	১৪	৬	-	২০	৯২%	
	২০০৮	৫৩	৪২	১১	-	৫৩	১০০%	
	২০০৯	৪৬	৩৫	৮	-	৪৩	৯৩.৪৭%	
	২০১০	৪৩	৩৪	৯	-	৪৩	১০০%	১ম, ৩য়, ৯ম, ১৫তম, ১৬তম, ১৭তম।
	২০১১	৫০	৪৭	২	-	৪৯	৯৮%	
	২০১২	৫৫	৫৩	২	-	৫৫	১০০%	
	২০১৩	৪১	৩৬	৫	-	৫১	১০০%	
	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-<4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	
	২০১৪	৪২	৪২	-	-	৪২	১০০%	
	২০১৫	৩২	৩১	১	-	৩২	১০০%	
	২০১৬	৪৮	৪৮	-	-	৪৮	১০০%	
	২০১৭	৩৫	২৩	১১	-	৩৪	৯৭.১৪%	
	২০১৮	২৪	১৬	৪	-	২০	৮৩.৩৩%	
বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
পরিসংখ্যান	২০০০	২৪	৩	১১	-	১৪	৫৮.৩৩%	১ম, ২য় ও ৩য়।
	২০০১	৯	-	৪	১	৫	৫৬%	-
	২০০২	২	-	২	-	২	১০০%	-
	২০০৩	২	-	২	-	২	১০০%	-
	২০০৪	৯	৭	-	-	৭	৭৭.৭৮%	৪র্থ, ১৫তম, ১৯তম (২জন), ২০তম, ৩০তম ও ৩৩তম।
	২০০৬	৮	৭	১	-	৮	১০০%	২য়, ৮ম, ১০ম, ১১তম, ১৮তম (২) ও ২১তম।
	২০০৭	৪	-	৩	-	৩	৭৫%	
	২০০৮	৬	৪	২	-	৬	১০০%	
বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
অর্থনীতি	২০০২	১১	১	৮	১	১০	৯১%	৪র্থ।
	২০০৩	৩	২	-	-	২	৬৬.৬৭%	১০ম ও ১২তম।
	২০০৮	৯	১	৮	-	৯	১০০%	
	২০০৯	৪	২	২	-	৪	১০০%	
	২০১১	১	১	-	-	১	১০০%	
	২০১২	২	২	-	-	২	১০০%	
	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-<4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	
	২০১৫	৩	২	১	-	৩	১০০%	
	২০১৬	১০	৪	১	-	৫	৫০%	
	২০১৭	১২	৫	৬	-	১১	৯২%	
বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
ইংরেজি	২০০৮	১১	-	১১	-	১১	১০০%	
	২০১০	৯	-	৭	-	৭	৭৮%	
	২০১১	৫	-	২	-	২	৪০%	
	২০১২	৮	-	৬	-	৬	৮০%	
	২০১৩	৯	-	৯	-	৯	১০০%	
	২০১৬	১	১			১	১০০%	
	২০১৮	৬	১	৪	-	৫	৮৩.৩৩%	

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১

প্রগতি

২০২১

ঢাকা কমার্স কলেজ বার্ষিকী

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১

ঢাকা কমার্স কলেজ

শাহিদা শারমীন, প্রভাষক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ ও
নূর নাহার, প্রভাষক, মার্কেটিং বিভাগ

সমৃদ্ধ ও সফল মানুষ গড়ার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় আজ থেকে ৩২ বছর আগে কতিপয় শিক্ষানুরাগী, পরভাবনায় উচ্ছ্বসিত, আলোকিত, নিবেদিত ও পরিশ্রমী মানুষের হাত ধরে যে প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু, তা ঢাকা কমার্স কলেজ। মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা, শিক্ষিত ও কর্মদক্ষ জাতি গঠনের এক মহৎ স্বপ্নের সফল রূপায়ণের পথচলা শুরু সেদিন থেকেই। আর সে পথেই এতটা দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে আজ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক জ্যোতির্ময় নক্ষত্র হয়ে সগৌরব জ্ঞানের আলো বিতরণ করে চলেছে শিক্ষাবিদ, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের আস্থার নাম 'ঢাকা কমার্স কলেজ'।



আদর্শ, সততা, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও যুগোপযোগী পদ্ধতিতে পাঠদান আর সময়ের চেয়েও অগ্রবর্তী চিন্তা-চেতনা প্রতিষ্ঠানটিকে সেই শুরুর লগ্ন থেকে আজ অবধি তার পথচলার প্রতিটি পদক্ষেপে সঙ্গী করেছে কাঙ্ক্ষিত সব অর্জন আর গর্ব করার মতো নানাবিধ স্বীকৃতি। প্রতিষ্ঠার দশকেই ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালে এটি অর্জন করে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কলেজের স্বীকৃতি। পরবর্তীতে ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিংয়ে সেরা বেসরকারি কলেজের স্বীকৃতি অর্জন করে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক-মডেল কলেজের প্রথম স্থানটিও এই প্রতিষ্ঠানের।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণে ঢাকা কমার্স কলেজ তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই যোগ্য ও আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলার মহান ব্রত নিয়ে এগিয়ে চলেছে তার সুনিপুণ পাঠদান পদ্ধতি ও যথোপযুক্ত কর্ম পরিকল্পনায়। তারই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রণীত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপরেখা বাস্তবায়নে কলেজটি ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে বিজ্ঞান গ্রুপের যাত্রা শুরু করে প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনসম্পদ তৈরিকরণের দৃপ্ত বাসনায়। সংযুক্তির অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এর বিজ্ঞান গ্রুপ ঢাকা শহর ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ বার্তাটি দিতে সক্ষম হয়েছে যে, দেশের বিজ্ঞান শিক্ষার এক নব দিগন্ত, উদ্ভাসিত নক্ষত্র, নতুন সম্ভাবনা ঢাকা কমার্স কলেজ। পাশাপাশি এর ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ আজও দেশে এ গ্রুপের শিক্ষার্থীদের প্রথম পছন্দ হয়ে রয়েছে।

গভর্নিং বডি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিকের সভাপতিত্বে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট গভর্নিং বডি ঢাকা কমার্স কলেজের প্রশাসনকে দিক নির্দেশনা প্রদান করছেন। গভর্নিং বডি, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, ডেভেলপমেন্ট কমিটি, দিক নির্দেশনা কমিটি ও ফিন্যান্স কমিটির মাধ্যমে কলেজের শিক্ষা, উন্নয়ন ও তহবিল ব্যবস্থাপনা গতিপথ নির্ণয় করে দেন। ২০২১ সালে এ পরিষদের ১১টি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এসব সভায় কলেজ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ বহু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

শিক্ষক পরিষদ

ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষকদের সাধারণ সভা ও প্রয়োজনমাফিক বিশেষ কার্যক্রম পরিচালিত হয় শিক্ষক পরিষদের মাধ্যমে। ২০২১ সালে শিক্ষক পরিষদের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ মঈনউদ্দীন।

নিয়োগ (প্রশাসন)

ক্রমিক	নাম	পদবি	যোগদান
১	প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ	অধ্যক্ষ	২৬/০১/২০২১
২	প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্	উপাধ্যক্ষ	১৫/০২/২০২১
৩	প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম	উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)	২৬/০১/২০২১

চেয়ারম্যান নিয়োগ

ক্রম	চেয়ারম্যান গণের নাম	বিভাগ	মেয়াদকাল
১	শামসাদ শাহ্‌জাহান, সহযোগী অধ্যাপক	ব্যবস্থাপনা	০১/০৮/২০২১-৩১/০৭/২০২৩
২	শনজিত সাহা, সহযোগী অধ্যাপক	মার্কেটিং	০১/০৮/২০২১-৩১/০৭/২০২৩
৩	উৎপল কুমার ঘোষ, সহযোগী অধ্যাপক	ইংরেজি	০১/০১/২০২১-৩১/১২/২০২২
৪	হাফিজা শারমিন, সহযোগী অধ্যাপক	অর্থনীতি	১৫/০২/২০২১-১৪/০২/২০২৩
৫	আবু নাঈম মোঃ মোজাম্মেল হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক	বাংলা	০৩/০২/২০২১-০২/০২/২০২৩
৬	প্রফেসর ড. মোঃ মিরাজ আলী আকন্দ	সিএসই	০১/০১/২০২১-৩১/১২/২০২২
৭	কামরুন নাহার, সহযোগী অধ্যাপক	হিসাববিজ্ঞান	০১/০৮/২০২১-৩১/০৭/২০২৩
৮	প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ	এমবিএ প্রফেশনাল	০১/০৭/২০২১-

কর্মচারী নিয়োগ

ক্রমিক	কর্মচারীদের নাম	পদবি	চাকরিতে যোগদান
১	মো. ফরিদ	পিয়ন (মাস্টাররোল)	৭/১/২০২১
২	মো. দুলাল হোসেন	পিয়ন (মাস্টাররোল)	৭/১/২০২১
৩	মো. শরীফ মিয়া	ক্লিনার (মাস্টাররোল)	৭/১/২০২১
৪	প্রেম কুমার	ক্লিনার (মাস্টাররোল)	২৫/১০/২০২১
৫	মো. ময়নুল ইসলাম	ক্লিনার (মাস্টাররোল)	২৫/১০/২০২১
৬	আলী আকবর	ক্লিনার (মাস্টাররোল)	৩/১১/২০২১

শিক্ষক বিদায়

ক্রম	নাম	পদবি ও বিভাগ	বিদায়কাল	ধরন
১	প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল	উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)	৩১/১/২০২১	অবসর
২	প্রফেসর মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা	প্রফেসর বাংলা	২/২/২০২১	অবসর
৩	মোঃ মোশতাক আহমেদ	সহযোগী অধ্যাপক হিসাববিজ্ঞান	২/২/২০২১	পদত্যাগ
৪	ফারহানা ফেরদৌস	প্রভাষক ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং	৩১/১০/২০২১	পদত্যাগ
৫	মো. আল-আমিন	প্রভাষক রসায়ন	৩১/৭/২০২১	পদত্যাগ
৬	নুসরাত জাহান জেরিন	প্রভাষক রসায়ন	৩১/১২/২০২১	পদত্যাগ

মৃত্যু

ক্রম	নাম	পদবি	তারিখ
১	মো. আব্দুল মালেক	স্টোর কিপার	২৪/৩/২০২১
২	মো. আব্দুল আজিজ	ক্লিনার	৩০/৫/২০২১

বার্ষিক কমিটি ২০২১

কলেজের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদনের লক্ষ্যে ২০২১ সালে নিম্নোক্ত আহ্বায়কদের নেতৃত্বে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে:

ক্রম	আহ্বায়ক	নাম ও পদবি
১	সচিব, শিক্ষক পরিষদ	মোঃ মঈনউদ্দীন, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ
২	উচ্চমাধ্যমিক ভর্তি কমিটি	মোঃ মঈনউদ্দীন, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ
৩	অনার্স ও মাস্টার্স ভর্তি কমিটি	শনজিত সাহা, সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ
৪	পরীক্ষা কমিটি	এস এম আলী আজম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
৫	ভ্রমণ কমিটি	সৈয়দ আবদুর রব, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
৬	বার্ষিক ভোজ কমিটি	শামীম আহসান, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
৭	প্রকাশনা কমিটি	মোঃ শরিফুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
৮	অভ্যন্তরীণ আপ্যায়ন কমিটি	মোঃ মোশতাক আহমেদ, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
৯	শান্তি, শৃঙ্খলা ও বিএনসিসি কমিটি	এ.এইচ.এম. সাইদুল হাসান, সহযোগী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ
১০	ক্রীড়া কমিটি	মোঃ শফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ
১১	প্রচার ও আলোকচিত্র কমিটি	ড. মীর মো. জহিরুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
১২	ধর্মীয় কমিটি	মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
১৩	শিক্ষার্থী ও সমাজকল্যাণ কমিটি	মোঃ মনসুর আলম, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ
১৪	ছাত্রী বিষয়ক কমিটি	দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন, সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ
১৫	রুটিন কমিটি	মোহাম্মদ আবদুস সালাম, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
১৬	শিক্ষাসহায়ক ও সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটি	শামসাদ শাহ্‌জাহান, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
১৭	নির্মাণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কমিটি	সাদিক মোঃ সেলিম, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
১৮	লাইব্রেরি কমিটি	শনজিত সাহা, সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ
১৯	অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা কমিটি	মোঃ মাহমুদ হাসান, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালন

১০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে কলেজে ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রচার ও অনলাইন আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ। বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম, ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক উৎপল কুমার ঘোষ ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শামসাদ শাহ্জাহান। প্রধান আলোচক ছিলেন বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. ইসরাত মেরিন। ভার্চুয়াল আলোচনা সভা পরিচালনা করেন আইটি সেন্টার পরিচালক এস এম আলী আজম।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে যথাযোগ্য মর্যাদায় ভাষা শহিদদের সম্মানে ঢাকা কমার্স কলেজ চত্বরে অবস্থিত শহিদ মিনার বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক শামসাদ শাহ্জাহান, অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ দিবস পালন

৭ই মার্চ ২০২১ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, ডিজিটাল ডিসপ্লেতে ভাষণ প্রচার এবং অনলাইন আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় সভাপতি ছিলেন অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক শামসাদ শাহ্জাহান। মুখ্য আলোচক ছিলেন ড. মীর মো. জহিরুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ। উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্, হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুস সালাম, ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক মোহাম্মদ জাকারিয়া ফয়সাল এবং জীববিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক নাজমুল হক বক্তা হিসেবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ভাষণের তাৎপর্য এবং দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি' শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা পরিচালনা করেন আইটি সেন্টার পরিচালক এস এম আলী আজম।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন

১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে কেক কেটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুলের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন শেষে ভার্চুয়াল আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজ গভর্নিং বডি'র সদস্য প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্ এবং উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম। সভাপতি ছিলেন অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ। আলোচনা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক শামসাদ শাহ্জাহান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পার্থ বাড়ৈ, জীববিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সাহেলা আলম। ভার্চুয়াল আলোচনা সভা সঞ্চালনায় ছিলেন আইটি সেন্টার পরিচালক এস এম আলী আজম।

গণহত্যা দিবস পালন

২৫ মার্চ ২০২১ তারিখে গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজে অনলাইন আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আগা খান মিন্টু। সভাপতি ছিলেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্। আলোচনায় অংশ নেন উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক শামসাদ শাহ্জাহান। প্রধান বক্তা ছিলেন ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ মঈনউদ্দিন আহমদ। ভার্চুয়াল আলোচনা সভা সঞ্চালনায় ছিলেন আইটি সেন্টার পরিচালক এস এম আলী আজম।

স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপন

জাতীয় পতাকা উত্তোলন: ২৬ মার্চ ২০২১ প্রত্যুষে কলেজ প্রাঙ্গণে জাতীয় সঙ্গীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে অংশগ্রহণ করেন সকল শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্যাপন: স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ৩১ মার্চ ২০২১ তারিখে ঢাকা কমার্স কলেজে ভার্চুয়াল আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর ড. কাজী নুরুল ইসলাম, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজ গভর্নিং বডি'র সদস্য এএফএম সরওয়ার কামাল। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কমার্স কলেজ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ। ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষ থেকে প্রধান অতিথিকে মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননার স্বীকৃতিস্বরূপ স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অ্যাকাডেমিক উপদেষ্টা প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক শামসাদ শাহ্জাহান এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। ভার্চুয়াল আলোচনা সভা সঞ্চালনায় ছিলেন আইটি সেন্টার পরিচালক এস এম আলী আজম।

জাতীয় শোক দিবস পালন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ১৫ আগস্ট ২০২১ ঢাকা কমার্স কলেজে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ভার্চুয়াল আলোচনার সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি ছিলেন গভর্নিং বডির সদস্য এএফএম সরওয়ার কামাল। বক্তব্য রাখেন গভর্নিং বডির সদস্য অ্যাডভোকেট আলম চৌধুরী ও সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক শামসাদ শাহ্জাহান। স্বাগত ভাষণ দেন অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ। ভার্চুয়াল আলোচনা সভা সঞ্চালনায় ছিলেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্। এছাড়া জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক কুইজ ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

শেখ রাসেল দিবস পালন

১৮ অক্টোবর ২০২১ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ তনয় শেখ রাসেলের ৫৮তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজে বিবিধ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এসবের মধ্যে কলেজস্থ নামাজঘরে দোয়া মাহফিল, সকল শ্রেণিকক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠান, শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে কেক কেটে দিবসটিকে

যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। এতে কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো আবু মাসুদ, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক শামসাদ শাহ্জাহান সহ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

শেখ রাসেল দেয়ালিকা উদ্বোধন

৩১ অক্টোবর ২০২১ ঢাকা কমার্স কলেজের বিজ্ঞান ভবনের নিচতলায় 'শেখ রাসেল দেয়ালিকা' উদ্বোধন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৮তম জন্মবর্ষিকী উপলক্ষ্যে দেয়ালিকা উদ্বোধন করেন ঢাকা কমার্স কলেজ গভর্নিং বডি'র সদস্য ও বিইউবিটি'র সাবেক উপাচার্য প্রফেসর মোঃ আবু সালেহ। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম এবং অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ।

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস

স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ: ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ ঢাকা কমার্স কলেজ কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন করা হয়। উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্ ও উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম এর নেতৃত্বে কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে মিরপুরে শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

দেয়ালিকা প্রকাশ: শেখ রাসেল দেয়ালিকায় 'বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে দেয়ালিকা' প্রকাশ করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল স্মরণে প্রতিষ্ঠিত দেয়ালিকায় বুদ্ধিজীবীদের জীবন ও কর্ম সংযোজন করা হয়। দেয়ালিকায় শিক্ষর্থীদের লেখা উদ্বোধন করেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

ভার্চুয়াল আলোচনা সভা: শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ সন্ধ্যা ৭টায় ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজ গভর্নিং বডি'র সদস্য ও সাবেক উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মিয়া লুৎফার রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্। আলোচক ছিলেন বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. ইসরাত মেরিন। আলোাচনা সভায় স্বাগত ভাষণ দেন সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শামসাদ শাহ্জাহান। ভার্চুয়াল আলোচনা সভা সঞ্চালনায় ছিলেন আইটি সেন্টার পরিচালক এস এম আলী আজম।

বিজয় দিবস উদ্যাপন

জাতীয় পতাকা উত্তোলন: ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ ঢাকা কমার্স কলেজ কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ পালন করা হয়েছে। আয়োজনের অংশ হিসেবে সূর্যোদয়ের সাথে যথাযথ মর্যাদায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্ ও উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম এর নেতৃত্বে কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এ আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা: জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে বিজয় দিবস ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ফুটবল ও কাবাডি খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

শপথ অনুষ্ঠান: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ বিকাল ৪:৩০ মিনিটে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা হতে শপথ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। একই সময়ে ঢাকা কমার্স কলেজ ক্যাম্পাসে শপথ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে কলেজের শিক্ষার্থীরা। এসময় উপাধ্যক্ষ, উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক, সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়কসহ কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভা ও মুক্তিযোদ্ধা স্বর্ণপদক প্রদান: ২৯ ডিসেম্বর ২০২১ বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী এমপি বীরপ্রতীক। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আগা খান মিন্টু। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের গভর্নিং বডি'র চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ। প্রধান অতিথির সম্মানে সম্মাননাপত্র পাঠ করেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গভর্নিং বডি'র সদস্য এএফএম সরওয়ার কমাল, প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান, উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম ও সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক শামসাদ শাহ্জাহান। মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম দস্তগীর গাজী এমপি বীরপ্রতীককে স্বর্ণপদক প্রদান করেন কলেজের গভর্নিং বডি'র চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে কলেজ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রতিযোগীদের পুরষ্কার প্রদান করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম দস্তগীর গাজী।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে 'স্মারকবৃক্ষ' রোপণ কর্মসূচি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ ঢাকা কমার্স কলেজ প্রাঙ্গণে 'স্মারকবৃক্ষ' রোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। নারিকেল গাছ লাগিয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্, সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক শামসাদ শাহ্জাহান, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

বৃহত্তর মিরপুরের শিক্ষার্থীদের কোভিড-১৯ টিকাদান কার্যক্রম

কোভিড-১৯ টিকাদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১২-১৭ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের টিকাদান কর্মসূচির জন্য ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৮টি নির্ধারিত কেন্দ্রের মধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ বিদ্যমান। ২০২১ সালে ঢাকা কমার্স কলেজ কেন্দ্রে সফলভাবে লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রীকে কোভিড-১৯ এর ১ম ও ২য় ডোজ টিকা প্রদান করা হয়।

টিকা ক্যাম্প উদ্বোধন: ২ নভেম্বর ২০২১ ঢাকা কমার্স কলেজ কেন্দ্রে বৃহত্তর মিরপুরের শিক্ষার্থীদের কোভিড-১৯ টিকাদান কর্মসূচি উদ্বোধন করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ১২-১৭ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের প্রথম পর্যায়ে ৮টি কেন্দ্রে টিকাদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ঢাকা কমার্স কলেজ কেন্দ্রের আওতাভুক্ত এলাকা হচ্ছে

শাহ্আলী, দারুসসালাম, পল্লবী, রূপনগর ও মিরপুর থানা। নির্ধারিত দিনসমূহে প্রত্যহ সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত টিকাদান কর্মসূচি হচ্ছে।

উদ্বোধনী দিবসে ঢাকা শিক্ষাবোর্ড ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজ, আহছানিয়া মিশন স্কুল ও কলেজ এবং বিসিআইসি স্কুল ও কলেজের প্রায় ২১শ শিক্ষার্থীর টিকাদান সম্পন্ন হয়েছে। টিকাদানের জন্য ঢাকা কমার্স কলেজ কেন্দ্রে ২৬টি বুথ সুসজ্জিত করা হয়েছে। উদ্বোধনী দিবসে ১০টি বুথে টিকাদান সম্পন্ন হয়েছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও সিসিক্যামেরাযুক্ত নিরাপদ কক্ষে শিক্ষার্থীদের টিকাদান করা হচ্ছে। কলেজের ২নং অ্যাকাডেমিক ভবনের ২য় থেকে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত কক্ষসমূহে টিকাদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কর্মসূচি উদ্বোধন উপলক্ষে রঙ্গীন ব্যানার, ফেস্টুন ও বেলুন দিয়ে কলেজ গেট ও কক্ষসমূহ সুসজ্জিত করা হয়েছে।

ঢাকা কমার্স কলেজ কেন্দ্রে টিকা ক্যাম্প উদ্বোধন করেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. আবু মাসুদ, কর্মসূচির আহবায়ক ও উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্, উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ভ্যাকসিনেশন ফোকাল পারসন ডা. জেরিন আব্দুল্লাহ, শাহ আলী থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার রাবেয়া শিরিন ও পল্লবী থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ফারজানা শারমিন এবং কমিটি সদস্য ও আইটি সেন্টার পরিচালক এস এম আলী আজম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সহকারী সার্জন ডা. আনিসা হোসেন, ঢাকা সিভিল সার্জন অফিসের সহকারী সার্জন ডা. তানভীর ইসলাম ও সহকারী সার্জন ডা. আজিজুর রহমান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস কনসালট্যান্ট চয়ন বিশ্বাস প্রমুখ।

পুলিশ-শিক্ষক-শিক্ষার্থী মতবিনিময় সভা

১১ অক্টোবর ২০২১ ঢাকা কমার্স কলেজ কনফারেন্স হলে পুলিশ-শিক্ষক-শিক্ষার্থী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ দারুসসালাম জোনের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার এজেডএম তৈমুর রহমান, বিশেষ অতিথি ছিলেন দারুসসালাম জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার মিজানুর রহমান ও শাহ আলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবুল বাশার মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ। বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম ও শিক্ষক পরিষদ সচিব এস এম আলী আজম।

শিক্ষার্থী কল্যাণ

বেতন সুবিধা: মেধাবী, নিয়মিত উপস্থিত, মুক্তিযোদ্ধার পোষ্য ও আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের কলেজ থেকে আর্থিক সহায়তা এবং বিনা বেতনে ও অর্ধবেতনে অধ্যয়নের সুবিধা দেয়া হয়।

ডরমেটরি: দরিদ্র, মেধাবী এবং ঢাকায় বসবাসের সমস্যা রয়েছে এমন শিক্ষার্থীদের কলেজের ডরমেটরিতে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। ডরমেটরিতে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়।

প্রকাশনা

বার্ষিকী: ২০২১ সালে কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি'-এর ৩২তম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

জার্নাল: ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল, ভলিউম নম্বর ১২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২০, এ বছর প্রকাশিত হয়।

অন্যান্য: এ বছর কলেজ ডায়েরি, ওয়াল ক্যালেন্ডার ও ডেস্ক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হয়েছে।

বিভাগীয় কার্যক্রম

বাংলা বিভাগ

প্রীতিভোজ: বিভাগের শিক্ষকদের আয়োজনে ২৭ নভেম্বর ২০২১ তারিখে কলেজের ১১তলায় প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কলেজ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং উপদেষ্টা একাডেমিকসহ বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ

বিভাগীয় শিক্ষক মেহেরুন নাহার (প্রভাষক) ২৬-১০-২০২১ তারিখে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে বেলজিয়াম গমন করেন। এ উপলক্ষ্যে বিভাগের পক্ষ থেকে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

সিএসই বিভাগ

সংবর্ধনা: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় সিএসই বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মোঃ মিরাজ আলী আকন্দকে বিভাগের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

নবীনবরণ: প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এমবিএ প্রফেশনাল

সভা: এমবিএ প্রোগ্রামের একাডেমিক কমিটির সভা ১৭-১১-২০২১ ও ২৫-১১-২০২১ তারিখে এমবিএ প্রোগ্রামের অফিসে অনুষ্ঠিত হয়।

শাখা কার্যক্রম

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার শাখা: প্রফেসর মোঃ আলী আজম গ্রন্থাগার

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই একটি আধুনিক মানসম্পন্ন গ্রন্থাগার তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই গ্রন্থাগারে আধুনিক সকল উপাদানই বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা ২৩,৫০০টি এবং প্রায় ৫০০ কপি জার্নাল রয়েছে। গ্রন্থাগারের সংগ্রহ মূলত একাডেমিক প্রকাশনাসমূহে প্রাধান্য দিলেও পর্যাপ্ত রেফারেন্স বইয়ের সংগ্রহ রয়েছে। একাডেমিক বইয়ের বাইরেও এর সংগ্রহে রয়েছে বৈচিত্র্য, যেমন- সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস ও অন্যান্য বইয়েরও রয়েছে সমৃদ্ধ সংগ্রহ, যা যে কোনো পাঠকের চাহিদা পূরণে সক্ষম। লাইব্রেরির কাস্টমাইজড সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে এর মাধ্যমে গ্রন্থাগারের সংগ্রহসমূহের কম্পিউটারাইজড ডেটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে। ফলে ক্যাটালগিং আরও সহজতর হয়েছে। CEDP প্রজেক্টের আওতায় গ্রন্থাগারে শিক্ষকদের জন্য একটি আইটি কর্নার করা হয়েছে।

অফিস শাখা

ঢাকা কমার্স কলেজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা অফিস। এ শাখার মাধ্যমে কলেজের সকল বিভাগ ও শাখার মধ্যে কার্যকরী সংযোগ রক্ষা এবং সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। সারা বছর বিভিন্ন সরকারি আদেশসহ কলেজের অভ্যন্তরীণ বিধি-বিধানকে সামনে রেখে শিক্ষা ও

প্রশাসনিক কার্যক্রমকে গতিশীল, সুশৃঙ্খল ও সময়োপযোগীভাবে এগিয়ে নেবার জন্য এ শাখাটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। কলেজ প্রশাসনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অফিস শাখার মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগ, যোগদান এবং নিয়োগ পরবর্তী চাকরি সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্য নিষ্পন্ন করার পাশাপাশি তত্ত্বাবধান করা হয় শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ডিজিটাল হাজিরা কার্যক্রম। অফিস শাখা শিক্ষার্থীদের ভর্তি এবং বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকে। শিক্ষার্থী প্রদত্ত তথ্যাদি যেমন স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয় তেমনি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয় সকল পরীক্ষা পাসের প্রশংসাপত্র এবং চাহিদামাফিক প্রত্যয়নপত্র। অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থী ভর্তির শুরুতে তার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এখানে প্রদান করেন আবার শিক্ষা শেষে তার প্রাপ্য যা সবই আবার এ শাখার মাধ্যমেই গ্রহণ করে থাকেন। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অফিস শাখা হচ্ছে এমন একটা কেন্দ্র যেখানে যুগ যুগ এমনকি শতবছর ধরে অত্যন্ত যত্ন, নিরাপত্তা সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করা হয় শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত পরীক্ষা পাসের ফলাফল, নম্বরপত্র, সনদপত্র ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের সারা বছরের পড়াশুনার ফসল বছরের পর বছর ধরে সংরক্ষণ এ এক ভিন্নতর ব্যাপার এবং এ শাখায় কর্মরতদের জন্য ভিন্ন এক অনুভূতিও বটে এবং সাথে সাথে এক বিশাল দায়িত্ব। আর এ বিশাল দায়িত্বের বিষয়টি শাখায় কর্মরত সকলকে প্রথম থেকেই মেনে ও বুঝে চলতে হয়। শিক্ষার্থী ছাড়াও এখানে প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকে বর্তমান সকল শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমগ্র চাকুরীর জীবনের যাবতীয় তথ্য ও কাগজপত্রাদি আলাদা আলাদাভাবে ব্যক্তিগত নথি আকারে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয়। রক্ষিত হয় তাঁদের বাৎসরিক ছুটির হিসাব। শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবগণকে নিয়মানুযায়ী সঠিক ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানে অফিস শাখা সর্বদা আন্তরিক ভূমিকা রেখে থাকে।

হিসাব শাখা

ঢাকা কমার্স কলেজের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি শুরু থেকেই পরিকল্পিত, আধুনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ হয়ে আসছে। কলেজের সূচনালগ্নে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা না থাকায় বেশি বেতনের অভিজ্ঞ হিসাবরক্ষক রাখা কলেজের পক্ষে সম্ভব ছিল না বিধায় তখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষককে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে কলেজের হিসাবকার্য চালানো হত। পরবর্তীতে একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা নিয়োগ করে হিসাব বিভাগকে আলাদা শাখাতে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। কলেজে আলাদা হিসাব শাখা খোলার পর হিসাব বিভাগকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ হিসাবে দাঁড় করানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়। হিসাব পদ্ধতি ম্যানুয়াল থেকে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে রূপান্তরিত এবং পাশাপাশি দুইটি পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করায় কাজের পরিধি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে ১ জন হিসাবরক্ষক কর্মকর্তা, ১ জন উপ-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ৩ জন হিসাব সহকারী ও ১ জন পিয়ন দায়িত্বরত আছেন।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা

ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্যের ভিত্তি নিয়মিত সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ। সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য রয়েছে ১টি সুশৃঙ্খল ও স্বতন্ত্র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা পরীক্ষা কমিটি ও অ্যাকাডেমিক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ, পরীক্ষাসূচি ঘোষণা, পরীক্ষার উত্তরপত্র, খাম ও পরীক্ষা সরঞ্জামাদি ক্রয় বা তৈরি, রেজিস্টার সংরক্ষণ, কক্ষভিত্তিক ভাগকরণ, প্রশ্নপত্র গ্রহণ, মডারেশন, কম্পোজ, প্রিন্ট, প্যাকিং ও সংরক্ষণ, কক্ষ প্রত্যবেক্ষকদের এবং কর্মীদের ফ্লোর ডিউটি রোস্টার প্রণয়ন, পরীক্ষার তারিখ ও ছবিসহ প্রবেশপত্র প্রিন্ট এবং বিভাগীয় চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ, সিটপ্লান ও স্টিকার তৈরি ও লাগানো, ফলাফল প্রস্তুত এবং হার্ড কপি বিভিন্ন বিভাগে প্রেরণ ও টানানো, ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং এসএমএস করে অভিভাবকদের জানানো, পরীক্ষার উত্তরপত্র প্রত্যবেক্ষকদের নিকট প্রদান, উত্তরপত্র গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ, তত্ত্বীয় সৃজনশীল উত্তরপত্র মূল্যায়নকারী শিক্ষকদের তালিকা ও উত্তরপত্রের রেঞ্জ গ্রহণ ও নম্বর ওয়েবসফট্ওয়্যারে ইনপুটের পারমিশন দেওয়া, শ্রেণিকক্ষে উত্তরপত্র দেখানোর বিজ্ঞপ্তি প্রদান, ইনপুট দেওয়া নম্বরের প্রিন্ট কপি এবং সংশোধিত নম্বরের কপি গ্রহণ, অ্যাকাডেমিক কমিটি ও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে ফলাফল উপস্থাপন, অভিভাবক সভা আহ্বান, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা ডিউটি, উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও নিরীক্ষা বিল প্রণয়ন ও হিসাব শাখায় প্রেরণ ইত্যাদি কাজ করে থাকে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখায় বর্তমানে ১ জন উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ৩ জন পরীক্ষা সহকারী ও ২ জন পিয়ন দায়িত্বরত আছেন।

আইটি সেন্টার ও ডিজিটালাইজেশন

ঢাকা কমার্স কলেজ একটি প্রযুক্তিনির্ভর আদর্শ প্রতিষ্ঠান। 'স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও সফলতা'-এ প্রত্যয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ আইটি সেন্টারের মাধ্যমে কলেজের ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতির কারণে ২০২১ সালে ঢাকা কমার্স কলেজ এবং এর বিভিন্ন বিভাগ ও শাখার কার্যক্রমে প্রযুক্তির ব্যবহার আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ৯ এপ্রিল ২০১৬ কলেজের ডাইনামিক ওয়েবসাইট, ওয়েব সফটওয়্যার, ওয়েব পোর্টাল ও ফেসবুক পেজ উদ্‌বোধন করেন গভর্নিং বডি'র চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। ১১ মে ২০১৯ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান কলেজ নিউজ পোর্টাল 'ঢাকা কমার্স কলেজ দর্পণ', মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা এর চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. জিয়াউল হক 'ঢাকা কমার্স কলেজ অনলাইন ভর্তি সিস্টেম' এবং ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডি'র চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক 'ঢাকা কমার্স কলেজ এডুটিউব (শিক্ষা চ্যানেল)' উদ্‌বোধন করেন। কলেজের আইটি সেন্টারের পরিচালক ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম আলী আজম।

ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম: কলেজের ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে কলেজের ডাইনামিক ওয়েবসাইট, ওয়েব সফটওয়্যার, ওয়েব পোর্টাল, নিউজ পোর্টাল, ভিডিও পোর্টাল, অনলাইন ভর্তি, ফেসবুক পেজ, ফেসবুক গ্রুপ, ওয়েব সফটওয়্যারে পরীক্ষার নম্বর ইনপুট, সফটওয়্যারে পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ ফলাফল প্রণয়ন, অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং ছবি ও রুটিনসহ প্রবেশপত্র প্রণয়ন, অনার্স ও প্রফেশনাল শ্রেণিতে ইন্টারনেট ও মাল্টিমিডিয়া সংযোগ, সব বিভাগ ও শাখার এবং সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর স্থায়ী আইডি তৈরি, সকল শিক্ষক-কর্মকর্তার ওয়েবমেইল একাউন্ট তৈরি, এসএমএস, লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা, পে-রোল, একাউন্টস সিস্টেম, এমএমএস ব্যবস্থাপনা, এইচআরএম, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট, সব বিভাগ ও শাখা ওয়াই-ফাই জোন ইত্যাদি। ওয়েব সফটওয়্যারে 'লগইন' করে যে-কোনো শিক্ষক বা শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সর্বদা জানতে পারে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে দ্রুততার সাথে তথ্য জানানোর জন্য মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় মোবাইল মেসেজ এবং নোটিশ দেয়া হয় কলেজের ওয়েবসাইট এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ফেসবুক গ্রুপে। এছাড়া শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হচ্ছে ডিজিটাল পদ্ধতিতে।

অনলাইন ক্লাস ও পরীক্ষা কার্যক্রম: ২০২১ সালে করোনাকালীন সরাসরি ক্লাস হতে সমস্যা হওয়ায় ঢাকা কমার্স কলেজের সকল শ্রেণিতে নিয়মিত অনলাইন ক্লাস ও পরীক্ষা কার্যক্রম হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক ভিডিও ধারণকৃত ক্লাসও হচ্ছে। শিক্ষকবৃন্দ 'জুম' এ্যাপের মাধ্যমে লাইভ ক্লাস

নিচ্ছেন। এছাড়া 'ঢাকা কমার্স কলেজ এডুটিউব', 'ঢাকা কমার্স কলেজ ভিডিও পোর্টাল' ও 'ঢাকা কমার্স কলেজ ক্লাসরুম' ফেসবুক পেইজে শিক্ষকদের রেকর্ডকৃত ভিডিও ক্লাস প্রকাশ করা হচ্ছে।

অনলাইন সভা: ২০২১ সালে করোনাকালীন ঢাকা কমার্স কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক সভা, কর্মচারী সভা, অভিভাবক সভা, গভর্নিং বডি'র সভা, বিভিন্ন কমিটির সভা অনলাইনে হয়েছে। ফলে কলেজের সার্বিক কার্যক্রম অনেকটা স্বাভাবিক রয়েছে।

ডিজিটাল স্টুডিও উদ্‌বোধন: ঢাকা কমার্স কলেজে ১১৬/২ নং কক্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকুল্যে ডিজিটাল স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ ডিজিটাল স্টুডিও উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোক্তা ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, গভর্নিং বডি'র সদস্য এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব এ এফ এম সরওয়ার কামাল, বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডি'র সদস্য ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব প্রফেসর মো. এনায়েত হোসেন মিয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম, গভর্নিং বডির শিক্ষক প্রতিনিধি ও ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান উৎপল কুমার ঘোষ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন আইটি সেন্টারের পরিচালক এস এম আলী আজম।

প্রকৌশল শাখা

ঢাকা কমার্স কলেজে রয়েছে স্বতন্ত্র প্রকৌশল শাখা এবং এ শাখার মাধ্যমে দেশের সর্বোচ্চ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০২১ সালে কলেজের বিভিন্ন স্থানে মেরামত ও রঙের কাজ করা হয়।

মেডিক্যাল শাখা

ঢাকা কমার্স কলেজের মেডিক্যাল শাখা ১নং অ্যাকাডেমিক ভবনের দ্বিতীয় তলায় এবং ২নং ভবনের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত। মেডিক্যাল শাখায় ১ জন পূর্ণকালীন সিনিয়র মেডিক্যাল অফিসার, ১ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স, ১ জন সহকারী নার্স ও ১জন পিয়ন সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করেন। চিকিৎসার সুবিধার্থে এখানে রয়েছে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও সরঞ্জাম সম্মলিত ৪ বেড বিশিষ্ট ১টি ওয়ার্ড, অক্সিজেন সিলিন্ডার, নেবুলাইজার ইত্যাদি। করোনা মহামারি মোকাবেলায় মেডিক্যাল শাখা ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পাশাপাশি সকলের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। কলেজ কেন্দ্রে টিকাদান কর্মসূচিতে প্রশাসনকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছে এ শাখা। এ ছাড়াও মেডিক্যাল শাখার নিয়মিত কার্যক্রমসমূহ হলো:

১. অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জরুরী চিকিৎসাসেবা প্রদান।

২. কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চিকিৎসা প্রদান।

৩. শারীরিক বা মানসিক সমস্যাজনিত ছুটির ব্যাপারে প্রশাসনকে সহযোগিতা করা।

৪. বার্ষিক স্বাস্থ্য প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৫. ক্রীড়া শিক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান প্রভৃতি।

নিরাপত্তা শাখা

১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ স্বতন্ত্র নিরাপত্তা শাখা গঠন করা হয়েছে। ২০১৮ সালে কলেজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হয়েছে। সিসি ক্যামেরা, মাঝ গেইট, ওয়াকিটকি ও মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে শাখায় ২৫ জন কর্মী সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে থাকে। নিরাপত্তা শাখার মূল ভূমিকা হলো যে কোন পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানের জানমালসহ যাবতীয় সম্পদ-সম্পত্তি ও গোপনীয় তথ্যাবলি ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তা বিভাগ সংক্ষেপে নিরাপত্তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো-TOTAL LOSS PREVENTION. ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নিরাপত্তা রক্ষায় নিরাপত্তা প্রহরী থাকলেও আলাদা কোনো শাখা ছিল না, প্রশাসন শাখার অধীনে নিরাপত্তা কর্যক্রম পরিচালিত হতো। ১ জানুয়ারি ২০১৬ নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়। বর্তমানে এ শাখায় ১ জন কর্মকর্তা , ২৩ জন গার্ড ও ১ জন মালীসহ সর্বমোট ২৫ জন জনবল বিদ্যমান। ২০২০ সালে অ্যাকাডেমিক ভবন-১, অ্যাকাডেমিক ভবন সহ ক্যাম্পাসে ১৮৫টি সি সি ক্যামেরা ছিল। ২০২১ সালে অ্যাকাডেমিক ভবন-১ এবং অ্যাকাডেমিক ভবন-২ এর ভিতর-বাহির সহ কোয়ার্টার এলাকায় আরও ২৬টি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। সম্পূর্ণ ক্যাম্পাসটি সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিরাপত্তার চাদরে আবৃত, যা দিবা-রাত্রি ২৪ ঘণ্টা চলমান এবং ধারণকৃত ফুটেজ রেকর্ড করে থাকে।

ছাত্রী হোস্টেল

ঢাকা কমার্স কলেজ ছাত্রী হোস্টেল ২০১২ সালের ১ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে কলেজ ক্যাম্পাস সংলগ্ন বিল্ডিংয়ে পরিচালিত হয়ে আসছিল। ২০১৭ সালের ৬ জুলাই রোড-৬, বাড়ি-২৫ ও ২৭ রূপনগর আবাসিক এলাকায় ১০ কাঠার প্লটে ঢাকা কমার্স কলেজের নিজস্ব ভবনে ছাত্রী নিবাসটি স্থানান্তরিত হয়। ছাত্রী নিবাসটি উদ্‌বোধন করেন ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। বর্তমানে এ হোস্টেলে একাদশ, দ্বাদশ, সম্মান ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির মোট ১০৪ জন ছাত্রী রয়েছে। তাছাড়া বিইউবিটি-র ছাত্রীদের জন্য কিছু সিট বরাদ্দ রয়েছে। এখানে ১ জন ম্যানেজার সহ মোট ৭ জন স্টাফ কর্মরত আছে। ছাত্রী নিবাসে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য জেনারেটরের ব্যবস্থা আছে। ছাত্রী নিবাসে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে বিশেষ ভোজের আয়োজন করা হয়। ২৬ অক্টোবর ২০২১ হোস্টেল সুপার ফারহানা ফেরদৌস এর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

শারীরিক শিক্ষা বিভাগ

১. আন্তঃকলেজ অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পদক: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত আন্তঃকলেজ অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা ২০২১-এ ঢাকা কমার্স কলেজের হিসাববিজ্ঞান অনার্স ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মো. সজীব সরকার ১০০ মিটার স্প্রিন্টের ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

২. এআইইউবি ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন: আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এআইইউবি আয়োজিত আন্তঃকলেজ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়নশিপ-এ ঢাকা কমার্স কলেজ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

৩. আন্তঃকলেজ ব্যাডমিন্টনে রানারআপ: ঢাকা শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত আন্তঃকলেজ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় মহিলা এককে ঢাকা কমার্স কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী আদিবা আজম মাটি রানারআপ পুরস্কার লাভ করে।

৪. স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বিজয় দিবস খেলাধুলা: স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ ও কাবাডি খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৫. প্রশিক্ষণ: ঢাকা শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

২০২০-২০২১ উপলক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন ও হ্যান্ডবল ইভেন্টে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়াও কলেজের অভ্যন্তরে টেবিল টেনিস, দাবা, ক্যারাম, থ্রোবল, বাস্কেটবল, রাগবি, মার্শাল আর্টসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ক্লাব কার্যক্রম

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব

১৮ আগস্ট ২০০১ রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ গঠিত হয়। 'সেবার মাধ্যমে বন্ধুত্ব'- এ আন্তর্জাতিক শ্লোগান নিয়ে এবং 'জ্ঞান অর্জন করো, বন্ধুত্ব গড়ো এবং স্বাবলম্বী হও'- এ ক্লাব থিম নিয়ে ক্লাবটি প্রতি বছর গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদন করে আসছে। বিশ্বের প্রথম ও বৃহৎ সুসংগঠিত সেবা সংগঠন 'রোটারি আন্তর্জাতিক' এর এ যুব সংগঠনটির অভিভাবকত্বে রয়েছে রোটারি ক্লাব অব ঢাকা পল্টন। ক্লাবটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও মডারেটর ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম আলী আজম। ২০২১-২২ বর্ষে ক্লাব সভাপতি ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র শেখ আহসানুর রহমান জিম। ২০২১ সালে ক্লাবের কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

১. শীতবস্ত্র বিতরণ: ১০ জানুয়ারি ২০২১ ৯ম শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হয়। মিরপুর শিয়ালবাড়ি ও শাহ আলী মাজার প্রাঙ্গণে সুবিধাবঞ্চিত শতাধিক লোকের মধ্যে কম্বল, সোয়েটার ও মোটা কাপড় বিতরণ করা হয়।

২. অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষকে ফুলেল শুভেচ্ছা: ক্লাব সদস্যবৃন্দ ২৬ জানুয়ারি ২০২১ নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদকে এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ নবনিযুক্ত উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মো. ওয়ালী উল্যাহ্‌কে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

৩. ভাষাজ্ঞান প্রতিযোগিতা: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ৪র্থ ভাষাজ্ঞান প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মো. ওয়ালী উল্যাহ।

৪. ২০ বছর পূর্তি: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ঢাকা কমার্স কলেজ ক্লাব রুমে ক্লাবের সফলতার ২০ বছর এবং ২০তম আন্তর্জাতিক চার্টার ডে উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মো. ওয়ালী উল্যাহ্‌।

৫. ৬ষ্ঠ রোটা-কুইজ প্রতিযোগিতা: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ক্লাবের উদ্যোগে ৬ষ্ঠ রোটা-কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৬. ১১তম ক্যারিয়ার কনফারেন্স: ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোগে ১১তম অনলাইন ক্যারিয়ার কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্সে 'সাইবার সিকিউরিটি' বিষয়ে প্রশিক্ষক ছিলেন ফ্রান্সের সাইবার বিশেষজ্ঞ মি. এলেক্স। কর্মসূচি উদ্‌বোধন করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ এবং সনদপত্র বিতরণ করেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মো. ওয়ালী উল্যাহ্‌। বক্তব্য রাখেন ক্রিয়েটিভ আইটি ইন্সটিটিউটের সিইও মো. মনির হোসেন।

৭. রোটার‍্যাক্ট সপ্তাহ উদ্‌যাপন: ১৩ মার্চ ২০২১ ক্লাব সভা কক্ষে কেক কেটে ৫৩তম বিশ্ব রোটার‍্যাক্ট সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হয়।

৮. সড়ক সচেতনতা কর্মসূচি: ১৩ মার্চ ২০২১ যৌথভাবে মিরপুর-১ বাসস্ট্যান্ডে সড়ক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এসময় ক্লাব সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন বাসে সচেতনতামূলক স্টিকার লাগায় এবং ড্রাইভারদের সড়ক সচেতন করেন।

৯. কনফারেন্সে অংশগ্রহণ: ২-৩ এপ্রিল ২০২১ বিএমএ অ্যাডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত ৩৭তম রোটার‍্যাক্ট জেলা কনফারেন্সে ক্লাবের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করে।

১০. নববর্ষ উদযাপন: ১লা বৈশাখ ১৪২৮ বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে যৌথ ক্লাব সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

১১. ক্লাব প্রশিক্ষণ অ্যাসেম্বলি: ২৫ এপ্রিল ২০২১ ক্লাব প্রশিক্ষণ অ্যাসেম্বলি 'টেক ২০২১' অনুষ্ঠিত হয়।

১২. খাদ্য বিতরণ: ২৭ এপ্রিল ২০২১ কড়াইল বস্তি রোটারি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট কার্যালয়ে বস্তিবাসীদের মধ্যে যৌথভাবে খাদ্য বিতরণ করা হয়।

১৩. ইফতার বিতরণ: ৩ মে ২০২১ যৌথ উদ্যোগে মিরপুর-১ ও মহাখালী বাসস্ট্যান্ডে ৩শ জন দুস্থের মাঝে ইফতার বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হয়।

১৪. ঈদবস্ত্র বিতরণ: ৬ মে ২০২১ ক্লাবের ৫ম ঈদবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচি উদ্‌বোধন করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ।

১৫. ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন: ৫ জুন ২০২১ কলেজের সম্মুখে ক্লাবের উদ্যোগে জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচি উদ্‌বোধন করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মো. ওয়ালী উল্যাহ্, উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, রোটারিয়ান ইঞ্জিনিয়ার রনজিত কুমার পাল প্রমুখ।

১৬. অফিসিয়াল ক্লাব ভিজিট: রোটার‍্যাক্ট জাতীয় প্রতিনিধি-ডিআরআর অফিসিয়াল ক্লাব ভিজিট ৯ জুন ২০২১ খানদান'স কিচেন রেস্তোরায় এবং ২৭ আগস্ট ২০২১ ফোর-সি ক্লাসি চাইনিজে অনুষ্ঠিত হয়।

১৭. জাতীয় প্রশিক্ষণ সেমিনারে অংশগ্রহণ: ১৮-২০ জুন ২০২১ মৌচাক জাতীয় স্কাউট সেন্টারে ৩১তম রোটার‍্যাক্ট জেলা পেসেট্স (প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট অ্যান্ড সেক্রেটারি ইলেক্ট ট্রেনিং সেমিনার) ও ৩৮তম জেলা প্রশিক্ষণ অ্যাসেম্বলিতে ক্লাব মডারেটরসহ ক্লাবের ২৩ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে।

১৮. কলার হ্যান্ডওভার: ৯ জুলাই ২০২১ রোটার‍্যাক্ট জেলা কলার হ্যান্ডওভার অনুষ্ঠানে ক্লাব সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সভাপতির দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়।

১৯. রিজিওনাল অ্যাওয়ার্ড লাভ: ১০ জুলাই ২০২১ রোটার‍্যাক্ট রিজিয়নাল অ্যাওয়ার্ড বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। ২০২০-২১ বর্ষে এ ক্লাব সেরা বুলেটিন, সেরা সভাপতি (মো. তরিকুল ইসলাম) ও সেরা নারী রোটার‍্যাক্টর (উম্মুল খায়ের) অ্যাওয়ার্ড লাভ করে।

২০. ২১তম ট্রেনিং এসেম্বলি: ১১ ও ১২ জুলাই ২০২১ ক্লাবের ২১তম ট্রেনিং এসেম্বলি অনুষ্ঠিত হয়।

২১. ঈদ পুনর্মিলনী: ২৯ জুলাই ২০২১ ক্লাব সদস্যবৃন্দ যৌথভাবে রোটার‍্যাক্ট ঈদ পুনর্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

২২. খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি: ১৫ জুলাই ২০২১ কলেজের সম্মুখে ৭ম খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে দু'শতাধিক দরিদ্রের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

২৩. মিলন মেলা: ১৭ জুলাই ২০২১ টেস্ট অব মিরপুর রেস্টুরেন্টে ক্লাব সদস্যদের মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

২৪. আন্তর্জাতিক টুইন ক্লাব: ১৮ জুলাই ২০২১ রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব কলকাতা পার্ক পয়েন্টের সাথে ঢাকা কমার্স কলেজ ক্লাবের ভার্চুয়াল যৌথসভা এবং আন্তর্জাতিক টুইন ক্লাব চুক্তি হয়।

২৫. নেতৃত্ব উন্নয়ন সেমিনার: ৩১ জুলাই ২০২১ যৌথভাবে নেতৃত্ব উন্নয়ন সেমিনার আয়োজন করা হয়।

২৬. কিডস সামার ফেস্ট: ২-৪ আগস্ট ২০২১ ক্লাব কর্তৃক যৌথভাবে কিডস সামার ফেস্ট আয়োজন করা হয়। উৎসবে শিশুদের আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন ও গল্প বলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

২৭. টিম ট্রেনিং সেমিনারে অংশগ্রহণ: ১৩-১৪ আগস্ট ২০২১ রংপুর অ্যাসোড ট্রেনিং সেন্টারে জেলা টিম ট্রেনিং সেমিনারে ক্লাবের ৩ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে।

২৮. জাতীয় শোক দিবস আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা: ১৫ আগস্ট ২০২১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ ভার্চুয়াল আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কৃষিবিদ্ মো. জহির উদ্দিন মবু। এছাড়া জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ৮ম চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, ৫ম রচনা প্রতিযোগিতা, ৪র্থ সাধারণজ্ঞান প্রতিযোগিতা ও ২য় ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

২৯. ৮ম বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি: জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোগে ১৫ আগস্ট ২০২১ মিরপুর রাইনখোলায় ৮ম বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

৩০. ৫০০তম সভা ও সেরা ক্লাব উৎসব: ২৭ আগস্ট ২০২১ ঢাকাস্থ মিরপুর ফোর-সি ক্লাসি চাইনিজ অ্যান্ড কনভেনশন কর্নারে রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজের ৫০০তম নিয়মিত সভা, ২১তম অভিষেক ও রোটার‍্যাক্ট জাতীয় সেরা ক্লাব অর্জন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। উৎসবে আলোচনা সভা, কেক কাটা, ডিনার পার্টি, পুরস্কার বিতরণ ও বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক সেনা প্রধান ও সাবেক রাষ্ট্রদূত লেফটেন্যান্ট জেনারেল এম হারুন-অর-রশিদ বীর বিক্রম (অব.)।

৩১. পরিচ্ছন্নতা অভিযান: ৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে চিড়িয়াখানা চত্বর পর্যন্ত পরিচ্ছন্নতা অভিযান করা হয়। 'নিজ আঙ্গিনা পরিস্কার করি, পরিচ্ছন্ন নগর গড়ি'- এ প্রত্যয়ে ক্লাব সদস্যবৃন্দ অভিযানে অংশগ্রহণ করে।

৩২. জেলা অভিষেক: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২১ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ অ্যাডিটোরিয়ামে রোটার‍্যাক্ট জেলা অভিষেক অনুষ্ঠানে ক্লাবের ১২ জন সদস্য উপস্থিত ছিল।

৩৩. শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ মিরপুর ঝিলপাড় বস্তির বিজয়ের পথযাত্রা বিদ্যালয়ে যৌথভাবে শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ উৎসব আয়োজন করা হয়।

৩৪. জেলা অ্যাওয়ার্ড: ১ অক্টোবর ২০২১ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ অ্যাডিটরিয়ামে রোটার‍্যাক্ট ক্লাব জেলা অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ ২০২০-২১ বর্ষে ৫টি অ্যাওয়ার্ড লাভ করে। যথা- ২য় সেরা বুলেটিন, ৩য় সেরা প্রমোশন, ১৩তম সেরা ক্লাব, ২য় সেরা ভিজিটর (তানভীর আহমেদ) ও আউটস্ট্যান্ডিং ক্লাব সভাপতি (তরিকুল ইসলাম)।

৩৫. বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস পালন: বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস উপলক্ষ্যে ১৭ অক্টোবর ২০২১ মিরপুর বিজয়ের পদযাত্রা বিদ্যালয়ের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের

জন্য ২য় হাত ধোয়া দিবস পালন করা হয়। এ সময় শিশুদের মধ্যে নেইলকাটার, সাবান ও খাবার বিতরণ করা হয়। কর্মসূচিতে সঠিকভাবে হাত ধোয়ার নিয়ম শিখানো হয় এবং হাত ধোয়ার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আলোচনা হয়।

৩৬. পোলিওমুক্ত র‍্যালিতে অংশগ্রহণ: ২৪ অক্টোবর ২০২১ 'রোটারি এন্ড পোলিও র‍্যালি'তে ক্লাব সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করে।

৩৭. সেমিনারে অংশগ্রহণ: ৮ নভেম্বর ২০২১ আশুলিয়াস্থ ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অ্যাডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত পাবলিক ইমেজ সেমিনারে ক্লাবের ৩০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে।

৩৮. বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষ্যে সামাজিক কর্মসূচি: বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষ্যে ১৪ নভেম্বর ২০২১ ঢাকা কমার্স কলেজ হলরুমে রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোগে ৮ম ফ্রি ডায়াবেটিস টেস্ট, ৯ম ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং, ১১তম ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প, ৫ম মাস্ক বিতরণ, ৫ম ফ্রি ডেন্টাল ক্যাম্প ও টুথপেস্ট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মসূচি উদ্‌বোধন করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মো. ওয়ালী উল্যাহ্, উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ এবং ক্লাব সদস্যবৃন্দ।

৩৯. বিজয় দিবস র‍্যালি, আলোচনা সভা ও মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা: মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজসহ ৩১টি রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের উদ্যোগে মিরপুর সনি স্কয়ার থেকে বিজয় র‍্যালি এবং পরে মিরপুর শিশুপল্লী ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

৪০. সাংস্কৃতিক উৎসব: ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ নায়েম অ্যাডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত রোটার‍্যাক্ট জেলা সাংস্কৃতিক উৎসবে সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করে।

৪১. বুলেটিন প্রকাশ: ক্লাব কার্যক্রম নিয়ে এ বছর ক্লাবের মাসিক বুলেটিন 'ক্রাউন' প্রকাশ করা হয়।

৪২. রোটার‍্যাক্ট জাতীয় প্রতিনিধিত্ব: দেশের ২৬০টি ক্লাব নিয়ে গঠিত রোটার‍্যাক্ট জাতীয় সংগঠন জেলা ৩২৮১ বাংলাদেশ এর ২০২০-২১ বর্ষে রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজের সদস্যবৃন্দ ১২টি গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তারা হলেন- উপদেষ্টা মো. বোরহানুল ইসলাম, সাপোর্টিং দ্যা এনভায়রনম্যান্ট কমিটি চেয়ারম্যান মো. নাহিদ মুন্সি, সচিব তানভীর আহমেদ, ডিআরআর'স অ্যাম্বাসেডর মো. মিজানুর রহমান, রিজিওনাল প্রতিনিধি ও অ্যাওয়ার্ড অ্যান্ড রিকগনিশন কমিটি সদস্য মো. নাবির হোসেন, জোনাল প্রতিনিধি ও ডিরেক্টরি কমিটি সচিব মো. তরিকুল ইসলাম, জোনাল সচিব সাজিদ ইসলাম শুভ, ব্লাড ম্যানেজমেন্ট কমিটি সদস্য উম্মুল খায়ের, সাংস্কৃতিক কমিটি সদস্য আদিবা আজম মাটি ও ল্যাংগুয়েজ ইন্সটিটিউট কমিটি সদস্য তানজির ইসলাম।

৪৩. রোটারি আন্তর্জাতিক সম্মাননা লাভ:

ক) সাইটেশন: রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ ২০২০-২১ বর্ষে ক্লাব কার্যক্রমের ভিত্তিতে রোটারি আন্তর্জাতিক সভাপতি থেকে 'সাইটেশন' ও সম্মাননা লাভ করে। রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ রোটারি-রোটার‍্যাক্ট আন্তর্জাতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে দৃষ্টান্ত স্থাপন, সমাজ সচেতনতা সৃষ্টি, সেবা প্রকল্প উন্নয়ন, সদস্য ও পেশা উন্নয়ন, সমাজসেবা, আন্তর্জাতিক সেবা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও ক্লাব কার্যক্রমে অবদানের জন্য ৩য় বারের মতো এ আন্তর্জাতিক সম্মাননা লাভ করে।

খ) রোটার‍্যাক্ট সপ্তাহ সম্মাননা: ১৩ মার্চ ২০২১ রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ রোটারি আন্তর্জাতিক থেকে বিশ্ব রোটার‍্যাক্ট সপ্তাহ সম্মাননা ২০২১ লাভ করে।

গ) রোটারি ফাউন্ডেশন: রোটারি ফাউন্ডেশনের সামাজিক কার্যক্রমে আর্থিকভাবে অংশগ্রহণের জন্য রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২১ রোটারি আন্তর্জাতিক ফাউন্ডেশন থেকে বাংলাদেশে প্রথম বারের মতো রোটার‍্যাক্ট গিভিং সার্টিফিকেট লাভ করে।

বিজ্ঞান ক্লাব

ঢাকা কমার্স কলেজ বিজ্ঞান ক্লাব গঠিত হয় ১৩ মার্চ ২০১৯। 'মানবতার জন্য সৃষ্টি' (Creation for Humanity) স্লোগান নিয়ে ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মডারেটর ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম আলী আজম, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সিএসই বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র জাহিদ ইসলাম শুভ ও প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক সুরাইয়া মাহমুদ রুকু। ২০২০ সাল থেকে ক্লাব মডারেটর জীববিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক মো. নাজমুল হক। ২০২১ সালে ক্লাব সভাপতি ব্যবস্থাপনা সম্মান ৪র্থ বর্ষের ছাত্র প্রসেনজীৎ বিশ্বাস এবং সাধারণ সম্পাদক দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র মো. মাশরাফি সরকার মঈন। ২০২১ সালে ক্লাব কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. সভা অনুষ্ঠিত: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ ও ১৩ নভেম্বর ২০২১ ক্লাব কক্ষে ক্লাব সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২. বিজ্ঞান সম্ভাবনা সভায় অংশগ্রহণ: ৭ জানুয়ারি ২০২১ নটরডেম কলেজ আয়োজিত অনলাইন বিজ্ঞান সম্ভাবনা সভায় ক্লাবের ৫ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে।

৩. আইডিয়া ক্রেকার: ২ এপ্রিল ২০২১ Deviation Scientific Society আয়োজিত অনলাইন Idea Cracker ২.০-এ ক্লাবের ৫ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে।

৪. জাতীয় বিজ্ঞান উৎসবে অংশগ্রহণ: ৩০-৩১ ডিসেম্বর ২০২১ ন্যাশনাল ব্যাংক স্কুল এন্ড কলেজে জাতীয় বিজ্ঞান উৎসবে ক্লাবের ২ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে।

৫. ক্রিয়েটিভ আইডিয়া ফেয়ারে অংশগ্রহণ: ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আয়োজিত ক্রিয়েটিভ আইডিয়া ফেয়ার ২০২১-এ অংশগ্রহণ করে ক্লাব সদস্য মাশারাফি সরকার মইন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

ডিবেটিং ক্লাব

'যুক্তিতেই মুক্তি'-এ প্রতিপাদ্য ধারণ করে ৩১ অক্টোবর ১৯৯৩ গঠিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ ডিবেটিং ক্লাব। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মডারেটর ইংরেজি বিভাগের তৎকালীন প্রভাষক মাহফুজুল হক শাহীন। ২০২১ সালে ক্লাবের মডারেটর জীববিদ্যা বিভাগের প্রভাষক আল-মামুন। ২০২১ সালে ক্লাব কার্যক্রম হচ্ছে-

১. এটিএন বাংলা বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ: ২৪ জানুয়ারি ২০২১ এফডিসি অডিটোরিয়ামে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত 'শিল্পখাতে করোনার অভিঘাত মোকাবেলায় সরকারি উদ্যোগ যথেষ্ট' বিষয়ে এটিএন বাংলা ইউসিবি পাবলিক পার্লামেন্ট বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ বিতার্কিক দল অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিতার্কিকগণ হলো- প্রসেনজীত বিশ্বাস প্রত্যয়, শোয়েইব করিম, আবদুল্লাহ আল মামুন রিশাদ, তাহমিনা আফরোজ শৈতী ও প্রিয়াঙ্কা শর্মা। এ সময়ে ক্লাব উপদেষ্টা এস এম আলী আজম, ক্লাব মডারেটর আল-মামুন ও ক্লাব সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২. এটিএন বাংলা বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ: ২০ জুন ২০২১ এফডিসি অ্যাডিটোরিয়ামে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত 'করোনা প্রেক্ষাপটে এবারের বাজেট বাস্তবসম্মত' বিষয়ে এটিএন বাংলা ইউসিবি পাবলিক পার্লামেন্ট বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ বিতাকির্ক দল অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিতার্কিকগণ হলো- প্রসেনজীত বিশ্বাস প্রত্যয়, শোয়েইব করিম, আবদুল্লাহ আল মামুন রিশাদ, তাহমিনা আফরোজ শৈতী ও জান্নাতুল মাহামুদ। এ সময়ে ক্লাব উপদেষ্টা এস এম আলী আজম, ক্লাব মডারেটর আল-মামুন ও ক্লাব সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৩. বিতর্ক প্রশিক্ষণ: ২২ জানুয়ারি ২০২১ ও ১৭ জুন ২০২১ ক্লাব সভা কক্ষে টিভি বিতর্ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

নেচার স্টাডি ক্লাব

প্রকৃতির সাথে শিক্ষার্থীদের নিবিড় ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৪ মে ২০১১ ঢাকা কমার্স কলেজ নেচার স্টাডি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। 'সৃষ্টিকে জানতে প্রকৃতিকে জানো'-এ শ্লোগান নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে ক্লাবের কার্যক্রম। ক্লাবের সদস্যদের প্রকৃতির সাথে সরাসরি পরিচয় করিয়ে দেওয়া ক্লাবের মূলমন্ত্র। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মডারেটর ভূগোল বিভাগের তৎকালীন প্রভাষক কেএ নাসরীন। বর্তমানে ক্লাব মডারেটর সমাজবিদ্যা বিভাগের প্রভাষক (খণ্ডকালীন) মারুফা সুলতানা। ২০২১ সালে নেচার স্টাডি ক্লাবের কার্যক্রম নিম্নরুপ :

১. মাসিক সভা: এ বছর ২টি অনলাইন সভাসহ মোট ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২. আর্থ সামিটে অংশগ্রহণ: ২২-২৩ এপ্রিল ২০২১ নটরডেম কলেজ নেচার স্টাডি ক্লাব আয়োজিত অনলাইন বাংলাদেশ আর্থ সামিটে ক্লাবের ৩ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে ।

৩. ওজন দিবস কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ: আন্তর্জাতিক ওজন দিবস উপলক্ষ্যে ১০-১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ South Asian Meteorological Association (SAMA) আয়োজিত অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতায় ক্লাব সদস্য নাইমুর রহমান অংশগ্রহণ করে।

৪.পরিচিতি সভা: ১৭ অক্টোবর ২০২১ অনলাইনে ক্লাবের সদস্যদের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ফিল্ম ক্লাব

'জীবন ও জীবিকার প্রতিফলন' (Reflection of life and livelihood) - এ প্রত্যয়ে ৮ জুলাই ২০১৮ সালে গঠন করা হয় ঢাকা কমার্স কলেজ ফিল্ম ক্লাব। এ ক্লাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে- শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা, নৈতিকতা, মুক্তিযুদ্ধ, মানবাধিকার, ব্যবসায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, ভ্রমণ ও বিনোদন, পাঠ্যবিষয় প্রভৃতি বিষয়ক ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি, টিভিসি তৈরি, ফিল্ম বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ, শিক্ষার্থীদের চলচ্চিত্র শিল্প মাধ্যম বিষয়ে আগ্রহী করে তোলা এবং ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের জন্য উপযুক্ত বাস্তব জ্ঞানদান প্রভৃতি। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মডারেটর ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম আলী আজম। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বাংলা সম্মান ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী শামসুজ্জোহা রাজু ও প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক সম্মান ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী সিয়াম জহির ফাগুন। বর্তমানে এ ক্লাবের মডারেটর বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মীর মো. জহিরুল ইসলাম। ২০২১ সালে ক্লাব সভাপতি দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী তালহা জোবায়ের এবং সাধারণ সম্পাদক দ্বাদশ শ্রেণির রিয়ান্তা ইসলাম।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ: ৮-৯ মার্চ ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত 'স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ-কৌশল' বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মডারেটর এস এম আলী আজম এর নেতৃত্বে ঢাকা কমার্স কলেজ ফিল্ম ক্লাবের ৬ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ হলো- আব্দুল্লাহ আল কাউসার (এস-৭০০), আদিবা আজম মাটি (এস-১৪৩৬), শেখ আরাফাত রহমান (৪২৯৯৯), মো. আবু শাহনাম (এস-১১০০), মাহির শাহরিয়ার পূণ্য (এস-৫৮৪) ও আব্দুল্লাহ-আল-মামুন রিশাদ (বিবিএ-৭৬৮)। প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। এ কর্মশালার উদ্দেশ্য হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের চলচ্চিত্র শিল্প-মাধ্যম বিষয়ে আগ্রহী করে তোলা, যাতে নবীন শিক্ষার্থীরা তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও কর্মজীবনে এ কারিগরি জ্ঞান কাজে লাগাতে পারে এবং মুক্তিযুদ্ধ ও মানবাধিকার বিষয়ে বাস্তব ধারণা লাভ করতে পারে।

রিডার্স অ্যান্ড রাইটার্স ক্লাব

শিক্ষার্থীদের বইপড়া ও লেখায় উদ্‌বুদ্ধ করতে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ গঠিত হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ রিডার্স অ্যান্ড রাইটার্স ক্লাব। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মডারেটর ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শারমীন সুলতানা। ২০২১ সালে ক্লাবের মডারেটর ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক অনুপম বিশ্বাস, সভাপতি হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র নিলয় পারভেজ ও সাধারণ সম্পাদক অর্থনীতি সম্মান দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী তাকিয়া বিনতে রাশেদ। ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে এ ক্লাব 'শেখ রাসেল দেয়ালিকা' প্রকাশ করে।

সংগীত ক্লাব

২৭ জুন ১৯৯৬ প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজ সংগীত ক্লাব 'সুর ও সংগীতের মূর্ছনায় প্রাণবন্ত জীবন'-এ শ্লোগান নিয়ে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মডারেটর ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দ আবদুর রব। বর্তমান মডারেটর ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফারহানা আরজুমান, ২০২১ সালে সভাপতি এহসানুল হক স্মরণ এবং সাধারণ সম্পাদক অনিন্দ রিদ্ধ।

নৃত্য ক্লাব

'নব আনন্দে জাগো' স্লোগানে উদ্ভাসিত বাংলা বিভাগের প্রয়াত সহকারী অধ্যাপক তৃষ্ণা গাঙ্গুলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নৃত্য ক্লাবের বর্তমান মডারেটর ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক অংকনী চক্রবর্তী। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ফাহিম রায়হান। নৃত্যক্লাবের সদস্যগণ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ১৮ ও ২২ মার্চ ২০২১ জাতীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে।

নাট্য ক্লাব

'অসুন্দরের বিরুদ্ধে মুক্ত প্রতিবাদ'-এ অঙ্গীকারকে লালন করে ১ জুন ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ নাট্যক্লাব। এ ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মডারেটর বাংলা বিভাগের সাবেক সহকারী অধ্যাপক মোঃ হাসানুর রশিদ। বর্তমান মডারেটর বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মীর মো. জহিরুল ইসলাম। ক্লাব কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখ্য বাৎসরিক নাটক পরিচালনা, বিভিন্ন দিবসে নাটক ও নাটিকা প্রদর্শন, নিয়মিত নাট্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রভৃতি। ২০২১ সালে ক্লাবের সভাপতি দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী আদিবা আজম মাটি এবং সাধারণ সম্পাদক দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী তামিম ইকবাল ।

আইটি ক্লাব

'প্রযুক্তির মহাসড়কে সহজ সমাধান' (Simple Solution for Hitech Highway)-এ প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে ১৯ জুলাই ২০১৮ ঢাকা কমার্স কলেজ আইটি ক্লাব গঠিত হয়। ক্লাবের উদ্যোগে প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয় এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রযুক্তি কর্মশালা ও প্রদর্শনীতে ক্লাব সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করে থাকে। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মডারেটর ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম আলী আজম, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র মো. তরিকুল ইসলাম ও প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির ছাত্র আহাদ মির্জা। ২০১৯ সালে ক্লাব মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন সিএসই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়াইবুর রহমান। ২০২০ সাল থেকে মডারেটর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক মো. শামিউল আলম। ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ অনলাইন ক্লাব সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সমাজকল্যাণ ক্লাব

২১ জুলাই ২০১৮ শিক্ষার্থীদের নিয়ে সামাজিক কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ সমাজকল্যাণ ক্লাব গঠিত হয়। ক্লাবের প্রত্যয় 'মানবতার জন্য সহায়তার হাত' (Helping Hands for Humanity). ঢাকা কমার্স কলেজ সমাজকল্যাণ ক্লাবের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম হচ্ছে– রক্তদান, ব্লাড গ্রুপিং, টিকাদান, ডায়াবেটিস টেস্ট, হেলথ চেকআপ, হেলথ ক্যাম্প, শীতবস্ত্র বিতরণ, ত্রাণ বিতরণ, বিশুদ্ধ খাদ্য সচেতনতা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতা, শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা সহায়তা, সুবিধাবঞ্চিতদের সহায়তা ইত্যাদি। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মডারেটর ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম আলী আজম এবং ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ব্যবস্থাপনা সম্মান ৪র্থ বর্ষের ছাত্র প্রসেনজিত বিশ্বাস প্রত্যয়। ২০২১ সালে ক্লাবের মডারেটর ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক মোহাম্মদ জাকারিয়া ফয়সাল, সভাপতি ইংরেজি সম্মান ৩য় বর্ষের ছাত্রী সারাফ ওয়াশিমা সপ্তর্ষি ও সাধারণ সম্পাদক দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র আল আজমী মো. নিহাদ মুবিন। ১৫ অক্টোবর ২০২১ ক্লাব সদস্যবৃন্দ কলেজের সম্মুখে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মধ্যে খাবার বিতরণ করে। ২৭ নভেম্বর ২০২১ ক্লাবের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আর্টস অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব

লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে এবং বিনোদনের মাধ্যমে সহায়ক শিক্ষা হিসেবে চিত্রাঙ্কন ও আলোকচিত্র শেখানোর উদ্দেশ্যে এবং ছবি তোলা বা আঁকা সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য ৯ জুলাই ২০০৬ আর্টস অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব গঠিত হয়েছে। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মডারেটর ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শামা আহমাদ।

আবৃত্তি ক্লাব

'অন্তর মম বিকশিত কর'-এ শ্লোগান লালন করে ৯ আগস্ট ১৯৯৭ গঠিত হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ আবৃত্তি ক্লাব। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মডারেটর বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক নাঈম মোজাম্মেল। ২০২১ সালে ক্লাবের মডারেটর বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পার্থ বাড়ৈ।

সাধারণ জ্ঞান ক্লাব

সাধারণজ্ঞান এমন একটি বিষয়, যেটি সব মানুষের সব বয়সে প্রয়োজন। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন আরও বেশি। তাদের লেখাপড়া ও ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে সাধারণ জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব কথা বিবেচনা করে ২০ নভেম্বর ১৯৯৬ গঠিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজে সাধারণ জ্ঞান ক্লাব। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মডারেটর ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শামীম আহসান। ২০২১-২২ বর্ষে ক্লাবের মডারেটর ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের প্রভাষক মো. আহসান তারেক, সভাপতি দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র মো. নাজমুল হাসান খান নয়ন ও সাধারণ সম্পাদক দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী আদিবা আজম মাটি।

ল্যাংগুয়েজ ক্লাব

ভাষা শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ গঠন করা হয় ঢাকা কমার্স কলেজ ল্যাংগুয়েজ ক্লাব। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মডারেটর সমাজবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শবনম নাহিদ স্বাতী। ২০২১ সালে ক্লাবের মডারেটর ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ শফিকুর রহমান।

বিজনেস ক্লাব

শিক্ষার্থীদের ব্যবসায় বিষয়ক বাস্তব ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যে ২৩ অক্টোবর ২০১৬ গঠিত হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ বিজনেস ক্লাব। ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা মডারেটর ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তন্ময় সরকার।

ক্লাব সভার নির্ধারিত দিবস

অধ্যক্ষের সভাপতিত্বে সাংস্কৃতিক কমিটি ও ক্লাব মডারেটরবৃন্দের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জানুয়ারি ২০১৯ থেকে সাংস্কৃতিক ক্লাবসমূহের নিয়মিত সভার তারিখ ও সময় নির্ধারিত হয়। সভার সময়- বিকাল ৪:০১ মিনিট (শীতকাল) এবং ৪:৩১ মিনিট (গ্রীষ্মকাল), স্থান- সাংস্কৃতিক ক্লাব সভা কক্ষ (কক্ষ নং ১১৩/২)।

নং	ক্লাবের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	নিয়মিত সভা
১	বিতর্ক ক্লাব	৩১ অক্টোবর ১৯৯৩	প্রতিমাসের ২য় শনিবার
২	নাট্য ক্লাব	১ জুন ১৯৯৬	প্রতিমাসের ৩য় শনিবার
৩	সংগীত ক্লাব	২৭ জুন ১৯৯৬	প্রতিমাসের ২য় রবিবার
৪	সাধারণজ্ঞান ক্লাব	২০ নভেম্বর ১৯৯৬	প্রতিমাসের ৪র্থ মঙ্গলবার
৫	আবৃত্তি ক্লাব	৯ আগস্ট ১৯৯৭	প্রতিমাসের ১ম সোমবার
৬	রোটার‍্যাক্ট ক্লাব	১৮ আগস্ট ২০০১	প্রতিমাসের ১ম, ৩য় ও ৫ম রবিবার
৭	রিডার্স অ্যান্ড রাইটার্স ক্লাব	২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬	প্রতিমাসের ১ম মঙ্গলবার
৮	ল্যাংগুয়েজ ক্লাব	২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬	প্রতিমাসের ৩য় বুধবার
৯	আর্টস অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব	৯ জুলাই ২০০৬	প্রতিমাসের ৩য় মঙ্গলবার
১০	নৃত্য ক্লাব	১ জুন ২০০৭	প্রতিমাসের ৪র্থ সোমবার
১১	নেচার স্টাডি ক্লাব	১৪ মে ২০১১	প্রতিমাসের ১ম বুধবার
১২	বিজনেস ক্লাব	২৩ অক্টোবর ২০১৬	প্রতিমাসের ৪র্থ বুধবার
১৩	ফিল্ম ক্লাব	৮ জুলাই ২০১৮	প্রতিমাসের ৪র্থ শনিবার
১৪	আইটি ক্লাব	১৯ জুলাই ২০১৮	প্রতিমাসের ২য় সোমবার
১৫	সমাজকল্যাণ	২১ জুলাই ২০১৯	প্রতিমাসের ১ম শনিবার
১৬	বিজ্ঞান ক্লাব	১৩ মার্চ ২০১৯	প্রতিমাসের ৩য় সোমবার

বিএনসিসি

ঢাকা কমার্স কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে দৃঢ়চেতা করা এবং সামরিক কার্যে সহায়ক শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে বিএনসিসি নৌ-ইউং। বিএনসিসি ঢাকা কমার্স কলেজ প্লাটুন ইনচার্জ CUO জামিউর রহমান তুষার। ২০২১ সালে বিএনসিসি'র সদস্যগণ প্রতি বছরের ন্যায় কলেজ অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য শৃঙ্খলার দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করে আসছে। এ বছর নিম্নোক্ত কার্যক্রমে বিএনসিসি দায়িত্ব পালন করেছে: অনার্স ১ম বর্ষের নবীনবরণ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, একাদশ শ্রেণির ভর্তি কার্যক্রম, জাতীয় শোক দিবস পালন ও মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন প্রভৃতি।

কল্যাণ সংঘ

শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর কল্যাণের উদ্দেশ্যে কলেজ প্রতিষ্ঠার পরই ১৯৮৯ সালে গঠিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ কল্যাণ সংঘ। এ সংঘ শিক্ষার্থীদের কল্যাণের বিষয় বিবেচনায় এনে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত টিফিন ও ইউনিফর্ম সামগ্রী সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। কল্যাণ সংঘ শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড, বিদায় সংবর্ধনা, ফলাহার, বিভিন্ন উৎসবে উপহার প্রদান, মানবিক সাহায্য প্রদান প্রভৃতি সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০২১ সালে কল্যাণ সংঘের সচিব ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক খায়রুল ইসলাম।

তথ্যসূত্র : অফিস, বিভাগ, শাখা, ক্লাব ও কমিটি

প্রবন্ধ
স্মৃতিকথা
গল্প
তথ্যবিচিত্রা
কবিতা
English Writings



সূচিপত্র

প্রবন্ধ

- করোনা নয়, গরিবের স্বাভাবিক বেঁচে থাকার হুমকি মূল্যস্ফীতি
- মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অবক্ষয়ে যৌথ পরিবার বিলুপ্তি, কপটতাপূর্ণ সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রভাব
- আঁদ্রে কুরকভের সাক্ষাৎকার
- বিইউবিটির মাঠে ৩০তম বার্ষিক ক্রীড়া ও একটি স্বপ্ন
- আপনাকে কেন ভালোবাসি ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)
- একুশের ইতিবৃত্ত এবং বাংলাদেশ
- স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তরুণ প্রজন্মের ভাবনা
- বঙ্গবন্ধু এবং আমাদের বিজয়
- সহজ-সরল জীবনের শিক্ষা দেয় ইসলাম
- আমাদের বন্ধু শেখ রাসেল
- শেখ রাসেল
- বাবা-মা
- শুধু চেয়েছি বেঁচে থাকতে
- জীবন থেকে নেয়া
- বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা

স্মৃতিকথা

- স্মৃতিতে রবে চিরকাল
- কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেস
- স্বপ্নের কমার্স কলেজ

গল্প

- কামিনীর কথা
- মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের সেই গ্রামটি
- ভয়ঙ্কর এক রাতের গল্প
- বন্ধু

তথ্যবিচিত্রা

- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট : মহাকাশে লাল-সবুজ
- পাতালপুরীর ছায়াপথ
- বিবিধ তথ্য
- বিস্ময়

কবিতা

- অপেক্ষা
- প্রজন্ম
- স্বাধীন বাংলা
- প্রিয় মানুষ
- জাতির জনক তুমি
- আমার কলেজ
- বৃষ্টি
- রাসেল সোনামণি
- ফেব্রুয়ারির স্মৃতিকথা
- সেই একুশ
- ঢাকা কমার্স কলেজ
- স্মৃতির মায়াজাল
- আমরাই ডিসিসিয়ান
- আমার ভালো লাগে
- সোনালি দিনগুলো
- ওরা বলে
- স্বপ্ন
- শীতের স্নিগ্ধতায়
- মা
- বাবা
- চাচ্চু
- বন্ধুত্ব
- সহচর

English Writings

- Super Powers of Your Smile
- The Greatest Parents on Earth

প্রবন্ধ

করোনা নয়, গরিবের স্বাভাবিক বেঁচে থাকার হুমকি মূল্যস্ফীতি

প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্

উপাধ্যক্ষ

সারা বিশ্বেই এখন অর্থনীতির মাথাব্যথার প্রধান কারণ হচ্ছে মূল্যস্ফীতি। কোভিডের একাধিক ঢেউয়ের পর যখন মানুষের আয় বাড়ছে, চাহিদা তৈরি হচ্ছে, তখন মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলেই মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। ২০২২ সালেও এই উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি থাকবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকগণ।

গত ডিসেম্বর মাসে এক কেজি প্যাকেটজাত লাল আটার দাম ছিল ৩৮ টাকা। নতুন বছরের প্রথম মাসেই তা হয়ে গেছে ৪৮ টাকা। গত কয়েক মাসে আটার মতো সব প্যাকেটজাত খাবারের দামই বেড়েছে। সেই সঙ্গে সবজির দাম সারা বছরই ছিল চড়া। এখন ভরা শীতের মধ্যেও ভালো মানের লাউয়ের দাম ৫০-৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। একটু বড় সাইজের ফুলকপি বিক্রি হচ্ছে ৪০ টাকায়। ভালো মানের শিম বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ১০০ টাকায়।

বাস্তবতা হলো মূল্যস্ফীতির হার গত এক বছরে কখনোই ৫ শতাংশের নিচে নামেনি। উন্নত দেশের মূল্যস্ফীতির সহনীয় হার ২ শতাংশ নির্ধারণ করা হলেও দেশে সরকারের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ৫ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি ৫-এর ঘরে থাকলেই চাপ অনুভূত হয়। আর ডিসেম্বরে তা ৬-এর ঘর পেরিয়ে গেল।

চাল, ডাল, আটা, তেল, মাছসহ সব ধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম যে ঊর্ধ্বমুখী, খোদ সরকারি সংস্থা পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রতিবেদনেই তা ওঠে এসেছে। বিবিএসের প্রতিবেদনই বলছে, ১৬ মাস পর ফেব্রুয়ারিতে গড় মূল্যস্ফীতির হার ৬ শতাংশ ছাড়িয়েছে (উৎস: দৈনিক প্রথম আলো-২২/০৩/২০২২)। খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের দাম সহনীয় থাকলেও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে খাদ্যপণ্যের দাম।

চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে সরকার মূল্যস্ফীতির হার ৫ দশমিক ৩ শতাংশের মধ্যে রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, যদিও মূল্যস্ফীতি এখন লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। বিশেষ করে ডিজেলের দাম লিটারে ১৫ টাকা বাড়ানোর পর থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম লাগামছাড়া হয়ে গেছে। ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে চলমান যুদ্ধের কারণে দ্রব্যমূল্য আরও এক দফা বেড়েছে।

অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, দেশে এখন সবচেয়ে বড় সংকট হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনার তাগিদ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা।

এই বাস্তবতায় রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে টিসিবির ট্রাক ও খাদ্য অধিদপ্তরের বিক্রয়কেন্দ্রে বেড়েছে নিম্ন আয়ের মানুষের ভিড়। সেখানে বাজারের চেয়ে একটু কম দামে পণ্য পাওয়া যায় বলেই এত মানুষের ভিড়।

গত বছরের আগস্টে করোনা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ উঠে যাওয়ার পর থেকেই মূল্যস্ফীতির চাপ বাড়তে থাকে। পরিবহন ভাড়া তখন থেকেই বাড়তে শুরু করে। এর সঙ্গে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো যুক্ত হয়েছে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি। এর প্রভাবে সবকিছুর ব্যয় বেড়েছে। এ ছাড়া অতিবৃষ্টির কারণেও সবজির দাম দফায় দফায় বেড়েছে, আবার কখনো কখনো কিছুটা কমেছে। এ বাস্তবতার সঙ্গে আরেকটি প্রসঙ্গ যোগ করা যাক। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বৈশ্বিক ঝুঁকি প্রতিবেদন বলছে, ২০২২ সালের জন্য বাংলাদেশের প্রধান ঝুঁকি হচ্ছে কর্মসংস্থান ও জীবিকার সংকট।

গল্পটা এক কুখ্যাত আসামির। একদিন সে জেল থেকে পালালো। কিছুতেই পুলিশ ধরতে পারল না। তিন বছর পর হঠাৎ সেই আসামি নিজেই জেলে হাজির। সবাই অবাক। জেলার জানতে চাইল, কী ব্যাপার ? তুমি ধরা দিলে যে? আসামি বলল, ধন্যবাদ জানান মূল্যস্ফীতিকে। বাইরে সবকিছুর যে দাম, তার চেয়ে জেলে থাকা ভালো। এটা নিছকই গল্প। কিন্তু বাস্তবে এর চেয়ে অনেক মজার আরও ভয়াবহ ঘটনা আছে। এই যেমন সাম্প্রতিক সময়ে জিম্বাবুয়ের কথাই ধরা যাক; সেখানে কয়েক বছর আগেও সামান্য একটি রুটি কিনতে ব্যাগভর্তি অর্থ নিয়ে বাজারে যেতে হতো। এর কারণ-সেই মূল্যস্ফীতি। আবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মূল্যস্ফীতির কারণে জার্মানিতে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। জার্মান মুদ্রা মার্কের মান ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ায় শিশুরা মার্কের নোট নিয়ে খেলত। নোট নিয়ে দেয়ালও সাজাত অনেকে। কী ভয়াবহ! তাই না?

এ রকম আরও উদাহরণ আছে। সেগুলো জানার আগে মূল্যস্ফীতি সম্পর্কে জেনে নিলে ভালো হয়। তাত্ত্বিকভাবে দামস্তর অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাওয়াকেই বলে মূল্যস্ফীতি। অনেকে বলে, জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়া মানেই মূল্যস্ফীতি। আসলে তা নয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ের তুলনায় আরেক নির্দিষ্ট সময়ে সামগ্রিক দামস্তরের পরিবর্তনই হচ্ছে মূল্যস্ফীতি।

প্রশ্ন হচ্ছে কেন মূল্যস্ফীতি হয়? এর দুটি তত্ত্ব রয়েছে। একটি হচ্ছে অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব, অন্যটি বাড়তি চাহিদা তত্ত্ব। সহজ ভাষায়, বাজারে অর্থ সরবরাহ বাড়লে বিভিন্ন পণ্যের দামও বাড়ে। কারণ, তাতে পণ্য আগের মতোই থাকে, কিন্তু মানুষের হাতে টাকা যায় বেড়ে। এতে যে দাম বাড়ে তাকেই মূল্যস্ফীতি বলা যায়। বাড়তি চাহিদা তত্ত্বটি একটু অন্য রকম। যেমন ধরা যাক, টাকা ও পণ্য আগের মতোই আছে। উৎপাদনও বাড়ল না। কিন্তু হয়তো মানুষ বেড়ে গেল, কিংবা যারা আছে তারা একটু বেশি কিনতে চাইল। এতে চাহিদাও বাড়ল। তাতেও পণ্যের দাম বাড়তে পারে।

আরও কিছু তত্ত্বকথা বলি। কারণ হিসেবেও মূল্যস্ফীতি দুই ধরনের হয়। যেমন: চাহিদা বাড়লে যে মূল্যস্ফীতি হয়, তাকে বলে চাহিদাজনিত বা ডিমান্ড পুল মূল্যস্ফীতি। অর্থাৎ, পণ্যের সরবরাহ কম থাকলেও চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যেতে পারে। আরেকটি হচ্ছে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত বা কস্ট পুশ মূল্যস্ফীতি। অনেক সময় যেসব উপকরণ দিয়ে পণ্য উৎপাদন করা হয়, সেসব উপকরণের দাম বাড়লে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়। এতে পণ্যের দাম বাড়ে এবং মূল্যস্ফীতি ঘটে।

এবার মূল্যস্ফীতির চক্রটি নিয়ে বলি। ধরা যাক, বাজারে মুদ্রা সরবরাহ বাড়ানো হলো। এতে মানুষ আগের চেয়ে বেশি পণ্য কিনতে চাইবে। কিন্তু চাইলেই তো হয় না, বাজারে পর্যাপ্ত পণ্যও থাকতে হয়। যদি চাহিদার তুলনায় যোগান না থাকে তাহলে কী হবে? এতে পণ্যের দাম বেড়ে মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে। কারণ, আমরা জানি, চাহিদা বাড়লে উৎপাদকেরা পণ্যের দাম বাড়ায়। প্রতিক্রিয়ায় শ্রমিকেরা তাদের বেতন-ভাতা বাড়ানোর দাবি করে। অনেক সময়ে বেতন-ভাতা বাড়লে চাহিদা আরও বাড়ে। তাতে আবারও সৃষ্টি হয় মূল্যস্ফীতির। যেমন: সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাড়াচ্ছে আমাদের সরকার। অনেকের আশঙ্কা, এতে মূল্যস্ফীতি ঘটবে। কারণ, অনেক মানুষের হাতে আগের চেয়ে টাকা বেশি থাকবে।

এ মূল্যস্ফীতিকে আমরা বলি অর্থনীতির নীরব ঘাতক। আবার নিত্যপণ্যের দাম বাড়ায় মানুষকে বাড়তি ব্যয় করতে হয় বলে তাকে বাধ্যতামূলক করও বলে। হিসেবটা সহজ। আগে যে পণ্য কিনতে ১০০ টাকা ব্যয় করতে হতো, মূল্যস্ফীতির হার ১০ শতাংশ হলে সেই পণ্য কিনতে হবে ১১০ টাকায়। কিন্তু ওই বাড়তি ১০ টাকা আয় না বাড়লে কী হবে? ১০ টাকার পণ্য কম কিনতে

হবে। অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি ঘটলে মানুষের প্রকৃত আয় কমে, ভোগও কমে যায়। খুব গরিব মানুষ তখন আগের চেয়ে কম চাল কেনে, কম খায়। মানে মূল্যস্ফীতির চাপ বেশি বাড়লে সবচেয়ে কষ্ট হয় গরিবদের।

যতই নিন্দা করি না কেন, এই মূল্যস্ফীতি একেবারে কমে যাওয়াও অর্থনীতির জন্য ভালো লক্ষণ নয়। বলা যায়, উচ্চ মূল্যস্ফীতি খারাপ, কিন্তু প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য কিছুটা মূল্যস্ফীতি থাকা ভালো। কারণ, বাজারে চাহিদা থাকায় উৎপাদন বাড়ে। উৎপাদকেরা উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহী হয়। চাহিদা থাকা মানেই তো বেশি বেশি বিক্রি।

মূল্যস্ফীতিকে আরও দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন মৃদু মূল্যস্ফীতি ও অতি মূল্যস্ফীতি। মৃদু অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি যখন আস্তে আস্তে বাড়ে, তখন মানুষও আস্তে আস্তে এর সঙ্গে মানিয়ে নেয়, আয় বাড়ায়, উৎপাদকেরা বিনিয়োগ করে। এতে দেশের উন্নতি হয়। কিন্তু লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়লে এর সঙ্গে কেউই তাল মেলাতে পারে না। ফলে মানুষের প্রকৃত আয় কমে। মানুষের জীবনযাত্রার মান খারাপ হয়ে যায় এই লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে যাওয়াকেই বলে অতি মূল্যস্ফীতি।

বিশ্বে প্রথম অতি মূল্যস্ফীতি দেখা গিয়েছিল জার্মানিতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। ১৯২২ থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে জার্মানির মূল্যস্ফীতি বেড়েছিল ৩২২ শতাংশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হাঙ্গেরির পরিস্থিতি ছিল আরও খারাপ। ১৯৪৫ সালের আগস্ট থেকে ১৯৪৬ সালের জুলাইয়ের মধ্যে মূল্যস্ফীতি বেড়েছিল ১৯০০০ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতিদিন বেড়েছে ১৯ শতাংশ হারে। কয়েক বছর আগেও জিম্বাবুয়েতে মূল্যস্ফীতি ছিল ৩৭০০ শতাংশ। আগেই বলেছি, সেখানে আক্ষরিক অর্থেই রুটি কিনতে ব্যাগভর্তি অর্থ নিয়ে বাজারে যেতে হয়েছে। সেদিন একজন এসে বলল, তার বাবা আগে পকেটে অল্প টাকা নিয়ে বাজারে গিয়ে ব্যাগভর্তি বাজার আনতেন। এখন তিনি ব্যাগভর্তি টাকা নিয়ে যান, আর পকেটভর্তি বাজার আনেন। জিম্বাবুয়ের অবস্থাও হয়েছিল এ রকম।

এর চেয়েও ভয়াবহ গল্প আছে। এক চোর বস্তাভর্তি টাকা নিয়ে যাচ্ছিল, পথে পড়ল ডাকাত। ডাকাতেরা সব টাকা রাস্তায় ফেলে বস্তাটি নিয়ে পালাল। কারণ, টাকার তুলনায় বস্তার দামটিই বেশি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিতে হয়তো এ রকমই ঘটেছিল। সে সময়ে শিশুরা মার্কের নোট নিয়ে খেলত, লোকজন নোট নিয়ে দেয়াল সাজাত। ঠেলাগাড়িতে করে অর্থ নিয়ে যাওয়ার সেই ছবি এখনো গুগলে খুঁজলেই পাওয়া যায়। আশার কথা, সেই অতি মূল্যস্ফীতির যুগ হয়তো আর ফিরে আসবে না; বরং কাম্য মূল্যস্ফীতির মধ্যেই আমরা থাকব।

মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অবক্ষয়ে যৌথ পরিবার বিলুপ্তি, কপটতাপূর্ণ সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রভাব

মো: নজরুল ইসলাম

সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

জুল ভার্ন ও হুগো জার্নসব্যাকের মতো আর একজনকে সায়েন্স ফিকসনের জনক বলা হয়। আর তিনি হলেন হারবার্ট জর্জওয়েলস সংক্ষেপে এইস জি ওয়েলস। তাঁকে কেউ কেউ সায়েন্স ফিকশনের শেকস্পিয়র বলেও ডাকে। তিনি লিখেছেন অনেক উপন্যাস, গল্প, রম্যরচনা ও জীবনী গল্পে গল্পে দিয়েছেন দারুন সব ভবিষ্যদ্বাণী। তাঁর অমর ও অসাধারণ একটি উপন্যাস হলো 'টাইম মেশিন'। এই উপন্যাসে তাঁর বিখ্যাত উক্তি-'আমাদের মূল জাতীয়তাবাদের নাম হলো মানবতা'।

'আমাদের প্রত্যেকের কাছেই টাইম মেশিন আছে। স্মৃতিগুলো আমাদের অতীতে নিয়ে যায়, আর স্বপ্নগুলো ভবিষ্যৎ দেখায়।' অতীত স্মৃতিগুলো মনের পর্দায় ভেসে উঠলে এক অজানা আনন্দে পুলকিত হই, শিহরিত ও রোমাঞ্চিত হই। কিন্তু যখন বাস্তবতায় চোখ ফেলি, আগামী ভবিষ্যতের জন্য অজানা আতংঙ্ক সৃষ্টি হয় মনের পর্দায়। নিজের শিশুকাল, কৈশোর আর যৌবনে ব্যক্তি, পরিবার আর সমাজের যে রূপ দেখেছি তার সাথে আজকের বড়ই বেমানান, আগামীতে কী হবে কে জানে? আর মানবতা? পরিবার থেকে রাষ্ট্র সর্ব ক্ষেত্রে যে জিনিসটি অনুপস্থিত তা হলো মানবতা। অতি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মারামারি এমনকি মানুষ খুনের মতো ঘটনা এখন নিত্য ব্যাপার।

আগে কেমন ছিল আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা? আমাদের এই দেশটা যেমন ছিল ছায়া সুনিবিড় তেমনি মাতা-পিতা, ভাই-বোন, চাচা-চাচি, নানা-নানি আর দাদা-দাদির মায়ায় ভরা। এই ছায়া-মায়া ঘেরা মাটি থেকেই জন্ম নিয়েছে আমাদের সংস্কৃতি। ছোট বেলায় গানে আর কবিতায় শুনেছি ও পড়েছি, বট বক্ষের ছায়া যেমন, মোর বন্ধুর মায়া তেমন। বট বৃক্ষের শিকড়ের মতই আমাদের শিকড় এই মাটিতেই বিস্তৃত। আর আমাদের এই সংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে আছে একান্নবর্তী পরিবার। বট বৃক্ষের মতোই সেই পরিবারের একজন প্রধান থাকতেন; যার নির্দেশ এবং সিদ্ধান্তে চলতো গোটা পরিবার। তার নিয়ন্ত্রনেই এক সঙ্গে থাকা, এক হাড়িতে রান্না করে একই সঙ্গে খাওয়া হতো। তখন মায়ের আর বাড়ির কর্তার শাসনে থাকতো ভালোবাসার টান। আসলে আমাদের পারিবারিক সম্পর্কগুলো ছিলো অত্যন্ত মধুর। যার সংগে থাকতো স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালোবাসা, আদর-যত্ন আর শ্রদ্ধা। সব কিছুই আমাদের হৃদয়ের আবেগে সিক্ত। কিন্তু এখন আর সে আবেগ খুঁজে পাওয়া যায় না। শিথিল হয়ে যাচ্ছে পারিবারিক বন্ধন। বাঙ্গালী সংস্কৃতির হাজার বছরের ঐতিহ্য যেন হারিয়ে যাচ্ছে সময়ের বিবর্তনে। অথচ আমাদের এই পারিবারিক বন্ধন আমাদের গর্বের, অহংকারের, ঐতিহ্যের-যা পৃথিবীর আর কোন উন্নত দেশেই খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের বাঙ্গালিদের গৌরবময় ঐতিহ্য আছে যৌথ পরিবারে।

সমাজ গবেষকদের মতে, গ্রামাঞ্চলে এখন ১০%-এর কম যৌথ পরিবার টিকে আছে। আর শহরেতো চোখেই পড়ে না। এক ঘর, এক পরিবারের স্বার্থ ছায়ায় আবদ্ধ এখনকার পরিবার। পারিবারিক আবেগ এখন সময়ের বেগ যন্ত্রণায় যান্ত্রিক হয়ে পড়েছে। এখন এক ঘর জুড়ে থাকেন মা-বাবাও তাদের দুটি সন্তান। সন্তানেরা ঘরের কোণে, খাটে কিংবা সোফায় বসে হাতে প্রযুক্তির উপহার ট্যাব বা মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকে অধিকাংশ সময়। এসব পরিবারে দাদা-দাদি, নানা-নানির স্থান সংকুলান হয় না। বৃদ্ধ বাবা-মাকে ছাড়া বসবাসে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে এখনকার ছেলে-মেয়েরা। স্বচ্ছল মা-বাবা সেটা বুঝতে পেরে নিজেরাই সন্তানের বিয়ের আগে থেকেই তার জন্য আলাদা থাকা ব্যবস্থা করে রাখেন।

এখন সব কিছুই পাল্টে গেছে। আগে সন্তানরা অনেক রাত জেগে পড়া-লেখা করতো, মা গ্লাস ভরা দুধ নিয়ে রাখতেন পড়ার টেবিলে। আর এখন ছেলে মেয়েরা কখন ঘুমায়, কখন জেগে থাকে বাবা-মা টেরও পান না। বরং সন্তানরা রাত জাগলে বাবা-মা টেনশনে ভোগেন, রাত জেগে সন্তান কী করছে? না জানি ইউটিউবে কী দেখছে কিংবা ফেসবুকে কার সঙ্গে চ্যাট করছে। আগে ছেলে-মেয়েরা বাবার সংগে বাজারে যেত বলে যে কোন মাছ, তরি-তরকারির নাম জানতো, চিনতো। এখনতো বাজারে যাবার সয়য়ই হয় না, যে কারণে অনেকে অনেক মাছের নাম, শাক-সবজির নামই জানে না, চেনাতো দূরের কথা। বিদেশী ফলের নাম জানলেও জানে না দেশী ফলের নাম। চেনে না

ছবেদা, লটকন, করমচা, গোলাপজাম কিংবা ডেউয়া। নানান জাতীয় কেক চিনলেও চিনে না দেশীয় পিঠা, জানে না নাম। মেয়েরা আগে রান্নাঘরে গিয়ে মাকে সাহায্য করত, এখনতো অধিকাংশ মেয়েই রান্না ঘরে যায় না। সময় কোথায়? আগেতো স্ত্রীরা স্বামীকে রান্না-বান্না করে খাওয়াতো, এখনকার স্বামীদের কী হবে? গ্রামীণ প্রবাদ আছে সকাল বেলা স্ত্রী/মায়ের হাতের এক মুঠি সারা দিনের খুটি। অর্থাৎ সকালে কিছু পেটে দিয়ে বাড়ি থেকে বের হলে সারা দিন চলা যায়। শহুরে জীবনে আজ একথা স্বপ্নের মতো মনে হয়। স্ত্রী অথবা মা নিজে কর্মজীবী অথবা ব্যবসায়ী/চাকরিজীবীর স্ত্রী। সকালে ঘুম থেকে উঠে নাস্তা খাইয়ে স্বামীকে অফিসে পাঠাবে অথবা সন্তানকে নাস্তা খাইয়ে স্কুল/কলেজে পাঠাবে এমন পারিবারিক ব্যবস্থা আজকের শহুরে জীবনে খুব একটা দেখা যায় না।

ব্যস্ততার অজুহাতে অথবা পাশ্চাত্যের লাইফ স্টাইলে আমরা এখন অভ্যস্ত। সারা দিন অফিস করে, ব্যবসায়িক কাজ সেরে অথবা টেলিভিশনে বিদেশী সিরিয়াল দেখে মাঝ রাতের পর আমরা বিছানায় যাই ঘুমাতে। সকালে স্বামী/স্ত্রী অফিসে গিয়ে নাস্তা করে আর ছেলে মেয়েরা না খেয়ে স্কুল/কলেজে গিয়ে ক্লাসে প্রথমে ঝিমায় আর টিফিনে তেলে ভাজা সিঙ্গাড়া-ছমুছা কিনে খায়। রাতে পর্যন্ত ঘুম নেই তার সাথে খালি পেটে তৈলাক্ত খাবার। ফলাফল যা হবার তাই হয়। পেটে গ্যাসের আধিক্যে হয় পেট ব্যথ্যা, খাদ্যে অরুচি, মাথা ব্যথ্যা, খিটমিটে মেজাজ ইত্যাদি নানা ধরনের উপসর্গ নিয়ে অমনোযোগী হয়ে ক্লাস করে দিন শেষে বাসায় ফিরে একটি বিদ্ধস্ত শরীর নিয়ে।

একান্ন বর্তী পরিবারের যে বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ বাবা-মা ছাড়াও চাচা-চাচি, মামা-মামি, খালা-খালু, ফুপা-ফুপু, বেয়ান-বেয়াই, দেবর-ননদ, শালা, দুলাভাই এসব সম্পর্কের ধারণা নেই অনেকের। আর ধারণা থাকবেই বা কী করে? যারা জানে না তারা দেখে শিখে, কিন্তু এখন দেখবে কোথায়? শিখবেই বা কী করে? আমাদের সংস্কৃতির মুরুব্বিদের দুস্কৃতির কৃতিত্বে নাটক থেকে পারিবারিক পরিবেশ পরিত্যক্ত হচ্ছে আমাদের টেলিভিশন নাটকগুলোতে। এখন এই পারিবারিক ঐতিহ্যতো খুঁজে পাওয়া যায় না। মা-বাবার চরিত্রতো দেখায় যায় না। নাটক হয় নায়ক-নায়িকা আর মোবাইল ফোন নিয়ে।

এক সময় টিভি নাটকে দেখেছি সকালে আজানের ধ্বনি ভেসে আসতো। কোন দৃশ্যে দেখা গেছে গৃহকর্তা বা কর্ত্রী নামাজ শেষে দুই হাত তুলে মুনাজাত করছেন। বিভিন্ন সময় পরিবারের সবাই বাড়িতে একত্রিত হচ্ছেন। কেউবা মামা বাড়ি, ফুপু বাড়ি যাচ্ছেন। সেখানে মামা-মামি বা ফুফুর সঙ্গে দৃশ্য হচ্ছে নানান পারিবারিক বিষয় নিয়ে। শীতের রাতে নবান্ন উৎসব, বাৎসরিক মেলা, ওয়াজ-মাহফিল, খেলাধূলা, জারিগান, যাত্রাপালাসহ বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান হতো। দুরের আর কাছের আত্মীয়স্বজনে ভরে যেত বাড়ি। বাড়ির উঠানে অথবা বারান্দায় শিশুরা গোল হয়ে বসতো আর দাদি/নানি, খালা, ফুফুরা বিভিন্ন ধরনের গল্প বলতো। গল্পের মাঝে তারা বাংলা সংস্কৃতির বিভিন্ন শ্লোক ছন্দ মিলায়ে (কবিতার মতো করে) শিশুদের শুনাতো। যেমন, লেখা পড়া করে যে-গাড়ী ঘোড়ায় চড়ে সে, লেখা-পড়া যে জানে-সর্ব লোকে তারে মানে, যে মুখে ডাকি মা- সে মুখে নেশা (বিড়ি) না, দেখে শুনে রাস্তায়-চলবো-নিরাপদে বাড়ি ফিরবো, সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি-আমি যেন সারা দিন ভালো হয়ে চলি। দাদা/নানারা নাতী/নাতনীদের বলতেন, মনে রাখিস দাদু ভোরের সূর্য্য আর ভোরের পাখী যদি তোমার আগে জাগে তবে তুমি জীবনের সত্যিকারের গতি থেকে ছিটকে যাবে.....এমন সব নানান ধরনের উপদেশ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তো। আর এখন বিদেশি সিরিয়ালের অনুকরণে এসব পারিবারিক সম্পর্ক কুটনামিতে রুপান্তরিত হয়েছে।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কারণে অনেক পরিবার সাংস্কৃতিক হামলার শিকার হচ্ছে। অতি কৃত্রিম মোহে ভেঙ্গে যাচ্ছে অনেক সুখের সংসার। মোট কথা ভিন দেশি টেলিভিশন সিরিয়ালগুলো আমাদের পারিবারিক সম্পর্কে সিরিয়াল কিলারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয় পরকীয়ার জেরে ঘর ভাঙ্গা, আত্মহত্যা, এমনকি হত্যা পর্যন্ত সব নানান খবর। এর পিছনে সবচেয়ে বড় অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে বিদেশী বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচারিত চাকচিক্যময় কৃত্রিম সামাজিক ও সংসার ভাঙ্গা অনুষ্ঠান প্রচার। এর প্রভাবে ভেঙ্গেছে অনেক সংসার বা ঘটছে অনেক দুর্ঘটনা। তবে তারকা সংখ্যা বিচারে সাধারণ মানুষের চাইতে মিডিয়াতেই যেন সংসার ভাঙ্গা বা বিচ্ছেদের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে আশংকাজনক হারে। তারকারা সাধারণ মানুষের আদর্শ। আর তারকা বিচ্ছেদের খবর খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বব্যাপী সাধারণ মানুষ তারকাদের বিভিন্ন বিষয়কে অনুকরণ/অনুসরণ করে তাদের কথা-বার্তা,ওঠা-বসা, চাল-চলন, পোশাক-আশাক, আচার-আচরণ, জীবন-যাপন ইত্যাদি। কিন্তু যে হারে এসব তারকার বিচ্ছেদ, পরকীয়া ও তৎপরবর্তী পত্র-পত্রিকায় উভয়ের সাক্ষাৎকারে নিজেদের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে সবিস্তার বর্ণনা দেখা যায়, তা যদি কেউ অনুকরণ করতে চায় তাহলে দেশে কটি সংসার টিকে থাকবে বলা মুশকিল।

মিডিয়ার এ উন্মুক্ত যুগে এ সব বিদেশী সিরিয়াল বা চ্যানেলে দেখা বন্ধ করা যাবে না। কারণ এতে অনেক ভালো জিনিসও দেখানো হয়। আসলে আমাদের সচেতনভাবে নির্ধারণ করতে হবে আমরা কোনটা দেখবো আর কোনটা দেখবো না। আমাদের এই সচেতনতার উপরও আমাদের পারিবারিক সংস্কৃতির অনেক কিছু নির্ভর করবে। আর আমাদের নাটকগুলোয় পারিবারিক ঐতিহ্য আনতে হবে। প্রতিযোগিতার বাজারে জয়ী হতে হবে।

অতীত এবং বর্তমানের পারিবারিক বন্ধন বা আবেগ অনুভূতির বিষয়ে কোথায় যেন একটা চমৎকার লেখা পড়েছিলেন। লেখাটা ছিল এরকম, - 'আগে সামাজিকতার কারণে বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন এলে গাছ থেকে কলাপাতা কেটে এনে পাতার তালা বানিয়ে কাউকে খেতে দেয়া হতো। সম্পর্ক ছিল পবিত্র এবং পাতার মতোই সবুজ। পরে মাটির পাত্র ব্যবহৃত হতে লাগল। আর সম্পর্কগুলোও চলে এলো একেবারে মাটির কাছাকাছি। কিছুদিন পর কাসা-পিতলের জমানা এলে, সম্পর্কগুলো ছয় মাসে মাজার চমকে চমকাতে লাগল, কিন্তু যে দিন থেকে কাচের পাত্রে খাবার দেয়া শুরু হয়ে গেল সেদিন থেকেই অল্প আঘাতেই সম্পর্ক গুলো ভাঙতে লাগল। আন্তরিকতা, আত্মীয়তা সব টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। আর এখনতো শুধু কাগজ কিংবা থার্মোকরের পাত্রই ব্যবহার হয় অর্থাৎ-' জাস্ট ইউজ এন্ড থ্রো-ব্যবহার হয়ে গেছে ছুড়ে ফেলে দাও।'

আমাদের সম্পর্কগুলোও এখন কেমন যেন ওয়ান টাইম ইউজের মতো হয়ে গেছে। বছরে একবার দুবার দেখা হয় উৎসব বা শোকের সময়। এ ছাড়া কারো সঙ্গে কারো দেখা হয় খুব কম। সেই ওয়ান টাইম ইউজের মতো। পরিবারে কারো বিয়ে শাদি হলে কিংবা কারো মৃত্যু হলেই সবাইকে এক সংগে দেখা যায়। অন্য সময়ে সম্পর্কটা মুঠোফোনে আবদ্ধ থাকে। দেখা হওয়া দুরের কথা, এই ফোনেই হঠাৎ কোন প্রয়োজনে ফোন করলে কুশল বিনিময় হয়, তার পরই একগাদা ব্যস্ততার তরিকা দেখানো হয় উভয় পক্ষ থেকেই। এ এক নতুন সংস্কৃতি। এ এক নতুন সংস্কৃতি। মূলত এখনকার প্রজন্মকে সেভাবে দোষ দিয়ে লাভ নেই, তারা বেড়ে উঠছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গুরুজনদের নীতিহীন আচরণ, মিথ্যাচার, কুটনামি, হিংসা-বিদ্বেষ, বেহায়াপনা ও দুর্নীতি দেখে। এমন একটি মন্তব্য নিশ্চয় ব্যাখ্যা দাবি করে।

আমরা লক্ষ্য করি, এ সমাজে মিথ্যা ও কপটতার সংস্কৃতি এমন জোরালোভাবে

প্রচলিত যে, জীবন আচরণে অতি ধর্মভিরু ব্যক্তিও অনায়াসে এতে শরিক হন। অসত্যের সূচনা হয় সন্তানের জন্ম তারিখ বা বর্ষ নিয়ে। দেখা যাচ্ছে, ভর্তি হওয়ার সময় জন্ম নিবন্ধন সনদ দাখিল করা বাধ্যতামূলক হওয়া সত্ত্বেও সন্তানের বয়স কমানো অভ্যাস যাচ্ছে না। টাকার বিনিময়ে জন্ম তারিখ পরিবর্তন করে একটি জন্ম সনদ তৈরি করে নেয়া যায়। তাতে শিশুর শিক্ষা জীবন শুরু হয় মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে। এ বদ অভ্যাস অভিভাবক-শিক্ষকসহ সমাজের মজ্জাগত হয়ে গেছে। এটি তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে, যখন শিক্ষার প্রায় একমাত্র লক্ষ্য ছিল সরকারি চাকরি। সন্তান যাতে একবারে না পারলে কয়েকবারের চেষ্টায় হলেও চাকরিতে ঢুকতে পারে এবং অবসরের সময়ও যেন একটু পিছানো যায়, সেটায় থাকে অভিবাবক-শিক্ষকদের বিবেচনা।

মানুষের এই দুর্বলতাকে বাস্তব প্রয়োজন হিসেবে বিবেচনা করে এর মধ্যে অনৈতিকতার দোষ ধরতে যায় নাম সমাজ। কিন্তু মিথ্যা ও কপটতার সঙ্গে আপস করে সমাজ কখন যে নিজের অজান্তে অপরাধ-অনৈতিকতার সঙ্গে আপস করে চলতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তা নিজেও টের পায় না। আবার যখন দেখি দুর্নীতিবাজ ও ঘুষখোর হিসেবে উচ্চ শিক্ষিত স্কুল/কলেজের শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এতো উচ্চ শিক্ষা নিয়েও দুর্নীতিবাজদের দলে নাম লেখায়, ধর্মীয় লেবাসধারী কিছু অসাধু ধর্মের জ্ঞান নিয়েও দুর্নীর্তি/ধর্ষণে অংশ নেয়, যখন দেখি আইন শৃংখলা বাহিনী, জেলা প্রশাসক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং রাজনীতিবিদদের নাম পত্রিকায় শিরোনাম হয় তখন ভাঙ্গা রেকর্ড বাজিয়ে বলি-

"রক্ষক যদি ভক্ষক হয়- কে দিবে তারে শিক্ষা

ধার্মিক যদি চুরি করে - কে দিবে তাকে দীক্ষা।"

আজ টাকা ও ক্ষমতা এ সমাজে সমীহ আদায়ে এতটায় সফল যে, যারা এভাবে চলছে তারা মাথা উচু করেই চলে এবং অন্যরা তাদের বিষয়ে নীরব থাকায় শ্রেয় ভেবেছেন। এ থেকে শিশুরা যে বার্তা পায়, তা কোনভাবেই ভালো শিক্ষা হতে পারে না। মোট কথা, সমাজের প্রশ্রয়ে ও অনুমোদনেই দেশে এত সব অনিয়ম, অনৈতিকতার বিস্তার ঘটেছে। বেশিরভাগ বড় দুর্নীতিতো শিক্ষিত মানুষের দ্বারাই সংঘটিত হচ্ছে। লালিত হচ্ছে মিথ্যাচার, কপটতা। অনৈতিকতার পথে শিক্ষা কোন বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। তাহলে এ কেমন শিক্ষা কিংবা এ কেমন শিক্ষিত সমাজ? সবাই জানি এবং বলে থাকি, কেবল ডিগ্রি ও সনদ অর্জন শিক্ষা নয়। শিক্ষা যেমন কর্মসংস্থানের বা উপার্জনের দক্ষতা অর্জনের সহায়ক হবে, তেমনি একজনের নৈতিক ও উন্নত রুচিবোধ সম্পন্ন মানুষ হয়ে উঠতে সহায়ক হবে। এমন মানুষের জীবনব্যাপি জ্ঞানার্জনের চাহিদা, ভালো কিছু করা ও ভালোর সঙ্গে থাকার আগ্রহ থাকবে। নিজেকে বা সমাজকে ফাঁকি দিয়ে ভালে সাজার কপটতা তিনি ঘৃণা করবেন। কিন্তু আমাদের শিক্ষা এমন মানসিকতা ও বৈশিষ্ট্য অর্জনে নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা প্রকল্প নিচ্ছে, বিপুল অর্থ ব্যয় করছে, কিন্তু সমাজ যে সুশিক্ষাকে ধারণ করার মানসিকতা ও চেতনার বাইরে পড়ে আছে, সেদিকে কারো খেয়াল নেই।

রবীন্দ্রনাথের খেদোক্তি উদ্ধৃত করে বলা যায়, 'আমাদের শিক্ষার সবটায় লোকসানি মাল'। যদি ঘরের বাইরে রাস্তায় পা দিয়েই শিশুর প্রাথমিক পরিচয় হয় যানবাহন-পথচারিদের বিশৃঙ্খলার সঙ্গে এবং সেটায় যদি তার নিত্য দিনের অভিজ্ঞতা হয়, তাহলে তার ধারণা হবে যে বাইরের জগৎ আদতে এরকম বিশৃঙ্খল। ক্রমে অভিজ্ঞতা থেকে তার মনে এমন ধারণাই বদ্ধমূল হবে। বড় হতে হতে অন্যান্য অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সে বড়দের জগতে কপটতা, মিথ্যাচার, অনিয়ম ও অপরাধের সাথে পরিচয় হবে। বাধ্য হবে এগুলোর সাথে বসবাস করতে। মনে রাখা দরকার, নীতি-নৈতিকতা কেউ পুঁথিগত বিদ্যা থেকে অর্জন করে না। হাজার বার 'সদা সত্য কথা বলিবে' 'আর' 'উন্নত চিন্তা ও সরল জীবনই আদর্শ'- এমন বাক্য লিখলেও কোন কাজ হবে না, যদি বাস্তব জীবনে তাকে ক্রমাগত ভিন্ন চিত্র দেখতে হয় এবং এর সাথে আপস করে চলতে হয়। ফলে জননেতা, রাজনীতিবিদ, সমাজপতিদের এসব বিষয়ও ভাবতে হবে।

পশ্চিমের সমাজ জীবন ও সংস্কৃতির অনেক বিষয়-ই আমাদের সঙ্গে মিলে না, শরীর বা খাদ্য নিয়ে তাদের সংস্কার কম এবং নানা বিষয়ে আমাদের তুলনায় তাদের সমাজের অনুমোদন অনেক বেশি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তাদের সমাজে কপটতা, মিথ্যাচার, নিয়ম ভাঙ্গার অভ্যাস সাধারণভাবে নেই। তাতে সমাজে উন্নত শিক্ষার অনুকুল পরিবেশ বজায় থাকে। আমাদের সমাজ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনায় বিভক্ত এবং এই বিভাজন দীর্ঘদিনের চর্চায় সমাজ মানসে বিরোধ ও বিদ্বেষ লালন করছে। স্বাধীনতার পর থেকেই এ অবস্থা চলছে, চলে আসছে। আমাদের নেতৃত্ব কখনো এ বিষয়ে বিবেচনায় নেয়নি যে স্বাধীন দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুনাগরিক হিসেবে তৈরির পথে বিদ্বেষ ও বিরোধ চর্চা দীর্ঘায়িত করা ঠিক কি না।

অস্ত্রোপাচারের সময় চেতনানাশক ব্যবহার করে শল্যবিদের চেষ্টা থাকে দ্রুততম সময়ে কাজটা শেষ করা। ক্ষত শুকানোই আসল কাজ, তাকে জিয়ে রাখা হয়। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও রাজনীতিতে মাঠ পর্যায়ে, এমনকি সংসদে হয় স্তাবকতার নয়তো বিদ্বেষের সুর একইভাবে চলতে থাকে। যে শিশু জন্ম থেকে এমন রাজনৈতিক ভাষণ-বিবৃতি-কথোপকথন শুনে বড় হয়, সে কি শিক্ষা পাবে রাজনীতি সম্পর্কে? এ তো কেবল রাজনীতির সবক নয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক শিক্ষাও বটে। তারা জানছে সমাজ জুড়ে প্রতিপক্ষতা, বিরোধ, বিভেদ ও বিদ্বেষই চলে। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে ধর্মীয় ওয়াজেও বিদ্বেষপূর্ণ কথাবার্তার প্রাধান্য প্রবল থাকে। যে সমাজ মানসের মধ্যে শিশু বেড়ে ওঠে, তার লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়েইতো বড় হবে। চলমান এ পরিবেশে সহিষ্ণুতা, ঔদার্য, ক্ষমা ও মহত্ত্বের মতো গুণ অর্জিত হবে না। ফলে শিক্ষার উচ্চতর লক্ষ্য অর্জনের পথে সমাজ নিজেই বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমরা ভুলে যাচ্ছি কিংবা এক দমই গুরুত্ব দিচ্ছি না যে শিক্ষায় অসত্য বা অর্ধ সত্যের স্থান নেই। এখানে প্রয়াসটাই হচ্ছে সত্য জানায়, ন্যায় বোঝার বিবেচনা বোধ অর্জনের, বিশ্লেষণী ক্ষমতা বৃদ্ধির এবং আরো এমন দক্ষতা ও গুণ অর্জনের, যা শিক্ষার্থীকে পরিণত বয়সেও উন্নত বয়সেও উন্নত জীবন নির্মাণে সহায়তা দিবে। তাতে একদিন সমাজ সত্যিই উন্নত মানুষের সমাজে পরিণত হবে।

আমাদের শিশুরা বড় হচ্ছে নিরানন্দ পরিবেশে, গৃহকর্মীর সান্নিধ্যে ফ্ল্যাট নামক আবদ্ধ জায়গায়। প্রাচীর ঘেরা বাড়িতে নেই খেলাধুলার স্থান এবং পরিবেশ। অনিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তির সান্নিধ্যে মানবিক মূল্যবোধের পরিবর্তে মানবিক মূল্যবোধহীন নির্বোধ ও বিবেকহীন হয়ে পড়ছি আমরা। খুব দ্রুত, সময়ের সঙ্গে পাল্টে যাচ্ছে আমাদের জীবনযাপন, জীবনাচার। সেদিন আমার এক বন্ধু আমাকে একটি জোকস্ পাঠিয়েছে। জোকস্ টা হচ্ছে ঠিক এমন, 'এখন গর্ভবতী মহিলাদের প্রতি ডাক্তারের পরামর্শ-গর্ভবতী অবস্থায় কখনো নির্বাচনী ভাষণ শুনবেন না। তাহলে শিশু জন্মগত মিথ্যাবাদী হতে পারে।'

অনেকে মনে করেন, একান্নবর্তী পরিবার আর ধরে রাখা সম্ভব নয়। জাপানে যৌথ পরিবারের সংখ্যা অনেক বেশি। সেখানে প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের প্রভাব আমাদের চাইতে অনেক-অনেকগুণ বেশি। তবু সেখানে যৌথ পরিবার রক্ষায় মানুষকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সচেতন করা হয়। আমাদের এখানেও তা সম্ভব। পারিবারিক আবেগ অনুভূতি এবং সম্পর্ক অনেক কুপ্রভাব থেকে আমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে মুক্ত রাখবে। সুচিন্তা ও সুবুদ্ধি বিকাশে সহায়তা করবে। অনেক মানুষের মধ্যে এখনো আবেগ-অনুভূতি এবং পরিবারের

সদস্যদের প্রতি ভালোবাসার টান রয়েছে, আবার অনেকের নেই। প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে আজ থেকে অনেক দিন আগে হানিফ সংকেত তার বহুল প্রচারিত 'ইত্যাদি'তে ৮০ বছর বয়সী শারীরিক প্রতিবন্ধি জীবন যোদ্ধা রফিকুল ইসলামকে দেখিয়েছিলেন। আপন সন্তানসহ তার প্রিয়জনরা এই পঙ্গু মানুষটিকে ছেড়ে চলে গেছে। সন্তানের শোকে এক সময় তার স্ত্রীও পাড়ি জমান পরপারে। আর তাই নিজের চলাচলের হুইল চেয়ারটিকেই বানিয়েছেন জীবন ধারণের অবলম্বন। নিজেই যার নাম দিয়েছেন 'জীবন সংগ্রাম স্টোর'। এই স্টোরে বসেই তিনি বিস্কুট, চিপস, চকলেট জাতীয় জিনিস বিক্রি করেন। এ থেকে যা লাভ হয় তাই দিয়ে কোনো রকম জীবন ধারণ করেন।

এখানেই তার ওপর দৃষ্টি পড়ে রিক্সচালক লোকমানের। প্রতিদিন রিক্স চালিয়ে যাওয়ার সময় তিনি তাকিয়ে তাকিয়ে এই বৃদ্ধকে দেখতেন। কখনো কখনো রিক্স থামিয়ে খোঁজ খবর নিতেন। লোকমান এবং তার স্ত্রীর অনুরোধেই এক সময় এই বৃদ্ধ বসবাস শুরু করেন লোকমান পরিবারের সংগে। রফিকুল ইসলামকে পেয়ে লোকমানের দুই ছেলে যেন ফিরে পায় তাদের দাদুকে। লোকমানের স্ত্রীও নিজের শ্বশুরের মতো যত্ন নেন বৃদ্ধ রফিকুল ইসলামের। বর্তমান সমাজে এই চিত্র বিরল। স্বল্প আয়ের সংসার লোকমানের। তার পরও বলেন, আমরা যদি খাই, উনিও খেতে পারবেন। নতুন এই পরিবারে এসে রফিকুল ইসলামও উচ্ছ্বসিত। তিনি বলেন, 'এদের সংগে থেকে মনের শান্তিটা পাইতেছি' এই স্বার্থান্ধ সমাজে আমরা রফিকুল ইসলাম এবং লোকমানের মতো মানুষের কাছ থেকে কি কোন শিক্ষাই নিতে পারি না? কিংবা সেই সব সন্তানের বাবা-মা নিজের জীবন বাজী রেখে যাদের বড় করেন, যারা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বাবা-মাকে ছেড়ে চলে যায়, ছিড়ে যায় সব ভালোবাসা আর স্নেহ, মায়া-মমতার বন্ধন। তারাও কি কোন শিক্ষা নিবে?

আমরা এখন প্রায়ই দেখছি, পারিবারিক বন্ধনগুলো ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, নাগরিক জীবনে দেখা যায় একরাশ কষ্ট নিয়ে অনেক বাবা-মার স্থান হচ্ছে বয়স্ক নিবাসে। ঠিক সে সময় আনোয়ারা প্রমান করলেন দেশের মাটি, আপনজন ও রক্তের বাঁধন আসলে ছিন্ন হওয়ার নয়। বেশ কয়েক বছর আগে জনাব হানিফ সংকেত আনোয়ারা বেগমকে নিয়ে ইত্যাদিতে প্রচার করেছিলেন আর একটি বিরল ঘটনা। বাংলাদেশী বংশভুত বর্তমানে নেদারল্যান্ডেসের নাগরিক এই আনোয়ারা বেগমের ওপর একটি প্রতিবেদন প্রচার করেন। তখন আনোয়ারা বেগম তার বিদেশের সুখের জীবন ছেড়ে ছুটে আসেন বৃদ্ধ পিতা-মাতার খোঁজে শিকড়ের টানে, শিকড়ের সন্ধানে। আনোয়ারা বলেন, 'যদিও নেদারল্যান্ডসে আমি আমার পালক পিতা-মাতা, স্বামী এবং দত্তক কন্যাদের নিয়ে খুব সুখেই আছি তবুও আমার অন্তর এখনো বার বার কেঁদে ওঠে বাংলাদেশে আমার বাবা-মা, স্বজনদের জন্য। মনে হয় তাদের পেলেই আমার জীবনটা পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে'।

আর এক জন মাতৃভক্ত মানুষের কথা বলছি। এই মানুষটির নাম ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার। মাকে নিয়ে অনেক গান, কবিতা আমরা শুনেছি। আমাদের লোকগানে আছে, বিদেশে বিপাকে যদি ব্যাটা মারা যায়, পাড়া-পড়শী না জানিতে আগে জানে মায়...', অথবা, যার মাথায় নাই মায়ের পায়ের ছায়া, জগৎ সংসার ছাড়েরে তার মায়....' অথবা, আমরা শুনেছি মায়ের মতো আপন কেহু নাই, মা জননী নাইরে যাহার, ত্রিভুবনে তাহার কেহু নাইরে'। আমরা পড়েছি মায়ের জন্য সারা রাত পানির গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বায়েজিদ বোস্তামির কাহিনী। পড়েছি মায়ের ডাকে ঈশরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাঁতার দিয়ে দামুদার নদী পাড়ি দেয়ার ঘটনা। তার বিপরীতে আজ আমরা দেখছি বয়স্ক নিবাসে নির্বাসিত মায়ের কান্না। অবস্থাবান সন্তানের সময়ও হয় না মাকে একবার দেখতে আসবার এমনকি উৎসবের দিনগুলোতেও। ধীরেন্দ্রনাথের বাড়ি বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জ উপজেলার চন্ডীপুর গ্রামে। বার্ধক্যজনীত নানান রোগে ভুগছেন তার মা। আর অসুস্থ্য মায়ের সার্বক্ষণিক সেবা-যত্ন নিয়েই ব্যস্ত থাকেন ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার। মাঝে মাঝেই মাকে নিয়ে দীর্ঘ ১০ মাইল পাড়ি দিয়ে জিয়া নগরে পল্লী চিকিৎসকের কাছে যেতে হয় ধীরেন্দ্রনাথকে। প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন চন্ডীপুরের রাস্তা ঘাট না থাকায় যানবাহনের কোন ব্যবস্থাও নেই। কিন্তু মাকে তো চিকিৎসকের কাছে নিতেই হবে, আর ধীরেন্দ্রনাথের কাছে সৃষ্টিকর্তার পরেইতো মা। আর মায়ের স্থানতো মাথায়। মায়ের যেন কোন কষ্ট না হয় তাই মাকে একটি টুকরিতে বসিয়ে মাথায় নিয়ে নানা প্রতিকুলতা ডিঙ্গিয়ে সে প্রায়ই পাড়ি দেন এই ১০ মাইল পথ। তার এই মাতৃ সেবার বিষয়টি সে সময় বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এসব দেখে একটি প্রশ্ন উদয় হয় শিক্ষা কি? সে কি শুধুই বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জন? সম্পদ কি? সে কি শুধুই অর্থ বিত্ত অর্জন?

যে পিতা-মাতার জন্য আমরা এই পৃথিবীর আলো দেখিছি, যারা আমাদের হাত ধরে চলতে বলতে শিখিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে নিজে না খেয়ে আহার তুলে দিয়েছেন আমাদের মুখে, সেই পিতা-মাতা কি সম্পদ নন আমাদের জীবনে? তাদের সেবা করতে শিখা কি শিক্ষা নয়? দরিদ্র ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মাতৃভক্তির এই নিদর্শন থেকে কিছুই কি শিক্ষা নেওয়ার নেই আমাদের? আমরা বলি, ব্যবহারেই বংশের পরিচয়। এ প্রবাদেই বোঝা যায়, পরিবার প্রথা কত প্রাচীন এবং সভ্যতার বিকাশে কত প্রয়োজনীয়। অনেকেই তাই বলেন, একটি পরিবার একটি বিশ্ববিদ্যালয়। আবার কথায় আছে–

'মানুষ গড়ার কারিগর, সবার আগে আপন ঘর।'

অর্থাৎ পরিবার থেকেই শুরু হয় মানুষের শিক্ষা আর সুশিক্ষাই মানুষকে করে সৎ, আদর্শবান, চরিত্রবান। বাংলায় প্রবাদ আছে, সুশিক্ষা বংশগত হতে হয়, নতুবা খুব কষ্টকরে শিখতে হয়। এখন না আছে আমাদের বাপ-দাদার বংশ পরিচয় আর না সমাজে গড়ে উঠছে আদর্শ কোন বিদ্যালয়। ইসলাম ধর্মের শিক্ষা, সকল মানুষকে তার ৭ পূর্ব পুরুষের নাম জানা আবশ্যক। কারণ শিশুর জীবনের উপর পূর্ব পুরুষদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব পড়ে। আজ কটি শিশু অথবা আমরা কজন মানুষ আমাদের পূর্ব পুরুষদের নাম জানি?

আধুনিক সমর বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হলেও তিনি পরিবার সমাজ তথা রাষ্ট্রে মায়ের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন ঠিক এভাবে 'প্লিজ গিভ মি এ গুড মাদার, আই শাল গিভ ইউ ও গুড নেশান।' তোমরা আমাকে একটি (শিক্ষিত) মা দাও, আমি তোমাদের একটি উন্নত জাতি দিব।' নেপোলিয়ান কিন্তু এডুকেটেড মাদার বলেননি, বলেছেন গুড মাদার, চরিত্র গুনে বংশীয় ভালো মা। বলার অপেক্ষা রাখে না তাঁর কাঙ্খিত ভালো মা আধুনিক শিক্ষায় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী না হলেও চলবে কিন্তু চারিত্রিক গুনে গুণান্বিতা হতে হবে। মাও সে তুং বলেছেন-"সন্তানকে মাছ খেতে না দিয়ে মাছ ধরতে শেখান।" তার এ কথার মর্মার্থ কি? এ কথার মর্মার্থ হলো- এতে সে আত্মনির্ভরশীল হতে শিখবে। সত্যি বলতে, ননীর পুতুল হয়ে বেড়ে ওঠা সন্তানরা ইতিহাসের মোড় ঘোরাতে পারে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল তাঁর "পিএইচডির গল্প" নামক আত্মজৈবনীক বইতে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একদিন তিনি লন্ডনের রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন । লক্ষ্য করলেন, ছোট্ট একটি শিশু একা একা হাঁটছে। সামনে অনেক দুরে হাঁটছে তার মা। কিছুক্ষণ হাঁটার পর শিশুটি পড়ে গেলো। তার মা নির্বিকার। আসিফ নজরুল দৌড়ে গেলেন শিশুটিকে তুলতে। এরপর যা ঘটলো, তার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। বাচ্চাটির মা চোখে প্রায় অগ্নিদৃষ্টি নিয়ে ছুটে এলা। আসিফ নজরুলকে বললো, "এই ! ওকে তুমি ধরলে কেন? আসিফ নজরুল

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। আমতা আমতা করে বললেন, " ও পড়ে গিয়েছিলো তো! তাই তুলেছিলাম।" বাচ্চার মা অগ্নিশর্মা হয়ে বললো, পড়ে গেলেই তোমাকে তুলে দিতে হবে? জীবনে তো আরও বহুবার ও পড়ে যাবে। তখন কি তুমি তুলে দিবে? ড. নজরুল সেই নারীর আচরণে সেদিন আহত হয়েছিলেন। রাগে, দুঃখে, অপমানে ঐ পথ ত্যাগ করে অন্য পথ ধরে নিজের কক্ষে ফিরছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে আপনমনে ভাবতে বসে উপলব্ধি করেছিলেন-সেদিন ঐ নারীই ঠিক ছিলো। তিনিই ভুল ছিলেন।

আপনার সন্তান আপনার সবচেয়ে আপন, সবচেয়ে প্রিয় নিঃসন্দেহে। সে আপনার আনন্দ আর গর্বের অন্যতম কারণ। একটা সময় গিয়ে আপনার জীবনের সব আয়োজন নিশ্চয়ই তাকে ঘিরেই হয়। আর এই সন্তান জীবনে কতটা সফল হবে, তার মধ্যে কতটা ভালো-মন্দের সমন্বয় হবে; সেটা অনেকাংশেই নির্ভর করে আপনার লালন-পালন পদ্ধতির উপর। আসলে সব বাবা মা-ই চান তার সন্তানকে সেরা উপায়ে গড়ে তুলতে। কিন্তু কখনও কখনও এর ক্ষেত্রে কিছু ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সব সন্তানই সেরা হয়ে উঠে না। এর একটি হচ্ছে সন্তানকে কষ্ট সহিষ্ণু ও পরিশ্রমী করে গড়ে না তোলা। তাকে স্বনির্ভর ও শারীরিক শ্রমে অভ্যস্ত হতে না দেয়া। অধিকাংশ বাবা মায়ের প্রবণতা হচ্ছে, ননীর পুতুলের মতো সন্তানকে আগলে রাখা। অতিরিক্ত আরাম আয়েশের মধ্যে দিয়ে তাকে বড় করে তোলা। কিন্তু এতে যে তার সন্তান ফার্মের মুরগীরূপী মানুষে পরিণত হচ্ছে, তার পরিপূর্ণ শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধা গ্রস্ত হচ্ছে; একথা সেই বাবা-মায়েরা মোটেই ভেবে দেখেন না। এটা এমন একটা বিষয়, যা বাবা-মায়েরা জানলেও মানতে চান না। তারা চান ছেলে-মেয়েকে সারাক্ষণ লেখা পড়ার জগতে আটকে রাখতে। আর এর ফলে আজকালকার ছেলে-মেয়েরা বেড়ে উঠছে বাস্তব জ্ঞানবর্জিত জীবন- জগৎ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ একটা আবহেলা। অথচ যৌথ পরিবার প্রথা থাকলে এমন হতো না।

তারা পরিশ্রম করতে জানে না। তারা সেই পরিতৃপ্তি সমন্ধে জানতে পারে না, যা কেবল কঠোর পরিশ্রম থেকেই আসে। তারা সেই আত্মবিশ্বাস সম্পর্কে জানতে পারে না, যা একজন মানুষ সমস্যার মোকাবেলা ও সমাধানের মধ্য দিয়ে অর্জন করে। তারা সেই শারীরিক শ্রম করতে অভ্যস্ত হয় না, যার ফলে সে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে। এটা বাবা-মায়ের প্রকৃত দায়িত্ব যে, তার অল্প বয়সী সন্তানকে এমন কাজের সুযোগ করে দেয়া, যা তাকে কষ্ট সহিষ্ণু ও পরিশ্রমী করবে। ফলে তার মধ্যে গড়ে উঠবে এমন গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, যা তার সারা জীবনের জন্য সুফল নিয়ে আসবে। তাকে পরিচিত করবে ননীর পুতুল হিসেবে নয়, লৌহ মানব হিসেবে। আপনার সন্তানকে তাই ছোট বেলা থেকেই পরিশ্রমে অভ্যস্ত করে তুলুন। একটু একটু করে দায়িত্ব নিতে তাকে স্বাবলম্বি করে তুলুন। তার কাজ যতটা সম্ভব তাকেই করতে উদ্বুদ্ধ করুন। কীভাবে? সেটা কিন্তু খুব সহজ।

আসলে মা-বাবা যা বলেন সেটা নয়, বরং মা- বাবাসহ যৌথ পরিবারের বড় সদস্যারা যেটা করেন, সন্তান তা-ই শেখে। যেমন, সন্তান যদি ছোটবেলা থেকে দেখে যে ঘর গুছিয়ে রাখা হয়, সে-ও জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে শিখবে। যদি দেখে ঘরে জুতোটাকে সযতনে সাজিয়ে রাখা হয়, সে-ও তাই শিখবে। কিন্তু সে যদি দেখের মা-বাবা হয়ে আপনি ঘরে ঢুকে জুতো একটা এদিকে ছুঁড়ে মারলেন, আরেকটা অন্যদিকে , শার্ট খুলে বিছানায় দলা পাকিয়ে রাখলেন, সে-ও তাই করবে। আগে শুরুতে আপনি তার রোল মডেল হতে চেষ্টা করুন। অল্প বয়সে বাচ্চারা ঘরের কাজ করার মতো সামর্থ্য না হলেও ব্যাপারে তাদের উৎসাহের কমতি থাকে না। এজন্য তারা সুযোগ পেলেই মা-বাবার কাছে ঘুরঘুর করতে থাকে তাদের কাজে হাত বাড়িয়ে দিবার আশায়। তাই সন্তানকে আপনার ছোট্ট সহকর্মী হবার সুযোগ দিন। গল্প ও খেলাচ্ছলে তাকে উদ্বুদ্ধ করুন। তাকে বয়স অনুযায়ী কাজ দিন। তার ছোট ছোট কাজগুলো যে পরিবারের জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে সেটা তাকে অনুভব করতে দিন। এই কাজটা কিন্তু তার কাছে কাটা টিকিটের মতো, যে টিকিট দিয়ে সে প্রবেশ করে বেড়ে উঠার জগতে। যেখানে সে দায়িত্ব নিতে শেখে, শেখে কর্মদক্ষতার কৌশল। আরো শেখে নিজের ও অন্যের প্রতি যত্নশীল হতে।

যোগ্যতা প্রমানের মাধ্যমে সামনে এগুনোর সাহস অর্জন করে। আর ছোট বেলা-ই এজন্য উৎকৃষ্ট সময়। ইসলামের নির্দেশনাও এব্যাপারে তেমনই। ইসলাম সন্তানদের ছোটবেলাতেই সাঁতার, তীর ছোড়া, ঘোড়ায় চড়া শেখাতে উদ্বুদ্ধ করেছে। বর্তমান সময়ে এগুলোকে কারাতে বা ব্যায়াম এবং ড্রাইভিং শেখার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এছাড়াও বিশুদ্ধ মাতৃভাষা শেখানোর পাশাপাশি শেখাতে হবে কোরআনের ভাষা আরবী এবং আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি ও বিজ্ঞান। এ উদ্যোগ ছোটবেলা থেকে নেয়াটাই অধিক ফলপ্রসু ও কার্যকর। আজ আমরা ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ আর সমাজ থেকে রাষ্ট্রের দিকে চোখ দিলে দেখি-আজ টাকার অভাব নেই, বাড়ির অভাব নেই, খাবারের অভাব নেই, আজ মানুষের অভাব নেই, তবুও কেউ শান্তিতে নেই, কারণ-আজ ভালোবাসার অভাব, বিবেকের অভাব, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি আর শ্রদ্ধার অভাব। জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব জনাব হানিফ সংকেত লিখেছেন–

"স্নেহ-মমতা- আর প্রীতি শ্রদ্ধায়

জড়িয়ে পরস্পর,

দু:খ-সুখ ভাগাভাগি করে, মানুষ গড়বে ঘর

এইতো নিয়ম জানি-

তবে কেন আজ ছোট-খাট এত

স্বার্থের হানাহানি।"

পরিশেষে বলতে চাই, অস্থির সামাজিক জীবনে ফিরে আসুক পারিবারিক বন্ধন। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া মানুষের চোখ থেকে ঝরে পড়ুক অশ্রু নয়-স্নেহের আশিস। আমাদের প্রতিটি দিন হোক স্নেহ-ভালোবাসা-শ্রদ্ধায় ভরা আনন্দময় দিন।

আঁদ্রে কুরকভের সাক্ষাৎকার

{মারা যাওয়ার আগে স্টালিন যেমন কথাবার্তা বলা শুরু করেছিলেন পুতিনও তেমন কথাবার্তা বলা শুরু করেছেন– আঁদ্রে কুরকভ}

সাক্ষাৎকার গ্রহণ: অ্যালেন্ড মার্শাল

অনুবাদ: মো. মনসুর আলম

সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

[ইউক্রেনের কথাসাহিত্যিক আঁদ্রে কুরকভ ইউক্রেন এবং রাশিয়ার বিবাদী অবস্থা সম্পর্কে অনেক আগে থেকেই কথা বলেছেন এবং লেখালেখিও করেছেন। পুতিনের ইউক্রেন আক্রমণের পর নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর পক্ষে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর সঙ্গে কথা বলেন অ্যালেন্ড মার্শাল।]

মার্শাল : আপনি তো এখন কিয়েভে আপনার বাড়িতে আছেন। এ মুহূর্তে ওখানকার জীবন যাপনের অবস্থা কেমন?

কুরকভ : প্রথমে আমরা আশ্রয় খুঁজছিলাম। কারণ প্রতিবেশীরা অনেকেই চিৎকার করে সবাইকে সতর্ক করছিলেন: বিমান আক্রমণ হতে যাচ্ছে। তবে একটু পরে আশ্রয়ের খোঁজে না গিয়ে বরং আমরা র‍্যাডিসন হোটেলে যাই এবং ওখানে আধা ঘণ্টার মতো অপেক্ষা করি। তারপর ওখান থেকে আমার এক

বন্ধুর বাড়িতে যাই। ওর ওখানে আশ্রয় পাওয়ার মতো ব্যবস্থা ছিল। তবে ওর বাড়ির পরিবেশটা একটু ময়লাজীর্ণ, খুব সুন্দর নয় আর কি। এরপর বেশ কিছুক্ষণ বোমা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাই। এক সময় শব্দ থেমে যায়। আমরাও বাড়ি ফিরে আসি।

মার্শাল: বর্তমান সংঘাতের পটভূমি সম্পর্কে জানার জন্য অনেক পাঠক আপনার 'গ্রে বিইস' উপন্যাসের দিকে নজর দিবে। ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে চলা আগের যুদ্ধ সম্পর্কে লেখার সিদ্ধান্ত নিলেন কেন?

কুরকভ: আসলে এ বইটা লেখার কোনো পরিকল্পনা ছিল না আমার। তবে ২০১৪ সালে ডোনবাস থেকে কিয়েভে স্রোতের মতো শরণার্থীদের আগমন ঘটে। তখন এক যুবকের সঙ্গে আমার দেখা হয়। সীমান্তরেখার খুব কাছের একটা গ্রামে প্রতি মাসেই কয়েক বার করে যাতায়াত করত সে। ওখানে তখনও সাতটা পরিবার ছিল। তবে তাদের জন্য দোকানপাট, বিদ্যুৎ কিংবা নিত্য প্রয়োজনীয় কিছুই ছিল না। ওই ছেলেটা ওদের জন্য ওষুধের মতো অতি জরুরী কিছু জিনিস নিয়ে যেত, যখন যেটা চাইত নিয়ে যেত। আর ওরা বয়েমজাত সব্জি, আচার– এসব দিয়ে ধন্যবাদ জানাত ওকে। হাজার হাজার মানুষ রুশ সেনাবাহিনী আর ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীর অবস্থানের মাঝখানে আটকে আছে, কোথাও যাওয়ার সুযোগ নেই– এই বিষয়টাই আমার মাথায় আসে এবং আমি ওই মানুষগুলোর কথাই অন্যদের জানানোর তাগিদ বোধ করি।

মার্শাল: আপনার বইয়ের প্রধান দুই চরিত্র দৈনন্দিন জীবন যাপনে ব্যস্ত। তারা রাজনীতি কিংবা যুদ্ধ নিয়ে মাথা ঘামায় বলে মনে হয় না।

কুরকভ: মানুষ তো শুধু বেঁচে থাকতে চায়। সেজন্যই যুদ্ধ যদি তাদের ব্যক্তিগত জীবনে ধ্বংস না ঘটায় তারা যুদ্ধের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে। আমি তিনবার ওখানে গিয়েছি। দেখেছি, ওখানকার বাচ্চারাও বিস্ফোরণের শব্দ শুনেই বুঝতে পারে, কোন ধরনের রকেট কিংবা মাইন ব্যবহার করা হলো। যুদ্ধ তাদের কাছে মামুলি ব্যাপার বা প্রাত্যহিক জীবনের অংশ হয়ে গেছে।

মার্শাল: মনে করুন, আপনি দুই দেশের দ্বন্দ্বের বিষয়টা খুব কাছ থেকে দেখলেন। তখন আপনার মনে কি এরকম কোনো আক্রমণ ঘটবে বলে আশঙ্কা থাকত?

কুরকভ: না। কয়েক সপ্তাহ আগেও মনে হয়নি, এরকম কোনো আক্রমণ সত্যিই হতে পারে। তারপর দেখলাম, পুতিন সাহেব খুব দ্রুত বুড়ো হয়ে গেলেন এবং স্টালিন মারা যাওয়ার আগে যেমন কথাবার্তা বলা শুরু করেছিলেন পুতিনও তেমন কথাবার্তা বলা শুরু করলেন। পুনরায় সোভিয়েত ইউনিয়ন পয়দা করার একটা স্বপ্ন লালন করেন পুতিন; যারা রুশ ভাষা জানে কিন্তু রাশিয়াকে ভালোবাসে না তাদের সবাইকে তিনি বিশ্বাসঘাতক মনে করেন। তাদের হত্যা করার মধ্যে বেজায় আনন্দ খুঁজে পান পুতিন।

মার্শাল : এ আক্রমণের মূলে আসলে কী?

কুরকভ : রাশিয়া মনে করে, ইউক্রেন তার স্বাভাবিক প্রভাব বলয়ের মধ্যেই থাকবে। কিন্তু যখন দেখে, ইউক্রেন পশ্চিমাদের দিকে ঘেঁষছে, কিংবা ন্যাটোর অথবা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে মনে হচ্ছে তখনই রাশিয়ার মাথা খারাপ হয়ে যায়। আসলে ইউক্রেন ওই দুই সংগঠনের কোনোটারই সদস্য নয় এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরেরাপ থেকে আর্থিক ও সামরিক সহায়তা পেয়ে থাকে।

মার্শাল : উত্তেজনার শুরু কি এই এখন?

কুরকভ : দুই দেশের মধ্যে শত্রুতা চলে আসছে ২০১৪ সাল থেকে। তখন বিদ্রোহীরা ইউক্রেনের রাশিয়া-বান্ধব প্রেসিডেন্টের জায়গায় পশ্চিম- ঘেঁষা সরকারকে ক্ষমতায় বসায় বলে রাশিয়ার সামরিক বাহিনী ইউক্রেনের সীমান্তে ঢুকে পড়ে। রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করে এবং ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন উসকে দেয়। ২০১৫ সালে যুদ্ধবিরতির আলোচনা হয়; তবে লড়াই চলতেই থাকে।

মার্শাল : এ আক্রমণের শুরু কীভাবে?

কুরকভ : কয়েক মাস ধরে ইউক্রেনীয় সীমান্তে ব্যাপক সামরিক উপস্থিতি ঘটানোর পর ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখে রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলের দুটো বিচ্ছিন্নতাবাদী এলাকার পক্ষে স্বীকৃতি জারি করেন। ফেব্রুয়ারির ২৩ তারিখে তিনি ইউক্রেনে 'বিশেষ সামরিক অভিযান' ঘোষণা করেন। তখন থেকেই দেশের শহরগুলোতে বেশ কয়েকটা আক্রমণের ঘটনা ঘটে।

মার্শাল : এ আক্রমণ সম্পর্কে পুতিন সাহেব কী বলেছেন?

কুরকভ :পুতিন সাহেব অজুহাত দেখিয়ে বলেছেন, ডোনেটস্ক এবং লুহানস্কের রাশিয়া সমর্থিত বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের তরফ থেকে সহায়তার আশ্বাস পাওয়ার পর থেকে তাদের মত অনুসারেই কাজ করছেন। তিনি আরো একটা মিথ্যে অভিযোগ তুলেছেন: ওই এলাকাগুলোতে ইউক্রেনীয় বাহিনী জাতিগত নিধনযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে; তিনি আরও এক যুক্তি খাড়া করেন, ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা নাকি আসলে কাল্পনিক আদর্শ মাত্র।

মার্শাল : ইউক্রেন কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে?

কুরকভ : সাইবার আক্রমণে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে ফেব্রুয়ারির ২৩ তারিখে ৩০ দিনের জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। আক্রমণ শুরুর পরই ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট দেশে সামরিক আইন জারি করেছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ আক্রমণকে 'পূর্ণাঙ্গ বহিরাক্রমণ' বলেছেন। তিনি বিশ্ববাসীদের প্রতি পুতিনকে থামানোর অনুরোধ জানিয়েছেন।

মার্শাল : পৃথিবীর বাকি অংশের প্রতিক্রিয়া কেমন?

কুরকভ : যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অন্যরা রাশিয়ার আক্রমণের নিন্দা জানিয়েছে এবং রাশিয়ার বিপক্ষে অথনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দেওয়া শুরু করেছে। জার্মানি ২৩ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া এবং জার্মানিকে সংযুক্তকারী গ্যাস পাইপলাইনের প্রত্যয়ন স্থগিত করেছে। চীন এ আক্রমণকে বহিরাক্রমণ বলতে না চাইলেও আলোচনার পরামর্শ দিয়েছে।

মার্শাল : এ আক্রমণের কারণে অর্থনীতির ওপর কেমন প্রভাব পড়তে পারে?

কুরকভ : প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, গম, পেলাডিয়াম এবং নিকেলের মতো বৈশ্বিক সম্পদের বিশাল একটা অংশের নিয়ন্ত্রণ রাশিয়ার হাতে। কাজেই এ আক্রমণের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বেই। শক্তি সম্পদ এবং খাদ্যের দাম বেড়ে যাবে দ্রুত। বিনিয়োগকারীরা সাহস হারাবে। অর্থনৈতিক সহায়তার কারণে বৈশ্বিক ব্যাংক ব্যবস্থা সামনের বিরূপ পরিস্থিতির জন্য তৈরি হবে।

মার্শাল : ২০১৪ সাল থেকে চলমান ইউক্রেনের অভ্যুত্থান দেশের সাহিত্যের ওপর কেমন প্রভাব ফেলেছে?

কুরকভ : যুদ্ধের আগে যুদ্ধ সম্পর্কিত কোনো সাহিত্যই ছিল না; ছিল শুধু মাদক, রক'ন রোল এবং সর্বোপরি অপরাধ বিষয়ক কাহিনি। তবে এই যুদ্ধ সমান্তরাল সাহিত্য তৈরি করেছে। যুদ্ধফেরত অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং স্বেচ্ছাসেবীদের লেখা সাহিত্য তৈরি হয়েছে। ওই লেখকরা হয়তো সম্মুখ

সমরের পথে যাত্রা শুরু করেছেন। ইউক্রেন টিকে থাকলে আরো রণমুখী সাহিত্য তৈরি হবে এখানে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, সাহিত্য এখনকার চেয়ে ভালো অবস্থানে যাবে। তার মানে হলো, এখানকার সাহিত্য রুশ সাহিত্যের মতো আরো বেশি রাজনীতিকৃত হবে। তবে সে সাহিত্যে থাকবে ভিন্নধর্মী মতবাদ কিংবা দেশপ্রেমমূলক ভাবনা।

মার্শাল : তার মানে, তেমন কিছু হলে আপনার জন্য চিন্তার বিষয়, তাই না?

কুরকভ : তা তো বটেই। কারণ রাশিয়ার লেখকরা যুগ যুগ ধরে সরকারের সেবা দিয়ে আসছেন, সরকারের আদর্শের পক্ষে কাজ করে আসছেন। কিন্তু ইউক্রেনে লেখকরা নিজেদের এবং পাঠকদের সেবা করেন। বলতে চাচ্ছি, এখানে লেখকরা কী করছেন না করছেন তাতে সরকারের আগ্রহ নেই। সে কারণেই আমাদের সাহিত্যে শুধু মাদক, রক'ন রোল সম্পর্কেও অনেক বইপত্র আছে, অথচ ইউক্রেনের ইতিহাস সম্পর্কে অত বই নেই।

মার্শাল : ইউক্রেনের পরিস্থিতি জানানোর জন্য বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিবেদকদের সঙ্গে কথা বলেছেন, পত্রিকা এবং ম্যাগাজিনের জন্য প্রবন্ধ লিখেছেন। নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর পাঠকদের দেওয়ার জন্য কী বার্তা আছে আপনার?

কুরকভ : সাধারণত আমি ব্যাখ্যা করে বলতে চাই ইউক্রেনীয় এবং রুশদের মধ্যেকার পার্থক্যের কথা: রাশিয়ার ইতিহাস এবং ইউক্রেনের ইতিহাস, রাশিয়ার মানসিকতা এবং ইউক্রেনের মানসিকতার কথা। কারণ পুতিন এবং তাঁর সহচররা প্রতিদিন বার বার বলতে থাকেন, ইউক্রেনীয় এবং রুশরা সবাই এক; আমরা সবাই ভাই ভাই। এজন্য ই আমাদের এক সঙ্গে থাকতে হবে। তাঁদের একথা সত্য নয়। সে এক লম্বা ইতিহাস। তবে ইউক্রেনীয়রা ৩০০ বছর রাশিয়ার জারদের শাসন থেকে এবং যে কোনো রকমের সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে স্বাধীন ছিল।

মার্শাল : এই সময়ের ইউক্রেন সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের পাঠকদের জন্য কোন বই পড়তে বলবেন?

কুরকভ : আমার প্রিয় লেখকদের মধ্যে আছেন মারিয়া মাতিওস। রোমানিয়া সীমান্তের কাছাকাছি এলাকা বুকোভিনা তাঁর জন্মস্থান। স্বাধীনতা পরবর্তী ভালো উপন্যাসের মধ্যে তাঁর লেখা একটা উপন্যাস আছে: 'সুইট ডারুসিয়া'। ১৯২০ থেকে ১৯৯০ সালের বুকোভিনার দুটো গ্রামের কথা বলা হয়েছে এ উপন্যাসে। বইয়ের বিষয়বস্তু খুব

ভয়াবহ হলেও চমৎকার লেখা হয়েছে বলে আপনি সহজেই এখানকার চরিত্রদের প্রেমে পড়ে যাবেন এবং তাদের সুখ দুঃখ অনুভব করতে পারবেন। আবেগের দিক থেকে এ বইটা খুব শক্তিধর।

মার্শাল : এখন কী হবে বলে আশা করেন?

কুরকভ : এখন আমার প্রত্যাশা হলো, বিশ্বে যাদের হাতে ক্ষমতা আছে, তারা যেন পুতিনকে থামিয়ে দেওয়ার এবং ইউক্রেনকে শান্তিতে থাকতে দেওয়ার একটা পথ বের করে দেন। কারণ পুতিনের লক্ষ্যই হলো ইউক্রেনের স্বাধীনতা বিনষ্ট করা এবং দেশটাকে ধ্বংস করে দেওয়া। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হলে দেশের অর্ধেক মানুষ চলে যাবে ইউরোপের অন্যান্য দেশে। তারা অভিবাসী অথবা শরণার্থী হয়ে পড়বে। আর যা কিছু পড়ে থাকবে তার সবই ধ্বংস করবে রাশিয়ার লোকেরা। তাদের আচরণ হবে ১৯১৯ সালের বলশেভিকদের মতো।

বিইউবিটির মাঠে ৩০তম বার্ষিক ক্রীড়া ও একটি স্বপ্ন

আলী আহাম্মদ

অফিস সহকারী

ভূমিকা: ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষ হতে ঢাকাস্থ লালমাটিয়ার কিং খালেদ ইনস্টিটিউট (কিন্ডার গার্টেন স্কুল)এর ভাড়া বাড়িতে একাদশ শ্রেণির বাণিজ্য শাখায় ভর্তির মাধ্যমে ০১.০৭.১৯৮৯ তারিখে যাত্রা শুরু করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রথম ক্যাম্পাসে স্কুলের বাচ্চাদের ২:২০ মিনিটে ছুটির পর ২:৩০ মিনিট থেকে রাত ৮/৯ টা পর্যন্ত কলেজ কার্যক্রম চলতো। প্রথম ক্যাম্পাসে শুধু প্রথম নবীনবরণ অনুষ্ঠানটিই ঐ স্কুলের ছাদে স্বল্প পরিসরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অতঃপর ২য় ক্যাম্পাস ধানমন্ডি আবাহনী মাঠের দক্ষিণ পূর্ব কোণ সংলগ্ন ভাড়া বাড়িতে ০১.০২.১৯৯০ তারিখে স্থানান্তর হয়। ১ম বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান আবাহনী মাঠে শুরু হয়েছে। বাংলা ১৪০০ সনকে স্মরণীয় করে রাখতে ঢাকা কমার্স কলেজ মনোগ্রামসহ ১৪০০ সাল লেখা শো-পিজ প্লেট তৈরি করেছে, যা এখনো তৎকালীন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাসায় শোভা পাচ্ছে। এ কলেজ শুরু থেকেই শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি বার্ষিক ক্রীড়াসহ অন্যান্য শিক্ষাসহায়ক কার্যক্রম চালু করছে। এ কলেজে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া সম্পর্কে কিছু কথা লেখার চেষ্টা করবো ইন্‌শাআল্লাহ।

কলেজের প্রথম বার্ষিক ক্রীড়া: ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার পর প্রথম বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয় কলেজের ধানমন্ডিস্থ দ্বিতীয় ক্যাম্পাস সংলগ্ন আবাহনী মাঠে। প্রথম ক্রীড়া অনুষ্ঠানটি ছিল বেশ জাঁকঝমকপূর্ণ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ও শিক্ষার্থীরা আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেছেন। ক্রীড়াবিদগণ ক্রীড়া অনুষ্ঠানে স্ব-স্ব ক্রীড়া নেপূন্য প্রদর্শন করেছে, যা উপস্থিত দর্শনার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে মুগ্ধ করেছে। কলেজ যতদিন এ ক্যাম্পাসে ছিল, ততদিন বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান আবাহনী মাঠেই অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যে স্বপ্নের বাস্তবায়ন স্বরূপ এ কলেজ ও বিইউবিটি প্রতিষ্ঠা: কোনো কিছু এমনিতে গড়ে উঠে না। এর পিছনে থাকে কারো না কারো সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন। সে স্বপ্নের সিঁড়ি দিয়ে হাঁটি হাঁটি পা-পা করে শুরু হয় স্বপ্নের বাস্তবায়ন। এ দুটো প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী স্যার। তিনি প্রফেসর কাজী ফারুকী স্যার নামেই সুপরিচিত। আমি এ কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে থাকার সুবাদে তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা ও আলোচনা শুনে জানতে পারি তিনি ভাবতেন এ দেশের মেহনতি মানুষের কষ্টার্জিত অর্থে তিনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। তাই জাতির এ ঋণ কিছুটা হলেও পরিশোধের লক্ষ্যে তাঁর জীবদ্দশায় প্রাইমারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত অন্তত একটি করে হলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ার কথা ভাবতেন। সে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ী এবং প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় শুরু করেন ঢাকা কমার্স কলেজ। বহু অনানুষ্ঠানিক আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষে ০৬.১০.১৯৮৮ তারিখে কাজী ফারুকী স্যারের লালমাটিয়ার বাসায় আনুষ্ঠানিক প্রথম সভায় তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে একজন অতিথিসহ উপস্থিত সদস্যদের থেকে সংগৃহীত মোট ১,৫৫০/- (একহাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা ছিল প্রাথমিক মূলধন স্বরূপ। যা বর্তমানের সাথে পূর্বের তুলনা করলেই এর প্রবৃদ্ধির হার অনুমেয়। এ কলেজের মিরপুর স্থায়ী ক্যাম্পাসে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয় ০২.০১.১৯৯৪ তারিখে। ধানমন্ডি হতে মিরপুরে স্থানান্তর ২২.০১.১৯৯৫ তারিখে অতঃপর এ কলেজ ক্যাম্পাসে বিশ তলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ০৫.০৭.১৯৯৭ তারিখ। প্রিন্সিপাল কাজী ফারুকী স্যারের নেতৃত্বে ২৬.০৩.১৯৯৮ তারিখে আংশিক নির্মাণাধীন ভবনেই প্রস্তাবিত বিইউবিটি-র সাইনবোর্ড উত্তোলন করেন। বিইউবিটি-র প্রতিষ্ঠালগ্নে ইউজিসি এর বিধি মতে বিশ্ববিদ্যালয় ফান্ডে সঞ্চিতির লক্ষ্যে পাঁচ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে দিয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ। পরবর্তীতে বিইউবিটি সে টাকা পরিশোধ করেছে। ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশ ইউনির্ভাসিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি) ঢাকা কমার্স কলেজ ক্যাম্পাসে বিগত জুলাই ২০০৩ হতে সেটেম্বর ২০১৯ সাল পর্যন্ত ষোল বছরের কিছু বেশি সময় ছিল। বর্তমানে বিইউবিটি মিরপুরের রূপনগরস্থ নিজস্ব ক্যাম্পাসদ্বয়ে পরিচালিত হচ্ছে। মিরপুর বেড়ি বাঁধসংলগ্ন বিইউবিটি-র নিজস্ব বিরাট খেলার মাঠ রয়েছে। এ মাঠেই অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজের ত্রিশ তম বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান।

বিইউবিটি-র মাঠে ত্রিশ তম বার্ষিক ক্রীড়ার বিশেষত্ব: এ কলেজ মিরপুরস্থ স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তরের পর মিরপুরের বিভিন্ন খেলার মাঠ ভাড়া করে বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। এমনিভাবে অন্যের খেলার মাঠ ভাড়া করে চলে আসছে কলেজের প্রথম থেকে ঊনত্রিশ তম পর্যন্ত বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান। তবে বিইউবিটি-র মাঠে কলেজের ত্রিশ তম বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হওয়ার বিশেষত্ব হলো সরাসরি এ কলেজের নিজস্ব মাঠে না হলেও একই উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতার গড়া এটি আরেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরই নিজস্ব খেলার মাঠ। এতে পরোক্ষভাবে হলেও শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলে নিজেদের মাঠের মতোই আনন্দঘন পরিবেশে খেলার আনন্দ উপভোগ করেছেন। সে দিনের বিইউবিটি-র খেলার মাঠের স্মৃতি আজো অম্লান।

কলেজের খেলার মাঠের শূন্যতা: ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে অদ্যাবধি কলেজটি জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ স্থান অর্জন করেছে দুইবার (১৯৯৬ ও ২০০২) ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরপর তিনবার সেরা বেসরকারি কলেজ হিসেবে প্রথম স্থান অর্জন করেছে (২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭)। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ঘোষিত আটটি প্রাক-মডেল কলেজের মধ্যেও প্রথম বারেই শ্রেষ্ঠ প্রাক-মডেল কলেজ হিসেবে প্রথম স্থান অর্জনের সনদ গ্রহণ করেছেন তৎকালীন অধ্যক্ষ, প্রফেসর ড. এ. এফ. এম. শফিকুর রহমান (২০১৯)। তবে পরিতাপের বিষয় দীর্ঘ ত্রিশ বছরেও বৃহত্তর পরিসরে বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার মত কলেজের নিজস্ব মাঠ আজো নেই। অদূর ভবিষ্যতে নিজস্ব খেলার মাঠের এ শূন্যতা পূরণ হবে বলে প্রত্যাশা করছি।

যাঁর শূন্যতা অনুভব এ খেলার মাঠে: যাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়ন স্বরূপ এ দুটো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আজ প্রতিষ্ঠিত, তিনি হলেন প্রিন্সিপাল কাজী ফারুকী স্যার, যিনি বর্তমানে জীবন সায়াহ্নে এসে পারকিনসন রোগে আক্রান্ত। এসব

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়তে গিয়ে তিনি যে মাত্রাতিরিক্ত ব্রেন ওয়ার্ক করেছেন, এতে শারীরিক ও মানসিকভাবে যথেষ্ট চাপ পড়েছে এবং নার্ভাল সিস্টেম ড্যামেজ হয়েছে। ডাক্তারদের মতে, এমন রোগ এসব কারণে হতে পারে। বলা যায়, এ দেশে শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁর শারীরিক, মানসিক ও মেধাশক্তিকে তিনি উৎসর্গ করেছেন। দেশে কোভিড ১৯ এর পূর্বে ত্রিশ তম বার্ষিক ক্রীড়া এ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে, সে অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত ছিলেন না। তখন তিনি চোখে দেখা ও কানে শোনার মাধ্যমে এ ক্রীড়া অনুষ্ঠানটি নিজেই অনুভব ও উপভোগ করতে পারতেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা এতই শোচনীয় যে, হয়তো আর এসব প্রতিষ্ঠানে আশা সম্ভব নাও হতে পারে। যেজন্য সেদিনের তাঁর খেলার মাঠের অনুপস্থিতির এ শূন্যতা আজও হৃদয়ে অনুভব করছি। তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

ঢাকা কমার্স কলেজে বর্তমান শিক্ষার স্তর: যে কলেজ মাত্র তিন দশক শেষ করে চতুর্থ দশকে যাত্রা শুরু করেছে, সে কলেজে আজ উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যবসায় শিক্ষা শাখা ও বিজ্ঞান শাখা চালু হয়েছে। অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে ইংরেজি, অর্থনীতি, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা ৬টি বিষয়। প্রফেশনাল পর্যায়ে বিবিএ প্রোগ্রাম ও এমবিএ এবং সিএসই চলমান আর মাস্টার্স ইন সিএসই (প্রক্রিয়াধীন)। শিক্ষাক্ষেত্রে এমন সাফল্যের ধারাবাহিকতা অনেক শতবর্ষী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও বিরল।

এ কলেজের খেলাধুলা ও ক্রীড়া ক্ষেত্রের ব্যাপক সাফল্যের কিঞ্চিৎ নিম্নরূপ: বৃহত্তর পরিসরে খেলাধুলা করার নিজস্ব মাঠ না থাকলেও এ কলেজের শিক্ষার্থীরা কলেজের অভ্যন্তরীণ ও বার্ষিক ক্রীড়ার পাশাপাশি ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃকলেজ ক্রীড়া, তাছাড়া দেশজ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে অনন্য সাফল্য অর্জন করে আসছে তা উল্লেখ করছি।

অভ্যন্তরীণ ও বার্ষিক ক্রীড়া: প্রতি বছর কলেজের শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে বার্ষিক অভ্যন্তরীণ ও বার্ষিক ক্রীড়ায় শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি কলেজে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ আনন্দঘন পরিবেশে কলেজের শুরু থেকে অংশগ্রহণ করে আসছেন। কলেজের অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া ও খেলাধুলা নিজস্ব কলেজ প্রাঙ্গণ মাঠে, অডিটোরিয়াম, কলেজ লবি ও কমনরুমের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। কলেজে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ স্ব-স্ব ফুটবল টিম গঠন করে বিইউবিটি-র মাঠে খেলাধুলা করে থাকেন। তাঁদের কর্মময় জীবনের মাঝে কিছু সময়ের জন্য সংস্কৃতি ও ক্রীড়া জগতে ক্রীড়ামোদীদের আনন্দময় পরিবেশে নিমগ্ন রাখলে সত্যই দেহ ও মনে যেমন প্রফুল্লতা জাগে, তেমনি নতুনভাবে কর্ম চাঞ্চল্যের ক্ষেত্রে আরো প্রেরণা যোগায়। এতে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে।

দেশজ ক্রীড়ায়: বাংলা বর্ষবরণে দেশজ ক্রীড়া উৎসব ২০১৭- এ হাডুডু, দাঁড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট খেলায় চ্যাম্পিয়ন। বিজয় দিবস লোকজ ক্রীড়া ২০১৮ পুরুষ বিভাগে হা ডু ডু ও মোরগ লড়াই-এ চ্যাম্পিয়ন এবং দাঁড়িয়া বান্ধায় রানার্সআপ ও মহিলা বিভাগে গোল্লাছুট ও বৌ-চি খেলায় রানার্সআপ হয় এ কলেজ।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড আন্তঃকলেজ পর্যায়ে: ঢাকা কমার্স কলেজ বিভিন্ন খেলায় যেমন ক্রিকেট: ঢাকা মহানগর অঞ্চলে চ্যাম্পিয়ন ২০১৫, ঢাকা মহানগর অঞ্চলে মহিলা এককে চ্যাম্পিয়ন এবং দ্বৈতভাবে রানার্সআপ ২০১৫, ঢাকা মহানগর অঞ্চলে রানার্সআপ ২০১৬। ব্যাডমিন্টন: মহানগর ও বিভাগীয় এককে ও দ্বৈতভাবে চ্যাম্পিয়ন ২০১৬ এবং মহানগর ও বিভাগীয় এককে ও দ্বৈতভাবে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ২০১৭। রাগবি: বাংলাদেশ রাগবি ফেডারেশন আয়োজিত আন্তঃকলেজ রাগবি প্রতিযোগিতায় ৩য় স্থান ২০১৫ ও মহিলা রাগবি প্রতিযোগিতা ৩য় স্থান ২০১৭। ফুটবল: ১ম মহিলা ফুটবল-এ চ্যাম্পিয়ন ২০১৭।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃকলেজ পর্যায়ে: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রথম আয়োজিত অ্যাথলেটিঙ প্রতিযোগিতা ২০১৯- এ কলেজ ৪টি পুরস্কার অর্জন করে। মুজিববর্ষ ২০২১ উপলক্ষ্যে অ্যাথলেটিঙ প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার দৌঁড়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করেন এ কলেজের ছাত্র মোঃ সজীব সরকার, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ।

জাতীয় পর্যায়ে: বিভিন্ন খেলায় যেমন জাতীয় ফেন্সিং: ৮ম বাংলাদেশ গেমসে ঢাকা কমার্স কলেজ টিম ৪টি রৌপ্য অর্জন করে ২০১৩, জাতীয় ফেন্সিং প্রতিযোগিতায় এ কলেজের দুই জন ছাত্র ব্যক্তিগত ইভেন্টে রানার্সআপ ২০১৫, জাতীয় ফেন্সিং প্রতিযোগিতা তৃতীয় স্থান ২০১৭, জাতীয় ফেন্সিং প্রতিযোগিতা দলগত তৃতীয় স্থান ২০১৮। জাতীয় বেসবল: প্রথম জাতীয় বেসবল প্রতিযোগিতায় এ কলেজ টিম রানার্সআপ ২০১৫, জাতীয় বেসবল প্রতিযোগিতা রানার্সআপ ২০১৭, জাতীয় বেসবল টিম পুরুষ বিভাগে রানার্সআপ ২০১৮। জাতীয় মার্শালআর্ট: জাতীয় মার্শালআর্টে দুইটি গোল্ড মেডেল অর্জন ২০১৭। জাতীয় গোজোরিও কারাতে: বাংলাদেশের গোজোরিও কারাতে এসোসিয়েশন আয়োজিত জাতীয় কারাতে এ কলেজ পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ২০১৫, জাতীয় গোজোরিও কারাতে এসোসিয়েশন আয়োজিত পুরুষ ও মহিলা বিভাগে রানার্সআপ ২০১৮। রাগবি: জাতীয় মহিলা রাগবি প্রতিযোগিতায় রানার্সআপ ২০১৮।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে: আন্তর্জাতিক সাফল্যের মধ্যে রয়েছে লেজার রান: ভারতের দিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'লেজার রান'-এ বাংলাদেশের পক্ষে ঢাকা কমার্স কলেজ টিম তৃতীয় স্থান অর্জন ২০১৭। মার্শালআর্ট: মার্শালআর্ট টিম-এ নেপালের কাঠমন্ডুতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ-এ বাংলাদেশের পক্ষে পদক অর্জন ২০১৭।

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিনিধির এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব: ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমস্ মডার্ণ পেন্টাথ্লোন ইভেন্টে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন ঢাকা কমার্স কলেজে শারীরিক শিক্ষা বিভাগের শিক্ষক ফয়েজ আহ্মদ।

আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিনে অনুষ্ঠিত লেজার রান ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ-এ অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশের জাতীয় দলের পক্ষে এ কলেজ টিমের অংশগ্রহণ ২০১৮।

উপসংহার: ঢাকা কমার্স কলেজের সুনাম আজ দেশব্যাপী। কলেজটি আজ দেশের শীর্ষ স্থানীয় কলেজসমূহের অন্যতম। ঢাকা কমার্স কলেজ দেশের বাণিজ্য শিক্ষার বিশেষায়িত কলেজ হিসেবে ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে বাণিজ্য শাখায় ভর্তির মধ্যে দিয়ে যাত্রা শুরু করে, যা বর্তমানে ব্যবসায় শিক্ষা শাখা হিসেবে পরিচিত। ডিগ্রি পর্যায়ে বি কম (পাস) কোর্সে ১৯৮৯-৯০ ভর্তির মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে যদিও বর্তমানে ডিগ্রি (পাস) কোর্স চালু নেই। বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার ৩০ বছর পর ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তির মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু হয়। তাই এখন থেকে এ কলেজ হতে পাশ করা শিক্ষার্থীগণ কর্মময় জীবনে আগামী দিনগুলোতে ব্যাংকার, ব্যবসায়ী, সি এ ও এফ সি এর পেশার পাশাপাশি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার পেশায়ও দেশ সেবার ক্ষেত্রে স্ব-স্ব স্থানে ভূমিকা রাখবে। তাছাড়া শিক্ষাসহায়ক কার্যক্রম যেমন খেলাধুলা ও ক্রীড়া এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদির সাফল্য ও জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সেরা এবং প্রাক-মডেল কলেজের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে আগামী দিনগুলোও এমন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের ধারা বজায় রেখে স্ব-মহিমায় এগিয়ে চলুক, এটাই আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে একমাত্র

কামনা।

আপনাকে কেন ভালোবাসি ইয়া রাসুলাল্লাহ (সা.)

কাজী তানভীর মাহমুদ

রোল: এফ-১৫১৯, বিবিএ (১ম বর্ষ),

ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ

যে মানুষটাকে কখনো দেখিনি, যার কণ্ঠস্বর কখনো শুনিনি, যার পবিত্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য কখনো হয়নি। সে মানুষটা আর আমার মাঝে চৌদ্দশত বছরেরও বেশি সময়ের ব্যবধান। সে মানুষটা কেমন করে এতো আপন হয়ে গেল! যারা বোঝেনা একুশ শতাব্দিতে বসাবসকারী শত শত কোটি মানুষ মধ্যযুগের আরব সমাজের একজন ব্যক্তির প্রতি এত টান অনুভব করে কিভাবে? তাদের কেমন করে বোঝাবো ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাঃ) আপনাকে কেন এতো ভালোবাসি? আপনার স্মরণে আজ শত কোটি অন্তর ভালোবসায় ভরে ওঠে। প্রতিটি মুহূর্তে পৃথিবীর কোনো না কোনো অঞ্চলে উচ্চারিত হয় আপনার প্রশংসা। কারণ আপনার নামটিই যে হচ্ছে প্রশংসার দাবিদার। আপনি হচ্ছেন 'আহমাদ' ও 'মুহাম্মাদ' অর্থাৎ (মানুষকে) প্রশংসার সর্বোচ্চটুকু যে আপনারই প্রাপ্য। এমন কোনো মুহূর্ত নেই যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ আপনার প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠ করে না। আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেন, "আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি" (সুরা: আল ইনশিরাহ-৪)।

অথচ আপনি যখন পৃথিবীর বুকে আলোক রশ্মি ছড়িয়ে ভূমিষ্ট হলেন তখন আপাতদৃষ্টিতে আপনি ছিলেন অনেকটাই নিঃসঙ্গ, অনেকটাই অসহায়। জন্মের আগেই বাবা আব্দুল্লাহ ফিরে গেলেন আল্লাহর কাছে। বয়স ছয় হতে না হতেই হারালেন মা আমেনাকে। তখনো নিষ্পাপ শিশুটি বুঝতে পারছিলনা, যে মাকে কেন্দ্র করেই জীবনের সব কিছু সে মা চলে যাওয়ার মানে কী? আপনি অসহায় কণ্ঠে বারাকাকে জিজ্ঞেস করলেন, মায়ের কি হয়েছে বারাকা? বারাকা কী করে আপনাকে বোঝাতো-আপনি কী হারিয়েছেন। সে আপনাকে জড়িয়ে ধরে রাখল। সেই অসহ্য উষ্ণ অশ্রু ধারায় সিক্ত হলো আপনার মুখমণ্ডল। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে যে দাদা আপনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সে আব্দুল মুত্তালিবও ইন্তেকাল করলেন বছর খানেক পর। আপাতদৃষ্টিতে এ বিশ্বের বুকে আট বছরের সেই নিষ্পাপ বালকটি যেন ছিল সবচেয়ে একা, সবচেয়ে অসহায়, সবচেয়ে বঞ্চিত। বাস্তবে আপনার রব আপনার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন এমন এক বিস্ময়কর অভিযান যার দীপ্ত প্রভা স্থান কালের বাধা ছেদ করে ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র।

কোরআন নাযিল করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আপনার হৃদয়কে নির্বাচন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন "নিশ্চয়ই কুরআন বিশ্বজগতের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ন। তা নিয়ে অবতরণ করেছেন রূহ (অর্থাৎ জিবরাঈল আ:) যিনি অতি বিশ্বস্ত। আপনার অন্তরে যাতে আপনি সতর্ককারী হন"। (সুরা: আশ শুআরা ১৯২-১৯৪)। অতঃপর আপনার বরকতময় কণ্ঠ থেকে সেই কুরআন ছড়িয়ে পড়েছে সারা দুনিয়ায়। বহু বছর পর আপনার রব আপনার কাছে আয়াত নাযিল করে বলেন, "উজ্জ্বল দিনের কসম এবং রাতের কসম যখন তা নিঝুম হয়ে যায়। আপনার রব আপনাকে কখনো পরিত্যাগ করেননি, এবং আপনার প্রতি অসন্তুষ্টও হয়নি। নিঃসন্দেহে আপনার জন্য পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে উত্তম। আর শীঘ্রই আপনার রব আপনাকে এত দেবেন যে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। তিনি কি আপনাকে এতিম হিসেবে পাননি? তারপর আপনাকে আশ্রয় দেননি? তিনি আপনাকে পথ না পাওয়া অবস্থায় পান তারপর তিনিই পথ দেখান। তিনি আপনাকে নিঃস্ব অবস্থায় পান তারপর আপনাকে ধনী করেন। কাজেই এতিমের প্রতি কঠোর হবেন না, সাহায্য প্রার্থনাকারীকে তিরস্কার করবেন না। আর নিজের রবের নেয়ামত প্রকাশ করুন।" (সুরা: আদ দোহা)।

আপনার রব আপনাকে এই পৃথিবীর বুকে একাকী করে দিয়েছিলেন, যেন একমাত্র তিনিই তার পবিত্র ভালোবাসা আর মমতায় আপনাকে লালন পালন করতে পারেন। কী অপূর্ব সেই ভালোবাসা কী অপরূপ সেই প্রতিপালন! মহান আল্লাহর বিশেষ রহমতের ছায়াতলে বেড়ে ওঠা আপনি তাই কখনো শিরকের ধোঁকার শিকার হননি, তারুণ্যের সেই যাযাবর সময়েও আপনি ছিলেন সব ধরনের অপকর্মের উর্ধ্বে। আপনার চরিত্রে সবাই এতটাই মুগ্ধ ছিল যে, আপনার বিশ্বস্ততায় সবার এত আস্থা ছিল যে, তারা আপনার নাম ধরে না ডেকে ডাকতে লাগলো 'আল-আমীন' বা বিশ্বস্ত ব্যক্তি বলে।

বহু বছর পর যখন আপনি সত্যের পথে আহ্বান করা শুরু করে দিয়েছিলেন এবং যখন আপনার বিরোধিতা করা মানুষের অভাব ছিল না, এমনকি তারা আপনাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছিল সেই পরিকল্পনা কারীদের ধন-সম্পদও আপনারি ঘরে ছিল। তাঁরা যখন আপনাকে হত্যা করতে এসে দেখল- সেখানে আপনি নেই, আপনার বদলে সেখানে আলি (রা) আছেন। তখন আলি তাদের বলেছিলেন আপনি তাকে সেখানে রেখে গিয়েছিলেন, যেন তিনি যার যার সম্পদ তাকে তাকে বুঝিয়ে ফেরত দিতে পারেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তিটি আপনাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছিল তার বিবেচনায়ও তাঁর সম্পদ নিরাপদে রাখার সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা ছিল আপনারই ঘর। আপনাকে যারা জনসম্মুখে মিথ্যুক আর জাদুকর বলেছে তাদের মতেও সবসময় আপনিই 'আল-আমীন' বা সবচেয়ে বিশ্বস্ত, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। আপনার চরিত্র আর ব্যবহার এত মনোমুগ্ধকর ছিল যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আপনার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন "নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী" (সুরা: ক্বালাম : আয়াত ৪)। নিঃসন্দেহে আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের চূড়ান্তে।

তরুন বয়স থেকেই আপনার যে উপস্থিত বুদ্ধি ছিল, সে গুনেই আপনি একদিন রূপান্তরিত হলেন বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবে। যেদিন কাবা শরীফের কালো পাথর কোন বংশের লোকেরা বসিয়ে দেবে তা নিয়ে এক বিরাট রেষারেষি শুরু হয়ে গিয়েছিল, সেদিন তারা আপনাকে আসতে দেখে বললো, "ওই যে আল-আমিন আসছে, ও যা সমাধান দিবে সেটাই হবে।" আপনি মুহূর্তের মধ্যেই এমন প্রস্তাব দিলেন যে, সকলেই তাৎক্ষণিকভাবে তা মেনে নিল। একটি বড় কাপড়ের মাঝখানে কালো পাথরটি রেখে সেই কাপড়টির বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিটি বংশের একজন প্রতিনিধি শক্ত করে ধরে রাখল এবং সবাই মিলে পাথরটিকে কাবার একেবারে কাছে নিয়ে গেল এবং পরিশেষে সবার নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে কাপড় থেকে পাথরটি তুলে আপনি নিজ হাতে কাবার সেই গর্তে বসিয়ে দিলেন। মানুষের মধ্যে বিভেদ দূর করে দেয়ার আপনার এই গুণ বিস্মিত করেছে মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে সকল স্তরের বুদ্ধিজীবীদের।

আপনাকে কেউ কীভাবে না ভালোবাসবে ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা)? আপনার মুখে যে সব সময় ছিল এক মনভোলানো হাসি! আপনি যার সাথেই কথা বলতেন তাকেই উপহার দিতেন আপনার সেই অপরূপ হাসি মুখ! আপনি কখনো মুখ খুলে হো! হো! করে হেসে উঠতেন না। কিন্তু আপনার মুখের মার্জিত সুমধুর সেই হাসিটি ছিল সদা বিরাজমান। আপনার দিকে তাকালেই মানুষের অন্তর থেকে ভালোবাসার ঝর্ণা বয়ে যেতো। আব্দুল্লাহ ইবন সালাম (রা) বলেছেন, "আমি তাঁর দিকে তাকিয়েই বুঝলাম, এই লোক মিথ্যাবাদী হতেই পারেন না।" আপনার চেহারা মুবারকই যেন ছিল মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান। আপনার সাধারণ জীবনযাপন এবং আপনার পবিত্র চেহারা দেখেই অনেকে

ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

আবার মাঝে মাঝে একটু হাসি-ঠাট্টা করতেও ভুলতেন না। যখন একজন বৃদ্ধ সাহাবি এসে আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "তিনি কি জান্নাতে যেতে পারবেন?" আপনি তাকে বলেছিলেন, জান্নাতে কোনো বৃদ্ধ মানুষ যাবে না। যেই না সেই বৃদ্ধ আতংকে কাঁদতে শুরু করে দিল, আপনি হেসে তাকে শান্ত করে বললেন, "যেই ব্যক্তিই জান্নাতে যাবে সেই তার যৌবন কালে ফিরে যাবে।" আপনার ঠাট্টার বিশেষত্ব ছিল আপনি মজা করেও কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না। যাদের সৌভাগ্য হয়েছিল আপনাকে দেখার, তাদের কেউ কেউ আপনাকে সূর্যের সাথে তুলনা করেছে, কেউ কেউ করেছে চাঁদের সাথে। তাঁদের শব্দ তালিকায় এর চাইতে সুন্দর কিছু থাকলে তারা হয়তো সেই শব্দেই উল্লেখ করতো।

জাতি, বর্ণ, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের সাথে আপনার আচরণ ছিল অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। আপনি এমন একটি সমাজে ছিলেন যেখানে বর্ণবাদ প্রথা ছিল খুবই স্বাভাবিক। মানুষের মধ্যে ছিল মর্যাদাগত শ্রেণিবিভেদ। আপনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি বলেছেন, "গোত্র কিংবা গায়ের রং কোনটাই মানুষকে মর্যাদাবান করতে পারে না।" আপনি কারো সাথে কথা বললে শুধু মাথাটা তার দিকে ঘুরিয়ে কথা বলতেন না, বরং আপনার পুরো শরীরটা তার দিকে ঘুরিয়ে তাকে সম্মান দেখিয়ে তার সাথে কথা বলতেন। আপনি কোনো দিকে ইশারা করতে হলে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন না বরং পুরো হাত দিয়ে ইশারা করতেন। এটাই হচ্ছে সম্মান ও মর্যাদার সর্বোচ্চ চূড়া। আপনি সারাটি জীবন মানুষকে দিয়ে গেছেন সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা। কারো আচরণ নিয়ে কখনোই বিন্দু পরিমান অভিযোগ করেননি। আল্লাহর সৃষ্টি জগতের নিকট কখনোই কিছু চাননি। আল্লাহ ছাড়া কারও নিকট মাথা নত করেননি।

আপনি ছিলেন সবচেয়ে আত্মবিশ্বাসী, সবচেয়ে সাহসী। কখনোই আপনি পিছু হটেননি, কখনোও ভয় পাননি। এমনকি আপনি সর্তকতা অবলম্বন করেছেন ধীরতা এবং প্রজ্ঞার সাথে। অন্য অনেকের মতো ভেঙ্গে পড়েননি। সাহসিকতার এক অনুপম দৃষ্টান্ত হচ্ছেন আপনি।

কোনো মানুষের চরিত্র বোঝার জন্য দেখা উচিত, সে তাঁর অধীনদের সাথে কেমন আচরণ করে। আনাস ইবনে মালিক ছোট বয়সেই আপনার খেদমতে নিয়োজিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, "দশ বছর আমি রাসূল (সাঃ) এর খেদমত করি। তিনি একটা দিনও আমাকে একবার বকাও দেননি বরং যখন উম্মাহাতুল মু'মিনিন অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) এর স্ত্রীদের কেউ আমাকে বকা দিতে যেতেন তিনি তাদেরকে নিষেধ করতেন।" জায়েদ (রা) যখন দাস (পালক পুত্র) হিসেবে আপনার ঘরে ছিলেন এবং তার নিজের পরিবার তাকে খুঁজে পায় এবং আপনি তাকে অনুমতি দেন যে তিনি চাইলে তার আপন পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারেন। জায়েদ (রা) তার আপন পরিবারকে অবাক করে দিয়ে বলেছিলেন, "আমি এই মানুষটাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না।"। জায়েদের বাবা বিক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিল, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? একজন স্বাধীন মানুষ হয়ে নিজের পরিবারের সাথে না থেকে তুমি দাস হয়ে সারা জীবন কাটাতে চাইছো।" জায়েদ (রা) বলেছিলেন, "এই মানুষটার মাঝে আমি এমন কিছু দেখেছি যে, আমি আর কাউকে তার উপর প্রাধান্য দিতে পারব না।"

মা আয়শার সাথে আপনার সম্পর্ক ছিলো বন্ধুর মতো। তার সাথে আপনি দৌড়ের প্রতিযোগিতা করতেন। তাঁর নানা ধরনের সখ পূরণ করার চেষ্টা করতেন। যেদিন আয়শা (রা) খেলা দেখতে চেয়েছিলেন, আপনি তাঁর জন্য আপনার কাঁধটা এগিয়ে দিয়েছিলেন যেন আপনার কাঁধে থুঁতনি রেখে তিনি আরাম করে খেলা দেখতে পারেন। পরে এক বর্ণনায় আয়শা (রা) বলেছিলেন, "আমিতো কিছুক্ষণ পরেই খেলার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলাম, কিন্তু আমি কিছু বলিনি এটা দেখার জন্য যে, রাসূল (সা) আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে যান কিনা। বরং একপর্যায়ে আমিই ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, কিন্তু তিনি একটিবারও ক্লান্তি বা বিরক্তি প্রকাশ করলেন না।"

আপনার জীবদ্দশায় আল্লাহর হুকুমে আপনি কয়েকবার বিয়ে করেন। কিন্তু আপনার অন্যান্য স্ত্রীদের ব্যাপারে মা আয়শা যতটা ঈর্ষা বোধ করতেন তার চেয়ে বহু গুনে বেশি ঈর্ষা বোধ করতেন আপনার প্রয়াত স্ত্রী আপনার প্রথম ভালোবাসা খাদিজা (রা) ব্যাপারে। তিনি মৃত্যুবরণ করার পরেও আপনি খাদিজার আত্মমর্যাদাবোধের কারণে সম্মান দেখাতেন। কখনো কোনো পশু জবেহ করা হলে, তাদের ঘরে মাংশ পাঠাতে ভুলতেন না। জীবনের শেষ পর্যন্ত তাদের সম্মান দেখানোর মাধ্যমে আপনি আপনার প্রথম ভালোবাসার মানুষটিকে সম্মান দেখিয়ে গিয়েছেন। জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়ে যে মানুষটি ছিল আপনার সবচেয়ে আশ্রয়; যখন পৃথিবীর বুকে কেউ আপনাকে বিশ্বাস করেনি, সেই মুহূর্তে যে মানুষটি নির্ধিদায় আপনাকে বিশ্বাস করেছিলেন, আপনার মাঝে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিলেন, যে মানুষটার মর্যাদা এত বেশি যে স্বয়ং আল্লাহ ও তার ফেরেশতা জীবরাঈল (আ) তাকে সালাম দিয়েছিলেন। সেই খাদিজা (রা) ব্যাপারে আপনি বলেছিলেন, "তাঁর প্রতি ভালোবাসার রিযক আমার অন্তরে গেঁথে দেয়া হয়েছে।"

বাবা হিসেবে আপনি ছিলেন পৃথিবীর সকল বাবাদের জন্য এক আদর্শ উদাহরণ। আপনার আদরের ফাতেমা (রা) আপনার ঘরে এলে আপনি দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত জানাতেন। তাঁর কপালে চুমু খেয়ে তাকে পাশে বসিয়ে গল্প করতেন। যখন আপনি শুনলেন ফাতেমা (রা) কে ঘরের কাজ করতে খুব কষ্ট হচ্ছিল এবং তিনি আপনার কাছে অনুরোধ করেছিলেন, সম্ভব হলে একজন সেবিকা জোগাড় করে দিতে। সৃষ্ট জগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি-যার একটি ইশারায় ফেরেশতারা নেমে আসতো, তার সব চাহিদা পূরণ করার জন্য। যার একটি উচ্চারণে শত শত সাহাবি তাদের জান দিতে প্রস্তুত ছিলেন। সেই আপনি বাবা হিসেবে আপনার সন্তানকে বললেন, "তুমি আমার কাছে যা চেয়েছো আমি কি তোমাকে এর চাইতেও উত্তম কিছু দিতে পারি?" তাহলে রাতে শুতে যাবার আগে তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ, তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ, ও চৌত্রিশ বার আল্লাহু আকবর পড়ে শুয়ে পড়বে।

দুনিয়ার ব্যাপারে আপনি ছিলেন সদা উদাসীন। দুনিয়ার মোহ কখনো আপনাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। আপনি যখন খেজুর গাছের ডাল দিয়ে তৈরি মাদুরে শুয়েছিলেন, আপনার পিঠে এর ছাপ পড়ে গিয়েছিল। ওমর (রা) আপনার পিঠে শক্ত মাদুরের ছাপ দেখে কান্না ধরে রাখতে পারলেন না। প্রিয় সাহাবীকে কাঁদতে দেখে আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কাঁদছো কেন ওমর?"। জবাবে তিনি বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কীভাবে আপনাকে এভাবে জীবন যাপন করতে দেই যখন রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের রাজারা কতো আরাম -আয়েশ থাকে। ইয়া রাসূল আল্লাহ, আপনার তো নিশ্চয়ই এর চেয়ে ভালো কিছু প্রাপ্য।" আপনি ওমরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "ওমর তুমি কি এটা জেনে খুশি নও যে, তাদের আছে দুনিয়া আর আমাদের কাছে আখিরাত।"

যে দিন প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়নায় আবু বকর (রা) বেরিয়ে পড়েছিলেন; পেটে সারাদিন একফোঁটাও খাবার পড়েনি পাথর বেঁধে রেখেছিলেন, যেন পেটটাকে চাপিয়ে রাখলে ক্ষুধার অনুভূতি কিছুটা কম হয়। হাঁটতে হাঁটতে তখন তার দেখা হলো ওমর (রা) সাথে এবং ওমরেরও একই অবস্থা, পেটে সারাদিন একফোঁটাও খাবার পড়েনি তাই পেটে পাথর বেঁধে রেখেছিলেন। তাঁরা দুজন কিছু দূর হাঁটতে হাঁটতে যখন আপনার দেখা পেল। তাঁরা দেখলো আপনার পেটে তিন তিনটা পাথর বাঁধা। কারণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব আল্লাহর সবচেয়ে

প্রিয় বান্দা গত তিন দিন ধরে না খেয়ে আছেন। অথচ আপনার মুখে এক মুহূর্তের জন্যও কোনো অভিযোগ ছিল না। যদি কখনো কোনো খাবার আপনার পছন্দ হতো আপনি তার প্রশংসা করতেন, পছন্দ না হলে সে খাবার টা আর নিতেননা। কখনো রান্না নিয়ে সমালোচনা করতেন না। ভালো খাবার থাকলে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সেটা খেয়ে নিতেন, খাবার দাবার না থাকলে হাসি মুখে বলতেন আমি রোযা।

তাইফ বাসীরা যখন আপনার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে পাথর মেরে আপনাকে এমন ভাবে রক্তাক্ত করে ফেলে যে আপনার জুতোর সাথে পা আঠার মতো লেগে থাকে। আপনি প্রায় অচেতন হয়ে যান। জ্ঞান ফিরে পেয়ে আপনি আল্লাহর কাছে হাত তুলে কোনো অভিশাপের দোয়া না করে বললেন, "আল্লাহ আপনি যদি আমার ওপর রাগ না করে থাকেন, তাহলে এসবের কোনো কিছুই আমি পরোয়া করি না।।"

আপনি আল্লাহর পরিপূর্ণ রহমত এবং ক্ষমা লাভ করে ফেলেছেন তা জানা সত্ত্বেও আপনি রাত জেগে নামায পড়তেন। এত দীর্ঘ সময় ধরে নামায পড়তেন যে, আপনার পা ফুলে যেতো। মা আয়শা (রা) যখন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেন এতো কষ্ট করেন যখন এমন কোনো ভুল ত্রুটি নেই যা আল্লাহ ক্ষমা করেননি। আপনি বললেন, "আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?"

আপনাকে কী করে ভালো না বাসি ইয়া রাসূল আল্লাহ (সাঃ) যখন আপনি আমাকে ভালোবেসেছেন সেই চৌদ্দশ বছর আগে। যখন আপনি আমাকে স্মরণ করতেন, আশা করতেন যেন আমার সাথে দেখা করতে পারেন। অথচ তখনো আমার জন্মই হয়নি। সেদিন সাহাবিরা আপনার চোখে পানি দেখে বললো, "ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি কাঁদছেন কেন? আপনি বললেন, "আমার ভাইদের খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।" সাহাবিরা বললেন, "আমরা কি আপনার ভাই নই ইয়া রাসূলাল্লাহ?" আপনি বললেন, "না তোমরা আমার সাহাবি, আমার ভাই হলো তারা, যারা আমার পরে আসবে এবং আমাকে কখনো না দেখেও তারা আমাকে বিশ্বাস করবে।" মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আপনার অন্তরে এই চিন্তা ছিল যে, আমাদের পরিণতি কী হবে? উম্মাতি, উম্মাতি বলতে বলতে আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে গিয়েছেন।

আজ আমরা আপনার উম্মতের অংশ। বিশ্বজুড়ে আপাতদৃষ্টিতে আমরা হচ্ছি সবচেয়ে অপদস্থ, নিরুপায়, পরাজিত, লাঞ্ছিত। অথচ, বাস্তবে আপনার উম্মতের অংশ হওয়া গোটা বিশ্বের সব সম্পদ পাওয়ার চেয়েও মূল্যবান ব্যাপার। আজ আমার মনে যত আশা, যত আকাঙ্ক্ষা, যত স্বপ্ন, যত চাহিদা সবকিছু পেয়ে গেলেও নিজেকে এতটা সৌভাগ্যবান মনে করতাম না, যতটা মনে হয় আজ আপনার উম্মতের একজন হতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। কাল হাশরের ময়দানে যখন গোটা মানব জাতি এক নবি থেকে আরেক নবির কাছে ছুটে যাবে-আল্লাহ যেন বিচার প্রক্রিয়া শুরু করেন তখন প্রত্যেকে নবি নাফসী নাফসী বলে মানুষকে ফিরিয়ে দিবে। অবশেষে, যখন সবাই আপনার সামনে হাজির হবে এবং আপনি গোটা মানবজাতির প্রতিনিধি হয়ে আল্লাহর সামনে সেজদাহ করবেন, সেদিন আপনার উম্মতের সদস্য হওয়ার পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা প্রকাশ পাবে।

ইয়া রাসূল আল্লাহ আপনাকে কেন এত ভালোবাসি তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। যত ভালোবাসা আপনার প্রাপ্য, ততটুকু আপনাকে ভালোবাসতে পারিনা। কথায় আপনাকে যতটা ভালোবাসি কাজে, তেমন করে ভালোবাসতে পারি না। আপনার সুন্নতের অনুসরণ যথাযথভাবে করতে পারিনা। নিয়মিত ইবাদাত করতে পারলেও ইবাদতে আপনার মতো আন্তরিকতা আনতে পারি না। বাহ্যিক বিষয়ে আপনার অনুসরণ করতে পারলেও চারিত্রিক দিক থেকে অনেক কিছুই আপনার কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারি না। মুখে আপনার প্রতি সালাম পেশ করলেও কাজে কর্মে উম্মতে মুহাম্মদী হিসেবে যথার্থ হতে পারি না।

রাসূল আল্লাহ, হাবিবুল্লাহ, নাবি আল্লাহ, ইয়া মোস্তফা, আমরা তো আপনার অঅদর্শ উম্মত নই। কিন্তু আপনার রব তো সবচেয়ে ক্ষমাশীল। তিনি তো আমাদের যা প্রাপ্য তার চেয়ে অনেক বেশি অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে সক্ষম। আপনি আমাদের যতটুকু ভালোবেসেছেন, তিনি নিশ্চয় আমাদের এর চাইতেও বেশি ভালোবাসেন। আমরা আমাদের ভুল ত্রুটি সম্পর্কে যতটুকু অবগত তিনি তো তার চাইতেও বেশি অবগত। আমাদের রবের অনুগ্রহের দিকে তাকিয়ে অন্তরে আপনার প্রতি যতটুকু ভালোবাসা রয়েছে সেই ভালোবাসার দিকে তাকিয়ে আজও বুকে আশা বেঁধে রই খুব শীঘ্রই আপনার দেখা পাব । ইয়া নাবি আল্লাহ খুব শীঘ্রই হাউজে কাওসারের পাড়ে আপনার হাতে তৃষ্ণা মিটাবো। ইয়া হাবিব আল্লাহ জান্নাতের নির্মল বাগানে অনন্ত কালের যাত্রায় আপনার সঙ্গী হয়ে ঘুরে বেড়াবো ইন শা আল্লাহ ।

সালাওয়াতুল্লাহি ওয়া সালামু আলাইহি ওয়া-আ'লা আলিহি ওয়া-আসহাবি আজমায়িন"।

একুশের ইতিবৃত্ত এবং বাংলাদেশ

এম এ এস পাশা

রোল: এম-১৪৯৮, বিবিএ অনার্স ব্যবস্থাপনা বিভাগ, (৩য় বর্ষ)

জাতিসংঘ বছরের কিছু দিনকে বিভিন্ন দিবস নামে অভিহিত করেছে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই তা যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়। মাতৃভাষা পালনের জন্য আন্তর্জাতিক কোনো দিবস ছিল না। একমাত্র বাঙালি জাতি বাংলাদেশে প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি 'শহিদ দিবস' হিসেবে এ দিনটি পালন করতো।

একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের জন্য প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন কানাডা প্রবাসী দুই বাংলাদেশি রফিকুল ইসলাম ও আব্দুস সালামের সমন্বয়ে গঠিত ১০ জনের একটি মাতৃভাষা প্রেমিক গ্রুপ। একই সঙ্গে তারা একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ১৯৯৯ সালের ২৮ অক্টোবর শিক্ষামন্ত্রী এ.এস.এইচ.কে সাদেক প্যারিসে ইউনেস্কোর এক অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ ও প্যারিসে গিয়ে এ ব্যাপারে বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে আলাপ করেন। বাংলাদেশের প্রস্তাব অনুসারে এবং ২৮টি দেশের সমর্থনে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ইউনেস্কো। ২০০০ সাল থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে। আমরা ইউনেস্কোকে ধন্যবাদ জানাই বাঙালির রক্তে রাঙানো অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সম্মান জানানোর জন্য। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে আজ উদযাপিত হয় একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে। শ্রদ্ধা জানায় মৃত্যুঞ্জয়ী ভাষা শহিদদের।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পরই বাংলাভাষী পূর্ব বাংলা মাতৃভাষার অধিকার নিয়ে আন্দোলনে শামিল হয়। পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও বঞ্চনার শিকার হয় বাঙালি। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে বাঙালিদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও গণ-পরিষদের ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, গণপরিষদের সভাপতি ফরিদপুরের মৌলভি

তমিজ উদ্দিন ও পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের ঘোর বিরোধিতায় এ প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

গণপরিষদে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি না পাওয়ার প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ঢাকা শহরে ছাত্রসমাজ প্রথম 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালন করে। ছাত্ররা প্রাদেশিক পরিষদ ভবন, মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন, হাইকোর্ট ও সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্র প্রধান মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র ঢাকা সফর এবং তার বক্তব্য ছাত্রসমাজের ক্ষোভকে বাড়িয়ে তোলে বহু গুণ। তাজউদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন। তবুও সংশ্লিষ্ট প্রধান সংগঠন গুলোর চাপে এবং জানাকয়েক রাজনীতিকের পরামর্শে শুরুর দিকেই আন্দোলন স্থগিত করা হয়েছিল।

পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঢাকা সফরের উদ্দেশ্য ছিল এক ঢিলে দুই পাখি মারা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার জনসাধারণকে আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎদান এবং সেই সঙ্গে তাঁর বিশাল জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে বাংলা কে রাষ্ট্রভাষার করার দাবি নস্যাৎ করা। সত্যি বলতে তখন এদেশের মানুষ ছিল কায়েদে আযম বলতে আবেগে অন্ধ।

পূর্ব বাংলার মাটিতে পা রেখে জিন্নাহ তিনটি জনগুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেন। ঢাকায় রেসকোর্সের বিশাল জনসমুদ্রে বলেন, "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।" ২৪ মার্চ কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঘোষণা দেন, "Urdu and Urud shall be the state language of Pakistan." রেসকোর্সের জনসভায় জনতা চুপ থাকলেও কার্জন হলের অনুষ্ঠানে ছাত্ররা সমস্বরে আওয়াজ তোলে No!no! it can't be. পাকিস্তানি এ নেতার আর একটি ভাষণ ছিল পাকিস্তান বেতারে। এখানেও তিনি একই সুরে কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, "কমিউনিস্ট ও বিদেশি চরদের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হওয়া রাষ্ট্রদ্রোহের শামিল। গোটা পাকিস্তানি শাসনামলে রাষ্ট্রনায়কেরা রাষ্ট্রদ্রোহ শব্দটার চমকপ্রদ ব্যবহার করেছেন।

১৯৪৯ এর ১১ মার্চ "রাষ্ট্রভাষা দিবস" পালনের চেষ্টা ব্যর্থ হয় পুলিশের দাপটে এবং ব্যাপক ছাত্র সমাগমের অভাবে। । ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ১১ মার্চ 'আন্দোলন দিবস' হিসেবে উদযাপিত হয় এবং ওই ছাত্রসভায় নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠিত হয়। চেষ্টা চলে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি সক্রিয় করে তোলার। কিন্তু নানা কারণে আন্দোলনের পরিস্থিতি তৈরি করা যায়নি। এ সময় বাংলাবিরোধীদের নানা ভাবে চাঙ্গা করে তোলা হয়। বাবায়ে উর্দু ডঃ আব্দুল হক, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফজলুর রহমান, মাওলানা আকরম খাঁ প্রমুখের বক্তব্য ও তৎপরতায় উর্দুর অবস্থান বেশ সুদৃঢ় হয়। অবাঙালি-বাঙালি শাসক শ্রেণির পরিকল্পনায় জোরদার হয়ে ওঠে ভাষা বিষয়ক ষড়যন্ত্র, বিশেষ করে আরবি হরফে বাংলা লেখার চেষ্টা, উর্দু শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কর্মকাণ্ড।

পঞ্চাশ থেকে একান্নে পৌছে ভাষার দাবি ক্রমেই জোরালো হতে থাকে। এবার অধিক সংখ্যায় শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক এগিয়ে আসেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ পূর্ব বাংলার সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের কাছে স্মারকলিপি পাঠানো হয়। এক্ষেত্রে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ভাষার দাবি যে নতুন করে শক্তি অর্জন করছে- নানা ঘটনায় তা স্পষ্ট হতে থাকে।

১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন বলেন, "পাকিস্তানকে আমরা ইসলামি রাষ্ট্ররূপে গঠন করিতে যাইতেছি। প্রাদেশিক ভাষা কী হইবে তাহা প্রদেশবাসীই ঠিক করিবেন কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে উর্দু।" একই সঙ্গে তিনি হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন যে, "এ বিষয়ে যারা জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চাইবে তারাই পাকিস্তানের দুশমন।"

কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জানতেন না যে, আটচল্লিশ আর বায়ান্ন সাল-পরিস্থিতি বিচারে এক নয়। চার বছরে বুড়িগঙ্গা দিয়ে অনেক পানি বয়ে গেছে। সাধারণ ছাত্ররাও তখন ভাষার দাবি নিয়ে অনেক বেশি সচেতন। ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কলা ভবনে প্রতিবাদ সভা হয় এবং ধর্মঘট পালিত হয়। ৩১ জানুয়ারি বার লাইব্রেরি হলে সর্বদলীয় কর্মীসভায় 'রাষ্ট্রভাষা কর্মী পরিষদ' গঠন করা হয় এবং ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপি প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল দেশব্যাপী হরতাল, সভা, শোভাযাত্রা এবং ঢাকার আইন পরিষদ ঘেরাও। ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ঐদিনের সভা শেষে ১০-১২ হাজার ছাত্রছাত্রীর বিশাল মিছিল রাজপথ ঘুরে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের বাসভবন বর্ধমান হাউসের সামনে জড়ো হয়ে স্লোগান তোলে "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। আরবি হরফে বাংলা লেখা চলবে না। 'ভাষা নিয়ে ষড়যন্ত্র চলবে না।" মাওলানা ভাসানী ঐ কর্মসূচি সফল করে তোলার জন্য ছাত্র-জনতার প্রতি আহ্বান জানান।

২১ ফেব্রুয়ারি সভা ও শোভাযাত্রা বের করা হয়। সরকার এ সব নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। শুধু তাই নয়, এক মাসের জন্য ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। গাজীউল হকের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার অনুষ্ঠিত সভায় আব্দুল মতিনের প্রস্তাবে উপস্থিত ছাত্রদের উত্তেজিত সমর্থনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তখন প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন চলছিল বর্তমান জগন্নাথ হলের পুরাতন মিলনায়তনে। ১০ জনের ছোট ছোট মিছিল সামনে এগোলেই শুরু হয় পুলিশি তাণ্ডব। গোটা প্রাঙ্গনে কাঁদানো গ্যাসের শেল ছোড়া হয় এবং রাস্তায় ছাত্রদের উপর নির্বিচারে লাঠিচার্জ করা হয়। কাঁদানো গ্যাসের আক্রমণ এতটাই তীব্র ছিল যে, আমতলা সংলগ্ন এলাকা ধুলো ও ধোঁয়ায় একাকার হয়ে যায়। এ সময় পুলিশের হাতে আব্দুস সামাদ, হাবিবুর রহমান শেলী, আলী আজমল, আনোয়ারুল হক খাঁন প্রমুখ ছাত্র ও যুবনেতা গ্রেফতার হন।

একটা সাধারণ সত্য সবাই জানি, যে কোনো আন্দোলন বা আদর্শগত লড়াই শুরু হয়ে গেলে যোদ্ধাদের মনে আর ভয়ভীতি, দ্বিধা-সংশয় থাকে না। যে কোন মূল্যে গন্তব্যে পৌঁছানো তখন একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। আর সে উদ্দেশ্য নিয়েই ২১ ফেব্রুয়ারি দুপুর থেকে শুরু হয় ছাত্রদের ব্যারাক প্রাঙ্গনে ব্যাপক উপস্থিতি। বেলা গড়াতে শুরু করলে অছাত্র অনেকেকেই জমায়েত হতে দেখা যায়। রাষ্ট্র ভাষার দাবি তখন আর ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি।

এসময় হঠাৎ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল গেটের সামনে এবং বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে সমবেত ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এদিন পুলিশের গুলিতে শহিদ হন মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের ছাত্র রফিক উদ্দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত, গফর গাঁওয়ের কৃষক-যুবা আব্দুল জব্বার। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ফুলার রোডে পুলিশের গুলিতে অজ্ঞাতনামা এক কিশোর মৃত্যুবরণ করেন। সাদা শার্ট ও পাজামা পরা এক যুবকও ঐদিন মারা যান বলে জানা যায়। ঐদিনে গুলিবিদ্ধ আব্দুস সালাম ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় ৭ এপ্রিল মারা যান। সব মিলিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি গুলি বর্ষণে শহিদ হন ছয় জন। রাতে ছাত্রদের চোখ এড়িয়ে জব্বার ও রফিকের লাশ গুম করে ফেলে পুলিশ।

২২ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। লক্ষাধিক মানুষ

শোভাযাত্রা বের করে। আন্দোলনের জোয়ারে ভেসে যায় ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা। এদিন পুলিশের সঙ্গে যোগ দেয় ইপিআর বাহিনী। এদিন শহিদ হন হাইকোর্টের কর্মচারী শফিউর রহমান। এক রিক্সাচালক আব্দুল আউয়াল, কিশোর অহিউল্লাহ, তাঁতীবাজারের যুবক সিরাজ উদ্দিন এবং আরও কয়েকজন। এ সংবাদ রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রে পৌছালে রেডিওর সচেতন কর্মীরা বেতার কেন্দ্রের কাজ-কর্ম বাতিল করে প্রতিবাদ সভায় মিলিত হন এবং পুলিশি নির্যাতনের তীব্র প্রতিবাদ জানান। বেতার কেন্দ্রে চারদিন ব্যাপী পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ছাত্র জনতার মিলিত আন্দোলনের বিপদ কিছুটা বুঝতে পেরে সরকার রাত দশটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কারফিউ জারি ও সেনাটহল জোরদার করে। আর পূর্ববঙ্গ আইন সভায় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে।

২৩ ফেব্রুয়ারি কারফিউর রাতে সশস্ত্র সেনা টহলদারি উপেক্ষা করে সাঈদ হায়দারের নকশা অনুযায়ি ও বদরুল আলমের রেখায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা তৈরি করেন সাড়ে দশ ফুট উচু ও ছয় ফুট চওড়া 'শহিদ স্মৃতি স্তম্ভ'। এটা কালো কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হয় এবং খুঁটি পুতে দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় লাল অক্ষরে লেখা পোষ্টার 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই' 'শহিদ স্মৃতি অমর হোক' ইত্যাদি। ২৪ ফেব্রুয়ারি এটি উদ্বোধন করেন শহিদ শফিউর রহমানের পিতা।

'শহিদ স্মৃতি স্তম্ভ' আন্দোলনে নতুন যাত্রা যোগ করে। জনমনে শাসকদের প্রতি ঘৃণা তীব্র আকার ধারণ করে। আর এতে টনক নড়ে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের। ২৬ ফেব্রুয়ারির শেষ বিকেলে তার পুলিশ বাহিনী শহিদ স্তম্ভটি ভেঙে ফেলে। শুধু তাই নয় মাটি খুড়ে স্তম্ভের শেষ ইটটিও ট্রাকে ভরে নিয়ে যায়। কিন্তু নরুল আমিন সরকার বুঝতে পারেনি যে, ইটের স্মৃতিস্তম্ভ ভেঙে ফেলা গেলেও একুশের প্রতীক এ স্মৃতিস্তম্ভ মানুষের মন থেকে মুছে ফেলা যাবে না। এ স্মৃতি স্তম্ভের আদলে দেশময় ছোট বড় নানা আকৃতির 'শহিদ স্তম্ভ' গড়ে উঠে। পরবর্তীতে 'শহিদ স্তম্ভ' 'শহিদ মিনার' নামে পরিচিতি পায়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসকদের ষড়যন্ত্রে যুক্তফ্রন্ট সরকারের অকালমৃত্যু হলেও একুশ-উত্তর প্রভাবে জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিবাদী চেতনার রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক চেতনা ক্রমশ বাড়তে থাকে। ১৯৫৬ সালে আবু হোসেন সরকারের সময় একুশে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পালিত হয়। শেষ পর্যন্ত পাক গণ-পরিষদে ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের নতুন সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারায় বলা হয়, "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু ও বাংলা।"

বাংলা রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক এই অর্জনের বাইরে একুশ আমাদের জাতীয় জীবনে যা দিয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে এক নয়া চেতনার প্রকাশ, যা একাধারে গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিবাদী রাষ্ট্রিয় চেতনার প্রকাশ ঘটায়। 'শহিদ দিবস' পালনের মধ্য দিয়ে একুশের চেতনা আধিপত্যবাদী পাকিস্তানী শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক লড়াইয়ে প্রেরণা যুগিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এসেছে ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন, পাক সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ। আর ঐ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে।

একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনের নানামাত্রিক অর্জনে অবদান রেখেছে। একুশের স্মারক-স্থাপত্য 'শহিদ মিনার' এখনো স্বাধীন বাংলাদেশে হয়ে আছে সব ধরনের গন্ত্রতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রতীক ও প্রেরণা। তাছাড়া বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একুশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন, আমাদের জন্য গর্ব ও অহংকারের বিষয়।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তরুণ প্রজন্মের ভাবনা

আদিবা আজম মাটি

রোল: ১৪৩৬, শ্রেণি: দ্বাদশ (বিজ্ঞান বিভাগ)

ভূমিকা: স্বাধীনতা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। স্বাধীনতা মানে আত্মমর্যাদা ও সম্মানের সাথে মসৃণ পথচলা। স্বাধীনতার প্রত্যাশা ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত সবল বাংলাদেশ। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে একাত্তরে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। স্বাধীনতা কুড়িয়ে পাওয়া এক মুঠো মুক্তো নয় বা কারো দেয়া বদান্যতা নয়। যুবসমাজসহ সর্বস্তরের মানুষের রক্তে রঞ্জিত সংগ্রামের ফসল স্বাধীনতা। বাংলার দামাল ছেলেদের সাথে মেয়েরাও বীরদর্পে লড়াই করে ছিনিয়ে এনেছে প্রত্যাশিত লাল-সবুজ পতাকা। বাঙালির জীবনের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ও গর্বের বিষয় হচ্ছে স্বাধীনতা। ৩০ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়; যেখানে দেশ রক্ষার্থে বৃদ্ধ-বনিতার সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে আত্মত্যাগ করেছে ছাত্র ও যুবসমাজ। মসি রেখে কচি হাতে লড়াই করে আমাদের তরুণরা পরাস্ত করেছে প্রশিক্ষিত পাক সামরিক জান্তাকে। অনেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর বাংলাদেশ আজ বর্তমান তরুণ প্রজন্মের দ্বারা সুরক্ষিত। আর এ স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণ প্রজন্মের শিরে। সবুজ-শ্যামল মনোরম প্রকৃতির পূর্ববাংলা শত্রুমুক্ত হয়েছে; অর্জিত হয়েছে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। নবীন সূর্যোদয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। কবি সুকান্তের ভাষায়-

"সাবাস বাংলাদেশ, এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়

জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার, তবুও মাথা নোয়াবার নয়।"

স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক পটভূমি: ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশের মানুষের প্রতি অত্যাচার ও বৈষম্যমূলক আচরণ করতে থাকে। ১৯৪৮ সালে উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেয়ার পর থেকে মূলত স্বাধীনতা আন্দোলন বিস্তৃত হয়। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে শহিদদের প্রাণের বিনিময়ে মাতৃভাষা বাংলাকে ছিনিয়ে আনে বীর বাঙালিরা। ১৯৬৫ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের নামে আইয়ুব খান বাঙালির রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে নেয়। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক উত্থাপিত ৬ দফার দাবিতে পূর্ব বাংলার গণমানুষের চাহিদা ব্যক্ত হয়। ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে নানা অজুহাত দিতে থাকে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ভাষণ দিয়ে জাতিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে চূড়ান্ত প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। ২৫ মার্চ কালোরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালি নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অসংখ্য বাঙালিকে হত্যা করে। এরপর পাকসেনারা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। কিন্তু গ্রেফতারের পূর্বেই ২৬ মার্চ ১৯৭১ এর প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। শুরু হয় বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম। বাংলাদেশ রাষ্ট্র বাস্তবায়নের লড়াই।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিজয় অর্জন: মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের সকল শ্রেণির মানুষ হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। যুবসমাজসহ মুক্তিযোদ্ধাদের তীব্র আক্রমণে হানাদার বাহিনী বিপর্যস্ত হতে থাকে। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতার স্বাদ পেতে জাতি মরণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ

হয়। শহিদদের তাজা প্রাণ আর নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা পেলাম সবুজ ভূমিতে রক্তাক্ত স্বাধীনতার সূর্যালোক। ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে আমাদের বিজয় এলো। ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে কষ্ট-কল্পে অর্জিত স্বাধীনতা লাভের সুখ পরম আনন্দের ও অমীয় সুধার। কিছু বিপথগামী বাঙালি ব্যতীত বাংলার জনতার নিকট এর চেয়ে বড়ো আর কোনো সফলতা ও প্রাপ্তি হতে পারে না। স্বাধীনতার চেয়ে বড়ো সুখ আর কিছুতে নেই। পরের অধীন পরের গৃহে বাস করার চেয়ে স্বাধীনভাবে নিজের কুঁড়ে ঘরে বাস করা ঢের ভাল। কবির রজনীকান্ত সেনের ভাষায়-

"নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর, খাসা।"

স্বাধীনতার উদ্দেশ্য: আমাদের জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য অনেক মহিমান্বিত। এ দিনটি বাঙালির বহুকালের লালিত ফসল। স্বাধীনতা মুক্তি সংগ্রামের অঙ্গীকারে ভাস্বর। স্বাধীনতা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মহান আদর্শ। স্বাধীনতা আমাদের শ্রমবাজারে প্রবেশের অধিকার। স্বাধীনতা আমাদের ঝঞ্ঝামুক্ত নিরবচ্ছিন্ন পথচলার অধিকার। স্বাধীনতা আমাদের আত্মপরিচয়ের গৌরবে উজ্জ্বল। স্বাধীনতা ত্যাগ ও বেদনায় মহীয়ান। স্বাধীনতা আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। শত্রুমুক্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র আমাদের জীবনে মহামূল্যবান ও এক অবিস্মরণীয় অর্জন। স্বাধীনতার উদ্দেশ্য বৈষম্যমুক্ত কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ।

স্বাধীনতার স্বপ্ন ও বিরাজমান অবস্থা: ছাত্র, যুবক তথা সমগ্র দেশবাসীর আত্মত্যাগ ও আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার স্বর্ণলতা।

স্বাধীনতা ত্রিশ লক্ষ তাজা প্রাণের বিনিময়ে কিনে নেয়া লাল-সবুজ পতাকা। আজ সবল যুবসমাজের দায়িত্ব এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশকে বিশ্ব মানচিত্রে সুখী, সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। স্বাধীনতার যথেচ্ছা প্রয়োগ ও অপব্যবহার গর্হিত অন্যায়। বিজয়ের পতাকার সুষ্ঠু, সুন্দর ও সম্মানজনক ব্যবহার একান্ত কাম্য। স্বাধীনতা দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণ ও বৈষম্য মুক্তির মহান আদর্শ। স্বচ্ছতা, সততা ও সফলতা লাভের প্রকৃত রূপায়ণে আমাদের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য পূরণে সাধারণ মানুষের জীবনে কতটুকু আনন্দ এসেছে ও স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ কতটা যথার্থ হয়েছে তা বিবেচনার দাবি রাখে। স্বাধীনতা লাভের সুবর্ণজয়ন্তীতে দাঁড়িয়ে দেখতে হচ্ছে আজও কিছু লোক সামাজিকভাবে অবহেলিত, রোগ-শোক আর দারিদ্রতার গ্লানিতে ভঙ্গুর; জীবনমুখী বাস্তবশিক্ষার অভাবে হতাশায় ডুবে যাচ্ছে কিছু যুবক। দুর্নীতি, চুরি, খুন, রাহাজানি, নারীর প্রতি নিপীড়ন আজো অব্যাহত। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান সম্প্রসারিত হচ্ছে। উন্মুক্ত সংস্কৃতিচর্চায় সংকীর্ণতার দেয়াল আরো উঁচু হচ্ছে। অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর ধর্মান্ধতার ছোবল ক্রমেই বিষাক্ত হচ্ছে। আইনের শাসন, ন্যায়বিচার ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় এখনও বাধা বিদ্যমান। কিন্তু প্রকৃত স্বাধীন বাংলার রূপ কেমন হওয়া উচিত তা বলে গিয়েছেন কবি শামসুর রাহমান-

"স্বাধীনতা তুমি,

রবি ঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।

স্বাধীনতা তুমি,

কাজী নজরুল ইসলামের ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো

মহান পুরুষ, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা।"

স্বাধীনতা ও তারুণ্যের ভাবনার বাস্তবতা: তরুণ প্রজন্মের ভাবনা স্বাধীনতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে তরুণ সমাজ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে দেশকে যেমন শত্রুমুক্ত করেছে, তেমনি বর্তমান তরুণ প্রজন্ম স্বাধীনতা রক্ষার ভাবনায় মগ্ন। তবে সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রক্ষায় তরুণদের ভাবনা যথার্থ ও সঠিক নয়। বর্তমানে শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ নানা ক্ষেত্রে এ দেশ ও দেশের জনগণ স্বাধীনতার সুফল সম্পূর্ণরূপে ভোগ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। লক্ষ শহিদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত বাংলার স্বাধীনতা সকল তরুণের কাছে যথেষ্ট মূল্যবান মনে হচ্ছে না। কিছু তরুণের মাঝে বিদেশপ্রীতি প্রবল হচ্ছে। কেউ কেউ স্বদেশের পণ্য বিনে বিদেশী পণ্য কিনে ধন্য হচ্ছে! রক্তের বিনিময়ে আঁকড়ে রাখা বাংলা ভাষার চেয়ে কিছু তরুণ অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে ইংরেজি ও বিদেশি ভাষাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনবাংলা ও এর ইতিহাস সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান দান হচ্ছে না। বাংলা মাধ্যমে না পড়ে ইংরেজি মাধ্যমে পড়া যেনো তারুণ্যের বিলাসিতা। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও তারা স্বদেশ ছেড়ে বিদেশ যাত্রায় আগ্রহ পাচ্ছে। মেধাপাচার হয়ে দেশ ক্রমশ প্রতিভাবান জনশক্তি হারাচ্ছে। ডিজিটাল যুগে তরুণ প্রজন্ম ক্রমশ ভোগবাদী ধারণার বেড়াজালে বন্দী। কর্মমুখী যুৎসই আনন্দদায়ক শিক্ষার অভাবে বেকার তরুণ প্রজন্মের একাংশ হতাশা থেকে স্বাধীনতা ও উন্নয়নের বিপক্ষ শক্তিতে কখনো কখনো যুক্ত হচ্ছে। কিছু বিপদগামী তরুণের কারণে ছাত্রী ও নারীরা মসৃণ পথ চলতে ব্যর্থ হচ্ছে। নারী স্বাধীনতা না থাকলে স্বাধীনতার তাৎপর্য কোথায়? কোটি বাঙালির স্বপ্নের স্বাধীনতা আজ কিছু তরুণের কাছে গুরুত্বহীন এবং তারা প্রতিনিয়ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ডুবে যাওয়া কিছু তরুণের কাছে প্রায়শই দেশবিরোধী বিকৃত বিবৃতি লক্ষণীয়। স্বাধীনতা অর্জনের এত বছর পরও কিছু যুবক-যুবতী কুশিক্ষা ও ধর্মান্ধতায় নিবিষ্ট। বাস্তবতা হলো স্বাধীন দেশে কিছু তরুণের ত্রাসের কারণে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। যে তরুণ স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল সে তরুণ প্রজন্মের ছাত্র রাজনীতির নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়ানো কাম্য নয়। বেকারত্বের জালে আটকে পড়া তরুণ সমাজ বেছে নিচ্ছে সন্ত্রাস আর মাদকের মরণনেশা। মনে হচ্ছে স্বাধীনতার চেতনাকে পরিবর্তন ও ইতিহাসকে বিকৃত করার ধারাবাহিক অপচেষ্টায় লিপ্ত কতিপয় অবুঝ তরুণ। বাংলার স্বাধীনতার অর্ধশত বছর অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু স্বাধীনতার চেতনা পূর্ণাঙ্গ ধারণ না করার ফলে তরুণ প্রজন্ম ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে অমূল্য স্বাধীনতার তাৎপর্য। কিছু তরুণ আবার রাজনীতিবিদ্দের ক্রীড়ানকে পরিণত হচ্ছে এবং প্রকৃত রাষ্ট্রচিন্তা রুগ্ন করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

তরুণ প্রজন্মের পরিস্থিতি উত্তরণের উপায়: তাজা রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা যেনো কারো ব্যক্তিগত চোরাবালিতে পথ না হারায় সে প্রচেষ্টা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। স্বাধীনতা রক্ষায় এবং স্বাধীনতার চেতনা বাস্তবায়নে তারুণ্যের ভূমিকা হবে অগ্রগণ্য। তারুণ্যের শক্তিতে রক্ষিত হবে বাংলার স্বাধীনতা, গড়ে ওঠবে উন্নত বাংলাদেশ– এই হোক আমাদের স্বপ্ন। সকল শ্রেণির মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা সাধনে তারুণ সমাজকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বলিষ্ঠ করতে হবে। তরুণ প্রজন্মের বর্তমান পরিস্থিতি উত্তরণেও উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্টদের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। স্বাধীনতার চেতনায় তরুণ সমাজকে সমৃদ্ধ করতে যা করণীয় তা হলো:

❖ বর্তমান তরুণ প্রজন্ম হচ্ছে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। তাই তরুণদের বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সর্বদা সচেতন থাকতে হবে।

❖ স্বদেশকে ভালবেসে নিঃস্বার্থে দেশের জন্য কাজ করতে হবে এবং স্বাধীনতার সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট হতে হবে।

❖ বাংলা ভাষাকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে বিদেশি ভাষাপ্রীতি পরিহার করতে হবে।

❖ নিজ দেশ হতে অন্য দেশে চলে যাওয়া ও বিদেশে স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়ার মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে।

❖ মেধা পাচার বন্ধ করতে হবে।

❖ দেশের মেধাবী তরুণ প্রজন্ম ও শিক্ষার্থীদেরকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানবসম্পদ হিসেবে বিনিয়োগ করতে হবে।

❖ ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্মসংস্থানসহ সকল ক্ষেত্রে বাংলার ঐতিহ্য ও স্বাধীনতার পরিচয় এবং এর যথাযথ ব্যবহার করতে হবে।

❖ মা, মাটি ও মানুষের কল্যাণে তরুণ সমাজকে মিছিলের অগ্রভাগে অবস্থানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

❖ সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনৈতিক কাজ থেকে যুব সমাজকে দূরে রাখতে হবে এবং তরুণ প্রজন্মকে সুন্দর, সুস্থ্য ও সাবলীল রাষ্ট্র ব্যবস্থা কার্যকরে সচেষ্ট থাকতে হবে।

❖ নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধ করতে হবে।

❖ নারী শিক্ষা ও নারী স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

❖ তরুণ-তরুণীদের নিয়ে পাড়া-মহল্লাভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলে তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ করতে হবে।

❖ পাঠ্যপুস্তকে দেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধ ও নৈতিকতা বিষয়ে পাঠ সংযোজন ও বৃদ্ধি করতে হবে।

❖ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপনে সকল শিক্ষার্থীকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

❖ নেতৃত্ব ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থী ও তরুণসমাজের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে।

❖ সমাজ ও পরিবারের প্রতি আনুগত্য ও মানবিকতায় তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে কাজ করতে হবে।

❖ তরুণ প্রজন্মের উদ্ভাবন ও সফলতা গণমাধ্যমে তুলে ধরতে হবে।

❖ হত্যা, মারামারি, চুরি ও নানাবিধ অসৎ কাজ থেকে তরুণসমাজকে দূরে রাখতে হবে।

❖ সঠিক ও উন্নয়নের দিক নির্দেশক হিসেবে তরুণসমাজকে সামনে এগিয়ে রাখতে এবং স্বাধীনতা রক্ষায় সচেতন করতে সরকারকে ভূমিকা রাখতে হবে।

স্বাধীনতা রক্ষায় তরুণ প্রজন্মের ভূমিকা: 'স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা কঠিন।' একাত্তরে তারুণ্যের শক্তিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের বাতাস প্রবল হয়েছিল। তারুণ্যের ঝড়ে চুরমার হয়ে গেছে সামরিক জান্তাদের লৌহকপাট; নিস্তেজ হয়েছে পাকিদের দম্ভ ও শক্তি। আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। আঁচলে অশ্রু মুছে মায়ের মুখে ফুটেছে হাসি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে বিশ্বের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ঘটনা। আজ স্বাধীনতার চেতনা তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে বহু তরুণ প্রজন্মের মাঝে। তারুণ্য আজ অসীম শক্তি ও সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ। তারুণ্যের শুভশক্তির প্রভাব পড়েছে দেশব্যাপী। স্বাধীনতার জন্য বাঙালির দামাল ছেলেরা যে আত্মত্যাগ করেছে, তা বর্তমান প্রজন্মের জন্য অসাধারণ দৃষ্টান্ত। তরুণ প্রজন্ম আজ বাংলার স্বাধীনতা রক্ষায় ভূমিকা রাখছে। স্বাধীনতার চেতনা ধারণ ও স্বাধীনতা রক্ষায় তরুণ প্রজন্ম যেভাবে ভূমিকা রাখছে তা হলো–

❖ দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় তরুণ প্রজন্ম ও শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারীরিক শক্তি ক্রমসঞ্চারিত হচ্ছে।

❖ শরীরচর্চা, শারীরিক শিক্ষা ও আত্মরক্ষার উপায় রপ্ত এবং বিএনসিসি, স্কাউট, রেডক্রিসেন্ট ইত্যাদি কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ও স্বল্পমেয়াদি সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত হচ্ছে।

❖ বর্তমান প্রজন্ম বাংলার স্বাধীনতা রক্ষায় নানাবিধ রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান পালন করছে। এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণ-তরুণীরা দেশের ইতিহাস, চেতনা এবং জাতীয় দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে সমর্থ হচ্ছে।

❖ সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম স্বাধীন বাংলাদেশকে মনোরম ও শিক্ষণীয় পরিবেশ দান করেছে।

❖ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংকট দূরীকরণে তরুণেরা নানা পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ করছে। শিক্ষার্থীরা কর্মক্ষেত্রে ক্রমেই এগিয়ে আসছে। এতে মানুষ দেশীয় পণ্য ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে।

❖ তরুণ সমাজ বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজের নানা অসঙ্গতি ও অসৎ কাজ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করছে। যুবসমাজ জনগণকে সচেতন করার মধ্য দিয়ে অনৈতিক কার্যকলাপ দূর করছে এবং বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করছে।

❖ তরুণ প্রজন্ম তাদের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা ধারণ করে স্বদেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করছে, যা বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করবে। সরকারের সাথে তরুণ প্রজন্মের বাস্তবভিত্তিক কর্ম সম্পাদনের কারণে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে বলে বিজ্ঞজনদের দৃঢ় বিশ্বাস।

❖ তরুণ প্রজন্ম শিক্ষার অগ্রগতি অব্যাহত রাখার ফলে আত্মকর্মসংস্থানে সক্ষম হচ্ছে এবং দারিদ্র্য ক্রমশ দূর হচ্ছে। এতে দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের মহাসড়কে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

উপসংহার: তরুণ প্রজন্মের দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বাংলাদেশকে টিকিয়ে রাখতে অত্যন্ত প্রয়োজন। আমাদের জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা যেমন তাৎপর্য বহন করে, তেমনি এ স্বাধীনতাকে রক্ষা করতেও তরুণ সমাজকে সচেষ্ট থাকতে হবে। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে প্রিয় মাতৃভূমিকে রক্ষা এবং স্বাধীনতা অর্জনে আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। সব রকম বিভেদ-বিচ্ছেদ, হানাহানি ও সংঘর্ষ উপেক্ষা করে অনৈতিক কার্য থেকে বিরত থেকে দেশ গড়ার কাজে ছাত্র-ছাত্রী ও যুব সমাজকে ব্রতী হতে হবে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে যুবশক্তি অপরিহার্য। সুজলা-সুফলা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের প্রিয় বাংলাদেশকে উন্নয়নের মহাসড়কে ধাবমান রাখতে তরুণ সমাজকে সরকারের উন্নয়ন-সহযোদ্ধা হতে হবে। তাহলেই রক্ষিত হবে আমার সোনার বাংলার স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তি। আমাদের যুবসমাজের কণ্ঠে ও তারুণ্যের স্বরযন্ত্রে আজীবন উচ্চারিত হোক-

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।"

[দ্রষ্টব্য: স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় লেখাটি প্রথম স্থান লাভ করে।]

বঙ্গবন্ধু এবং আমাদের বিজয়

কল্পনা আক্তার স্মৃতি

শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ১৪০২ (বিজ্ঞান)

ভূমিকা: শেখ মুজিবুর রহমান বা মুজিব ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যিনি বাঙালির অধিকার রক্ষায় ব্রিটিশ ভারত থেকে ভারত বিভাজন আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কেন্দ্রীয়ভাবে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্বায়ত্বশাসন অর্জনের প্রয়াস এবং পরবর্তীকালে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের পেছনের কেন্দ্রিয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে মুজিবকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে কৃতিত্ব দেওয়া হয় এবং পাশাপাশি বাঙালি জাতির আধুনিক স্থপতি হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। এসকল কারণে, তাকে বাংলাদেশের জাতির জনক বা "জাতির পিতা" হিসেবে গণ্য করা হয়। জনসাধারণের কাছে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং শেখ সাহেব নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে বিবিসি কর্তৃক পরিচালিত জনমত জরিপে শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে নির্বাচিত হন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের জন্ম: জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ (৩রা চৈত্র, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ) রাত ৮ টায় তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অর্ন্তভুক্ত ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পাটগাতি ইউনিয়নের বাইগার নদীতীরবর্তী টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শেখ মুজিবুর রহমান শেখ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। শেখ বোরহান উদ্দিন এই বংশের গোড়াপত্তন করেন। শেখ মুজিবুরের বাবা শেখ লুৎফর রহমান, যিনি গোপালগঞ্জ দায়রা আদালতের সেরেস্তাদার (যিনি আদালতের হিসাব সংরক্ষণ করেন) ছিলেন এবং মায়ের নাম সায়েরা খাতুন। চার কন্যা ও দুই পুত্রের

মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। শেখ মুজিবুর রহমান নামকরণটি করেন তার নানা শেখ আবদুল মজিদ। শেখ মুজিবুরের ছোটোবেলার ডাকনাম ছিল "খোকা"। ছোটোবেলা থেকেই তিনি মানুষের প্রতি সহমর্মী স্বভাবের ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা: ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিব গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন যখন তার বয়স সাত বছর। নয় বছর বয়সে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে গোপালগঞ্জ পাবলিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। পিতার বদলিসূত্রে ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি চতুর্থ শ্রেণিতে মাদারিপুর ইসলামিয়া বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখানে ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বেরিবেরি নামক জটিল রোগে আক্রান্ত হন এবং তার হৃদপিণ্ড দূর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে তার চোখে গ্লুকোমা ধরা পড়ে। ফল শ্রুতিতে তার চোখে অস্ত্রপাচার করাতে হয় এবং এই থেকে সম্পূর্ণরুপে আরোগ্য লাভ করতে বেশ সময় লেগেছিলো। এ কারণে তিনি ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চার বছর বিদ্যালয়ে পাঠ চালিয়ে যেতে পারেননি। তিনি ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সুস্থ হবার পর গোপালগঞ্জে মাথুরানাথ ইনস্টিটিউট মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এ সময়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী এবং বহু বছর জেল খাটা কাজী আবদুল হামিদ (হামিদ মাস্টার) নামে একজন ব্যক্তি শেখ মুজিবুর রহমানের গৃহশিক্ষক ছিলেন। পরবর্তীকালে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে তিনি ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। তিনি ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমান নাম মাওলানা আজাদ কলেজ) থেকে আই. এ এবং ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

বাংলা ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু: বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনে অংশ নেয়ার মাধ্যমে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক তৎপরতার সূচনা ঘটে। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ২৩ শে ফেব্রুয়ারি করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে উর্দু বা ইংরেজিতে বক্তব্য দেয়ার প্রস্তাব নাকচ করেন পূর্ব পাকিস্তানের কংগ্রেসের সদস্য ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত। তিনি বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা করার দাবি তুলে ধরেন। ওই সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ও পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন বাংলা ভাষার বিরোধিতা করলে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়।

এ ছাড়াও ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ২১শে মার্চ মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে বলে ঘোষণা করেন। এতে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। প্রতিবাদী শেখ মুজিব অবিলম্বে মুসলিম লিগের এই পূর্ব পরিকল্পিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৫ই মার্চ মুজিবের নেতৃত্বে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলা হয়। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২শে জানুয়ারি খাজা নাজিম উদ্দিন ঘোষণা করেন " উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে" এ ঘোষণার পর জেলে থাকা সত্ত্বেও জেল থেকে নির্দেশনা দেওয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে পরোক্ষভাবে পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আয়োজনে তিনি ভূমিকা রাখেন। এর পরই ২১শে ফেব্রুয়ারিকে রাষ্ট্রভাষার দাবি আদায়ের দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা: ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ২৩শে জুন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং মাওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী মুসলিম লিগ গঠন করলে শেখ মুজিব মুসলিম লীগ ছেড়ে দিয়ে এই নতুন দলে যোগ দেন। তাকে দলের পূর্ব পাকিস্তান অংশের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। তিনি ২৬শে জুন জেল থেকে ছাড়া পান। মুক্তি ছাড়া পাবার পরপরই চলমান খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দেন।

যুক্তফ্রন্ট সরকার: ১৯৫৩ সালের ১৪ই নভেম্বর পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহনের জন্য বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টি তে বিপুল ব্যবধানে বিজয় অর্জন করে, যার মধ্যে ১৪৩টি আসনই আওয়ামী লীগ লাভ করে ছিল। শেখ মুজিব গোপালগঞ্জ আসনে ১৩,০০০ ভোটের ব্যবধানে বিজয় লাভ করেন।

বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা আন্দোলন: বৈষম্য নিরসনে শেখ মুজিব ছয়টি দাবি উত্থাপন করেন, যা ছয় দফা দাবি হিসেবে পরিচিতি। বাঙালির বহু আকাঙ্ক্ষিত এই দাবি পরবর্তীকালে বাঙালির "প্রাণের দাবি" ও "বাঁচা মরার দাবি" হিসেবে পরিচিতি পায়। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেই শেখ মুজিব তার ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন, যা ছিল কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের পরিপূর্ণ রূপরেখা।

ছয় দফার দাবিগুলো নিম্নরূপ-

১. যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার হবে। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান।

২. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কেবল মাত্র দুইটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে:- দেশ রক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা থাকবে যা নিরঙ্কুশ।

৩. সমগ্র দেশের জন্যে দুইটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়য়োগ্য মুদ্রা, না হয় বিশেষ শর্তসাপেক্ষে একই ধরণের মুদ্রা প্রচলন।

৪. ফেডারেশনের অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। তবে, প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গরাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে।

৫. অঙ্গরাষ্ট্রগুলো নিজেদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার মালিক হবে, এর নির্ধারিত অংশ তারা কেন্দ্রকে দিবে।

৬. আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের ১লা মার্চে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনের পর তিনি ছয় দফার পক্ষে সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রচার কার্য পরিচালনা করেন ও প্রায় পুরো দেশেই ভ্রমণ করে জন-সমর্থন অর্জন করেন।

উনসত্তরের গনঅভ্যুত্থান: আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকার্য চলাকালীন ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের এগারো দফা দাবি পেশ করে, তন্মধ্যে শেখ মুজিবের ছয় দফার সবগুলোই অন্তর্ভুক্ত ছিল। উক্ত পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি গৃহীত হয়। আন্দোলনটি এক পর্যায়ে গণআন্দোলনে রূপ নেয়। পরবর্তীতে এই গণআন্দোলনেই "উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান" নামে পরিচিত পায়।

৭০-এর নির্বাচন (সাধারণ): ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর (জাতীয়) ও ১৭ই ডিসেম্বর (প্রাদেশিক) "এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে" নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসনে বিজয়ী হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ২টি আসন ছাড়া বাকি

সবগুলোতেই জয়ী হওয়াতে জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাও অর্জন করে আওয়ামী লীগ।

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ: ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় বিপুল সংখ্যক লোক একত্রিত হয়। সাধারণ জনতা এবং সার্বিকভাবে সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমান তার ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি ঘোষনা দেন-

"... রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।..."

এর কয়েকঘন্টা পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার গণ মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের এই ভাষণ সরাসরি সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

সেনাবাহিনীর চাপ থাকা সত্ত্বেও ক্যামেরায় ভাষণের অডিও ও ভিডিও ধারণ করে রাখা হয়। ৮ই মার্চ জনতার চাপে ও পকিস্তান রেডিও'র কর্মকর্তাদের কর্মবিরতির কারণে পাকিস্তান সরকার বেতারে এই ভাষণ পুনঃপ্রচারে অনুমতি দিতে বাধ্য হয়।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা: পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক ও জনসাধারণের অসন্তোষ দমনে ২৫শে মার্চ অপারেশন সার্চ লাইট শুরু করেন। সামরিক বাহিনীর অভিযান শুরু হলে মুজিবুর রহমান ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন।

মূল ঘোষণার অনুবাদ নিম্নরূপ: "এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের মানুষকে আহ্বান জানাই, আপনারা যেখানেই থাকুন, আমাদের সর্বস্ব দিয়ে দখলদার সেনাবহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যান। বাংলাদেশের মাটি থেকে সর্বশেষ পাকিস্তানি সৈন্যটিকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের আগ পর্যন্ত আপনাদের যুদ্ধ অব্যহত থাকুক। জয় বাংলা"

মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী বড় রকমের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তান বাহিনীর ভিতরে সংঘটিত যুদ্ধটিই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে যুদ্ধে ভারতের সরাসরি অংশগ্রহণের পর, ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নিয়ে গড়া যৌথ দলের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং আওয়ামী নেতৃবৃন্দ ঢাকায় ফিরে সরকার গঠন করেন।

উপসংহার : ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ টুঙ্গিপাড়ায় যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কালের পরিক্রমায় তিনিই হয়ে ওঠেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা। তিনি আর কেউ নন তিনি হলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও নেতৃত্বেই আমরা পেয়েছি আজকের এই স্বাধীন বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে তিনি কারাবন্দি ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে।

যে কোনো মুহূর্তেই তাকে মেরে ফেলা হবে এমন আশঙ্কা ছিল পুরো জাতির; তবু তিনি পরোয়া করেননি। তার প্রেরণা, তার নির্দেশনা মেনে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী লড়াই শেষে শেষে হাসি হেসেছিল বীর বাঙালি। বাংলাদেশ পেয়েছে স্বাধীনতা।

শেষ করছি আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বিখ্যাত উক্তি দিয়ে- "আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণ কর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দরিদ্র লাঞ্ছিত কুটির এর মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকবো, সভ্যতার দৈববানী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শুনাবে, এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই"

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি একদম মিলে গেল বাংলার মাটি থেকে পাকিস্তানিদের দেশ ত্যাগের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের লেখনি ভাষায়- পূর্ব দিগন্তের সেই মহান পুরুষ আর কেউ নয়- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

সহজ-সরল জীবনের শিক্ষা দেয় ইসলাম

শিব্বীর আহমেদ সায়াদ

শ্রেণি: দ্বাদশ; রোল: ৪২৮২১ (ব্যবসায় শাখা)

সরলতাকে ইমানের অংশ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন রাসুলুল্লাহ (সা.)। তিনি তাঁর অনুসারীদের সহজ-সরল জীবন-যাপনের শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে মহানবি (সা.) ইরশাদ করেন, "নিঃসন্দেহে সরলতা ইমানের অংশ।" ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী আদি পিতা হযরত আদম (আ.) ও আদি মাতা হযরত হাওয়া (আ.) থেকে সব মানুষের সৃষ্টি। যে কারণে এক মানুষের সঙ্গে অপর মানুষের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককে ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলাম মনে করে প্রতিটি মানুষেরই উচিত অপর মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া; এমনকি যারা খাদেম তাদের সঙ্গেও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা। রাসুলুল্লাহ (স.) নিজেও তার খাদেমদের সঙ্গে দরদি আচরণ করতেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্নিত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজের খাদেমকে সঙ্গে নিয়ে আহার করে, গাধার পিঠে আরোহণ করে বাজারে যায় এবং বাঁধে ও তার দুধ দোহন করে সে অহংকারী নয়।

ইসলাম প্রতিটি মানুষকে স্বাবলম্বী হওয়ার তাগিদ দিয়েছে। নিজের কাজ নিজে করা যে উত্তম এ শিক্ষা দিয়েছেন রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং তার সাহাবিরা। এমনকি রাসুলুল্লাহ (স.) এর প্রিয় জামাতা এবং ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) নিজের সাংসারিক কাজের এক বড় অংশ নিজে করতেন। হযরত সালেহ (রা.) এর দাদি থেকে বর্ণিত "আমি দেখলাম হযরত আলী (রা.) এক দিরহামের বিনিময়ে কিছু খেজুর কিনলেন এবং তা চাদরে পেঁচিয়ে নিজেই বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন।" হযরত সালেহ (রা.) এর দাদি তাকে বললেন অথবা অন্য কেউ তাকে বলল, "হে আমিরুল মু'মিনীন! বোঝাটি আমাকে বহন করতে দিন।" তিনি বলেন, "না, সন্তানের পিতাই বোঝা বহনের অধিক উপযুক্ত (আদাবুল মুফরাদ)।" নিজের কাজ নিজে করার মধ্যে কোনো গ্লানি নেই। বরং প্রতিটি মানুষের উচিত সকল ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হওয়ার দৃষ্টান্ত রাখা। রাসুলুল্লাহ (স.) শত ব্যস্ততার মধ্যেও সাংসারিক বিভিন্ন কাজে পরিবারের সদস্যদের সহায়তা করতেন। তিনি নিজে ব্যবসা করতেন। সামাজিক কাজেও কায়িক শ্রম দিয়েছেন। মহিল তাবিঈ আমরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, "রাসুলুল্লাহ (সা.) তার বাড়িতে কী কী কাজ করতেন?" তিনি বললেন, ' রাসুলুল্লাহ (সা.)ও একজন মানুষ ছিলেন। তিনি তাঁর কাপড়ে আটকে যাওয়া চোরকাঁটা বাছতেন এবং বকরির দুধ দোহন করতেন (আদাবুল মুফরাদ)।

আমাদের বন্ধু শেখ রাসেল

স্বপ্না আক্তার

শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৪৩৬৬২ (ব্যবসায় শাখা)

আজ তোমাদের একটি গল্প শুনাবো, তোমাদের মতো এক ছোট্ট বন্ধুর গল্প।

তখন তার বয়স মাত্র ১০ বছর। ধরতে গেলে দেখা হয়নি পৃথিবীর তেমন কিছুই, কেবল নিজের চারপাশ, একটা মুক্ত আকাশ, মাথার ওপর উড়ে যাওয়া কয়েকটি হলুদ পাখি ছাড়া। তোমাদের মতো তারও ছিল এক দুরন্ত শৈশব; হাসত, খেলত, গল্প করত। বাবা তার দেশের কাজে ভীষণ ব্যস্ত; মিটিং, মিছিল কখনো আবার বন্ধ জেলখানা। তাই বাবাকেও কাছে পেত তেমন বেশি না। তোমরা বাবার সাথে কত মজা কর, তাইনা ? সেও অবশ্য করত, তবে তোমাদের মতো সারাক্ষণ বাবাকে এত কাছে পেত না। এ জন্য সে কী করতো জানো ? মাঝে মাঝে মাকেই বাবা বলে ডাকত ! বাবাকে কাছে না পেলে কী আর করার আছে বলো ?

ভাবছ কার গল্প বলছি ? বলছিলাম শেখ রাসেলের কথা, আমাদের শেখ রাসেল, বঙ্গবন্ধুর ছোটো ছেলে শেখ রাসেল। চিনেছ নিশ্চই, রাসেলকে কে না চিনে বলো ? রাসেল এত দিন বেঁচে থাকলে হয়ে উঠত ৫৮ বছরের এক পরিপক্ক মানুষ। অবশ্য বয়সের যাত্রায় তেমনটা পেরে উঠতে পারেনি রাসেল, ঘাতকের বুলেট স্তব্ধ করে ছিয়েছে তার দুরন্ত পথচলা, মুখফোটা হাসি, সে কথা অজানা নয় তোমাদের কারো। তাও প্রায় ৪৬ বছর হলো, সেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। কত দীর্ঘ সময়, কেমন দ্রুতই চলে যায়, আবার কেমন যেন আটকে থাকে ঠিক সেই একই জায়গায়। সেই জন্যই হয়তো আজ আবার ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ নয়, ২০২১। ৪৬ বছরের পার্থক্যই শুধু। এই ৪৬ বছরে অবশ্য পাল্টে গেছে পৃথিবীর অনেক কিছুই, মুছে গেছে রাসেলের গা থেকে চুইয়ে পড়া তাজা রক্তের দাগ। তবুও কেন যেন মনে হয় রাসেল আজও আছে, এইতো বাতাসে ভাসছে তার অকৃত্রিম হাসি। এইতো সে তার মাকে বাবা বাবা বলে ডাকছে। খুব মন খারাপ লাগছে। তাই না ? লাগবেইতো, এত সুন্দর ফুটফুটে একটা ছেলেকে যার বয়স নাকি মাত্র ১০ বছর, তাকে মানুষ কীভাবে খুন করতে পারে ? খুনিরা মনে হয় জানোয়ারই হয়, মানুষ থাকলে তো এটা কখনোই সম্ভব নয়। রাসেল বুঝত না রাজনীতির কিছুই, কিন্তু তাকেই কিনা হতে হলো রাজনীতির বলি। এতটুকু রাসেলের কী দোষ ছিল ?

রাসেলের আরো কিছু গল্প শুনাই তোমাদের। রাসেল ছিল বঙ্গবন্ধুর সর্বকনিষ্ঠ ছেলে, তাই পরিবারে আদর একটু বেশিই ছিল, তোমাদের যেমন বাড়ির সবাই আদর করে। তার বাবা তাকে ভালোবাসতেন খুব। বাসায় ফিরে ঘরে ঢুকে বাবা প্রথমেই খুঁজতেন রাসেলকে। রাসেল, রাসেল, বলে ভরাট কন্ঠে ডাক দিতেন তার নাম ধরে। রাসেলও বঙ্গবন্ধুকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। বাবাকে কাছে পাওয়ার জন্য, বাবার কোলে চড়ার জন্য অপেক্ষায় থাকতেন সবসময়। বাবার চশমাটা দারুণ লাগত তার, তাই সেটা বাবার চোখ থেকে খুলে নিজের চোখে লাগিয়ে নিয়ে বেশ মজা করতেন। এমন একটা চঞ্চল, নিষ্পাপ ছেলেকেও ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালোরাতে ঘাতকের দল মেরে ফেললো। শেখ রাসেল তার সোনালি শৈশব পেরুতে পারেনি আজও। তবে মরেছে কী ? না মরেনি, তোমাদের মাঝেই রাসেল বেঁচে থাকবে চিরদিন, সেই ছোট্ট রাসেল হয়ে, তোমাদের বন্ধু হয়ে।

শেখ রাসেল

ফারিয়া রহমান

শ্রেণি: দ্বাদশ; রোল: ৪৩৬১৭ (ব্যবসায় শাখা)

শেখ রাসেল বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। তিনি ১৮ই অক্টোবর ১৯৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে তিনিই ছিলেন কনিষ্ঠ। ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি সেই শিশু বয়সেই বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং তিনি বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকার আঞ্চলিক ভাষা ও উর্দু মিশিয়ে খুব মজা করে কথা বলতেন, যা শুনে তার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খুবই মজা পেতেন। রাসেলকে বার্ট্রান্ড রাসেলের নামে নামকরণ করেন বঙ্গবন্ধু। তিনি বাড়ির ছোটো, তার সাথে খেলার কেউ না থাকায় তার মা তাকে তিন চাকার একটি সাইকেল কিনে দেন। যা সারা বাড়িতে চালিয়ে বেরাতেন তিনি।

সে অল্প বয়সেই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। যেকোন গল্প শুনেই তা মুখস্থ হয়ে যেত। তার মধ্যে সেই অল্প বয়সেই ধারণ করতেন নীতিবোধ। তার একটি পোষা কুকুর ছিল। যার নাম রেখেছিলেন টমি। তিনি সবসময় তার পোষা কুকুর টমিকে নিয়ে খেলা করতেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শেখ রাসেলকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। ঘাতকেরা সেই ছোট্ট রাসেলকেও রেহাই দেয়নি। শিশু রাসেল বেঁচে থাকবেন, আমাদেরই মধ্যে চিরদিন সেই ছোট্ট রাসেল হয়ে।

বাবা-মা

নাফিস আলমাস জিদান

শ্রেণি: দ্বাদশ; রোল: ৪৪৯৪৪ (ব্যবসায় শাখা)

বেশিরভাগ মানুষ তার জীবদ্দশায় নিজের বাবা-মাকে বৃদ্ধ অবস্থায় দেখতে পায়। আমরা প্রায় সবাই বলি নিজের পায়ে দাঁড়ালেই বাবা-মায়ের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা করব এবং তাদের মন যা চায় তাই করব। কিন্তু যখন আমাদের সেই সময় আসে, আমরা অনেকেই সেই জায়গা থেকে সরে আসতে চাই, বলি তারা বৃদ্ধ শারীরিকভাবে দুর্বল অর্থাৎ তাদের আনন্দ বিনোদনের প্রয়োজন নেই, তাদের বাদ দিলেই যেন আমাদের আনন্দ। আর মনে করি আমাদের নিজেদের কাজের ফাঁকে বিনোদনের খুব প্রয়োজন কিন্তু বেমালুম ভুলে যাই আমাদের শৈশবে আমাদের আনন্দ দান ও প্রতিষ্ঠিত করতে, তাদের নিজেদের আনন্দ ত্যাগের কথা।

আসলে সৃষ্টিকর্তা বাবা-মাকে এমন একটা সত্তা হিসেবে বানিয়েছেন যেখানে দেখা যায় আমাদের অর্জনেই থাকে তাদের অর্জন আর আমাদের আনন্দে থাকে তাদের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। তারা হয়তো সন্তানের সত্তাকেই নিজেদের করে নেয়। কারো সাথে মতের অমিল হলে বা মনোমালিন্য হলে দেখা যায় তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়ে, আবার কারো প্রতি অন্যায় করা হলে বা কারোর দ্বারা অন্যায়ের শিকার হলে এর জন্য সালিশ দরবার করা হয়। কিন্তু বাবা মায়ের ব্যাপারটা পুরোটাই ভিন্ন, কারণ কেউ তার নিজ বাবা মায়ের সঙ্গে অন্যায় করলে, তাদের সাথে খারাপ আচরণ করলে এর কোনো বিচার হয় না কারন বাবা-মা ক্ষমা করে দেন।

একটু গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায়, পৃথিবীর সবচেয়ে অসহায়ত্বের জায়গাটাতেই পিতা-মাতার অবস্থান। আর এজন্যই হয়তো সৃষ্টিকর্তা কুরআনে বাবা-মায়ের প্রতি ইহসান করাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তাদের বৃদ্ধ অবস্থাকে কুরআনে উল্লেখ করেছেন... তিনি তো প্রত্যেকটা সম্পর্কের সৃষ্টিকর্তা, তিনি জানেন বাবা মায়ের ভালোবাসার দুর্বলতাকে এবং বৃদ্ধ অবস্থাকে অনেকেই সুযোগ হিসেবে নিবে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা

বলেন, তোমার প্রতিপালক হুকুম জারি করেছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না। আর পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। তাদের একজন বা উভয় যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে বিরক্তিসূচক/উহ্ শব্দটিও বলো না এবং তাদের ধমক দিও না এবং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল... (সূরা বনী ইসরাঈল- আয়াত ২৩) কিন্তু এখন কুরআনের এই শিক্ষাটির প্রয়োগ নাই। এখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় উল্টো বাবা-মা সন্তানের সঙ্গে উহ্ শব্দটি করেন না।

আবার আজকাল ছেলেমেয়ের মাঝে একটা প্রবণতা খুবই লক্ষণীয় তারা অনেক সময় তাদের বন্ধুবান্ধবের দেখাদেখি এমন কিছু কিনতে চায় বা বিনোদনের আয়োজন করে যার ব্যয়ভার হয়তো সেই বাবা মায়ের জন্য কষ্টকর। তবুও ছেলে মেয়েরা এর জন্য তার বাবা মাকে সর্বোচ্চ চাপ সৃষ্টি করে কারণ তারা মনে করে এটা না হলে বন্ধুবান্ধব তার সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করবে, কিন্তু তারা একবারও ভাবে না, তাদের বাবা মায়ের প্রতি এ আচরণে, তাদের রব তাদের প্রতি কী ধারণা পোষণ করবে। কারণ, পিতা মাতার নেওয়া কষ্টের দীর্ঘশ্বাসটুকু আল্লাহর আরশ পর্যন্ত চলে যায়।

অনেকের মুখে শোনা যায়, মেয়ে হয়ে জন্মগ্রহণের কারণে, পিতা মাতার জন্য কিছু করা যায় না; কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্বামীর বাড়ির লোক তা পছন্দ করে না। কিন্তু যেই স্বামী তার স্ত্রীকে তার বাবা মায়ের সেবা সহযোগিতায় বাঁধা দেয় বা গুরুত্বপূর্ণ মনে না করেন, আমার খুব দৃঢ় বিশ্বাস সেই ছেলেটিরও তার নিজ বাবা-মায়ের প্রতি একই ভূমিকা পালন করে। তাই দেখা যায়, সন্তান ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন বাবা-মায়ের অনিরাপদ বৃদ্ধকাল এখন বাড়ছে, বাড়ছে বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা। যদিও বাবামায়ের ঋণ কখনোই পুরোপুরি কোন সন্তানের পক্ষে শোধ করা সম্ভব নয়, তবুও আমাদের চেষ্টা থাকবে অব্যাহত। যেমন একজন সুসন্তান বাবা-মায়ের মৃত্যুর পরও সাদকায়ে জারিয়া এর উৎস হতে পারে।

অন্তত আমাদের কোনো কাজের জন্য আমাদের পিতামাতার যেন জবাবদিহি করতে না হয়। পিতামাতার শক্তিশালী হাত শৈশবে আমাদের শক্তিহীন হাত ধরেছিল, আজ যখন আমাদের সময় এসেছে, আমরা যেন তাদের বৃদ্ধকালীন দুর্বল হাতটি ধরতে পারি ইনশা আল্লাহ। আমি এ লেখায় সামাজের সব মানুষের চিত্রপট তুলে ধরিনি। অবশ্যই এরকম অনেকেই আছেন যারা তাদের দায়িত্বে খুব তৎপর, সৎ এবং নিষ্ঠাবান।

শুধু চেয়েছি বেঁচে থাকতে

নামঃ সাজিদ মাহমুদ

রোলঃ ৪৪৯১০; শ্রেণিঃ দ্বাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)

যুগ যুগ ধরে আমি বয়ে চলছি। আফ্রিকা মহাদেশের মাঝ দিয়ে আমি যাতায়াত করি। আমি নীল নদ। ষষ্ঠ শতাব্দীতে মানবজাতি আমাকে অভিশাপ হিসেবে দেখেছে। বর্ষার সময় আমার জল তীরের ঘর-বাড়ি ক্ষেত ধ্বংস করে দিত। আমার মনে আছে, একদিন এক বয়স্ক লোক আমার তীরে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। কাঁদতে কাঁদতে সে আমাকে অনুরোধ করে যেন আমি ক্রোধ কমিয়ে আনি ও বন্যা থামিয়ে দেই। তখন আমার বেশ খারাপ লাগে। আমি তো মানুষকে কষ্ট দিতে চাইনি। এ যে প্রকৃতির নিয়ম, তাতে আমার কোনো হাত নেই।

কয়েক শতাব্দী পর মানুষ জ্ঞান অর্জন করতে শেখে, তারা শেখে কীভাবে আমার জলের সুব্যবহার করতে হয়। আমি মানব সভ্যতার জন্য আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়াই। মানুষরা আমার মাধ্যমে চলাচল করত, আমার পানি তাদের ফসলে ব্যবহার করত। তারা আমার ভয়ানক বন্যাও আশীর্বাদ হিসেবে দেখা শুরু করল, কারণ আমি ডাঙায় উর্বর মাটি এনে দিতাম।

ধীরে ধীরে আমার তীরে সভ্যতা গড়ে ওঠল। আরও কয়েক শতাব্দী পর কাদামাটির ঘর ইট ও কংক্রিটের ভবনে পরিণত হলো। মানুষরা নানা উপাদান দিয়ে বিশ্ব বিখ্যাত পিরামিড তৈরি করল। এখন ২০২২ সাল। নিজেকে খুবই তুচ্ছ মনে হয়। প্রযুক্তির উন্নতি হওয়ায় আমার গুরুত্ব কমে গেছে। অতীতে আমি মানব সভ্যতাকে অনেক কিছু দিয়েছি; তার বদলে আমি কিছুই চাইনি। শুধু চেয়েছি বেঁচে থাকতে, কিন্তু দূষণের কারণে আমার জল শুকিয়ে যাচ্ছে। কবে যে অদৃশ্য হয়ে যাব, তার ঠিক নেই!

জীবন থেকে নেয়া

আফিয়া আয়েশা খান

শ্রেণিঃ দ্বাদশ, রোলঃ ১৭২৭ (বিজ্ঞান বিভাগ)

গতকাল কখনো ফিরে আসবেনা। আগামীকাল জীবনেও আসে না। যেটা আমাদের সাথে সবসময় থাকে তা হলো আজ। আমাদের জীবনে গতকাল আগামীকাল এগুলো শব্দমাত্র। কেউ কি কারো জীবনে গতকালকে পেয়েছে? নাকি কেউ কোনোদিন আগামীকালে যেতে পেরেছে? উত্তরটা 'না'। কারণ মানুষ সর্বদা 'আজ'-কেই পেয়েছে। এই 'আজ'-ই যা সময়ের সাথে সাথে গতকাল হয়ে যায় এবং আগামীকাল হয়ে আসে। তাই গতকালের কথা ও আগামীকালের কথা ভেবে আজটাকে নষ্ট না করে এটি কে উদ্‌যাপন করুন। এতে আপনি এবং আপনার আশেপাশের সবাই ভালো থাকবে। কারণ অতীত আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে দেয় না। আর ভবিষ্যৎ-এর চিন্তা আমাদের বর্তমানকে উদ্‌যাপন করতে দেয় না। কিন্তু বর্তমানটাকে সুন্দর করতে পারলে ও যোগ্যভাবে তৈরি করতে পারলে বর্তমানের সাথে ভবিষ্যত ও সুন্দর হয়ে যায়। এই কথাগুলো আমরা সবাই জানি, তবুও নিজেদের জীবনে মেনে চলতে পারিনা। এটাই আমাদের একমাত্র সমস্যা। যদি এটাকে সুন্দরমতো মেনে চলতে পারি তাহলে জীবনটা সুন্দর হয়ে যাবে এবং আমরা জীবন-যুদ্ধে জয়ী হতে পরবো।

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা

রাহনুমা রাফিকা

রোল : ১৫৩২; শ্রেণি : দ্বাদশ (বিজ্ঞান)

উৎপত্তিঃ বিজ্ঞান' শব্দটির অর্থ বাংলা ভাষায় 'বিশেষ জ্ঞান'। ল্যাটিন শব্দ Scientia থেকে ইংরেজি Science শব্দটি এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। ছোটবেলা থেকেই জেনে আসছি আমাদের এই পৃথিবী বিজ্ঞানের হাত ধরে হাটি হাটি পা করে এগিয়ে যাচ্ছে অনেক দুরে; না! না! না! কক্ষপথে এগিয়ে যাবার কথা বলছিনা কিন্তু! বোঝাতে চাচ্ছি, বিজ্ঞানের ছোঁয়ায় পৃথিবী ও তার মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি হচ্ছে। ঘুমভাঙা সকাল থেকে শুরু করে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তেই বিজ্ঞান এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মিশে আছে আমাদের সাথে। ভৌত বিশ্বের যা কিছু পর্যবেক্ষণযোগ্য, পরীক্ষণযোগ্য ও যাচাইযোগ্য তার সুশৃঙ্খল নিয়মতান্ত্রিক গবেষণালব্ধ জ্ঞানভাণ্ডারের নাম বিজ্ঞান। ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে কোন বিষয়ে প্রাপ্ত ব্যাপক ও বিশেষ জ্ঞানের সাথে জড়িত ব্যক্তি বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানবিদ কিংবা বৈজ্ঞানিক নামে পরিচিত হয়ে থাকেন।

বিজ্ঞানের ধারণাঃ বিজ্ঞান ব্যাপক অর্থে জ্ঞান অর্জনের জন্য ব্যবহৃত একটি

বিশেষ শব্দ, যা আধুনিক যুগের অনেক আগে থেকেই ঐতিহাসিক সভ্যতার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। বিজ্ঞান শব্দটি আগে জ্ঞান বুঝাতো, তবে সেটি বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন বোঝাত না। বিশেষ করে, এটি ছিল এক ধরনের জ্ঞান, যা মানুষের সাথে মানুষের অর্থাৎ একে অপরের সাথে যোগাযোগে ব্যবহৃত হতো। প্রাকৃতিক বিষয়গুলির জ্ঞান থেকেই জটিল বিমূর্ত ধারণাগুলির উন্নয়ন ঘটেছিল। জটিল ক্যালেন্ডার নির্মাণ কৌশল, বিষাক্ত উদ্ভিদকে খাবার উপযোগী করে তৈরি করার কৌশল এবং পিরামিডের মতো ভবনগুলি নিয়ে গবেষণা করার কাজে এ সমস্ত জ্ঞান আদিকালে ব্যবহৃত হতো।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্র: বিজ্ঞানের ক্ষেত্রগুলি সাধারণত দুইটি প্রধানভাগে ভাগ করা হয়: প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-যা প্রাকৃতিক ঘটনা এমনকি জীবতত্ত্ব আলোচনা করে থাকে এবং সামাজিক বিজ্ঞান-যা মানবিক ও সামাজিক আচরণ অধ্যয়ন করে থাকে। এই উভয় বিজ্ঞানই গবেষণামূলক বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আলোচ্য জ্ঞানটি দৃশ্যমান ঘটনা হয়ে থাকে এবং সেটি অন্যান্য গবেষকদের দ্বারা যাচাই করার জন্য সক্ষম হতে হয়। এছাড়াও, এর সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলি আন্তঃসম্পর্কিত প্রয়োগ বিজ্ঞান হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। যেমন: ইঞ্জিনিয়ারিং এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান। এই বিভাগগুলি ছাড়াও আরও বিশেষ বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্র রয়েছে যাদেরকে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক শাখার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। যদিও প্রায়ই তাদের নিজস্ব শ্রেণিভিত্তিক নামকরণ করা হয়ে থাকে। বিজ্ঞানের বিস্তৃত অর্থের বাইরেও 'বিজ্ঞান' শব্দটি কখনও কখনও বিশেষভাবে মৌলিক বিজ্ঞান তথা গনিত ও সাংগঠনিক বিজ্ঞান বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

গণিতকে একটি সাংগঠনিক বিজ্ঞান হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। এর সাথে গবেষণামূলক বিজ্ঞান তথা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান উভয়েরই সাদৃশ্য এমনকি বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। এটি পরীক্ষামূলক অনুষঙ্গের অনুরূপ; কারণ এটি জ্ঞানের একটি ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যমূলক, সতর্ক এবং নিয়মানুগ গবেষণার সাথে জড়িত। এক্ষেত্রে, অভিজ্ঞতানির্ভর পদ্ধতির পরিবর্তে জ্ঞান যাচাই পদ্ধতির ওপর জোড় দেওয়া হয়ে থাকে।

সাংগঠনিক বিজ্ঞান পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ- যা পরিসংখ্যান এবং যুক্তিবিদ্যাকে অর্ন্তভুক্ত করে। সাংগঠনিক বিজ্ঞান অনুমান তত্ত্বর সুত্র গঠনের জন্য অপরিহার্য। এছাড়াও, কোনও জিনিস কীভাবে কাজ করে এবং মানুষ কিভাবে চিন্তা করে উভয়েরই আবিষ্কার এবং বর্ণনার জন্য সাংগঠনিক বিজ্ঞান অপরিহার্য।

প্রাক-আদিকালের বিজ্ঞান: সক্রেটিস পূর্ব দার্শনিকগণ দ্বারা 'প্রকৃতি' (প্রাচীন গ্রিক ফেসিস) এর ধারণার উদ্ভাবনের আগে, বিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহার করা হতো একটি প্রাকৃতিক পথে যেভাবে একটি উদ্ভিদ বৃদ্ধি পায় সেটা বোঝাতে অথবা একটি আদিবাসী সম্প্রদায় যেভাবে একজন নির্দিষ্ট ঈশ্বরকে পূজা করে তা বোঝাতে। 'বিজ্ঞান' প্রকৃতির জ্ঞান হিসেবে বিশিষ্ট ছিল এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য যা ছিল সত্য জিনিস। এই ধরনের বিশেষ জ্ঞান সাধনার নাম ছিল দর্শন। সে সময়ে গবেষকরা ছিলেন প্রধানত তত্ত্ববিদ, বিশেষ করে জ্যোতির্বিদ্যাতে তারা আগ্রহী ছিলেন। এর বিপরীতে প্রকৃতির জ্ঞানকে ব্যবহার করে প্রকৃতিকে অনুকরণ করার চেষ্টা, শাস্ত্রীয় বিজ্ঞানীদের দ্বারা নিম্নশ্রেণির কারিগরদের জন্য আরও উপযুক্ত স্বার্থ হিসেবে দেখা হতো। প্রথাগত এবং গবেষণামূলক বিজ্ঞানের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য প্রাক-সক্রেটিস দার্শনিক পার্মিনাইডস (প্রায় ছয় শতকের প্রথম দিকে বা পঞ্চম শতকের প্রথম দিকে) তৈরি করেছিলেন। পার্মিনাইডস একটি প্রথাগত পদ্ধতি বা ক্যালকুলাসকে নির্দেশ করেন, যা প্রাকৃতিক ভাষাগুলির তুলনায় প্রকৃতির নিখুঁত বর্ণনা করতে পারতো।

প্রথম দিকে দার্শন বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি বড় টানিং পয়েন্ট হলো সক্রেটিস কর্তৃক মনুষ্য প্রকৃতি, রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের প্রকৃতি এবং মানবজ্ঞানের সাথে মানবিক বিষয়গুলির গবেষণায় দর্শন প্রয়োগের বিষয়, যা বিতর্কিত হলেও কিন্তু সফল প্রচেষ্টা ছিল। মানবকেন্দ্রিক অধ্যয়ন ছিল পৌরাণিক এবং ঐতিহ্য ভিত্তিক। সক্রেটিস এর বাহিরে গিয়ে জ্ঞানদান করতে চেয়েছিলেন, তাই তাকে হত্যা করা হয়েছিল। অ্যারিস্টটল সক্রেটিসের চেয়ে কম বিতর্কিত পদ্ধতি তৈরি করেছিলেন। তিনি পূর্বের বিজ্ঞানীদের অনেক মীমাংসিত বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অ্যারিস্টটল বিজ্ঞান এবং কারিগরদের ব্যবহারিক জ্ঞানের মধ্যে তীক্ষ্ণ পার্থক্য বজায় রেখেছিলেন। জীবনধারা হিসাবে ব্যবহারিক চিন্তাভাবনা ভাল জীবনযাপনের জন্য উঁচুমানের এবং কারিগরদের জ্ঞান নিম্ন-শ্রেণির জন্য উপযুক্ত বলে তিনি মনে করতেন।

মধ্যযুগীয় বিজ্ঞান: প্রাক-প্রাচীন এবং প্রাথমিক মধ্যযুগে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির অনুসন্ধানে অ্যারিস্টটলিয় পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছিল। রোমান সাম্রাজ্য পতনের সময় এবং পর্যায়ক্রমিক রাজনৈতিক সংগ্রামের সময় কিছু প্রাচীন জ্ঞান হারিয়ে গিয়েছিল, অথবা কিছুটা অস্পষ্ট রাখা হয়েছিল। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে অনেক গ্রিক বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলি নেটোরিয়ান্স এবং মনোফিসিটস গোষ্ঠী দ্বারা সিরিয়াক অনুবাদগুলিতে সংরক্ষিত ছিল। উইসডম হাউস আব্বাসীয় যুগে ইরাকের বাগদাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি ইসলামিক গোল্ডেন এজের সময় একটি প্রধান জ্ঞান চর্চা কেন্দ্র বলে বিবেচিত হতো। সেখানে বাগদাদে আল-কিন্ডি এবং ইবনে সাহল এর মত মুসলিম পণ্ডিত এবং কায়রোতে ইবনে আল-হায়তাম নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমৃদ্ধ হয়েছিল। হালাকু খাঁ কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত ইবনে আল-হায়থাম যিনি পশ্চিমে আলহাজেন হিসেবে পরিচিত- তিনি পরীক্ষামূলক তথ্যের উপর জোর দিয়ে অ্যারিস্টটলিয় দৃষ্টিকোণকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ইউরোপীয়রা শুধু ল্যাটিন ভাষায় নয় বরং গ্রিক, আরবি এবং হিব্রু থেকে ল্যাটিন অনুবাদগুলি সংগ্রহ করতে শুরু করেছিল। ইউরোপে আল-হাজেনের 'বুক অফ অপকিস' এর ল্যাটিন অনুবাদ সরাসরি ইংল্যান্ডে রজার বেকনকে (এয়োদশ শতকে) প্রভাবিত করেছিল। যিনি আলহাজেনের দ্বারা প্রকশিত আরও পরীক্ষামুলক বিজ্ঞান সম্পর্কে যুক্তি দিয়েছিলেন। মধ্যযুগে ইউরোপে ক্যাথলিকবাদ ও অ্যারিস্টোলিজমের একটি সংশ্লেষণের উদ্ভব হয় যা পশ্চিমা ইউরোপে উদ্দীপ্ত ছিল। সে সময় ইউরোপ বিজ্ঞানের একটি নতুন ভৌগোলিক কেন্দ্র হয়ে ওঠেছিল।

রেনেসাঁ এবং আধুনিক বিজ্ঞান: মধ্যযুগীয় বিজ্ঞান সক্রেটিস প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের হেলেনিস্ট সভ্যতার মতামত বহন করে। আলহাজেন নিছক টলেমীর দৃষ্টি তত্ত্বকে ভুল প্রমান করেছিলেন। কিন্তু তিনি অ্যারিস্টটলের তত্ত্ববিদ্যা বজায় রেখেছিলেন। রজার বেকন, ভিটেল্লো এবং জন বেখাম প্রত্যেকে আলহাজেনের 'বুক অফ অপকিস' এর উপর একটি তত্ত্ববিদ্যা রচনা করেছিলেন। একটি সংবেদন চিহ্নের শৃঙ্খলে সেন্সেশন ধারণা অ্যারিস্টটলের ব্যক্তিগত ও সার্বজনীন ফর্মগুলির স্বীকৃতি দিয়েছিল। দৃষ্টিতত্ত্বের এই মডেল Perspectives হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠে, যা রেনেসাঁ শিল্পীদের দ্বারা ব্যবহৃত এবং অধ্যয়ন করা হয়েছিল। মার্ক স্মিথ দৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নির্দেশ করেছিল যা অ্যারিস্টটলের বর্ণিত চারটির মধ্যে তিনটি কারণকে যুক্তিসঙ্গত মনে করে।

আলহাজেন জানতেন যুক্তি দেন যে দৃষ্টি হলো উপলব্ধি সম্পর্কিত, যা কেপলার দ্বারা উল্টানো হয়েছিল কোপার্নিকাস, টলেমি, আলমাজেস্টের পৃথিবীকেন্দ্রিক মডেলের বিপরীতে সৌরজগতের একটি সূর্যকেন্দ্রিক মডেল তৈরি করেছিলেন। অষ্টম পোপ অরবান দ্বারা কোপার্নিকাসের ব্যবহার বিষয়ে

লিখতে আশীর্বাদ পষ্ট হয়েছিলেন।

নবজগারণের বিজ্ঞান: সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের মধ্যে আধুনিকতার প্রকল্প বেকন ও রেনে দেকার্তের দ্বারা উন্নত করা হয়েছিল যা দ্রুত বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়েছিল এবং একটি নতুন ধরনের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান গাণিতিক, পদ্ধতিগতভাবে পরীক্ষামূলক এবং ইচ্ছাকৃতভাবে উদ্ভাবনী এর সফল উন্নয়নের দিকে পরিচালিত হয়েছিল। নিউটন ও লিবনিজ একটি নতুন পদার্থবিজ্ঞান তৈরিতে সফল হয়েছিলেন যা এখন ক্লাসিক্যাল মেকানিঙ হিসাবে পরিচিত, যা পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চিত করা যায় এবং গণিত ব্যবহার করেও ব্যাখ্যা করা যায়। লিবনিস এরিস্টটলিয়ান পদার্থবিদ্যা থেকে পদটি নিয়েছিলেন। কিন্তু এখন এটি একটি নতুন অটেলিওজিকাল পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। বেকনের শৈলীতে তিনি ধারণা করেছিলেন যে, বিভিন্ন ধরনের জিনিস প্রকৃতির একই সাধারণ সূত্র অনুযায়ী কাজ করে যার প্রতিটি ধরনের কোনো বিশেষ আনুষ্ঠানিক বা চুড়ান্ত কারণ নেই। এই সময়ের মধ্যে "বিজ্ঞান" শব্দটি ধীরে ধীরে এক প্রকারের জ্ঞান বিশেষ করে প্রাকৃতিক জ্ঞানের প্রেক্ষাপট হিসাবে ব্যবহৃত হতে শুরু হয়েছিল। যা পুরাতন শব্দ "প্রাকৃতিক দর্শনের" অর্থের কাছাকাছি চলে আসছে।

উনিশ শতকের বিজ্ঞান: জন হার্শেল এবং উইলিয়াম হুইসেল উভয়ে মিলে প্রণালি বিজ্ঞানকে একটি সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন। যখন চার্লস ডারউইন 'দ্য অরিজিন অব স্পিসিজ' প্রকাশ করেছিলেন তখন তিনি বিবর্তনকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন প্রচলিত জৈবিক জটিলতার ব্যাখ্যা হিসেবে। তবে এটি কেবল শত বছর পরে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছিল। জন ডাল্টন পরমাণু ধারণাটির উন্নয়ন করেছিলেন। উনিবংশ শতাব্দীতে তাপবিদ্যুৎ এবং তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্বের আইনগুলিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উনিশ শতকের শেষ দশকে পরমাণুর বিভাজনকে পুনর্নির্মাণ করার ঘটনাটি আবিষ্কৃত হয়েছিল। রঞ্জন-রশ্মি আবিস্কার তেজস্ক্রিয়তা আবিস্কারকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। পরের বছর প্রথম উপপারমাণবিক কণা ইলেকট্রন আবিস্কৃত হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময়ের বিজ্ঞান: আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এর বিকাশের ফলে একটি নতুন পদার্থবিজ্ঞানের সাথে শাস্ত্রীয় বলবিজ্ঞানগুলির প্রতিস্থাপনের সৃষ্টি হয়। যার মাধ্যমে প্রকৃতির বিভিন্ন ধরনের ঘটনা বর্ণনা করা যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কৃত্রিম সারের উন্নয়ন এবং নিউক্লিয়াস এর গঠন আবিস্কার করা হয়েছে। যার ফলে "পরমাণবিক শক্তি" (নিউক্লিয় ক্ষমতা) মুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। উপরন্তু, এই শতাব্দীর অ্যান্টিবায়োটিকের আবিস্কার সহজসাধ্য করেছিল যার ফলে মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে যোগাযোগের উপগ্রহগুলির সাথে সংযুক্ত ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটগুলির বিস্তৃত ব্যবহার তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটি বিপ্লব বয়ে নিয়ে আসে, যার ফলে স্মার্টফোনসহ বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট এবং মোবাইল কম্পিউটিংয়ের উত্থান ঘটেছে।

একটি তত্ত্ব সাধারণত একটি প্রকল্পের চেয়ে অনেক বিস্তৃত সেটের আচরণকে বর্ণনা করে। সাধারণভাবে, একটি বৃহৎ সংখ্যার অনুমান একক তত্ত্ব দ্বারা একত্রে আবদ্ধ হতে পারে। অর্থাৎ একটি তত্ত্ব হলো এক ধরনের অনুমান যা আরও ব্যাপক সংখ্যক অনুমানের ব্যাখ্যা করতে পারে। অনুমান পরীক্ষা করার পাশাপাশি বিজ্ঞানীরা একটি মডেল তৈরি করতে পারে যার মাধ্যমে ভৌত বা গাণিতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে প্রপঞ্চকে বর্ণনা বা চিত্রিত করার প্রচেষ্টা করবে যাতে পর্যবেক্ষণযোগ্য ঘটনাগুলির উপর ভিত্তি করে তারা নতুন প্রকল্প তৈরি করতে পারবে। হাইপোথিসিস পরীক্ষা করার সময় বিজ্ঞানীদের একটি ফলাফলের জন্য অন্যের ওপর অগ্রাধিকার থাকতে পারে।

প্রবন্ধ

বর্তমানে বিজ্ঞান: বর্তমান বিশ্ব এবং এর প্রগতি নিয়ন্ত্রিত হয় বিজ্ঞানের মাধ্যমে। বিজ্ঞান আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় আমাদের জীবনযাত্রার মান আগের থেকে অনেক উন্নতি হচ্ছে। বর্তমান পৃথিবীটা যদিও বেশ অনেকটাই এগিয়ে গেছে। কারণ বিজ্ঞান কিন্তু কখনোই কোথাও আটকে বা বসে নেই। এখন যা সম্ভব হচ্ছে পরবর্তীতে এসব আরও সহজ প্রক্রিয়ায় মানুষের হাতের মুঠোয় চলে আসবে। বিজ্ঞানের সহয়তায় মানুষ আরও বেশি নিজের আয়ত্তে আনতে পারবে আগামীর পৃথিবীকে।

স্মৃতিকথা

স্মৃতিতে রবে চিরকাল

নূপুর আক্তার

রোল: ১৫১৬; শ্রেণি: দ্বাদশ (বিজ্ঞান)

তখন আমার বয়স হবে তিন কি চার। আস্তে আস্তে পরিবারের সবাইকে চিনতে শিখছি, আর কথা বলতেও। ছোটবেলার সেই সময়ে, একজন আমাকে নিয়ম করে কিছু ছড়া শোনাতো। আমিও তার সাথে সাথে ঠোঁট মিলানোর চেষ্টা করতাম। যখনই সে ছড়া শোনতো, আমি তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম। তাকে দেখা মাত্রই তার কোলে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে যেতাম। তার হাসি দেখে আমিও হাসতাম।

ছোটবেলার এত সব স্মৃতি এখন অ্যালবামে বন্দি। আমি যেই মানুষটির কথা বলছি, সে আর কেউ নয়, সে আমার নানু। ছোটবেলা থেকে সবার আদর আর ভালোবাসা নিয়ে বড় হয়েছি। নানুর সব নাতি-নাতনিদের মধ্যে আমি একটু ব্যতিক্রম ছিলাম। কারণটি ছিল একটু মজার। আমি আমার নানু ছাড়া আর কারো হাতে ঔষধ খেতাম না। আপাত দৃষ্টিতে এটি একটি বাজে স্বভাব হলেও ভালোবাসার বিষয়টি ছিল অন্য কোথাও। কেননা নানু আমার এই বাজে স্বভাবকেই যথেষ্ট প্রশ্রয় দিতেন।

২০১২ সালে আসি যখন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি, তখন আমার এই স্বভাবটির পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ আমি নিজে নিজে ঔষধ খেতে শিখে গিয়েছিলাম । একদির ভোর বেলায় নানু আমাদের বাড়িতে আসলেন। কথায় কথায় নানু হঠাৎ করে বলে উঠলেন, "নূপুর, তোমাকে ঔষধ খাওয়ানোর জন্য তাহলে আমাকে বারবার করে আর তোমাদের বাড়িতে আসতে হবে না, তাই না?" এই কথা শুনে আমার খুব মন খারাপ হয়েছে সেটা বুঝতে পেরে নানু আমার কানে কানে বললেন, "তোমার সাথে একটু রসিকতা করলাম নানু।"

নানুর কাছ থেকে পাওয়া অনুপেরণাগুলো আজও আমাকে শক্তি যোগায়। নানুর দেওয়া কিছু উপদেশ আমার মনে থেকে যাবে সব সময়। তিনি সব সময় একটি কথা বলতেন, "পৃথিবীতে ভালো মানুষের বড়ই অভাব। তাই তোমাকে প্রথমেই একজন ভালো মানুষ হতে হবে বোন।" এভাবেই তিনি আমাদের সবার মধ্যে ভালো গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। দেখতে দেখতে ২০২০ সালে আমি কুমিল্লা বোর্ড থেকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি। আমার একটি স্বভাব ছিল, পরীক্ষা সেটা হোক পাবলিক অথবা বার্ষিক, শেষ পরীক্ষাটি দিয়েই আমি নানু বাড়িতে বেড়াতে যেতাম। কিন্তু এসএসসি পরীক্ষার পর করোনা ভাইরাসের দরুণ আমার আর নানু বাড়িতে যাওয়া হয়নি। কিছুদিন পর নানু নিজেই আমাদের বাড়িতে আসলেন। তখন খুব মজায় কাটে আমাদের দিনগুলো। তারপর আমাদের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ২০২০ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর আমি ঢাকা কমার্স কলেজে ভর্তি হই। অক্টোবরের ৪ তারিখ থেকে অনলাইন ক্লাসের কার্যক্রম চলমান থাকায় তখনকার সে সময়টায় আমার নানুর সাথে খুব কম দেখা হতো। হঠাৎ একদিন মামা কল দিয়ে বললেন, " তোমার নানু খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।" খবরটি শোনার পর আমার মনের অবস্থা যে কী হয়েছিল তা প্রকাশ করার নয়।

তারপর ডাক্তার জানালেন, নানুর ব্রেইন স্ট্রোক হয়েছে। আমাদের সবার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। তারপর নানুর চিকিৎসা চলতে থাকে। ব্রেইন স্ট্রোক করার পর থেকে নানু তেমনভাবে কাউকে চিনতে পারে না। অনেকেই অনেক ভালো ভালো ডাক্তারে খোঁজ দিয়েছিলেন। কিন্তু সবার একই কথা, সময় লাগবে অনেক। নানু সবার দিকে শুধু তাকিয়েই থাকতো আর খুব জোরে জোরে চিৎকার করে উঠতো। এরকম একটা হৃদয়বিদারক ঘটনা আমাদের সবাইকে মর্মাহত করে তোলে। ২০২১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়ায় আমাকে ঢাকায় চলে আসতে হয়। ঢাকায় চলে আসর পূর্বে আমি নানুর সাথে দেখা করি। তার হাত দুটি ধরে আমি আর কাছ থেকে দোয়া চাই। নানু তখন আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমার মনে হচ্ছিল, নানু যেন আমাকে প্রাণভরে দোয়া করছেন। মুহূর্তটা ছিল খুবই কষ্টদায়ক।

অবশেষে আমি ঢাকায় চলে আসি। কলেজে যাতায়াতের সুবিধার্থে আমি ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্রী হোস্টেলে একটি সিট বরাদ্দ নেই। পরিবারের সবার সাথে প্রতিদিনই কথা হতো। প্রথমেই আমি যেটা জানতে চাইতাম তা হলো, নানু কেমন আছেন? আম্মু আমাকে জানাতো অবস্থা নাকি আগের মতোই। একদিন দুপুরবেলা; তারিখটি ছিল ২২ সেপ্টেম্বর, আব্বু আমাকে ২:১৪ মিনিটে কল করে বলেন, "নূপুর, তুমি তোমার নানুর জন্য নামাজ পড়ে দোয়া করো।" মনটা খুবই অস্থির হয়ে গেলো। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে আব্বুকে জিজ্ঞেস করলাম, আব্বু, নানু ঠিক আছেন তো? খুবই ইতস্তত বোধ করতে করতে আব্বু আমাকে জানালো, নানু গতকাল অর্থাৎ ২১ সেপ্টেম্বর বিকাল ৫:১৩ মিনিটে মারা গেছেন। তাকে কবরস্থও করা হয়েছিল গতকাল রাতেই।

নতুন একটি পরিবেশে এসে সবেমাত্র নিজেকে মানিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টায় ছিলাম আমি। একারণটি বিবেচনা করে আমাকে ঐদিন তারা কিছুই জানায়নি। খবরটা তার পরের দিন যখন শুনলাম, মনে মনে একটা আফসোস করছিলাম যে, নানুকে শেষবারের মতো দেখতে পারলাম না। হোস্টেলে আমি আমার রুমমেটদের কিছুই শেয়ার করিনি। কেননা আমরা সবাই সবার পরিবারকে ছেড়ে নতুন একটা পরিবেশে এসে ওঠেছি সবেমাত্র। তাই আমার মন খারাপের সঙ্গী আর কাউকে করতে চাইনি। আমি একা একাই চেষ্টা করছিলাম এত বড় শোকটি কাটিয়ে ওঠতে।

নানুর সাথে কাটানো যত মুহূর্ত সে সব খুব মনে পড়ে। আমি সবসময় অনুভব করি, নানু এখনও বেঁচে আছেন। আমার জন্য তিনি দোয়া করছেন সব সময়।

কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেস

ইসহাক নূর তাসফিন

শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ২১৭২ (বিজ্ঞান বিভাগ)

ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে চটজলদি ঘুমিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ছিলাম সকালে আমাদের ট্রেন ধরতে হবে। এটি আমার ট্রেনের দ্বিতীয় ভ্রমণ হতে যাচ্ছিলো যদিও প্রথম ট্রেনের ভ্রমণ হয়েছিলো পুরো পরিবারের সাথে প্রায় ৮-৯ বছর আগে, তাই তেমন কিছুই মনে নেই। এইবার এক্সাইটমেন্ট অনেক বেশি ছিলো, কারণ এই প্রথম আমরা ৪ জন বন্ধুর (আমি, সিয়াম, নিবির, ধ্রুব) একসাথে এতো দূরে

কোথাও যাওয়া হচ্ছিলো; তাও আবার ট্রেনে।

আমাদের গন্তব্য ছিলো সরারচর রেলস্টেশন। ঢাকা থেকে প্রায় ১০৮ কিলোমিটার দূরে সরারচর স্টেশন। এখানে বলে রাখা ভালো পুরো কিশোরগঞ্জ জুড়েই বন্ধু সিয়ামের পরিবারের লোকজন। ওর উসিলায় যাওয়া হচ্ছে আরকি। ৬ই সেপ্টেম্বর সকালে সবাই নাস্তা সেরে ওঠে পড়ি। উবারে গন্তব্য হচ্ছে কমলাপুর রেলস্টেশন। রেলস্টেশনে পৌঁছে সর্বপ্রথমে টিকিটের কপি নিয়ে নেই। যেহেতু অনলাইনে ট্রেনের টিকিট কাটা হয়েছিলো তাই আমাদের সিট আলাদা আলাদা পড়েছিলো। তাই তখনি আমরা ভাবলাম, যে করেই হোক চার বন্ধু একসাথে বসতেই হবে।

ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে যেয়ে দেখি, সে কী! পুরো প্ল্যাটফর্মে বিশ-পঁচিশ জন যাত্রী ছাড়া কেউ নেই। প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা পেয়ে আমরা গিটার আর গানের আড্ডায় মেতে উঠি। হঠাৎ করে এক বৃদ্ধ ভিক্ষুক আমার গিটার এর তালে নেচে-গেয়ে ওঠলেন। কী বিনোদনটাই না পেলাম আমরা। সে যাই হোক, সকাল দশটায় আমরা আমাদের ট্রেনে ওঠে দেখি প্রায় পুরো ট্রেন ফাঁকা। আমরা সুযোগ বুঝে চারজন পাশাপাশি সিটে বসে পড়ি। ট্রেনের প্রতিজোড়া সিটের পাশে ১টি বড় জানালা ছিলো, তাই আলো বাতাস এর কোনো কমতি ছিলো না। যে কথা না বললেই নয়, ট্রেন ছিলো একদম চকচকে, প্রতিটি সিটই ছিলো অনেক আরামদায়ক এবং বড় অবাক করার বিষয় হলো সিট এর পাশে একটি করে চার্জিং পয়েন্ট ছিলো। আমার ধারণা ছিলো না যে, আমাদের দেশেও এতো অত্যাধুনিক ট্রেন আছে।

দেখতে দেখতে সকাল ১০:৪৫ এ ট্রেন ছুটতে শুরু করে দেয়। দুরন্ত গতিতে ট্রেন শহরের বুক চিরে চলতে শুরু করলো। একের পর এক হাট-বাজার, গ্রাম-গ্রামন্তর পার হতে লাগলো, আমরা পিছনে দৌড়ানো প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে লাগলাম। সে এক মনোমুগ্ধকর অপরূপ দৃশ্য! ট্রেনে কেউ ঘুমিয়ে যাচ্ছে, আবার কেউ আপন মনে ভেবে যাচ্ছে। ট্রেন ফাঁকা হওয়ায় আমরা আমার গিটারের সুরে গালিব আজিম ভাইয়ের 'অভিমানী', আর্টসেলের 'অনিকেত প্রান্তর', পোপেয়ের 'নেশার বোঝা' গাইতে গাইতে যাচ্ছিলাম। পাশ দিয়ে উল্টো পথে দৌড়ানো খাল-বিল, গাছ-গাছালির মাঝে গিটার হাতে বন্ধুদের কণ্ঠে পছন্দের গান গাইতে গাইতে যাওয়া সে এক অন্যরকম অনুভূতি!

এইভাবে কখন-কীভাবে সাড়ে ৪ ঘণ্টায় প্রায় ১০৮ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে সরারচর স্টেশনে পৌঁছে গেলাম, আমরা টেরই পেলাম না। ঐ যে বলে না, ভালো সময় দ্রুত কেটে যায়।

স্বপ্নের কমার্স কলেজ

আরুণা আক্তার আনিকা

শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৪৩৬৪৩ (ব্যবসায় শাখা)

ছোট থেকে ভাবতাম ডাক্তার হবো। কিন্তু যখন বড় হতে লাগলাম,] বুঝতে শিখলাম, তখন চিন্তাধারা পাল্টে যায়। ৭ম শ্রেণি থেকেই স্বপ্ন তৈরি করেছি কমার্স নিয়ে পড়ব ও কলেজ হবে 'ঢাকা কমার্স কলেজ'। এই কলেজ সম্পর্কে সবার থেকে শুনেছি। যখন কলেজের আশপাশে যেতাম, তখন মনে মনে ভাবতাম একদিন আমিও বলবো এটা আমার কলেজ, আমি এই কলেজের ছাত্রী। কিন্তু পরিবার থেকে বলা হলো এস এস সি পরীক্ষায় এ+ না পেলে ভালো কলেজে পড়াবে না। তখন খুব ভয় হতো, যদি পরীক্ষার ফলাফলে জি.পি.এ ৫ না আসে আমার স্বপ্নের কলেজে পড়তে পারবো না। আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত ও পরীক্ষাগুলো ভালো করে দেয়াতে আমার জি.পি.এ ৫ আসে।

রেজাল্ট এর দিন সব থেকে বেশি খুশি ছিলাম ২টি কারণে, একটি কারণ আমার ভালো রেজাল্ট ও অন্যটি কমার্স কলেজে পড়ার সুযোগ। ভর্তির দিন এগিয়ে এলো কিন্তু আমার বাবা রাজি ছিলো না। তখন ভেবেছি আমার আর এ কলেজে পড়া হবে না; কান্না করতে লাগলাম। যাই হোক, কান্না করে কিছু হবে না; পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনাটা তখন অনেক জরুরী হয়ে উঠেছিলো আমার জন্যে। অবশেষে সব বাধা পেরিয়ে কমার্স কলেজে ভর্তি হলাম। আমি এখন নিজেকে একজন ডি.সি.সিয়ান হিসেবে পরিচয় দেয়ার সময় খুবই গর্বিত বোধ করি। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, করোনা মহামারীর কারণে কলেজে প্রতিদিন যাওয়া আসা সম্ভব হয়ে উঠেনি।

কলেজের প্রথম দিন একাদশ শ্রেণির ক্লাস করার আনন্দ অন্যরকম, কিন্তু সেই আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ আমাদের ব্যাচের হলো না, যদিও ভার্চুয়াল ক্লাস রয়েছে, কিন্তু সেখানে কলেজের প্রতি নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করা যায় না। কলেজের নবীনবরণ, ভোজ, পিকনিক এগুলো খুবই আনন্দদায়ক, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে অর্থাৎ মহামারী সময়কালে এসব আনন্দ উপভোগ করার মতো ভাগ্য আমাদের ব্যাচের আছে কি না তা জানা নেই।

কামিনীর কথা

নাফিস আলমাস জিদান

রোল: ৪৪৯৪৪, বিবিএস(২য় বর্ষ), হিসাব বিজ্ঞান

না! ফুলগাছটা একেবারে শুকিয়েই গেলো। বাবাকে কত করে বললাম, কামিনী গাছটায় পানি দিতে, তার ব্যস্ততার শেষ নেই। আশা মনে মনে বলতে লাগলো এবং হাত দিয়ে তার প্রিয় গাছটার পাতায় হাত বোলাতে লাগলো। পাতাগুলো শুকিয়ে গেছে, যেন তারা আশাকে জানান দিচ্ছে "আমাদের যত্ন নেবার মাথা ব্যথা নেই, কারো! তাই যত্নের আশাও ছেড়ে দিয়েছি। আমাদের এবং তোমার কতো মিল, আশাবরী!" আশা মগে করে পানি আনলো এবং গাছের গোড়ায় তা ঢালতে লাগলো। পানির ধারা সৃষ্টি হলো, আর তা আবহমান নদীর জলের মতো গড়িয়ে সিক্ত করলো মাটিকে। যাক, আপাতত গাছগুলোর দুরবস্থার অবসান হলো।

গল্প

আজ আকাশের রংটা বড়ই নিষ্প্রভ, কোথাও সূর্যের দেখা নেই। ধূসর আকাশের বুকে থোকা থোকা ঘন মেঘ, যেন বিধাতার চোখের বিরহের প্রতিচ্ছবি আকাশে ফুটে উঠেছে "বিধাতার-বিরহের-দিন" হোক আজকের দিনের নামটা। আজ অবশ্য আশারও মন খারাপ, কী জানি, আবহাওয়ার প্রভাবটা তার মনেও বিস্তার করে থাকতে পারে। রোদ হলে ঝলমল করে আশা, মেঘ হলে মেঘাচ্ছন্ন হয় আশার মন। গোসল সেরে নিল আশা। হঠাৎ চুল মুছতে মুছতে দেওয়ালের সাথে তার হাতে আঘাত লাগলো। সেই পুরোনো ব্যথাটা তার উপস্থিতির জানান দিল, মনে পড়ে গেলো আশার সেই ব্যথার কারণ, যেটা সে চায় যেকোনো ভাবেই হোক ভুলে রইতে।

যেদিন বাবা-মায়ের ঝগড়ার সময় এক পর্যায়ে আশার বাবা আদিত্য তার মা রাবেয়ার গায়ে হাত তুলতে যায়, আশার ঠিক সামনেই। আশা বাবাকে ঠেকাতে গিয়েই আঘাতটি পায়, দুঃস্বপ্নের এক দিন ছিলো সেদিন। রাবেয়া কাঁদতে কাঁদতে জড়িয়ে ধরে আশাকে, আদিত্য ঝড়ের বেগে বের হয়ে যায় বাড়ি থেকে। ঠিক তার আগের দিনই আশার জন্মদিনে মা রাবেয়া তাকে কামিনী গাছটি উপহার দেয়। হায়! কেই বা জানতো এই উপহারই শেষ

সওগাত হবে মেয়ের কাছে মায়ের।

ঘটনার দিন আশা অশ্রুজল ফেলেনি। সবে দশে পা দিয়েছিল সে সেই বছর। সে আসলে তার চারপাশের অবস্থার সাথে পরিচিত ছিল না, বিধায় আবেগের অভাব ছিল তার মনে। মাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে সে সেদিন রাতে। পরের দিন বাবার চিৎকার শুনে তার ঘুম ভঙ্গ হয়। সে ছুটে গিয়ে দেখল তার দুঃস্বপ্নের দ্বিতীয় অধ্যায়; তার বাবা আদিত্যের কোলে পরে আছে রাবেয়ার নিথর–শীতল দেহ, নীল বর্ণ তার মুখ । মুখের ওপর আদিত্যের অশ্রুজল গড়িয়ে পড়ছে, আদিত্য কাঁদছিল, নিঃশব্দে, মূক ব্যক্তির মতো। অতঃপর আশা সব অন্ধকার দেখতে লাগলো, সে ডুবে গেলো এক ভয়ানক বাস্তবতার কালো সাগরে। গভীর থেকে গভীরতর অন্ধকার হতে লাগলো তার সব কিছু।

"নে মা, দুধটুকু শেষ কর, গরম করে এনেছি, চট করে খেয়ে ফেল দেখি!" বাবা বলে ওঠল। আশা নিমিষেই ফিরে এলো ৬ বছর পরের বর্তমানে। "কীরে? তোর চোখ ভেজা কেন মা? কাঁদছিস কেন?" বাবা বলে উঠলো বিস্ময়ে। "কই না তো! দাও খেয়ে নিচ্ছি। আচ্ছা বাবা, তুমি গ্যাসের চুলোটা ঠিক করেছিলে? যেকোনো সময় একটা দুর্ঘটনা হয়ে যেতে পারে কিন্তু।" উত্তর না দিয়ে বাবা বললেন, তোর কবির আঙ্কেলের বাসায় যাচ্ছি, তুই খেয়ে নিস সময় করে, আর শুয়ে পড়িস; আমার ফিরতে দেরি হবে।" আশা মাথা নাড়ল। মায়ের আত্মহত্যার পর অনেকটুকুই আগলে নিয়েছে আদিত্য আশাকে আর সংসারটাকে। তবুও খাম খেয়োলিপনা যায়নি তার। আশা এই বাড়িতে কেমন যেন একটা গুমোট, বদ্ধভাব বোধ করে, তার মন চায় নতুন একটা ভোরের, নতুন একটা শুরুর। হয়ত নতুন পরিবেশের, নতুন জীবনের আকাঙ্ক্ষার।

সন্ধ্যা নাগাদ হঠাৎ এক বিস্ফোরণের শব্দ ছুটে আসল আশার কানে। এই বিকট শব্দ এসেছে তাদের বাড়ির রান্নাঘর থেকেই, আশা বুঝতে পারল, গ্যাসের চুলার যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই এই অঘটন ঘটেছে, নিমিষেই দাউ দাউ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ে রান্নাঘর থেকে লিভিং রুমে। আশা দৌড়ে বাবাকে ফোন দিতে যায়, কিন্তু হঠাৎ আগুনের ঝাপটায় তার ওড়না জ্বলতে শুরু করে। সে ওড়না ছেড়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসতে চাইল বাড়ি থেকে, যাবার আগে সে সব কিছু ফেলে মায়ের শেষ স্মৃতিটুকু নিয়ে আসতে চাইলো, কিন্তু তখন কামিনীরাই বলে উঠলো "আমরা অনলে পুড়ে গেছি, যা পুড়েছে তা ছাই হয়েছে, যা অবশিষ্ট আছে, তার কোনো মর্ম নেই। আমাদের বিসর্জন দাও, নতুন দিনকে আগলে নাও, আশাবরী!" আশা চোখের জল মুছতে লাগলো, চারিদিক ধুয়াচ্ছন্য হতে লাগলো, আড়াল হতে লাগলো আশার বিড়ম্বনার অতীত। এশার আযান হচ্ছে, স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে সাইরেনের শব্দ; আশাবরীর নষ্ট নীড়ের অবসান হতে চলেছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের সেই গ্রামটি

ঈশিতা আফরিন

শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ১৫২৩ (বিজ্ঞান বিভাগ)

সেই দিনটি ছিল রাঙ্গানো প্রভাতের অনুরূপ, অবিরাম প্রকৃতির বুকে বইছে হাওয়া, নদীর বুকে বইছে ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ, এলোমেলো হয়ে ছুটছে মেঘ, সুরেলা কণ্ঠে গাইছে পাখি। মনে হচ্ছিল যেন বাঙ্গালির মনে ভেসে উঠেছে বাংলা। সকালবেলা আমি গেলাম কুয়াশাচ্ছন্ন নদীর ধারে। চারিদিকে প্রকৃতির অপরূপ ধারা আমার মনকে করে তুললো উত্তাল। মনে হলো কে যেন গাইছে–নিম্নে উত্তলা ধরণী তল, অরুণ প্রাতের তরুণ দল, চলরে চলরে চল্ ...।

বয়স বোধ হয় ১২ কি ১৩। যাই হোক এমন ভাবেই কেটে গেল সকাল। দুপুর কেটেছে এপাশ ওপাশ করে। বিকেল গড়িয়ে এলো। সাথে সাথে চলে এলো বুক চাপা ভার। কেন জানিনা মনের মধ্যে কেমন একটা ছটফটানি চলে এলো, তা কাটাতে চলে গেলাম প্রকৃতির সৌন্দর্য মাখা সেই গাছটির নিচে। যেখানে আমি প্রায়ই যেতাম। মনের অবসাদ কাটত সেই গাছটির নিচে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে। কিন্তু সেই দিন তবুও আমার মনের ছটফটানি দূর হলোনা। সন্ধ্যা হতে চললো। দূরে সেই আমবাগানের মধ্য দিয়ে নেমে আসছে অন্ধকার। চলে এলো সন্ধ্যা। কাটলো মনের সেই ভয় নিয়ে রাত। রাত কেটে এলো ভোর । ফুটতে শুরু করলো ভোরের আলো। তবুও যেন কাটছিল না মনের জড়তা । আমি কাউকেই কিছু বোঝাতে পারলাম না। মনের অস্থিরতা কাটাতে গেলাম শফিক ভাইয়ের কাছে। সেই বুঝতো আমার মনের ভাব। তবুও আমি তাকে আমার সাথে ঘটা সব ঘটনা খুলে বললাম । সব শুনে শফিক ভাই বললো, তোর কথাটাতো আমার কাছে খুব একটা সুবিধার মনে হচ্ছেনা। আমি বললাম শফিক ভাই এখন আমি কী করব? শফিক ভাই বললো দেখা যাক ।

তারপর এলো বিকেল। হঠাৎ দেখলাম গ্রামের মানুষের চোখে মুখে চাঞ্চল্যকর ভাব। তারা সবাই শুধু ছুটোছুটি করছে আর কী যেন বলাবলি করছে। কারো মুখ থেকেই সঠিক ভাবে কোনো কিছু শোনা যাচ্ছেনা। হঠাৎ চেনা পরিচিত এক চাচার কাছ থেকে শুনলাম পাশের বস্তিতে মিলিটারি ক্যাম্প বসিয়েছে। তারা নাকি মানুষের হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল যাই পাচ্ছে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। যেখানে সেখানে জমি দখল করছে। করছে যা ইচ্ছে তাই। সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুটে চললাম শফিক ভাইয়ের কাছে। সব খুলে বললাম শফিক ভাইকে। সব শুনে শফিক ভাই বললো আমি ঠিক এই ভয়টাই তোর চোখে মুখে দেখেছিলাম। শফিক ভাই আমাকে এই কথাটি বলে হতবাক হয়ে গেল। মিলিটারিদের ক্যাম্প বলে কথা। তাও আবার পাশের বস্তিতে, খুব শীঘ্রই আমাদের গ্রামে আসতে চলেছে।

প্রকৃতপক্ষে শফিক ভাই ছিল খুব সাহসী। শফিক ভাই বলল, গ্রামের সবাই তো আশ্রয়স্থল নিয়ে ব্যস্ত, আমাদেরই এখন কিছু করতে হবে। আমি বললাম, এখন কী করব আমরা শফিক ভাই? শফিক ভাই বলল কিচ্ছু ভাবিসনা। সব ঠিক করে দেব আমরা ইনশাআল্লাহ। আমাদের পারতেই হবে। ঐ অত্যাচারী পাক-বাহিনীর হাত থেকে গ্রামের মানুষকে আমাদের বাঁচাতেই হবে। গ্রামে শফিক ভাইয়ের সমবয়সী আরো কয়েকটা ছেলে ছিল তমাল, কামাল, মতু, হাশেম। শফিক ভাই বলল তমালদের দলে যোগ করে দল ভারী করতে হবে। শফিক ভাইয়ের কথা মতো তমালদের দলে যোগ করা হলো।

এরপর আমাদের মধ্যে বিস্তর আলোচনার মাধ্যমে একটি পরিকল্পনা হলো। পরিকল্পনা অনুযায়ী রাতটা আমাদের দরকার অমাবস্যার রাত। সেই রাতের অপেক্ষায় আছি আমরা। একসময় সেই অপেক্ষার রাত চলে আসলো। পাক বাহিনী তখনো আমাদের গ্রামে আসেনি, পাশের বস্তিতেই আছে। আমরা সেই অমাবস্যার রাতটাতে মিলিটারি যেখানে ঘাঁটি বেঁধেছিলো সেখানে চলে গেলাম। আমরা মিলিটারিদের কয়েক দিন যাবৎ চোখে চোখে রাখছি। সেই রাতটা ওদের মদের আসর জমানোর কথা ছিল আর ওরা তাই করছিল। ওরা যখন ওদের আসর শেষে মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় আছে, তখন আমরা ওদের ওপর হামলা শুরু করলাম। ওদের মিলিটারি ক্যাম্প আমরা উড়িয়ে দিলাম।

অবশ্য অনেক চেষ্টার পর আমরা তা করতে সফল হয়েছিলাম। এভাবে আমাদের বহু দিনের পরিকল্পনা মাফিক আমরা আমাদের গ্রামকে ও গ্রামের মানুষকে রক্ষা করতে পেরেছিলাম। যদিও স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিলো বহু ত্যাগ তীতিক্ষা আর রক্তের বিনিময়ে।

ভয়ংকর এক রাতের গল্প

সাদিয়া জাহিন ঐশী

রোল: ১২৭২, শ্রেণি: দ্বাদশ (বিজ্ঞান)

করোনা মহামারির জন্য বাবার ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। তখন ঢাকা শহরে বড় বাসা ভাড়া দিয়ে থাকা বাবার পক্ষে খুব কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। তখনই বাবা সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমরা সবাই আমাদের দাদুবাড়ি গোবিন্দগঞ্জে গিয়ে ওঠব। দাদু মারা যাওয়ার পর গত ৪-৫ বছর গোবিন্দগঞ্জ যাওয়া হয়নি। বাবা দাদিকে ঢাকায় আনতে চেয়েছিল কিন্তু দাদি গ্রাম ছেড়ে শহরে থাকতে রাজি হয়নি। যেহেতু করোনার জন্য স্কুল-কলেজ বন্ধ তাই আমরা আর গ্রামে যেতে কোনো প্রকার আপত্তি করলাম না। তাছাড়া দাদিকেও খুব দেখতে ইচ্ছা করছিল। আমরা গ্রামে চলে আসলাম।

আমাদের গ্রাম দেখতে খুবই সুন্দর। এখানকার নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা অন্যান্য গ্রামের তুলনায় কিছুটা ভালো। যত যাই হোক গ্রাম বলে কথা; নেটওয়ার্ক সমস্যা তো একটু হবেই! ধীরে ধীরে গরম পড়া শুরু হলো। ইদানীং গ্রামে লোডশেডিং অনেক বেশি। অসহ্য গরমে বাড়ির ভিতর থাকা মুশকিল হয়ে গিয়েছিল। একদিন রাতের বেলা এতই গরম লাগছিলো যে, না পেরে মাকে বললাম, "আমি একটু বাইরে বের হতে চাই।" কিন্তু মা রাজি হচ্ছিল না। আমি এক প্রকার জোর করেই বাইরে বের হলাম। চারিদিকে অন্ধকার! আশেপাশে কাউকেই দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি আবার ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করি না। তাই ঐ সময় আমার মনে কোনো ভয় কাজ করছিল না।

কিছুক্ষণ পর একটু দূরে দু-চারজনকে দেখতে পেলাম। তারাও হয়তো আমার মতো গরম সহ্য করতে না পেরে বাইর বেরিয়ে এসেছে। আমি গিয়ে তাদের সাথে কথা বললাম এবং বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটালাম। তারা অনেক জ্বিন-ভূতের গল্প করছিল। অন্যরা ভয় পেলেও গল্পগুলো শুনতে আমার বেশ মজাই লাগছিল। একটা সময় পর তারাও বাড়ি চলে গেল এবং আমি তখনও বাইরে। ভাবলাম আরও কিছুক্ষণ বাইরে থাকি, নাহলে বাড়ি গেলে সেই অসহ্য গরম সহ্য করতে হবে।

হাঁটতে হাঁটতে নিজের অজান্তে কোথায় যে চলে গেলাম, বুঝে উঠতে পারলাম না। রাতও অনেক হয়ে গেছে। একটা ঘন জঙ্গলের কাছাকাছি চলে আসলাম। আশেপাশে কেউ ছিল না। হঠাৎ মনে হলো আমি যেন রাস্তাটাও হারিয়ে ফেলেছি। টর্চলাইট ফেলে রাস্তা কোনদিকে সেটা দেখতে লাগলাম। হঠাৎ করেই একটা কবর আমার চেখে পড়ল। আমি ওদিকে না তাকিয়ে সোজাপথে হাঁটা শুরু করলাম। একটু পরই মনে হলো আমি কবরের ওখানে কাউকে দেখলাম। তারপর মনে হলো, কেউ হয়তো ওদিক দিয়েই যাচ্ছে। ভাবলাম তার সাথে কথা বলতে বলতে যেতে পারব। আমি কাছে গেলাম কিন্তু কোনো মানুষই দেখতে পেলাম না। কবরটা আবার আমার চোখে পড়ল। এবার একটা উদ্ভট আওয়াজ শুনতে পেলাম। এবার সত্যিই আমি একটু ভয় পেলাম। আশেপাশে তাকালাম।

এরপর আমার নাকে রক্তপচা একধরনের দুর্গন্ধ এল। এতো বিচ্ছিরি গন্ধ যে কাপড় দিয়ে নাক ঢাকার পরও দুর্গন্ধ কোনোভাবেই যাচ্ছিল না। এরপরই আমি নিচে খেয়াল করি, কবরের চারপাশে রক্ত আর রক্ত। হঠাৎ করেই বারবার সেই উদ্ভট আওয়াজটা হতে থাকে এবং কবর ফুড়ে রক্ত বের হতে থকে। সেই সাথে বিচ্ছিরি দুর্গন্ধ। আমি এত বেশি ভয় পেয়ে যাই যে, চিৎকার করার মতো শক্তিও ছিল না। হুট করেই জোরে এমন এক ধরনের বাতাস আসা শুরু করে যেটা আমার গায়ে সুঁইয়ের মতো ফুটল বলে মনে হলো। তারপর আমার হাত-পা ফেটে রক্ত বের হতে শুরু করল। আমি হাঁটতে পারছিলাম না, কারণ আমার পা কেউ ধরে রেখেছিল। কিন্তু সত্যি বলতে সেখানে কেউই ছিল না। আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে বহুত কষ্টে দৌড়ানোর চেষ্টা করলাম। আমি একটি ছোট বাড়ি দেখতে পাই এবং নিরুপায় হয়ে সেখানে ঢুকে দরজায় কোনরকমে কড়া নেড়েই জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

সকালে জ্ঞান ফিরে দেখি আমার আব্বু, আম্মু, দাদি সবাই দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই দাদির বয়সী আরেকজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। তখন দাদি বলল যে উনি আমার আরেকটা দাদী হন যার বাড়িতে আমি রাতে থেকেছি। উনি আমার দাদির দুঃসম্পর্কের চাচাতো বোন। দেখে মনে হলো উনি খুব ধার্মিক একজন মহিলা। তখনই তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "আমি জানি তুমি কোথায় গিয়েছিলে এবং কে তোমার এরকম অবস্থা করছে।" আমি দেখতে পেলাম আমার পুরো শরীরে অনেক দাগ। তখন তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেলেন, "ভয়ের কিছু নেই। ইন্‌শাআল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে। বছর ছয়েক আগে এক লোক তার স্ত্রী আর এক মেয়েকে নিয়ে এখানে থাকত। লোকটি খুব উড়নচণ্ডি প্রকৃতির ছিল এবং স্ত্রী আর মেয়েকে অনেক মারধর করত। মেয়েটির মা মারা যাওয়ার পর লোকটি আরেকটি বিয়ে করে এবং সৎমা ও বাবা মিলে মেয়েটিকে নির্মমভাবে অত্যাচার করত। একপর্যায়ে মেয়েটির কেউ ছিল না বলে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয় এবং নিজের গলায় নিজে ছুরি চালিয়ে দেয়। আত্মহত্যা বলে গ্রামের হুজুর জানাজা পড়াতে রাজি হননি। পুলিশের কেসে যাতে না ফেঁসে যায় সেজন্য তাড়াহুড়ো করে জঙ্গলে কবর দিয়ে মেয়েটির বাবা ও সৎমা গ্রাম থেকে দ্রুত কেটে পড়ে। তারপর থেকেই বেশি রাত হলেই জঙ্গলের কাছাকাছি জায়াগায় অদ্ভুত ঘটনা ঘটে।"

এ কথা শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। প্রায় ৩-৪ মাস গ্রামে থাকার পর লকডাউন তুলে দেয় এবং আমরা পরে ঢাকায় চলে আসি। আমি আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে ওঠি কিন্তু ঐ ঘটনার কথা মনে হলেই আমি অসুস্থ হয়ে যেতাম।

বন্ধু

নূর মোহাম্মদ সিমন

শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৪৪৩১৯ (ব্যবসায় শাখা)

সামনের দালানের নিচতলায় আমার এক বন্ধু থাকে। তার নাম হচ্ছে সামিহা। আমরা দুজন খুব ভালো বন্ধু। সামিহা আমাকে খুব ভালোবাসে। প্রতি বিকেলবেলা সে আমার সাথে খেলতে আসে। কিন্তু সন্ধ্যে নামলেই সে বাসায় চলে যায়। আমিও সামিহার সামনের দালানের দোতলায় থাকি। বিকেলবেলা যখনই উপর থেকে সামিহাকে বারান্দায় আসতে দেখি তখনই আমি দ্রুত নেমে যাই তার জন্য। সেও অবশ্য আমাকে দেখতেই আসে সেখানে। সামিহা প্রায়ই তার বাসা থেকে কিছু খাবার এনে আমাকে দিতো। যদিও আমি একা খেতাম না, আমরা একসাথে খেতাম আর খেলতাম।

তবে আমরা দুজন দুজনকে এতো ভালবাসলেও আমাদের বন্ধুত্বকে ভালোবাসতো না সামিহার মা। আমার সাথে সামিহাকে দেখলেই তিনি সামিহাকে ধমক দিয়ে নিয়ে যেতেন। তার আরও অনেক বন্ধু রয়েছে, তবুও আমাকে আলাদাভাবে ভালোবাসতো বলেই তার মা আমাকে দেখতে পারত না বোধহয়।

একদিন সামিহার জন্মদিনে বাসায় অনেক বন্ধুরা আসলো। আমি শুধু বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, কারণ আমাকে দাওয়াত দেওয়া হয়নি। বাসার দরজা খোলা থাকায় সাহস করে ঢুকে পড়ি। সবাই খুব আনন্দ করছে বলে আমাকে কেউ খেয়াল করেনি। হঠাৎ রান্নাঘরের সামনের টেবিলে এক টুকরো কেক পড়ে আছে খেয়াল করলাম। সামিহা আমার জন্য আলাদাভাবে রেখে দিয়েছে বোধহয়। আমি খুশি মনে টেবিল থেকে কেকটা খেতে যাব আর তখনই সামিহার মা একটা লাঠি নিয়ে আমাকে কয়েকটা বাড়ি দিল, এবং লাঠি-তাড়া করে বের করে দিল।

গল্প

শরীরে খুব ব্যথা হচ্ছিল, তখনই দরজা আটকাতে-আটকাতে সামিহার মা বলল- এই বজ্জাত বিড়ালটা জন্য এখানে বাস করা বিরক্তিকর হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আমাকে কেন কেউ দেখতে পারেনা? আমি তো কারো ক্ষতি করিনি। আমি বিড়াল বলে সামিহার বন্ধু হতে পারিনা? এর কয়েকদিন পর সামিহারা তাদের বাসা ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। এখন আর সামনের দালানের দোতালার সানসেট থেকে উঁকি মারলে সমিহাকে দেখা যায় না। সত্যিই আজকাল সামিহার মতো বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার!

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট : মহাকাশে লাল-সবুজ

রাহনুমা রাফিকা

রোল : ১৫৩২, শ্রেণি : দ্বাদশ (বিজ্ঞান)

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ বাংলাদেশের মালিকানাধীন প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ। এটি বাংলাদেশের প্রথম ভূ-স্থির যোগাযোগ ও সম্প্রচার উপগ্রহ। এটি ২০১৮ সালের ১১ই মে (ভোর ০২: ১৪) কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে উৎক্ষেপন করা হয়। এর মধ্য দিয়ে ৫৭তম দেশ হিসেবে নিজেস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের তালিকায় যোগ হয় বাংলাদেশ। এই প্রকল্পটি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত হয় এবং এটি ফ্যালকন ৯ ব্লক ৫ রকেটের প্রথম পেলোড উৎক্ষেপণ ছিল।

বঙ্গবন্ধু-১ কৃত্রিম উপগ্রহটি ১১৯.১ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমার ভূস্থির স্লটে স্থাপিত হবে। এটিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে নামকরণ করা হয়েছে। ফ্রান্সের থ্যালিস অ্যালেনিয়া স্পেস কর্তৃক এর নকশা তৈরি করা হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের ব্যক্তিমালিকানাধীন মহাকাশযান সংস্থা স্পেস এক্স থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ ১৬০০ মেগাহার্টজ ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৪০টি কে-ইউ এবং সি-ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডার বহন করবে এবং এটির আয়ু ১৫ বছর ধরা হয়েছে। স্যাটেলাইটের বাইরের অংশে বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকার রঙের নকশার ওপর ইংরেজিতে লেখা হয়েছে বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু-১। বাংলাদেশ সরকারের একটি মনোগ্রামও সেখানে রয়েছে।

তথ্যবিচিত্রা

বিএস-১ উপগ্রহটিতে ২৬টি কে-হউ ব্যান্ড এবং ১৪টি সি-ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডার সজ্জিত হয়েছে ১১৯.১ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমার কক্ষপথের অবস্থান থেকে। এর উভয় ব্যান্ডের আওতায় রয়েছে বাংলাদেশ ভূখণ্ড এবং বঙ্গপোসাগরে তার জলসীমাসহ ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়া অঞ্চল।

বঙ্গবন্ধু-১ কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জন্য ২০১৭ সালে ১৬ ডিসেম্বর তারিখ ঠিক করা হয়, তবে হারিকেন ইরমার কারণে ফ্লোরিডায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলে তা পিছিয়ে যায়। ২০১৮ সালে কয়েক দফা উৎক্ষেপণের তারিখ পিছিয়ে যায় প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে। চূড়ান্ত পর্যায়ে উৎক্ষেপণ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ২০১৮ সালের ৪ মে ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টারে দুই পর্যায়ের এই রকেটের ষ্ট্যাটিক ফায়ার টেস্ট সম্পন্ন হয়। কৃত্রিম উপগ্রহটি ১০ মে ২০১৮ তারিখে উৎক্ষেপণের তারিখ ঠিক করা হয়। শেষ মিনিটে কিছু কারিগরি সমস্যার কারণে উৎক্ষেপণ স্থগিত করা হয়। অবশেষে এটি ১১ মে উৎক্ষেপণ করা হয়। কৃত্রিম উপগ্রহটি উৎক্ষেপণ করার পর ১২ মে ২০১৮ তারিখে এটি থেকে বাংলাদেশ পরীক্ষামূলক সংকেত পেতে শুরু করে।

এই স্যাটেলাইট স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের দুর্গম অঞ্চলগুলোতে টেলিযোগযোগ ব্যবস্থা স্থাপন, নিরবিচ্ছিন্ন সম্প্রচার সেবা নিশ্চিতকরণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক বা ট্রান্সমিশন টাওয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হলেও যোগযোগ ব্যবস্থা যেন ব্যাহত না হয় তা নিশ্চিত করা। এছাড়া দেশের যে সরকারি বেসরকারি টেলিভিশন স্টেশনগুলো আছে সেগুলোকে এই স্যাটেলাইটের আওতায় আনার পরিকল্পনার কথাও বলা হয়েছিল।

শুরুতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটটির বাজেট ধরা হয় ২৯৬৭.৭৫ কোটি টাকা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ২৭৬৫ কোটি টাকায় এই পুরো প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। এর



শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ২৪১২ (বিজ্ঞান বিভাগ)

নিউজিল্যান্ডের নর্থ-আইল্যান্ডে এক ঝলমলে পাতালপুরীর অবস্থান। ওয়েটোমো গ্লোওর্য়াম গুহা (The Waitomo Glow-worm Cave)। ছোট ছোট আলোক-বিন্দুর এই ছায়া পথ হাজার হাজার জীবন্ত প্রাণীর দ্বারা তৈরি। গুহায় বাস করা প্রতিটি প্রাণী অন্ধকারের সাথে পুরোপুরি নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। ওয়েটোমো গুহায় একটি প্রাণী অন্ধকারকে নিজের সুবিধায় পরিণত করেছে। এখানে হাজার হাজার সিল্কের সুতা ছাদ থেকে বুলানো রয়েছে। এগুলো সুন্দর যতটা, ভয়ংকর ঠিক ততটাই! সুতাগুলো তৈরি করেছে গুহা বাসী ভাসকীট (GLOW WORM)। সিল্কের সুতা পোকাটির পাতা ফাঁদ। ভাসকীটের মুখের গ্রন্থী থেকে এই সিল্ক উৎপন্ন হয়। সুতাগুলোর অভ্যন্তরীণ পকেটে জমানো থাকে আঠালো মিউকাস।

প্রতিটি পোকাই কয়েক ডজন করে সুতা তৈরি করে। ফাঁদ তৈরি হওয়ার পর শিকারকে আকৃষ্ট করার কাজ শুরু হয়। এদের লেজের বিশেষ ক্যাপসুলে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তৈরি হয় এক ভূতুড়ে নীল আলো। এই আলো পতঙ্গদের ব্যাপকভাবে প্রলুব্ধ করে। আলোক উৎসের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় পতঙ্গগুলো সিল্কের আঠালো সুতায় আটকে যায়। একবার আটকে গেলে ছাড়া পাওয়ার কোন উপায় নেই। ভাসকীট সুতাগুলো কেউ পরে টেনে নেয় এবং শিকারকে জীবিত অবস্থায় ভক্ষণ করতে শুরু করে। এই পোকাগুলো গুহায় বসবাসের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জকে পরাস্ত করেছে। খুঁজে নিতে সক্ষম হয়েছে নির্ভরযোগ্য ও নিয়মিত খাদ্যের যোগান। গুহা পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ময়কর জায়গাগুলোর একটি। কিন্তু এখানে বাস করা প্রাণীরা আরও বেশি বিস্ময়কর।

বিবিধ তথ্য

নূপুর আক্তার

শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ১৫১৬ (বিজ্ঞান)

১. 'A Brief History of Time' গ্রন্থটির লেখক স্টিফেন হকিন্স।

২. অধিবর্ষ (Leap year) ব্যতিত বাংলা বর্ষপঞ্জিতে ৩১ দিনের মাসের সংখ্যা ৫টি।

৩. প্রথম টেস্টটিউব বেবির নাম 'লুইস ব্রাউন'।

৪. জিনোমকে এক 'মাস্টার ব্লু-প্রিন্ট' বলা হয়।

৫. মানবদেহের সবচেয়ে ছোট অনল গ্রন্থটি হলো পিটুইটারী গ্রন্থি।

৬. চোখের স্কেলেরার রঙ হলো সাদা ।

৭. পরাগরেণুর বাইরের পুরু, শক্ত কিউটিনযুক্ত ত্বককে এক্রাইন বলে।

৮. অপটিক্যাল ফাইবারের প্রধান উপাদান হলো SiO_2.



বিস্ময়

তাহ্সীন তাসনীম

রোল: ৪৩৬৩৯, শ্রেণি: দ্বাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)

❖ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায় টানা ৬৫ দিন সূর্যের দেখা মিলেনি। ৬৫ দিন রাত ছিল এই শহরে। এই দীর্ঘ অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থাকে নাম দেওয়া হয় 'পোলার নাইট' ।

❖ চিংড়ির হৃদপিণ্ড এর মাথায় অবস্থিত।

❖ মাউন্ট এভারেস্টের চেয়েও উঁচুতে উড়তে পারে মৌমাছি।

❖ পশ্চিম আফ্রিকার জেরমা উপজাতির মেয়েরা নাকফুল হিসেবে তালা ব্যবহার করে।

❖ শামুক টানা ৩ বছর ঘুমিয়ে থাকতে পারে।

❖ মশা দূর করার ঔষধ আসলে মশা দূর করে না। এটি মশার সেন্সর অকার্যকর করে দেয়। ফলে মশা আমাদের অবস্থান শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয় ।

❖ উটপাখির চোখ তার মস্তিষ্কের চাইতে বড়।

❖ ইউরেনাস ও নেপচুনে ডায়মন্ড বৃষ্টি হয়।

❖ পিঁপড়াকে পরিশ্রমী হিসেবে আমরা সবাই কম-বেশি জানি। কিন্তু অনেকে জেনে অবাক হবেন, পিঁপড়া কখনো ঘুমায় না।

❖ জিরাফের জিহ্বা এতই লম্বা যে, সে তার কান পরিষ্কারের কাজে এ লম্বা জিহ্বা ব্যবহার করে থাকে।

❖ ইয়েমেনের সাবাতের গারুই গোত্রের লোকদের গায়ের রং নীল হয়।

❖ গোরু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠতে পারে কিন্তু নিচে নামতে পারে না।

অপেক্ষা

মাহমুদুল হাসান, প্রভাষক, গণিত বিভাগ

মর্ত্যের তুচ্ছ এক পাপী মানব আমি,
কী সাধ্য আমার যে তোমার মত স্বর্গের দেবীর পাব সাক্ষাৎ!
তুমি যে অমরাবতীর দেবী!
হাজারো তোমার অনুচর-অনুচরী, সহচর-সহচরী;
লাখো তোমার গুণগ্রাহী, কোটিরও বেশি ভক্তকুল।
আমি তো এক নগণ্য মানব যে আছে মর্ত্যের এক কোণে-
পাপ-পঙ্কিলতায় ডুবে।
তোমার দেখা পাওয়া কি আর আমার সাজে?
পুণ্যই বা কতটুকু আমার?
যার জোরে প্রার্থী হবো তোমার দর্শনের!
হয়তো তোমার দর্শনার্থী হবার ইচ্ছে পোষণ করাটাও পাপ ভীষণ।

তবুও মর্ত্যের মানব আমি।
পাপ আরেকটা যুক্ত করলে কতটাই আর ভারী হবে পাপের বোঝা?
পাপ জেনেও তাই হই তোমার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

কিন্তু আমার মত পাতকীর পক্ষে যে স্বর্গে গিয়ে তোমার দর্শন লাভ অসম্ভব

তথ্যবিচিত্রা

প্রায়।

আর তাই অপেক্ষায় থাকি কখন তুমি হও শাপভ্রষ্টা,

নেমে আসো স্বর্গের সুরভিত উদ্যান ছেড়ে আবিল এই ধরার বুকে।

অপেক্ষায় থাকি কখন তোমার পদচারণায় সচকিত হয় ভূ-বাসি।

তোমার সাক্ষাতপ্রার্থী বা মিলনার্থী হতে চাওয়াটা তখন আর পাপ বলে গণ্য হবে না নিশ্চয়।

কেননা তখন তো তুমিও হবে আমারই মত মর্ত্যবাসিনী।

প্রজন্ম

মোঃ হাশিম রেজা

প্রভাষক (খণ্ডকালীন), বাংলা বিভাগ

কবিতা

প্রজন্ম তুমি ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল পেয়েছো,

পেয়েছো স্বপ্নের রঙে রাঙা রাজধানী ঢাকা।

প্রজন্ম তুমি একটি মানচিত্র পেয়েছো,

পেয়েছো নয় মাসের উপাখ্যান-বীরত্বের তুলিতে আঁকা।

প্রজন্ম তুমি একুশের বইমেলার প্রিয় সান্নিধ্য পেয়েছো,

পেয়েছো রমনার বটমূলে 'এসো হে বৈশাখ' এর আহ্বান।

প্রজন্ম তুমি মঙ্গল শোভাযাত্রার উচ্ছ্বাস পেয়েছো,

পেয়েছো নিজ ভাষায় চর্চার আনন্দে সাহিত্য, নাটক আর গান।

প্রজন্ম তুমি ৭ মার্চের আগুন ঝরা ১১০৮ টি মিসাইল পেয়েছো,

পেয়েছো বসন্ত বিকেলে রেসকোর্সের অম্লান গৌরব কাব্য।

প্রজন্ম তুমি পেয়েছো নিজেকে প্রকাশের অবারিত স্বাধীনতা,

পেয়েছো যা কিছু না পাওয়া, অথচ ছিল তা তোমার প্রাপ্য।

প্রজন্ম তুমি আবেগে ভাসার একটি ক্রিকেট দল পেয়েছো,

পেয়েছো নিজ মাটির গন্ধ মাখা নিজ কৃষ্টির কত শত তারকা।

প্রজন্ম তুমি একটি দেশ পেয়েছো-প্রিয় নাম 'বাংলাদেশ',

পেয়েছো গর্বে বাতাসে ওড়ানোর একটি লাল-সবুজ পতাকা।

প্রজন্ম তুমি পেয়েছো বহু যুগের আরাধ্য শব্দ 'স্বাধীনতা',

পেয়েছো 'আমার সোনার বাংলা' প্রিয়তম গান।

প্রজন্ম তুমি আজি পূর্ণ, কারণ এসেছিল ১৭ মার্চ, ১৯২০

আর টুঙ্গিপাড়ায় জন্মেছিলেন পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

স্বাধীন বাংলা

তাসমিয়া ইসলাম

বিবিএ(৩য় বর্ষ), হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, রোল: এএম ৬২৩

বাংলা আমার মায়ের ভাষা

বাংলা আমার দেশ

তাইতো মোরা গর্ব করি আমার বাংলাদেশ।

জন্মেছি এই দেশে শুধু

তাই যদি হয় গর্ব,

বলবো তবে বরকতেরই

রক্ত হয়েছে ব্যর্থ।

মুখে শুধু গর্ব কর

বাংলা ভাষায় কথা বলো,

অন্য ভাষা ভালোবেসে

ঐদিকে বাংলাকে অবহেলা কর।

তবে এই কী আমার সংস্কৃতি

কোথায় তোমার ভাষাপ্রীতি,

হৃদয়ে না জাগিয়ে বাংলাপ্রেম

কেনো অযথাই লজ্জা না বলে বলো শেম ?

বাংলা ভাষায় লেখালেখি

তাতে যে এখন ইংরেজির প্রভাব দেখি,

তাইতো নিজের সংস্কৃতিকে

নিজের মনে ধারণ করে,

প্রতিটি শিশুর অন্তরে তা

পরম যত্নে ছড়িয়ে দিবে।

সার্থক সেদিন বরকতের দান।

কবিতা

প্রিয় মানুষ

রহিমা নৌমিত মিমি
ইংরেজি বিভাগ (৩য় বর্ষ), রোল: ৬৮৫

সেই মানুষগুলোকে আমার খুব ভালো লাগে
যাদের কাছে থাকলে দুঃখ আসতে ভয় পায়,
তাদের কাছে না সুখের গন্ধ আছে
সেথায় মন ভরে সুবাসিত করে সুখ যেন ঠাঁই পায়।

যাদের কাছে গেলে শান্তি লাগে
অনায়াসে মনের সব কথা উজার করা যায়,
দুঃখের সময় চুইংগামের মতো পাশে থেকে
সবসময় নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের পরিচয় দেয়।

যতই চিন্তা, সমস্যা, বিপদে থাকি না কেন
তাদের দেখলে হঠাৎ সব পালিয়ে যায়;
রাগ, ঘৃণা, অবহেলা এবং ভাব যতই করি না
দিনশেষে সবটাই তারা হাসিমুখে মেনে নেয়।

সেই মানুষগুলো পৃথিবীতে পাওয়া কঠিন
তারা দিন-রাত জপে না তোমাকে ভালবাসি,
কিন্তু সাইলেন্ট কিলারের মতো আজীবনের জন্য কিছু মুহূর্ত উপহার দেয়
সব কিছু হারিয়ে গেলেও তাদের হারিয়ে যেতে দিতে নেই,
হয়তো সেই মানুষগুলো আপনার, প্রিয় মানুষ।



কবিতা

জাতির জনক তুমি

শামসুজ্জোহা রাজু
বি.এ (সম্মান) ২য় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

মুজিব তুমি পৃথিবীর ইতিহাসে
এক সাহসী সৈনিক।
তোমার কথা যে সব বাঙালিরা
স্মরণ করে দৈনিক।
এ দেশ গড়তে তোমার রয়েছে
সবচেয়ে বেশি অবদান।
বাঙালির হৃদয়ে আজও তুমি
কত যে মহান।
তোমার জন্য পেয়েছি আমরা
প্রিয় স্বাধীনতা।
তোমারই জন্য পরাধীনতার
সব গ্লানি হল শেষ।
তুমি হলে বাঙালির কাছে
জাতির জনক।
যত ভালোবাসা চিরদিন থাকুক
শুধু তোমার জন্য।



আমার কলেজ

ফাতিমা বিনতে আলী
বি.এ (সম্মান) ২য় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

আমার কলেজ জ্ঞানের মশাল,
জ্ঞানের ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ পাঠশালা।
মিরপুর রোডের প্রান্ত ছুঁয়ে,
মাথা উচু করে আছো দাঁড়িয়ে।
আছো তুমি অতি যতনে,
হাজারো শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মাঝে।
তোমার আছে সুদক্ষ কারিগর,
তাইতো গড় তুমি আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।

নেই কোনো সংঘাত, নেই হানাহানি,
যেন গোছানো পুষ্পদানি।
লেখাপড়ার পাশাপাশি আছে সংস্কৃতি,
পিতা মাতার স্নেহ পাই শিক্ষকদের কাছে।
তাইতো তোমার চরণ জুড়ে,
লক্ষ প্রাণের সঞ্চার।
যার আলোয় আলোকিত হয়,
সেই যে তুমি মহান।
ঢাকা কমার্স কলেজ,
এদেশে যার নেই কোনো তুলনা।



কবিতা

বৃষ্টি

আসিফ খন্দকার
বিবিএ (১ম বর্ষ), মার্কেটিং বিভাগ, রোল: ১৫৮৭

কচুর পাতায় জমে পানি-
দেখলে জুড়ায় দৃষ্টি,
ধরার বুকে আশীর্বাদ-
হয়ে নামে বৃষ্টি।

বৃষ্টি হলে ফসল ফলে-
জঞ্জাল হয় সাফ,
সূর্যের তেজে ছটফট প্রাণ-
পায় ক্ষণিকের মাফ।

বৃষ্টি ছাড়া লাগে খড়া-
বেশি হলে হয় বাণ,
জীবন মরণ দুটোর উপরেই-
বৃষ্টির বড় দান।

বৃষ্টি হারায় নিয়ন্ত্রণ-
পরিবেশ করলে দূষণ,
এসিড কিংবা শিলাবৃষ্টিতে-
ক্ষয়ক্ষতি হয় ভীষণ।

আসুন বেশি করে করি বৃক্ষরোপণ-
প্রাকৃতিক ভারসাম্য সৃষ্টি,
আশীর্বাদ হয়েই নামুক-
মোদের কাছে বৃষ্টি।

রাসেল সোনামণি

সাদিয়া আহমেদ রিহা
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৪৩৬৫৮ (ব্যবসায় শাখা)

বেঁচে থাকলে হয়তো আজি
ধরতো দেশের হাল,
বঙ্গবন্ধুর সন্তান হওয়ায়
খেললো এমন চাল।

হায়নাদের আক্রমণে
সবকিছু হয় ম্লান,
পায়নি রেহাই তাদের থেকে
অবুঝ শিশুর প্রাণ।

রাতের শেষে সবাই যখন
গুলি শুনতে পায়,
সেথায় তখন রাসেল সোনা
বন্দি হয়ে যায়।

বলেছিলো সে আমায় নিয়ে
মায়ের কাছে যাও,
নয়তো আমার হাসু আপার
কাছে পৌঁছে দাও।

পাঠিয়ে দিল মায়ের কোলে
স্মৃতি শুধু আজ,
একটুও কি কাঁদেনি হিয়া
জাগেনি এতটুকু লাজ।

সেই রাসেলের জন্মদিনে তাই
ভেজা চোখের কোণ,
থাকলে বেঁচে কত বড় হতো
ভেবে কাঁদে মন।

কবিতা

ফেব্রুয়ারির স্মৃতিকথা

সনজিদা আক্তার
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৪৩৯৩০ (ব্যবসায় শাখা)

ফেব্রুয়ারি রক্তে লেখা
মহান ত্যাগের মাস,
ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার স্মৃতিময় উচ্ছ্বাস।

'৫২ সালের ভাষা আন্দোলন
সফল হয় এই মাসে,
রফিক, শফিক, বরকত, জব্বার
স্মৃতি হয় বীর স্তম্ভে।

এই মাসেতে পেলাম আমরা
প্রাণের ভাষা বাংলা,
বীর যোদ্ধাদের রক্তের বিনিময়ে
হাজার মায়ের কান্না।

যাদের রক্তে রাঙা হল পথ
প্রতিষ্ঠিত শহিদ মিনার,
তারা যেন সব গর্জে উঠে বলে
২১ আমার অহংকার।

যেই ভাষাতে আমরা সবাই
প্রাণভরে কথা বলি,
সেই ভাষারই স্মরণীয় দিন
২১ শে ফেব্রুয়ারি।

সোনার দেশ গড়তে হলে
মন দিয়ে কর কাজ,
তবেই তুমি পরতে পারবে
সোনার দেশের তাজ।

দেশটা আজ মনের মত
গড়তে যদি চাও,
যত্ন নিয়ে সুপ্ত মেধার
চর্চা করে যাও।

তোমার মাঝে যে স্বপ্নটা
আজকে খেলা করে,
সেই স্বপ্নকে সত্যি করতে
পরিশ্রমী হতে হবে।

আমরা পাব সোনার বাংলা
বিমোহিত পরিবেশ,
হৃদয় বটে শান্তি পাবে,
ভাবতেই লাগে বেশ।

সেই একুশ

বিধান চন্দ্র পাল
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল : ২৫৭৩ (বিজ্ঞান বিভাগ)

একুশ মানে হাসি ঠাট্টা রং তামাশা না
একুশ মানে রফিকের সেই রক্তাক্ত চেতনা।

একুশ মানে রক্ত দিয়ে লেখা
বাংলার অ, আ, ক, খ, গ
একুশ মানে মনের ভাষা
রবি, নজরুলের পদচারণের ঠিকানা
একুশ মানে মায়ের কাছে শোনা সেই বুলি
একুশ মানে বাবার সাথে ভাব আদানের সিন্দুকখানি
একুশ মানে বিদ্রোহের প্রথম সূচনা
একুশ মানে বেদনার সেই ভাই হারানো কান্না।

একুশ মানে ঘাতকের নির্মম হত্যাকাণ্ড
একুশ মানে ভাইদের বুক চূর্ণ-বিচূর্ণ।

একুশ মানে ভাষা হরণের দেওয়া সেই জবাব
একুশ মানে প্রথম সূচনা বিষদাঁত ভাঙ্গার
একুশের সেই চেতনা মনে করি ধারণ
রফিক, শফিকদের মনে রেখে যাব আজীবন।

কবিতা

ঢাকা কমার্স কলেজ

মো. ইমন গাজী
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ২৩৬৫ (বিজ্ঞান বিভাগ)

অনন্য উচ্চতায় দাঁড়িয়ে তুমি
আমাদের প্রিয় কলেজ।
ভালোবাসার আরেক নাম
ঢাকা কর্মাস কলেজ।

শিক্ষার আলো ছড়াও তুমি
হাজারো নবীন প্রাণে।
তোমার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে
শিক্ষিত জাতি গড়ে।

আলোর প্রদীপ হাতে নিয়ে
দাঁড়িয়ে আছ তুমি।
তোমায় পেয়ে ধন্য মোরা
মোদের কলেজ তুমি।

তোমার আছে নীল সৈন্য
কলম যাদের প্রধান অস্ত্র,
পুস্তক যাদের প্রধান বর্ম,
আর তুমি তাদের রাজ্য।
মোরা শপথ করি তোমার নামে
করব লড়াই যোদ্ধা হয়ে।
আনবো খ্যাতি মানুষ হয়ে
তোমার শানে এবং তোমার নামে।



স্মৃতির মায়াজাল

দিনা হায়দার
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৪৩৮২১ (ব্যবসায় শাখা)

নাম তার ঢাকা কমার্স কলেজ
ভর্তি হলাম নিতে নলেজ।
কেননা, শিক্ষায় যে অর্জন করে তাজ
ভবিষ্যতে সে পৃথিবীতে করে রাজ।
বিভাগটি ছিল না কমার্সে
কমার্স কলেজে পড়ছি আমি সাইন্সে
পছন্দের বিষয় বায়োলজি
এদিকে ফিজিক্সটা যেন বেজায় পাজি।
ম্যাথ এ পেতাম হালকা একটু ভয়
কেমিস্ট্রির বিক্রিয়া এই মনে নাহি সয়।

বাংলাটা বেশ লাগতো ভালোই
আইসিটি তো জমজমাট।
ইংরেজিটাও ভালোই ছিল
ভালোবেসে ডাকতাম তাই ব্রেক হার্ট।

কলেজের প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে আছেন এক ঝাঁক নক্ষত্র
জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেন যাঁরা কলেজের সর্বত্র।
করোনার দরুণ এক বছর করেছি অনলাইন ক্লাস
তখন শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার ছিল প্রায় সেভেনটি প্লাস।
অতঃপর হলো অফলাইন ক্লাস শুরু
এক্সামের কথা শুনলেই বুকটা করতো দুরু দুরু।
কলেজ লাইফটা আসলেই এক বিরাট মহাযুদ্ধ
সময়ের ধারাবাহিকতায় হঠাৎ ধরা দেয় বিদায় বেলার গন্ধ
তবুও প্রিয় প্রাঙ্গণটি থেকে যায় স্মৃতির মায়াজালে আবদ্ধ।



আমরাই ডিসিসিয়ান

কবিতা

আমার ভালো লাগে

আব্দুল্লাহ আল-নাহিয়ান
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৪৪১০১ (ব্যবসায় শাখা)

যুদ্ধের দ্বারা শুরু মোদের
যুদ্ধেই তাহা শেষ;
ভর্তি যুদ্ধ পেরিয়ে মোরা
ধরেছি এবার ডিসিসিয়ানের বেশ।

জীবনে এগিয়ে যাওয়ার শপথ করি,
শিক্ষকদের স্নেহ ছায়ায়;
সর্বক্ষেত্রে সফল মোরা
তাহাদের দিক নির্দেশনায়।

বন্ধু গড়ি, আনন্দ করি,
থাকি মোরা একত্রে;
শান্তি-শৃঙ্খলা, শিক্ষা
এটাই মোদের কণ্ঠস্বরে।

আমরা জয়ী আমরাই সেরা,
আমরা শুরু করি নতুন এক অধ্যায়
আমরা গড়ি নতুন ইতিহাস,
সকলের মনের পাতায় পাতায়।

চিরচেনা আমরা এই বাংলার কাছে-
আমরা বীর পালোয়ান
আমরাইতো এই বাংলার গৌরব
'আমরাই ডিসিসিয়ান ।

সোনালি দিনগুলো

সামিয়া তারিন
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ১৩২৯ (বিজ্ঞান বিভাগ)

ভালো লাগে আকাশের রং
যখন সন্ধ্যা নামে।
ভালো লাগে পাখির গান
যখন ভোরের পাখি ডাকে।
ভালো লাগে নদীর টান
যখন স্রোত বহে।
ভালো লাগে ফুলের ঘ্রাণ
যখন বাতাস বহে।
ভালো লাগে চাঁদের আলো
যখন জোছনা নামে।

ভালো লাগে রাতের আকাশ
যখন তারা ওঠে।
ভালো লাগে শিল্পীর গান
যখন সুর থাকে।
ভালো লাগে খোলা আকাশ
যখন ব্যথায় হৃদয় ফাটে।
ভালো লাগে কবির কবিতা
যখন ছন্দ থাকে।

কবিতা

অমৃতা জাহান উপমা
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৪৩৬৭৩ (ব্যবসায় শাখা)

আবার আসবে ফিরে সেই সোনালি দিনগুলো
পূব আকাশে ওঠে,
লাল রং এর সূর্যে থাকবে আশার আলো।
থাকবেনা করোনা, থাকবেনা মহামারি
কোল খালি হবে না কারো।

আশা মুখর সেই শান্তির দিনগুলো
ছিন্ন হলো কবে।
প্রত্যাশার সেই দিনটি আসবে শীঘ্রই
থাকতে হবে না কাউকে কষ্টে।

হবে দূর প্রকৃতির নিস্তব্ধতা,
ফিরবে পৃথিবীতে পুরনো ব্যস্ততা
থাকবেনা জনশূন্যতা, হবে বের জনে জনে,
হবে জমায়েত পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে।
মায়াবী কণ্ঠে পাখির কিচির মিচির
কোকিলের কুহুতান রবে চিরদিন,
স্নিগ্ধতার সুবাস জায়গা করে নিবে মনে,
প্রাণখোলা হাসি থাকবে চোখে মুখে।

সবুজ পাতার আড়ালে থাকবে
খড়ে বাঁধানো পাখির বাসা,
ডানা ঝাপটিয়ে যাবে ওড়ে
মিটাবে সৌন্দর্য তৃষা।

নীলাভ ডলফিন থাকবে দূর সমুদ্রে
মৎস্যের এ রাজ্যকে দেখা যাবে,
মোহনীয় এক রূপে।
করব উপভোগ
নিস্তব্ধ মাঠের মুক্ত হাওয়ায় মুক্ত বিহঙ্গের মতো
হিমেল দিনটির প্রতীক্ষায়।

ওরা বলে

রহিমা নৌমিত মিমি
ইংরেজি বিভাগ (৩য় বর্ষ), রোল: ৬৮৫

গানে-প্রাণে
একি কথা বাজে,
আমরা গরিব
আমরা পুরনো রক্তে-মাংসে মানুষ।
আমাদের ইচ্ছে
দিন-রাত ভরে হাজারো কেচ্ছা ;
জিহ্বার অগ্রে
বসবাস করে স্বাদের লিপ্সা।

হিংসা হয় প্রচুর ভরে
রকমারি খাবার যখন নষ্ট করে,
বুক ভরা নিঃশ্বাস শেষ
চেখে দেখা হয়ে ওঠে না কোনো কালে।
বাবার কাছে মেয়ে পরী
মায়ের কাছে ছেলে রাজপুত,
দামী পোশাকের হয়না পূরণ আবদার
সুখের সীমা ভিজে আসে দুঃখ।

সীমা ছড়িয়ে
কবে হবে স্বপ্নপূরণ,
হাত বাড়িয়ে
গোধূলি বিকেলে সুখের হবে আলিঙ্গন।
দু'মুঠো জোটেনা
পেট ভরে খাওয়া হয়না
ঘুম হয়না !
খালি পানি পানাহারে।
ডাক পরে বড় ঘরে
আসে কতজন গাড়ি করে,
আমরা গেলে নাক পোঁড়ে
তাড়িয়ে দেয় দুরু দুরু করে।

তাইতো আমরা আজ পথচারী
পথের ওপর আমাদের ঘরবাড়ি,

কবিতা

চাইনা কিছু
যদি জুটে দু'মুঠো পেটপুড়ে অন্ন তরকারি
এতেই হবে আমাদের শ্রেষ্ঠ সুখের পৃথিবী।

স্বপ্ন

মোঃ ফারহান তানভীর অয়ন
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ২৪২৮ (বিজ্ঞান বিভাগ)

দিগন্ত বিস্তৃত জীবন্ত স্বপ্ন,
স্বপ্নের চাপে আজ আমিই নগণ্য,
পেশাদারী সমাজে আজও অগণ্য,
যার ফল ভালো নাকি তার বাবাই ধন্য।
আমরা কি জন্ম নেই এই জন্য?

জিপিএ-পাঁচ, সিজিপিএ-চার
অপূর্ণ গল্প শুনি বারবার।
চাওয়া পাওয়া গুলো পুড়ে ছারখার,
তবু ফলাফল নিয়েই ছুটি বারবার।

ইচ্ছে তো আছে যাবো বহুদূর,
পরিবার ধরেছে অন্য এক সুর।
ইচ্ছেরা হয়ে গেছে কর্পূর
বাতাসেতে হারিয়ে গেছে বহুদূর।

স্বপ্নের বুয়েট, সাথে আছে ঢাবি,
বিশালতা নিয়ে বসে আছে চবি,
কল্পনার রাজ্য নাকি সেই জাবি,
সফলতার নাকি এই গুটিকয়েক চাবি!

বড়োই কঠিন নাকি জীবন যুদ্ধ,
তার চেয়েও কঠিন ভর্তি যুদ্ধ!
পরাজিত সৈনিকের কোথাও নাই ঠাঁই?
তাই আমি স্বপ্ন নিয়ে বিজয়ী হতে চাই।

শীতের স্নিগ্ধতায়

তাসিন ফারজানা শ্রাবণী
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ১৪৬৯ (বিজ্ঞান বিভাগ)

নভেম্বর শীতের আলতো ছোঁয়া ,
শুধুই কী ছোঁয়া !
কিছু অনুভূতি ,কিছু মুহূর্ত ,কিছু স্মৃতি ,কিছু আবেগ ।
শীতের অকালকুয়াশা ভরা আকাশ, দূর থেকে যাকে চেনাই মুশকিল
নগরের বড় বড় দালান বাড়ির আড়ালে, আকাশটা কেন জানি দূর থেকে চেনাই যায় না !

কুয়াশাও আজ আমায় বড্ড ফাঁকি দিচ্ছে ,
জানালা দিয়ে ডাক দিচ্ছি, সেই কিন্তু ভালোই উচুঁ থেকে ,
তবে ধোয়াঁ না কুয়াশা তা বুঝতে পারলাম না ,ধুর !
নিজেকে বড্ড বেমানান লাগছে, ঐ যে ইংরেজীতে যাকে বলে-
"SOMEIHING IS MISSING MISSING" ঠিক তেমন ।

তুমিটাকে বড্ড মনে পড়ছে ,তুমি কী কুয়াশার মতো !
না কী কখনো কুয়াশা ,আবার কখনো আবছা ধোয়াঁ ?
তুমি বরং মেঘ হও কেমন ?
আমার সাথে সাথে থাকবে ,
সাদার আবছা ভালোবাসা তোমাকে বিলিয়ে দেবো ।
সাদা তো তোমার বড্ড প্রিয় !

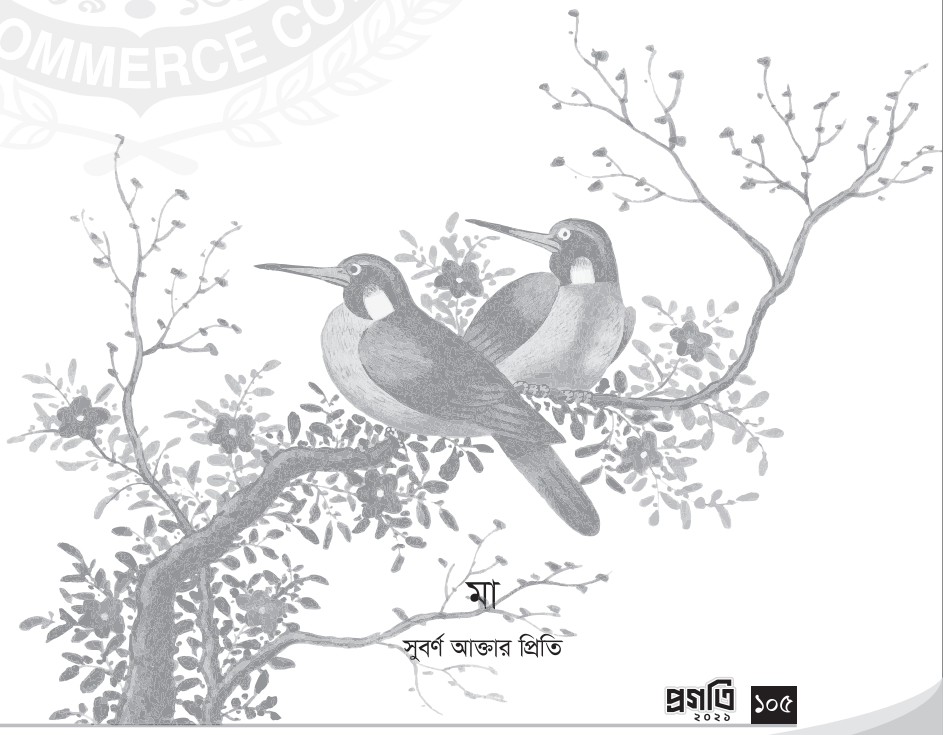

মা

সুবর্ণ আক্তার প্রিতি

কবিতা

মা

শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ১৫৪২ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মা যে আমার সুনীল আকাশ স্বপ্ন ভরা বুক,
মা যে আমার মনের মায়া হৃদয় ছোঁয়া সুখ।
মা যে আমার মিশে আছে লাল সবুজের বেশে,
তাইতো এদেশ ভালোবাসি জন্মেছি এই দেশে।

মা যে তুমি পিঠাপুলি মজার স্বাদে রাঁধো,
আমার একটু অসুস্থতায় মোনাজাতে কাঁদো।
মা যে তুমি সোহাগ দিয়ে জড়িয়ে নিতে কোলে
তোমার কথা কভু মাগো যাইনি আমি ভুলে।
মা যে তুমি মমতাময়ী আছো হৃদয় জুড়ে,
তাই বলে 'মা' ডাকি তোমায় আমার কণ্ঠসুরে।

মা ডাকেতে এত সুধা কেনো জানতে ইচ্ছে করে,
তোমার কথা পড়লে মনে অশ্রু চোখে ঝরে।
মাগো তুমি আমার আগে যেও না গো মরে,
তুমি ছাড়া এই বাড়িতে থাকবো কেমন করে।
সবশেষে যে বলি মা গো তুমি অনেক ভালো,
তুমিহীনা এই ভুবনে পাইনা কোন আলো।

বাবা

বিধান চন্দ্র পাল

শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ২৫৭৩ (বিজ্ঞান বিভাগ)

অভাব-অনটনের সংসার বাবার একার উপার্জনে
বেশ কয়েকটি মানুষ খাচ্ছি আনন্দ উল্লাসে,
নিম্ন আয়ে সর্বোচ্চ টাকা দিল বাবা হাতে
আবেগমাখা মুখে বলে ওঠল যা খোকা তুই হাটে।

খাঁচায় বন্দি ব্যক্তি আমি কেমনে কী হবে
হাঁটি হাঁটি পা-পা করে আসলাম হাটের দিকে
পৌঁছাতেই দেখি বিশাল এ হাটে ছুটছে সবাই স্বপ্ন পূরণে।

ও ভাই দাঁড়াওনা ! নতুন আমি হাটে
কোন দিকে যাব কেউ কি দাঁড়িয়ে বলবে?
কে শোনে কার কথা-সবাই ব্যস্ত বাজারে
দিশেহারা হয়ে চলে যেতে চাইলাম বাজার থেকে
একি বাবার সেই আবেগমাখা মুখটি উঠল ভেসে!

দু-দিকের টান খেয়ে মাঝে পড়লাম দাঁড়িয়ে
গভীর চিন্তা মহা বিপদ এই ভাবনায় গেলাম ডুবে
পারিলাম না ওঠিতে সেই গভীর চিন্তা থেকে।
কত বাবা রইল পড়ে কুঁঠির অন্ধকারে
কত বাবা পথ চেয়ে এখনো আছে।
কত খোকা ভাবনার সেই দরজা ফেলেছে ভেঙ্গে
মাথা চাড়া দিয়েছে ভুবন জয়ে।

বিজয়ীর শক্তি জাগিয়েছে অন্ধকারে
শত বিপদ পেরিয়ে আলো জ্বালিয়েছে বাবার কুঠির অন্ধকারে,
ঘর না যতটুকু আলোয় আলোকিত
বাবার মুখে দেখি, আমিই যেন তার গোটা বিশ্ব।



কবিতা

চাচ্চু

ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৪৪০২২ (ব্যবসায় শাখা)

চাচ্চু, তুমি আমার কাছে অনেক দামী,
কেন বলবো না তোমায় মহাজ্ঞানী
বিপদে-আপদে ছিলে আমার পাশে,
তাইতো আমি থাকতে চাই তোমার কাছে।
চাচ্চু, তুমি আমার জন্য করেছ কত,
পারবো কি কখনো করতে আমি এত?
কত আদর ভালোবাসা দিয়েছো আমায়,
কখনো কি তা দিতে পারবো তোমায়?
চাচ্চু, কষ্ট দিয়ে কত কথা বলেছি আমি,
প্রতিবার ভালোবেসে মাফ করেছো তুমি।

কখনো বুঝি নাই তোমার মূল্য,
আজ বুঝতে পেরে পাইনা তোমার সমতুল্য।
চাচ্চু, তুমি আমার কাছে বড়ই মূল্যবান,
ছেড়ে যেওনা আমায়, চাই না কোন অকল্যাণ।
ছিলে গুরু, ছিলাম শিষ্য,
দেখতে পাই এখনো সেই দৃশ্য।
চাচ্চু, তুমি সব সময় আমার গুরুজন
উপদেশ দিয়ে বড় করো আমায়,
তুমি আমার বড়ই আপনজন।

বন্ধুত্ব

মাহিম শাহ্‌রীয়ার
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৪৪৫০১ (ব্যবসায় শাখা)

বন্ধু তুমি এই তো সেদিন হাতে হাত রাখলে
বন্ধু তুমি মায়ার বাঁধনে আপন করে বাঁধলে।
বন্ধু তুমি খুনসুটিতে কাটিয়ে দেয়া ক্ষণ
বন্ধু তুমি সুখে-দুঃখে আমার আপনজন।
বন্ধু তুমি সেই আনা সুখ, খুশির হাওয়া উল্লাসে
বন্ধু তুমি রাগ-অনুরাগ, ভুলে হাসি উল্লাসে।
বন্ধু তুমি রাত্রিঘেরা আঁধার পথের আলো
বন্ধু তুমি আমার হিয়ায়, জ্ঞানে প্রদীপ জ্বালো।
বন্ধু তোমার ভালোবাসা, হৃদয়ের স্পন্দনে
অটুট রবে জনম ধরে, বন্ধুত্বের বন্ধনে।

সহচর

নাঈম হোসেন পারভেজ
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল : ২২০৮ (বিজ্ঞান বিভাগ)

হে পৃথিবী তুমি কার?
আমি অস্ত্র আর টাকার।
হে বিদ্যা তুমি কার?
আমি অধ্যবসায় আর মেধার।
হে অশ্রু তুমি কার?
আমি নির্বোধ আর বোকার।

হে অসি তুমি কার?
আমি সাহসী যোদ্ধার।
হে মসি তুমি কার?
আমি বিদ্বানের সহচর।
হে প্রেম তুমি কার?
আমি প্রিয় বন্ধু সবার।

Super Powers of Your Smile

Lutfun Nahar Islam

Lecturer (Part Time), Dept. of Home Economics

A smile costs nothing but gives much. Yes, that's right. Smile is the most important thing you can have in your possession. Smile in the mirror. Do that every morning and you'll see the changes because life is like a mirror. Smile at it and it will smile back at you.

Do you know your smile has super powers? Yes it has and let's see a few of its powers.

1. Smiling can make you look thinner. In a recent study by a young psychology student at UMKC, sad faces randomized and flashed on a computer screen were judged to be hefty. This is a surprising conclusion. One can only speculate that a mouth turned down in a frown might give the inpression that a person is weighed down by unhappiness.

2. Smiling induces more pleasure in the brain than chocolate. I know you don't believe this. But according to Ron Gutman, the author of 'Smile: the Astonishing Powers of a Smile ACT', one smile can generate the same level of brain stimulation as up to 2,000 bars of chocolate.

3. Even a forced smile can lead to a mood boost. So if you're feeling down in the dumps, smiling will give you a boost. Remember that changing your behavior by smiling can change your inner feelings. In other words, if you put on a "Happy face" you will actually feel happier.

4. Smiling helps you live longer. One study (2010) found that genuine, intense smiling is associated with longer life . Research docs suggest that happiness could increase life span by years – suggesting maintaining a happy, positive mood may be an important part of living a healthy life.

5. Smiling suggests success. Research has shown that people who smile regularly appear more confident, and more likely to be promoted, and are more likely to be approached by putting on a smile at meetings and business appointments. You might find that people react to you differently when you approach them with a smiling face.

There are many more reasons to smile everyday. So wear that preety smile of yours and make yourself happier. source: www.psychology today. com; www.very well mind .com

The Greatest Parents on Earth

Aseya Alam Arpita

Class: XII, Roll: 43792 (Business Studies)

How greatly I've been Blessed!
For when it comes to parents,
Mom and Dad, you are the best.

You nurtured and protected me
And taught me with great care
And every time I needed you,
You were always there.

If you could look into my heart
How fully you would see
The special place you hold there
And how much you mean to me.

May you receive the blessings
You are so deserving of
For your caring and your sharing
And each sacrifice of love.

And may you carry in your hearts
These words forever true,
No parents anywhere on earth
Could be more loved than you.

প্রগতি ২০২১

শিক্ষার্থী পরিচিতি

একাদশ শ্রেণি



ঢাকা কমার্স কলেজ বার্ষিকী

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০২১-২০২২

ব্যবসায় শিক্ষা শাখা


ফাইজা
৪৪৯৬১


বুশরা
৪৪৯৬২


রাইসা
৪৪৯৬৩


সাবা
৪৪৯৬৪


ইসরাত
৪৪৯৬৫


রিধি
৪৪৯৬৬


সাদিয়া
৪৪৯৬৭


রুমকি
৪৪৯৬৮


নাশিতা
৪৪৯৬৯


ফেরদাউস
৪৪৯৭০


জান্নাতুল
৪৪৯৭১


সুমনা
৪৪৯৭২


সুমাইয়া
৪৪৯৭৩


আনিশা
৪৪৯৭৪


মাহি
৪৪৯৭৫


মিম
৪৪৯৭৬


লামিয়া
৪৪৯৭৭


হাবিবা
৪৪৯৭৮


সায়মা
৪৪৯৭৯


সোহানি
৪৪৯৮০


তুরতিল
৪৪৯৮১


সামিহা
৪৪৯৮২


মৌ
৪৪৯৮৩


জায়া
৪৪৯৮৪


আভনি
৪৪৯৮৫


রিতু
৪৪৯৮৬


জেবা
৪৪৯৮৭


মারিয়া
৪৪৯৮৮


কাঙখিতা
৪৪৯৮৯


সামিয়া
৪৪৯৯০


তাসনিয়া
৪৪৯৯১


ইয়াসমিন
৪৪৯৯২


সামিহা
৪৪৯৯৩


মিম
৪৪৯৯৪


কেয়া
৪৪৯৯৫


সাদিয়া
৪৪৯৯৬


বুশরা
৪৪৯৯৭


লুভা
৪৪৯৯৮


মাইশা
৪৪৯৯৯


শ্রাবন্তি
৪৫০০০

অরিন
৪৫০০১

তানহা
৪৫০০২

মারিয়াম
৪৫০০৩

রাফা
৪৫০০৪

রোজ
৪৫০০৫

কারিমা
৪৫০০৬

তাসনিম
৪৫০০৭


লিতুন
৪৫০০৮


জুথি
৪৫০০৯


মুন্নি
৪৫০১০


রিতিকা
৪৫০১১


রুশদা
৪৫০১২


সুমাইয়া
৪৫০১৩


ইপসিতা
৪৫০১৪


জারিন
৪৫০১৫


লুৎফুন
৪৫০১৬


সুমাইয়া
৪৫০১৭


সাদিয়া
৪৫০১৮


আরিফা
৪৫০১৯


ফাতেমা
৪৫০২০


নিঝুম
৪৫০২১


ত্বহামিম
৪৫০২২


আদিবা
৪৫০২৩


নাফিসা
৪৫০২৪


রিদি
৪৫০২৫


মুনা
৪৫০২৬


তাসনিম
৪৫০২৭


মুনজিয়া
৪৫০২৮


জারিন
৪৫০২৯


এলমা
৪৫০৩০


সিলভিয়া
৪৫০৩১


রায়মা
৪৫০৩২


রিকু
৪৫০৩৩


মীম
৪৫০৩৪


সামিয়া
৪৫০৩৫


ইবতিদা
৪৫০৩৬


নাফিজা
৪৫০৩৭


তাসমিয়া
৪৫০৩৮


তানযিম
৪৫০৩৯


শিখা
৪৫০৪০


জেবীন
৪৫০৪১


রীফাত
৪৫০৪২


সুমাইয়া
৪৫০৪৩


জান্নাত
৪৫০৪৪


লানিয়া
৪৫০৪৫


ফারমিনা
৪৫০৪৬


ইফফাত
৪৫০৪৭

ফাহমিদা
৪৫০৪৮

নুসরাত
৪৫০৪৯

ফারিয়া
৪৫০৫০

তিষা
৪৫০৫১

আভা
৪৫০৫২

অথৈ
৪৫০৫৩

মীম
৪৫০৫৪

পায়েল
৪৫০৫৫

আয়েশা
৪৫০৫৬


অরিন
৪৫০৫৭


নুসরাত
৪৫০৫৮


মিম
৪৫০৫৯


রামিসা
৪৫০৬০


তাজীন
৪৫০৬১


নাফিসা
৪৫০৬২


নবনিতা
৪৫০৬৩


তিশা
৪৫০৬৪


আফিফা
৪৫০৬৫


মালিহা
৪৫০৬৬


নাদিয়া
৪৫০৬৭


আফরিন
৪৫০৬৮


তামান্না
৪৫০৬৯


এরিন
৪৫০৭০


সাবিহা
৪৫০৭১


মুবরুব
৪৫০৭২


আশামনি
৪৫০৭৩


সাবা
৪৫০৭৪


জারিন
৪৫০৭৫


জিনি
৪৫০৭৬


মানছুরা
৪৫০৭৭


মুনজিরিন
৪৫০৭৮


সেতু
৪৫০৭৯


ফাতেমা
৪৫০৮০


তানজিলা
৪৫০৮১


বুশরা
৪৫০৮২


প্রমিতি
৪৫০৮৩


নিশিতা
৪৫০৮৪


তাহসিন
৪৫০৮৫


নাফিসা
৪৫০৮৬


সাবা
৪৫০৮৭


অদ্রি
৪৫০৮৮


আনিকা
৪৫০৮৯


ইসরাত
৪৫০৯০


সুতি
৪৫০৯১


নাতাসা
৪৫০৯২


অংকিতা
৪৫০৯৩


রিশা
৪৫০৯৪


ফিজা
৪৫০৯৫


রিপা
৪৫০৯৬

নুসরাত
৪৫০৯৭

সামিয়া
৪৫০৯৮

নাফিসা
৪৫০৯৯

ফারহানা
৪৫১০০

রাইসা
৪৫১০১

আফরোজা
৪৫১০২

জান্নাতুল
৪৫১০৩

প্রমি
৪৫১০৪

তাকওয়া
৪৫১০৫


মাঈশা
৪৫১০৬


জান্নাতুল
৪৫১০৭


নুসরাত
৪৫১০৮


অহনা
৪৫১০৯


যয়নব
৪৫১১০


মনিষা
৪৫১১১


আমেনা
৪৫১১২


সুমাইয়া
৪৫১১৩


মিম
৪৫১১৪


বৃষ্টি
৪৫১১৫


এশা
৪৫১১৬


তানহা
৪৫১১৭


পায়েল
৪৫১১৮


মাঈশা
৪৫১১৯


তাসনুভা
৪৫১২০


সানজিদা
৪৫১২১


তাসনিমাহ
৪৫১২২


সিনথিয়া
৪৫১২৩


জিনিয়া
৪৫১২৪


ইসরাত
৪৫১২৫


নাবিলা
৪৫১২৬


চৈতি
৪৫১২৭


মিম
৪৫১২৮


ফাহমিদা
৪৫১২৯


অর্পি
৪৫১৩০


আরেফিন
৪৫১৩১


শায়লা
৪৫১৩২


দিয়া
৪৫১৩৩


যারিন
৪৫১৩৪


সাদিয়া
৪৫১৩৫


সুমাইয়া
৪৫১৩৬


তাসমিয়া
৪৫১৩৭


নওমি
৪৫১৩৮


মাহিমা
৪৫১৩৯


ফেরদাউস
৪৫১৪০


তাকি
৪৫১৪১


নুসরাত
৪৫১৪২


সানজিদা
৪৫১৪৩


মেহেজাবিন
৪৫১৪৪


মাকলাইন
৪৫১৪৫

আনিকা
৪৫১৪৬

মাহিমা
৪৫১৪৭

বুশরা
৪৫১৪৮

বর্ণা
৪৫১৪৯

শ্রাবণ
৪৫১৫০

রাইদা
৪৫১৫১

হৃদি
৪৫১৫২

মারুফা
৪৫১৫৩

সামিয়া
৪৫১৫৪


মাহিয়া
৪৫১৫৫


স্নেহা
৪৫১৫৬


উমাইমা
৪৫১৫৭


ফাইজা
৪৫১৫৮


নদিয়া
৪৫১৫৯


মাহমুদা
৪৫১৬০


জান্নাতুল
৪৫১৬১


তাসপিয়া
৪৫১৬২


ফাবিহা
৪৫১৬৩


জেমি
৪৫১৬৪


মারিয়া
৪৫১৬৫


মালিহা
৪৫১৬৬


মারিয়া
৪৫১৬৭


সুহা
৪৫১৬৮


ফারিহা
৪৫১৬৯


সানজিদা
৪৫১৭০


তাসনিম
৪৫১৭১


রাইসা
৪৫১৭২


জারিন
৪৫১৭৩


মিম
৪৫১৭৪


ফাতেমা
৪৫১৭৫


লিলি
৪৫১৭৬


নাদিয়া
৪৫১৭৭


তানিশা
৪৫১৭৮


তাসফিহা
৪৫১৭৯


নুসরাত
৪৫১৮০


সায়ান
৪৫১৮১


অনি
৪৫১৮২


সামিয়া
৪৫১৮৩


সাবিবা
৪৫১৮৪


অবন্তিকা
৪৫১৮৫


নুসরাত
৪৫১৮৬


নাফিজা
৪৫১৮৭


সাইরি
৪৫১৮৮


তাবাসসুম
৪৫১৮৯


জারিন
৪৫১৯০


ফারজানা
৪৫১৯১


তাসমিম
৪৫১৯২


তিশা
৪৫১৯৩


তাসনিম
৪৫১৯৪

সুলতানা
৪৫১৯৫

এবাদি
৪৫১৯৬

পারভীন
৪৫১৯৭

আশফাহ
৪৫১৯৮

ঐশি
৪৫১৯৯

উর্মিলা
৪৫২০০

মেহেনুর
৪৫২০১

আফিফা
৪৫২০২

তাসবিয়া
৪৫২০৩


মেহনাজ
৪৫২০৪


শারমিন
৪৫২০৫


ফাতেমা
৪৫২০৬


হুমায়রা
৪৫২০৭


সামিহা
৪৫২০৮


প্রজ্ঞা
৪৫২০৯


রাবিনা
৪৫২১০


ফারজানা
৪৫২১১


মেঘলা
৪৫২১২


রিশতিয়া
৪৫২১৩


মুন্নি
৪৫২১৪


খাদিজা
৪৫২১৫


সাদিয়া
৪৫২১৬


রুপিতা
৪৫২১৭


অনিকা
৪৫২১৮


আয়েশা
৪৫২১৯


অবন্তি
৪৫২২০


রোসেলেন
৪৫২২১


অপসরা
৪৫২২২


রীনা
৪৫২২৩


সাদিয়া
৪৫২২৪


অহনা
৪৫২২৫


দোলা
৪৫২২৬

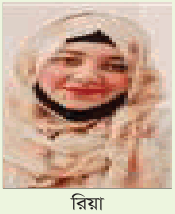
রিয়া
৪৫২২৭


হিরা
৪৫২২৮


জবা
৪৫২২৯


অর্ণী
৪৫২৩০


রুহি
৪৫২৩১


অর্নি
৪৫২৩২


প্রিয়ন্তি
৪৫২৩৩


ফাহিমা
৪৫২৩৪


সুমাইয়া
৪৫২৩৫


মহসিন
৪৫২৩৬


জাওয়াস্তা
৪৫২৩৭


সুমাইয়া
৪৫২৩৮


শিলা
৪৫২৩৯


সুমাইয়া
৪৫২৪০


মিম
৪৫২৪১


রিদিকা
৪৫২৪২


সামিয়া
৪৫২৪৩

ইভা
৪৫২৪৪

মিশু
৪৫২৪৫

নিশি
৪৫২৪৬

রাফিয়া
৪৫২৪৭

ফাতেমা
৪৫২৪৮

মিম
৪৫২৪৯

সিনথিয়া
৪৫২৫০

ঐশি
৪৫২৫১

এলমা
৪৫২৫২


নাজমুন
৪৫২৫৩


প্রভা
৪৫২৫৪


জান্নাত
৪৫২৫৫


মণি
৪৫২৫৬


রিশি
৪৫২৫৭


রিয়া
৪৫২৫৮


ঐশি
৪৫২৫৯


তাসনিম
৪৫২৬০


দিশা
৪৫২৬১


দিয়া
৪৫২৬২


রোজা
৪৫২৬৩


শিলা
৪৫২৬৪


ফাহমিদা
৪৫২৬৫


সাদিয়াতুল
৪৫২৬৬


লোপা
৪৫২৬৭


রাইসা
৪৫২৬৮


মৌ
৪৫২৬৯


ইমা
৪৫২৭০


তাসমিয়া
৪৫২৭১


তাকিয়া
৪৫২৭২


মেহজাবিন
৪৫২৭৩


ফারিয়া
৪৫২৭৪


নুসাইবা
৪৫২৭৫


সামিয়া
৪৫২৭৬


অন্তরা
৪৫২৭৭


সানজিদা
৪৫২৭৮


নওরিন
৪৫২৭৯


আরিফাতুন
৪৫২৮০


মিম
৪৫২৮১


সুমাইয়া
৪৫২৮২


মিম
৪৫২৮৩


নিলিমা
৪৫২৮৪


মৌ
৪৫২৮৫


আফরিন
৪৫২৮৬


ফারিয়া
৪৫২৮৭


সোহানা
৪৫২৮৮


রাফিয়া
৪৫২৮৯


বুশরা
৪৫২৯০


তাবাসসুম
৪৫২৯১


মাহবুবা
৪৫২৯২

ইশা
৪৫২৯৩

বৃষ্টি
৪৫২৯৪

মীম
৪৫২৯৫

বহ্নি
৪৫২৯৬

খুশি
৪৫২৯৭

মিরা
৪৫২৯৮

নাবিলা
৪৫২৯৯

মনি
৪৫৩০০

সালিমা
৪৫৩০১


অনি
৪৫৩০২


মিথিলা
৪৫৩০৩


সৃষ্টি
৪৫৩০৪


নওশিন
৪৫৩০৫


শাফিন
৪৫৩০৬


মাহজাবিন
৪৫৩০৭


ফারিহা
৪৫৩০৮


সিলভিয়া
৪৫৩০৯


খাদিজা
৪৫৩১০


নদিয়া
৪৫৩১১


হাফসা
৪৫৩১২


দিয়া
৪৫৩১৩


আরিশা
৪৫৩১৪


সূচনা
৪৫৩১৫


মৌনতা
৪৫৩১৬


জুতি
৪৫৩১৭


আয়েশা
৪৫৩১৮


মিম
৪৫৩১৯


খাদিজা
৪৫৩২০


মাইমুনা
৪৫৩২১


তানজিনা
৪৫৩২২


সানজিদা
৪৫৩২৩


শারমিন
৪৫৩২৪


মিম
৪৫৩২৫


জুঁই
৪৫৩২৬


সুমাইয়া
৪৫৩২৭


সানজিদা
৪৫৩২৮


নওরিন
৪৫৩২৯


রাশিদা
৪৫৩৩০


রিদিকা
৪৫৩৩১


মাহবুবা
৪৫৩৩২


সুশিলা
৪৫৩৩৩


কারিশমা
৪৫৩৩৪


সাদিয়া
৪৫৩৩৫


সুবর্না
৪৫৩৩৬


ফারিয়া
৪৫৩৩৭


সুস্মিতা
৪৫৩৩৮


স্বর্না
৪৫৩৩৯


টুসি
৪৫৩৪০


হিরা
৪৫৩৪১

ইশরাত
৪৫৩৪২

মিম
৪৫৩৪৩

মারজান
৪৫৩৪৪

জেসমিন
৪৫৩৪৫

লামিসা
৪৫৩৪৬

রাইসা
৪৫৩৪৭

তানজিম
৪৫৩৪৮

হৃদি
৪৫৩৪৯

মীম
৪৫৩৫০


অথৈ
৪৫৩৫১


উমামা
৪৫৩৫২


সানজিদা
৪৫৩৫৩


নদিয়া
৪৫৩৫৪


ফারিয়া
৪৫৩৫৫


মেহজাবিন
৪৫৩৫৬


অর্পিতা
৪৫৩৫৭


সামিহা
৪৫৩৫৮


নেছা
৪৫৩৫৯


সুলতানা
৪৫৩৬০


তাসনিম
৪৫৩৬১


সানজিদা
৪৫৩৬২


বুশরা
৪৫৩৬৩


মিম
৪৫৩৬৪


ইকরা
৪৫৩৬৫


মাইমুনা
৪৫৩৬৬


তাবাসসুম
৪৫৩৬৭


দিবা
৪৫৩৬৮


রিয়া
৪৫৩৬৯


ফিহা
৪৫৩৭০


আফরা
৪৫৩৭১


রশ্মি
৪৫৩৭২


সাবাবা
৪৫৩৭৩


ইশারা
৪৫৩৭৪


সাবা
৪৫৩৭৫


সামিনা
৪৫৩৭৬


সুমাইয়া
৪৫৩৭৭


জুথি
৪৫৩৭৮


মিথিলা
৪৫৩৭৯


বৃষ্টি
৪৫৩৮০


সামিয়া
৪৫৩৮১


এশা
৪৫৩৮২


স্বর্ণা
৪৫৩৮৩


অর্ণী
৪৫৩৮৪


দিপান্বিতা
৪৫৩৮৫


রিয়া
৪৫৩৮৬


তুলি
৪৫৩৮৭


লোপা
৪৫৩৮৮


কওশার
৪৫৩৮৯


আতশি
৪৫৩৯০

তানিয়া
৪৫৩৯১

নাহিয়ান
৪৫৩৯২

সুলতানা
৪৫৩৯৩

নীলা
৪৫৩৯৪

রিয়া
৪৫৩৯৫

আফিফা
৪৫৩৯৬

মরিয়ম
৪৫৩৯৭

দিয়া
৪৫৩৯৮

নাহের
৪৫৩৯৯


তুনি
৪৫৪০০


স্বপ্না
৪৫৪০১


জান্নাতুল
৪৫৪০২


যাফরিন
৪৫৪০৩


তিশা
৪৫৪০৪


মেহরিন
৪৫৪০৫


শাথী
৪৫৪০৬


তাবাসসুম
৪৫৪০৭


আয়েশা
৪৫৪০৮


তোনিমা
৪৫৪০৯


বাধন
৪৫৪১০


দিয়া
৪৫৪১১


আফরিন
৪৫৪১২


তাহরিনা
৪৫৪১৩


সাথী
৪৫৪১৪


বন্ধন
৪৫৪১৫


রাবেয়া
৪৫৪১৬


রুবি
৪৫৪১৭


কাশফিয়া
৪৫৪১৮


মোনালিসা
৪৫৪১৯


মাহবুবা
৪৫৪২০


সুমাইয়া
৪৫৪২১


ফাতেমা
৪৫৪২২


শারমিন
৪৫৪২৩


সিনাতা
৪৫৪২৪


মাহিমা
৪৫৪২৫


রাইসা
৪৫৪২৬


কুলসুম
৪৫৪২৭


লুনা
৪৫৪২৮


লিজা
৪৫৪২৯


আফিয়া
৪৫৪৩০


মোহসিনা
৪৫৪৩১


রাইয়ান
৪৫৪৩২


আবিদা
৪৫৪৩৩


মাহি
৪৫৪৩৪


মম
৪৫৪৩৫


অথৈ
৪৫৪৩৬


সামিহা
৪৫৪৩৭


তাসনিয়া
৪৫৪৩৮


নুজহাত
৪৫৪৩৯

সামিহা
৪৫৪৪০

জেরিন
৪৫৪৪১

নাবিহা
৪৫৪৪২

প্রিয়ন্তি
৪৫৪৪৩

রোজিনা
৪৫৪৪৪

নাদিয়া
৪৫৪৪৫

নাজমি
৪৫৪৪৬

আফিফা
৪৫৪৪৭

মেহনাজ
৪৫৪৪৮


মাঈশা
৪৫৪৪৯


আবিদা
৪৫৪৫০


মারিয়া
৪৫৪৫১


নুহা
৪৫৪৫২


ফারিহিন
৪৫৪৫৩


আরিয়া
৪৫৪৫৪


ফাতিমা
৪৫৪৫৫


শিলা
৪৫৪৫৬


সায়কা
৪৫৪৫৭


নাসরিন
৪৫৪৫৮


আতিয়া
৪৫৪৫৯


জারিন
৪৫৪৬০


নওমিন
৪৫৪৬৫


আফরিন
৪৫৪৬৬


প্রীতি
৪৫৪৬৭


স্নেহা
৪৫৪৬৮


জাফরিন
৪৫৪৬৯


আনিকা
৪৫৪৭০


ইসরাত
৪৫৪৭১


সাহেবা
৪৫৪৭২

আনিকা
৪৫৪৭৩


সারা
৪৫৪৭৪


অর্থী
৪৫৪৭৫


আমিন
৪৫৪৮১


রহমান
৪৫৪৮২

তানজিল
৪৫৪৮৩


সায়মন
৪৫৪৮৪


ইমরান
৪৫৪৮৫


ফয়সাল
৪৫৪৮৬


রেইমান
৪৫৪৮৭


আশিকুল
৪৫৫০০


সিয়াম
৪৫৫০১


মারুফ
৪৫৫০২


মাহবুব
৪৫৫০৩


আদনান
৪৫৫০৪


মাহবুব
৪৫৫০৫


আলিফ
৪৫৫০৬


রাইয়ান
৪৫৫০৭


আবরার
৪৫৫০৮


রাগিব
৪৫৫০৯


সায়েম
৪৫৫১০


রায়হান
৪৫৫১১

মাহিম
৪৫৫১২

ত্বহা
৪৫৫১৩

হিমেল
৪৫৫১৪

আলি
৪৫৫১৫

তাওকির
৪৫৫১৬

সাহাফ
৪৫৫১৭

মেহেদি
৪৫৫১৮


ফাহিম
৪৫৫১৯


ইসাবাহ
৪৫৫২০


নাভেদ
৪৫৫২১


তামিম
৪৫৫২২


সামি
৪৫৫২৩


সাইক
৪৫৫২৪


তৌফিকুল
৪৫৫২৫


তাওহিদ
৪৫৫২৬


শুদ্ধ
৪৫৫২৭


সাবিক
৪৫৫২৮


আজমাইন
৪৫৫২৯


রিপ্ত
৪৫৫৩০


মাহির
৪৫৫৩১


দিপম
৪৫৫৩২


ইশমাম
৪৫৫৩৩


মাহমুদ
৪৫৫৩৪


রেজওয়ান
৪৫৫৩৫


পিয়াল
৪৫৫৩৬

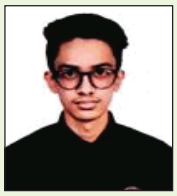
জুবায়ের
৪৫৫৩৭


ওয়াসি
৪৫৫৩৮


আমিনুর
৪৫৫৩৯


মীর
৪৫৫৪০


শাহ্
৪৫৫৪১


আতিকুল
৪৫৫৪২

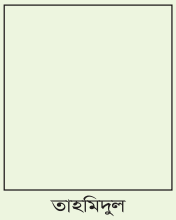
তাহমিদুল
৪৫৫৪৩


আনযুম
৪৫৫৪৪


সাদিক
৪৫৫৪৫


কামাল
৪৫৫৪৬


মন
৪৫৫৪৭


নাজির
৪৫৫৪৮


তাহমিদ
৪৫৫৪৯


সমিন
৪৫৫৫০


লতিফ
৪৫৫৫১


আজাহের
৪৫৫৫২


মামুন
৪৫৫৫৩


ইসমাইল
৪৫৫৫৪


মোহম্মদ
৪৫৫৫৫


জিহাদ
৪৫৫৫৬


সাকিব
৪৫৫৫৭


সিয়াম
৪৫৫৫৮

আমিমুল
৪৫৫৫৯

সিফাত
৪৫৫৬০

সমীর
৪৫৫৬১

রাব্বি
৪৫৫৬২

আরিফুল
৪৫৫৬৩

ফাহিম
৪৫৫৬৪

তায়াবুল
৪৫৫৬৫

মাহফুজ
৪৫৫৬৬

জামাল
৪৫৫৬৭


নাইম
৪৫৫৬৮


ফয়সাল
৪৫৫৬৯


অভিক
৪৫৫৭০


আরাফাত
৪৫৫৭১



তাহাসিন
৪৫৫৭২


অপূর্ব
৪৫৫৭৩


সাদিক
৪৫৫৭৪


রাইয়ান
৪৫৫৭৫


মাহিম
৪৫৫৭৬


সাইফ
৪৫৫৭৭


মঈনুল
৪৫৫৭৮


নূর
৪৫৫৭৯


শুভ
৪৫৫৮০


প্রান্ত
৪৫৫৮১

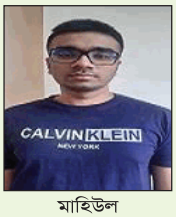

মাহিউল
৪৫৫৮২


ইফাজ
৪৫৫৮৩


হাসিব
৪৫৫৮৪


আতিক
৪৫৫৮৫


অনিক
৪৫৫৮৬


ফাহিম
৪৫৫৮৭


আরিফ
৪৫৫৮৮


আলদিন
৪৫৫৮৯


সিয়াম
৪৫৫৯০


জুনায়েদ
৪৫৫৯১


আকাশ
৪৫৫৯২


মুমিন
৪৫৫৯৩


ফাতিন
৪৫৫৯৪


মুজাহিদুল
৪৫৫৯৫


ইফরাদ
৪৫৫৯৬


সিফাত
৪৫৫৯৭


আলম
৪৫৫৯৮


আদিদ
৪৫৫৯৯


নূর
৪৫৬০০


হাসিন
৪৫৬০১


তামিম
৪৫৬০২


গালিব
৪৫৬০৩


জয়
৪৫৬০৪


হামজা
৪৫৬০৫


রাব্বি
৪৫৬০৬


নেহাল
৪৫৬০৭

জাকির
৪৫৬০৮

আরমান
৪৫৬০৯

তানজিম
৪৫৬১০

সাদমান
৪৫৬১১

শিহাব
৪৫৬১২

রিজভি
৪৫৬১৩

জাহিন
৪৫৬১৪

হাফিজুর
৪৫৬১৫

ওয়াসিক
৪৫৬১৬


নাফিজ
৪৫৬১৭


মাশরাফি
৪৫৬১৮


লাফিম
৪৫৬১৯


রুহুল
৪৫৬২০


রেদোয়ান
৪৫৬২১


রূপম
৪৫৬২২


দূর্জয়
৪৫৬২৩


জিসান
৪৫৬২৪


সিদ্দিক
৪৫৬২৫


তোকি
৪৫৬২৬


উৎস
৪৫৬২৭


আলিমূল
৪৫৬২৮


আব্দুল্লাহ
৪৫৬২৯


ইয়াছিন
৪৫৬৩০


আরিফ
৪৫৬৩১


আসহাব
৪৫৬৩২


জাভেদ
৪৫৬৩৩


জিতু
৪৫৬৩৪


মোসাব্বির
৪৫৬৩৫


ইফতি
৪৫৬৩৬


মেহেদি
৪৫৬৩৭


জিহাদ
৪৫৬৩৮


রোহিত
৪৫৬৩৯


ফেরদোস
৪৫৬৪০


নয়ন
৪৫৬৪১


ফাহিম
৪৫৬৪২


সাকিব
৪৫৬৪৩


রোকনুজ্জমান
৪৫৬৪৪


আশরাফুল
৪৫৬৪৫


দিপ
৪৫৬৪৬


মোবিনুল
৪৫৬৪৭


শুভ
৪৫৬৪৮


বিশাল
৪৫৬৪৯


তৌসিফুর
৪৫৬৫০


মারুফ
৪৫৬৫১


ইয়ামিন
৪৫৬৫২


দিয়ান
৪৫৬৫৩


আবরার
৪৫৬৫৪


সৌরভ
৪৫৬৫৫


সাকিব
৪৫৬৫৬

আবির
৪৫৬৫৭

আজিম
৪৫৬৫৮

মোনোয়ার
৪৫৬৫৯

সৌখিন
৪৫৬৬০

ফয়সাল
৪৫৬৬১

তৌসিফ
৪৫৬৬২

জিহাদুর
৪৫৬৬৩

মুশফিকুর
৪৫৬৬৪

জালাল
৪৫৬৬৫


তাইফুল
৪৫৬৬৬


সালমান
৪৫৬৬৭


তাহমিদ
৪৫৬৬৮


অভি
৪৫৬৬৯


জিসান
৪৫৬৭০


শান্ত
৪৫৬৬৭১


সাদিদ
৪৫৬৭২


গোলাম
৪৫৬৭৩


জামিল
৪৫৬৭৪


রাজু
৪৫৬৭৫


আলী হোসেন
৪৫৬৭৬


রিফাত
৪৫৬৭৭


ইমন
৪৫৬৭৮


সাজ্জাদ
৪৫৬৭৯


নোমান
৪৫৬৮০


কন্ডু
৪৫৬৮১


তানভির
৪৫৬৮২


সাদি
৪৫৬৮৩


রফিউল
৪৫৬৮৪


সিয়াম
৪৫৬৮৫


আবু
৪৫৬৮৬


দিপ্ত
৪৫৬৮৭


প্রিয়
৪৫৬৮৮


ইমন
৪৫৬৮৯


আকাশ
৪৫৬৯০


আরাফাত
৪৫৬৯১


মুনতাছির
৪৫৬৯২


ইমতিয়াজ
৪৫৬৯৩


খলিফা
৪৫৬৯৪


রিজভী
৪৫৬৯৫


সাবা
৪৫৬৯৬


রাহিদুল
৪৫৬৯৭


ইব্রাহিম
৪৫৬৯৮


ইমন
৪৫৬৯৯


শাকিল
৪৫৭০০


শেখ
৪৫৭০১


মাহি
৪৫৭০২


ফারহান
৪৫৭০৩


রুবায়
৪৫৭০৪


হাসান
৪৫৭০৫

জাহাঙ্গির
৪৫৭০৬

ইয়াছিন
৪৫৭০৭

অমিত
৪৫৭০৮

ইউসুপ
৪৫৭০৯

মুশফিকুর
৪৫৭১০

আসিফ
৪৫৭১১

রুবাইত
৪৫৭১২

আরিফিন
৪৫৭১৩

মেজবাউল
৪৫৭১৪


আশরাফুল
৪৫৭১৫


তানভির
৪৫৭১৬


রেজওয়ান
৪৫৭১৭


খান
৪৫৭১৮


হাসান
৪৫৭১৯


ফয়সাল
৪৫৭২০


নিঝুম
৪৫৭২১


মির্জা
৪৫৭২২


কামাল
৪৫৭২৩


খান
৪৫৭২৪


জিসান
৪৫৭২৫


তাসিন
৪৫৭২৬


সোহানুর
৪৫৭২৭


নাজির
৪৫৭২৮


মাহাফুজ
৪৫৭২৯


শুভ
৪৫৭৩০


আজমির
৪৫৭৩১


তাহসিন
৪৫৭৩২


সবুজ
৪৫৭৩৩


ওহাব
৪৫৭৩৪


নাইমুল
৪৫৭৩৫


আহমেদ
৪৫৭৩৬


কাওছার
৪৫৭৩৭


নিহাল
৪৫৭৩৮


উদয়
৪৫৭৩৯


রাকিবুল
৪৫৭৪০


রুদ্র
৪৫৭৪১


ফারুক
৪৫৭৪২


আহনাফ
৪৫৭৪৩


মেহেদী
৪৫৭৪৪


অনিক
৪৫৭৪৫


তানভির
৪৫৭৪৬


মাসুম
৪৫৭৪৭


আমিন
৪৫৭৪৮


জামান
৪৫৭৪৯


রিফাত
৪৫৭৫০


আরমান
৪৫৭৫১


আহাদ
৪৫৭৫২


তাহসিন
৪৫৭৫৩


রাব্বি
৪৫৭৫৪

আজহারুল
৪৫৭৫৫

হাসান
৪৫৭৫৬

আহমেদ
৪৫৭৫৭

জুবায়ের
৪৫৭৫৮

আলিফ
৪৫৭৫৯

রাহিদুল
৪৫৭৬০

তপু
৪৫৭৬১

জিসান
৪৫৭৬২

হাসিন
৪৫৭৬৩


সাগর
৪৫৭৬৪


জিহাদ
৪৫৭৬৫


ইয়ানুন
৪৫৭৬৬

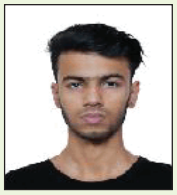
হক
৪৫৭৬৭


জয়
৪৫৭৬৮


আকরাম
৪৫৭৬৯


নোমান
৪৫৭৭০


রাফি
৪৫৭৭১


মুন্না
৪৫৭৭২


মাহিন
৪৫৭৭৩


সাকিব
৪৫৭৭৪


ইয়াজ
৪৫৭৭৫


সাইফুল
৪৫৭৭৬


হুসাইন
৪৫৭৭৭


সাইয়ান
৪৫৭৭৮


আহমেদ
৪৫৭৭৯


ইসলাম
৪৫৭৮০


আনশা
৪৫৭৮১


ফাহিম
৪৫৭৮২


আল-আমিন
৪৫৭৮৩


তামিম
৪৫৭৮৪


হাসান
৪৫৭৮৫


রাবি
৪৫৭৮৬


হোসেন
৪৫৭৮৭


অদ্দিন
৪৫৭৮৮


ফারহান
৪৫৭৮৯


তাহসিন
৪৫৭৯০


হাবিবুর
৪৫৭৯১


ফারহানুজ্জামান
৪৫৭৯২


সাদমান
৪৫৭৯৩


মাহি
৪৫৭৯৪


মাহির
৪৫৭৯৫


মোহাম্মদ
৪৫৭৯৬


মাহমুদ
৪৫৭৯৭


সানোয়ার
৪৫৭৯৮


ফায়াজ
৪৫৭৯৯

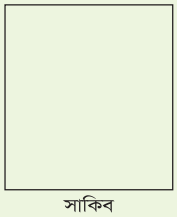
সাকিব
৪৫৮০০


আশিকুল
৪৫৮০১


তাজ
৪৫৮০২


শারফারাজ
৪৫৮০৩

সামি
৪৫৮০৪

সাইফ
৪৫৮০৫

অনিক
৪৫৮০৬

তামিম
৪৫৮০৭

তুহিন
৪৫৮০৮

আজমান
৪৫৮০৯

মুনতাহা
৪৫৮১০

হাসান
৪৫৮১১

রাফি
৪৫৮১২


জাহিদ
৪৫৮১৩


কবির
৪৫৮১৪


আবিদ
৪৫৮১৫


জিসান
৪৫৮১৬


ইউসুফ
৪৫৮১৭


আবদুর
৪৫৮১৮


তাহমিদ
৪৫৮১৯


সালাম
৪৫৮২০


আহম্মেদ
৪৫৮২১


অমিত
৪৫৮২২


সিমান্ত
৪৫৮২৩


সোহেল
৪৫৮২৪


ওয়াশিক
৪৫৮২৫


শুভ
৪৫৮২৬


জাহিদ
৪৫৮২৭


আমিন
৪৫৮২৮


হামিম
৪৫৮২৯


সালেহীন
৪৫৮৩০


সাদ
৪৫৮৩১


প্রিতম
৪৫৮৩২


মাহিম
৪৫৮৩৩


মিজান
৪৫৮৩৪


আহাম্মেদ
৪৫৮৩৫


ফয়সাল
৪৫৮৩৬


জাহিদুল
৪৫৮৩৭


তাসনিম
৪৫৮৩৮


জুবায়ের
৪৫৮৩৯


টুটুল
৪৫৮৪০


সাব্বির
৪৫৮৪১


গোলাম
৪৫৮৪২


মোহাম্মদ
৪৫৮৪৩

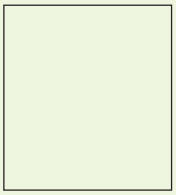
সরোয়ার
৪৫৮৪৪


সাহেদ
৪৫৮৪৪


আরমান
৪৫৮৪৫


সাহেদ
৪৫৮৪৬


সিফাত
৪৫৮৪৭


হাসান
৪৫৮৪৮


আজহারুল
৪৫৮৪৯


সাদ্দাম
৪৫৮৫০


নাইমুল
৪৫৮৫১

রহিজ
৪৫৮৫২

অভিজিত
৪৫৮৫৩

তানজিম
৪৫৮৫৪

আরাফাত
৪৫৮৫৫

মাসুদ
৪৫৮৫৬

সাফোয়ান
৪৫৮৫৭

আহাম্মেদ
৪৫৮৫৮

রাকিব
৪৫৮৫৯

হাসিব
৪৫৮৬০


নাহিয়ান
৪৫৮৬১


হাসান
৪৫৮৬২


ইসলাম
৪৫৮৬৩


নাফিজ
৪৫৮৬৪


তাহসিন
৪৫৮৬৫


মুশফিক
৪৫৮৬৬


ফারদিন
৪৫৮৬৭


রহমান
৪৫৮৬৮


মুশফিকুর
৪৫৮৬৯


প্রনব
৪৫৮৭০


নাফিজ
৪৫৮৭১


মোবারক
৪৫৮৭২


হোসেন
৪৫৮৭৩


আব্দুল্লাহ
৪৫৮৭৪


রহমান
৪৫৮৭৫


আরাফাত
৪৫৮৭৬


সৈয়দ
৪৫৮৭৭


শান্ত
৪৫৮৭৮


সালাউদ্দিন
৪৫৮৭৯


আমিন
৪৫৮৮০


তামিম
৪৫৮৮১


রাব্বি
৪৫৮৮২


ইরাম
৪৫৮৮৩


অনিক
৪৫৮৮৪


সাইদুর
৪৫৮৮৫


সিহাব
৪৫৮৮৬


আব্দুল্লাহ
৪৫৮৮৭


সাজ্জাদ
৪৫৮৮৮


তানজিম
৪৫৮৮৯


তানভির
৪৫৮৯০


তানভির
৪৫৮৯১


সাকিব
৪৫৮৯২


তারিফ
৪৫৮৯৩


রানা
৪৫৮৯৪


মশিউর
৪৫৮৯৫


আলিফ
৪৫৮৯৬


রেদোয়ান
৪৫৮৯৭


কবির
৪৫৮৯৮


আহাম্মেদ
৪৫৮৯৯


জহিরুল
৪৫৯০০

রাজিন
৪৫৯০১

রাজু
৪৫৯০২

মেহেদী
৪৫৯০৩

দিপ
৪৫৯০৪

রহমান
৪৫৯০৫

তৈছিফ
৪৫৯০৬

হাসান
৪৫৯০৭

মাহমুদ
৪৫৯০৮

সানজু
৪৫৯০৯


সিফাত
৪৫৯১০


তাহাজিব
৪৫৯১১


মাহিম
৪৫৯১২


আব্দুল্লাহ
৪৫৯১৩


রাফি
৪৫৯১৪


রাজা
৪৫৯১৫


নিনাদ
৪৫৯১৬


ঈশান
৪৫৯১৭


মাহি
৪৫৯১৮


ইয়ামিন
৪৫৯১৯


ফুয়াদ
৪৫৯২০


আবরার
৪৫৯২১


নাঈম
৪৫৯২২


সামির
৪৫৯২৩


শাওন
৪৫৯২৪


মাহমুদ
৪৫৯২৫


সাজ্জাদ
৪৫৯২৬


বায়েজিদ
৪৫৯২৭

শরীফ
৪৫৯২৮


মোসাদ্দেক
৪৫৯২৮


সিয়াম
৪৫৯২৯


আফতাব
৪৫৯৩০


রাকিবুল
৪৫৯৩১


সিয়াম
৪৫৯৩২


ইসমাইল
৪৫৯৩৩


ফারহান
৪৫৯৩৪


হাবিব
৪৫৯৩৫


আবরার
৪৫৯৩৬


মেহেদী
৪৫৯৩৭


আবরার
৪৫৯৩৮


মামুন
৪৫৯৩৯


নাহিদ
৪৫৯৪০


তামিম
৪৫৯৪১


ইফতি
৪৫৯৪২


নাহিদ
৪৫৯৪৩


ফাহিম
৪৫৯৪৪


সামি
৪৫৯৪৫


সিফাত
৪৫৯৪৬


ইজাজ
৪৫৯৪৭


সিফাত
৪৫৯৪৮


ইব্রাহিম
৪৫৯৪৯

শিহাব
৪৫৯৫০

ইসরাফিল
৪৫৯৫১

ইমন
৪৫৯৫২

সাফিন
৪৫৯৫৩

মুসাব্বির
৪৫৯৫৪

সাজ্জাদ
৪৫৯৫৫

খালেদ
৪৫৯৫৬

মুশফিকুর
৪৫৯৫৭


আরিফ
৪৫৯৫৮


শাকিল
৪৫৯৫৯


ইফতিমাম
৪৫৯৬০


তাহমিদ
৪৫৯৬১


রশিদ
৪৫৯৬২


শামিম
৪৫৯৬৩


সাজ্জাদ
৪৫৯৬৪

আবিদ
৪৫৯৬৫


রিফাত
৪৫৯৬৬


ইয়াছিন
৪৫৯৬৭


আমিন
৪৫৯৬৮


হাসান
৪৫৯৬৯


আকিব
৪৫৯৭০


শোভন
৪৫৯৭১


সপ্তাক
৪৫৯৭২


মেজবাহ
৪৫৯৭৩


আব্দুল্লাহ
৪৫৯৭৪


তালহা
৪৫৯৭৫


মুশফিকুর
৪৫৯৭৬


মাহির
৪৫৯৭৭


মাসুদ
৪৫৯৭৮


শুভ
৪৫৯৭৯


তানভির
৪৫৯৮০


আতিক
৪৫৯৮১


নাঈম
৪৫৯৮২


ফারদিন
৪৫৯৮৩


তুহিন
৪৫৯৮৪


মারুফ
৪৫৯৮৫


ইমন
৪৫৯৮৬


জুনায়েদ
৪৫৯৮৭


সালেহিন
৪৫৯৮৮


শুভজিত
৪৫৯৮৯


মঈন
৪৫৯৯০


ফয়সাল
৪৫৯৯১


আবুতালহা
৪৫৯৯২


নাজিম
৪৫৯৯৩


তুহিন
৪৫৯৯৪


সাব্বির
৪৫৯৯৫


সামি
৪৫৯৯৬


মাহিদ
৪৫৯৯৭


মাজিদুল
৪৫৯৯৮

সামি
৪৫৯৯৯

জুবায়ের
৪৬০০০

সিয়াম
৪৬০০১

সাকান
৪৬০০২

নুর মোহাম্মদ
৪৬০০৩

আশিকুর
৪৬০০৪

হাবিব
৪৬০০৫

সিয়াম
৪৬০০৬


পারভেজ
৪৬০০৭


জাহিদ
৪৬০০৮


আকিব
৪৬০০৯


সাজিদুর
৪৬০১০


রাতুল
৪৬০১১


ফারহান
৪৬০১২


ইয়াছিন
৪৬০১৩


আদিল
৪৬০১৪


জয়
৪৬০১৫


সাদিদ
৪৬০১৬


আশিকুর
৪৬০১৭


সাইফ
৪৬০১৮


আলম
৪৬০১৯



মাহফুজ
৪৬০২০


আশিক
৪৬০২১


রেজওয়ানুল
৪৬০২২


হানিফ
৪৬০২৩


ফাহিম
৪৬০২৪


নাসিমুর
৪৬০২৫


নাইমুর
৪৬০২৬


প্লাবন
৪৬০২৭


শিমুল
৪৬০২৮


জয়
৪৬০২৯


তৌফিক
৪৬০৩০


ফাহিম
৪৬০৩১


আবির
৪৬০৩২


দিপ্ত
৪৬০৩৩


জাহিদুল
৪৬০৩৪


হায়দার
৪৬০৩৫


সজিব
৪৬০৩৬


আলভি
৪৬০৩৭


ওসমান
৪৬০৩৮


ফয়সাল
৪৬০৩৯


আনাম
৪৬০৪০


জিয়া উদ্দিন
৪৬০৪১


আশফাকুর
৪৬০৪২


দিগন্ত
৪৬০৪৩


বিশ্বাস
৪৬০৪৪


রিয়াজ
৪৬০৪৫


শুভ
৪৬০৪৬

তানভির
৪৬০৪৭

সামির
৪৬০৪৮

ফয়সাল
৪৬০৪৯

তৌফিক
৪৬০৫০

সিফাদ
৪৬০৫১

সামি
৪৬০৫২

ফারদিন
৪৬০৫৩

শরীফ
৪৬০৫৪

আতিফ
৪৬০৫৫


দিপু
৪৬০৫৬


আলিফ
৪৬০৫৭


নাদিম
৪৬০৫৮


সাদ্দাম
৪৬০৫৯


নাইমুল
৪৬০৬০


নাছরুল্লা
৪৬০৬১


রিমন
৪৬০৬২


শুভ
৪৬০৬৩


সিয়াম
৪৬০৬৪


অপু
৪৬০৬৫


ফাহিম
৪৬০৬৬


সুশমি
৪৬০৬৭


মিজানুর
৪৬০৬৮


রাসেল
৪৬০৬৯


রাইয়ান
৪৬০৭০


আসিফ
৪৬০৭১


মামুন
৪৬০৭২


রাফিন
৪৬০৭৩


আশফাক
৪৬০৭৪


মিরাজ
৪৬০৭৫


রিজভি
৪৬০৭৬


মাসুদুল
৪৬০৭৭


আশফাক
৪৬০৭৮


ফারহান
৪৬০৭৯


জামান
৪৬০৮০


কবির
৪৬০৮১


তানজিমুল
৪৬০৮২


হিমেল
৪৬০৮৩


নীরব
৪৬০৮৪


জুনায়েদ
৪৬০৮৫


সাজ্জাদ
৪৬০৮৬


মাহিন
৪৬০৮৭


মঈন
৪৬০৮৮


সাফায়েত
৪৬০৮৯


মেহেদী
৪৬০৯০


সরোয়ার
৪৬০৯১


সাফি
৪৬০৯২


কাদের
৪৬০৯৩


কৌশিক
৪৬০৯৪


রাকিবুল
৪৬০৯৫

রাতুল
৪৬০৯৬

রিফাত
৪৬০৯৭

মাহিদুল
৪৬০৯৮

তাইউম
৪৬০৯৯

নুর
৪৬১০০

রায়হান
৪৬১০১

আকবার
৪৬১০২

আলম
৪৬১০৩

নাফিম
৪৬১০৪

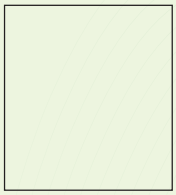
ফাহিম
৪৬১০৫


রাফাত
৪৬১০৬


নাজমুল
৪৬১০৭


রাহিম
৪৬১০৮


কাওছার
৪৬১০৯


হাসান
৪৬১১০


মুশফিকুর
৪৬১১১


রাকিবুল
৪৬১১২


হাবিব
৪৬১১৩


শুভ
৪৬১১৪


ইমন
৪৬১১৫


মমিনুর
৪৬১১৬


হাসান
৪৬১১৭

নাবিল
৪৬১১৮


সাইদুর
৪৬১১৯


সাদ
৪৬১২০


আশিকুর
৪৬১২১


নাসিফ
৪৬১২২


মালিক
৪৬১২৩


সিয়াম
৪৬১২৪


আরমান
৪৬১২৫


ইমতিয়াজ
৪৬১২৬


তাফসির
৪৬১২৭


আলিফ
৪৬১২৮


জয়নুল
৪৬১২৯


আতিকুর
৪৬১৩০


নাবিল
৪৬১৩১


নিবির
৪৬১৩২


ইরফান
৪৬১৩৩


রাকিবুল
৪৬১৩৪


মাহমুদ
৪৬১৩৫


হাসান
৪৬১৩৬


আব্দুল্লাহ
৪৬১৩৭


রাফি
৪৬১৩৮


ইফতি
৪৬১৩৯


রাফি
৪৬১৪০

আরিফ
৪৬১৪১


ফাহাদ
৪৬১৪২


আব্দুল্লাহ
৪৬১৪৩


শাহরিয়ার
৪৬১৪৪


জুবায়ের
৪৬১৪৫


জাহিদুল
৪৬১৪৬

তুহিন
৪৬১৪৭

তানভীর
৪৬১৪৮

ইসফাকুল
৪৬১৪৯

নাজির
৪৬১৫০

নাসির
৪৬১৫০

মুহিতুল
৪৬১৫১

আবদুল
৪৬১৫২


হাসান
৪৬১৫৩


অমি
৪৬১৫৪


সাদমান
৪৬১৫৫


রেজা
৪৬১৫৬


নিয়াজ
৪৬১৫৭


রাফি
৪৬১৫৮


রায়হান
৪৬১৫৯


সাকিব
৪৬১৬০


নুর
৪৬১৬১


তাছিন
৪৬১৬২


আবির
৪৬১৬৩


তাহসিন
৪৬১৬৪


হাসিব
৪৬১৬৫


গোলাম
৪৬১৬৬


আলম
৪৬১৬৭


সাকিব
৪৬১৬৮


মাহিদুল
৪৬১৬৯


শুভ
৪৬১৭০


মামুন
৪৬১৭১


সাদমান
৪৬১৭২


মিহাদ
৪৬১৭৩


শাকিন
৪৬১৭৪


মোহিত
৪৬১৭৫


তানভির
৪৬১৭৬


সাবাব
৪৬১৭৭


রাইয়ান
৪৬১৭৮


সিফাত
৪৬১৭৯


নাইমুল
৪৬১৮০


শাহরিয়ার
৪৬১৮১


আলভি
৪৬১৮২


রাহাত
৪৬১৮৩


তাহছিন
৪৬১৮৪


ইশরাক
৪৬১৮৫


রুবেল
৪৬১৮৬


শফিক
৪৬১৮৭


মাহিন
৪৬১৮৮


ফাহিম
৪৬১৮৯


লিয়ন
৪৬১৯০


শুভ
৪৬১৯১


মাহি
৪৬১৯২

আলিম
৪৬১৯৩

বাবলু
৪৬১৯৪

বেল্লাল
৪৬১৯৫

সাজেদুল
৪৬১৯৬

রাকিবুল
৪৬১৯৭

সিফাত
৪৬১৯৮

আরিফুল
৪৬১৯৯

বিজান
৪৬২০০

অর্ণব
৪৬২০১


গালিব
৪৬২০২


মেহেদি
৪৬২০৩


তামিম
৪৬২০৪


সামিন
৪৬২০৫


নিলয়
৪৬২০৬


আলভি
৪৬২০৭


রাব্বি
৪৬২০৮


আরমান
৪৬২০৯


শিহাব
৪৬২১০


জিহাদ
৪৬২১১


আসিফ
৪৬২১২


রাতুল
৪৬২১৩


হাসান
৪৬২১৪


মিরাজ
৪৬২১৫


আলম
৪৬২১৬


সৌরভ
৪৬২১৭


জায়েদ
৪৬২১৮


সাইফ
৪৬২১৯


শাওন
৪৬২২০


পিয়াল
৪৬২২১


আহাম্মেদ
৪৬২২২


সাদ
৪৬২২৪


সোয়াদ
৪৬২২৫


নাজমুল
৪৬২২৬


রাফসান
৪৬২২৭


সৈয়দ
৪৬২২৮


সিফাত
৪৬২২৯


মারুফুজ্জামান
৪৬২৩০


অমিত
৪৬২৩১


ইফতিখার
৪৬২৩২


মেহেদি
৪৬২৩৩


আনোয়ার
৪৬২৩৪


বায়েজিদ
৪৬২৩৫


সালমান
৪৬২৩৬


মুছতাসিন
৪৬২৩৭


ইরাম
৪৬২৩৮


জাবির
৪৬২৩৯


আরকা
৪৬২৪০


মকিম
৪৬২৪১


ফাহিম
৪৬২৪২

ফাহিম
৪৬২৪৩

আশরাফুল
৪৬২৪৪

নাবিল
৪৬২৪৫

হাসান
৪৬২৪৬

আহাম্মেদ
৪৬২৪৭

মেহেদি
৪৬২৪৮

আজিম
৪৬২৪৯

নাহিন
৪৬২৫১

হামীম
৪৬২৫২


ছাবিত
৪৬২৫৩


তাওসিফ
৪৬২৫৪


ফারদিন
৪৬২৫৫


সিয়াম
৪৬২৫৬


আরাফ
৪৬২৫৭


নাফিস
৪৬২৫৮


হাসান
৪৬২৫৯


আবির
৪৬২৬০


সিফাত
৪৬২৬১


আহাদ
৪৬২৬২


রাতুল
৪৬২৬৩


ফারহান
৪৬২৬৪


লিখন
৪৬২৬৫


সিফাত
৪৬২৬৬


নিলয়
৪৬২৬৭


মাহি
৪৬২৬৮


আব্দুল
৪৬২৬৯


ফারহান
৪৬২৭০

মিনহাজ
৪৬২৭১


ওয়াছি
৪৬২৭২


পিয়াল
৪৬২৭৩


সাকিব
৪৬২৭৪


শাহরিয়ার
৪৬২৭৫


তৌসিফ
৪৬২৭৬


মুজাহিদ
৪৬২৭৭


হাসান
৪৬২৭৮


ফারদিন
৪৬২৭৯


হেদায়েত
৪৬২৮০


বিজয়
৪৬২৮১


নাজমুল
৪৬২৮২


রাকিব
৪৬২৮৩


অন্তু
৪৬২৮৪


শোয়েব
৪৬২৮৫


এহতেসামুল
৪৬২৮৬


মাশরাফি
৪৬২৮৭

মানিক
৪৬২৮৮


তুহিন
৪৬২৮৯


মুকতাকিন
৪৬২৯০


ইয়াছিন
৪৬২৯১


হাসান
৪৬২৯২


রহমান
৪৬২৯৩


দেলোয়ার
৪৬২৯৪

আল আমিন
৪৬২৯৫

আশরাফুল
৪৬২৯৬

আদিপ
৪৬২৯৭

লিমন
৪৬২৯৮

আব্দুর
৪৬২৯৯

দিপ
৪৬৩০০

রানা
৪৬৩০১


তানভীর
৪৬৩০২


মাহমুদ
৪৬৩০৩


ইমন
৪৬৩০৪


সিদ্দিক
৪৬৩০৫


সিফাত
৪৬৩০৬


ইমতিয়াজ
৪৬৩০৭


আলিফ
৪৬৩০৮


আফিদ
৪৬৩০৯


নাইম
৪৬৩১০


জুবায়ের
৪৬৩১১


ইমরান
৪৬৩১২


রাতুল
৪৬৩১৩


মারুফুজ্জামান
৪৬৩১৪


সাদমান
৪৬৩১৫


শামস
৪৬৩১৬


সোহেল
৪৬৩১৭


সুলতান
৪৬৩১৮


ইস্তিয়াক
৪৬৩১৯


রায়হান
৪৬৩২০


আলম
৪৬৩২১


মুশফিকুর
৪৬৩২২


সিফাতুর
৪৬৩২৩


তানভির
৪৬৩২৪


সৌরভ
৪৬৩২৫


লিয়ন
৪৬৩২৬


রেদোয়ান
৪৬৩২৭


স্বাধীন
৪৬৩২৮


সাব্বির
৪৬৩২৯


সমির
৪৬৩৩০


জিয়া উদ্দিন
৪৬৩৩১


আবু বকর
৪৬৩৩২


ফাহিম
৪৬৩৩৩


ফারদিন
৪৬৩৩৪


মেহেদি
৪৬৩৩৫


মাসুদ
৪৬৩৩৬


মেহেদি
৪৬৩৩৭


ফাহিম
৪৬৩৩৮


মশিউর
৪৬৩৩৯


নাইম
৪৬৩৪০


নাজমুল
৪৬৩৪১

সাকিব
৪৬৩৪২

মারুফ
৪৬৩৪৩

রাতুল
৪৬৩৪৪

জীবন
৪৬৩৪৫

লিমন
৪৬৩৪৬

করিম
৪৬৩৪৭

মাহিআন
৪৬৩৪৮

আরাফাত
৪৬৩৪৯

মেহেদি
৪৬৩৫০


সবুজ
৪৬৩৫১


সাবিত
৪৬৩৫২


মোহাম্মদ
৪৬৩৫৩


ইফতেখার
৪৬৩৫৪


সাহেল
৪৬৩৫৫


ফাহাদ
৪৬৩৫৬


সাকিব
৪৬৩৫৭


জামান
৪৬৩৫৮


রাব্বি
৪৬৩৫৯


মুনতাছির
৪৬৩৬০


সিদ্দিকুর
৪৬৩৬১


ফেরদৌস
৪৬৩৬২


রহিত
৪৬৩৬৩


তাসনিম
৪৬৩৬৪


ফাইজুর
৪৬৩৬৫


আলম
৪৬৩৬৬


মোহাম্মদ
৪৬৩৬৭


রিফাত
৪৬৩৬৮


রিজভি
৪৬৩৬৯


হাসান
৪৬৩৭০


জামান
৪৬৩৭১


আবিদ
৪৬৩৭২


রুবেল
৪৬৩৭৩


রেদোয়ান
৪৬৩৭৪


নাজমুল
৪৬৩৭৫


আলভি
৪৬৩৭৬


ইমন
৪৬৩৭৭


স্বপন
৪৬৩৭৮


দীন উদ্দিন
৪৬৩৭৯


আলিফ
৪৬৩৮০


ইফতি
৪৬৩৮১


রাতুল
৪৬৩৮২


শিহাব
৪৬৩৮৩


শাহরিয়ার
৪৬৩৮৪


মাহমুদ
৪৬৩৮৫


রেদোয়ান
৪৬৩৮৬


আহম্মেদ
৪৬৩৮৭


মেহেদি
৪৬৩৮৮


সুদিপ্ত
৪৬৩৮৯


জয়
৪৬৩৯০

আরাফাত
৪৬৩৯১

সমির
৪৬৩৯২

ফয়সাল
৪৬৩৯৩

সিমন
৪৬৩৯৪

হাসিন
৪৬৩৯৫

সাফায়েত
৪৬৩৯৬

স্বপ্নিল
৪৬৩৯৭

তুরাব
৪৬৩৯৮

ফারহান
৪৬৩৯৯


রাকিব
৪৬৪০০


সাইফ
৪৬৪০১


সাকিব
৪৬৪০২


রফিউল
৪৬৪০৩


মেহেদি
৪৬৪০৪


সিফাত
৪৬৪০৫


আসিফ
৪৬৪০৬


আবির
৪৬৪০৭


রাব্বি
৪৬৪০৮


রুজেল
৪৬৪০৯


ফাইয়াজ
৪৬৪১০


তানভির
৪৬৪১১


ইয়াসিন
৪৬৪১২


ইসরাফিল
৪৬৪১৩


সামি
৪৬৪১৪


আশরাদ
৪৬৪১৫


ফাহিম
৪৬৪১৬


সাত্তার
৪৬৪১৭


আলম
৪৬৪১৮


ফাহাদ
৪৬৪১৯


নাইম
৪৬৪২১


জয়
৪৬৪২২


মাইনুল
৪৬৪২৩


ফাহাদ
৪৬৪২৪


সাইম
৪৬৪২৫


সামিদ
৪৬৪২৬


আহাদ
৪৬৪২৭


সোহানুজ্জামান
৪৬৪২৮


মেহেদি
৪৬৪২৯


ইমতিয়াজ
৪৬৪৩০


দেওয়ান
৪৬৪৩১


বায়জিদ
৪৬৪৩২


আরাফ
৪৬৪৩৩


নিলয়
৪৬৪৩৪


অভি
৪৬৪৩৫


ইয়ামিন
৪৬৪৩৬


মেহেদি
৪৬৪৩৭


সাদমান
৪৬৪৩৮


হামিম
৪৬৪৩৯


রিফাত
৪৬৪৪০

বিজয়
৪৬৪৪১

ইসতিয়াক
৪৬৪৪২

আবিদ
৪৬৪৪৩

তরিকুল
৪৬৪৪৪

ইমন
৪৬৪৪৫

মুজাফফর
৪৬৪৪৬

খালিদ
৪৬৪৪৭

রেজওয়ান
৪৬৪৪৮

মাহফুজুর
৪৬৪৪৯


সিফাত
৪৬৪৫০


রাফি
৪৬৪৫১


জায়েদ
৪৬৪৫২


রাকিব
৪৬৪৫৩


শুভ
৪৬৪৫৪


হিমেল
৪৬৪৫৫


সালমান
৪৬৪৫৬


রাতুল
৪৬৪৫৭


আহাদ
৪৬৪৫৮


তাহমিদ
৪৬৪৫৯


রাহিল
৪৬৪৬০


আলিম
৪৬৪৬১


সিয়াম
৪৬৪৬২


শরীফ
৪৬৪৬৩


তাহের
৪৬৪৬৪


মাহিম
৪৬৪৬৫


মিহির
৪৬৪৬৬


নিরব
৪৬৪৬৭


সামি
৪৬৪৬৮


তাসফি
৪৬৪৬৯


নাফি
৪৬৪৭০


সাদ
৪৬৪৭১


ইমরান
৪৬৪৭২


মেহেদি
৪৬৪৭৩


মেহেদি
৪৬৪৭৪


সাকিবুল
৪৬৪৭৫


শাহরিয়ার
৪৬৪৭৬


জুয়েল
৪৬৪৭৭

আতিকুর
৪৬৪৭৮


শুভাম
৪৬৪৭৯


মিরাজ
৪৬৪৮০


ফারহাদ
৪৬৪৮১


হাবিব
৪৬৪৮২


রিয়াজ
৪৬৪৮৩


মামুন
৪৬৪৮৪


মাহবুবুর
৪৬৪৮৫


রাহাত
৪৬৪৮৬


বিনয়
৪৬৪৮৭


শুভ
৪৬৪৮৮


নিরব
৪৬৪৮৯


আজিজুল
৪৬৪৯০

বায়োজিদ
৪৬৪৯১

লিমন
৪৬৪৯২

শাহা
৪৬৪৯৩

ইসমাইল
৪৬৪৯৪

রোজারিও
৪৬৪৯৫

খন্দকার
৪৬৪৯৬

মারুফ
৪৬৪৯৭

সায়েদ
৪৬৪৯৮


অন্তু
৪৬৪৯৯


ফারহান
৪৬৫০০


নাজমুল
৪৬৫০১


মাহফুজুর
৪৬৫০২


আলম
৪৬৫০৩


জাহিদ
৪৬৫০৪


জয়
৪৬৫০৫


আবিদ
৪৬৫০৬


সাদিকুর
৪৬৫০৭


অনিক
৪৬৫০৮


নোমান
৪৬৫০৯


রিফাত
৪৬৫১০


নাইমুর
৪৬৫১১


সামি
৪৬৫১২


আহাম্মদ
৪৬৫১৩


আব্দুল
৪৬৫১৪


মোহাম্মদ
৪৬৫১৫


কবির
৪৬৫১৬



সমির
৪৬৫১৭


রেজা
৪৬৫১৮


রিফাত
৪৬৫১৯


মেহেদি
৪৬৫২০


তামিম
৪৬৫২১


মোহাম্মদ
৪৬৫২২


মোতাহার
৪৬৫২৩


মমিন
৪৬৫২৪


ফারুক
৪৬৫২৫


রাহাত
৪৬৫২৬


ওমর
৪৬৫২৭


শাহরিয়ার
৪৬৫২৮


অন্তর
৪৬৫২৯


সাকিব
৪৬৫৩০

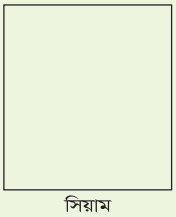
সিয়াম
৪৬৫৩১


মাহফুজুর
৪৬৫৩২


তামিম
৪৬৫৩৩


জামান
৪৬৫৩৪


একলামুর
৪৬৫৩৫


ইয়াকিন
৪৬৫৩৬


শাহরিয়ার
৪৬৫৩৭


ইয়াছিন
৪৬৫৩৮

দুরন্ত
৪৬৫৩৯

রিজভি
৪৬৫৪০

আলিফ
৪৬৫৪১

ফাহিম
৪৬৫৪২

নোজিবুল্লাহ
৪৬৫৪৩

মেহেদি
৪৬৫৪৪

আসিফ
৪৬৫৪৫

সানজিদ
৪৬৫৪৬

বাপ্পি
৪৬৫৪৭


সোইলেন
৪৬৫৪৮


তাজবিদ
৪৬৫৪৯


আব্দুল
৪৬৫৫০


ফাহাদ
৪৬৫৫১


নাফিম
৪৬৫৫২


লামিম
৪৬৫৫৩

হামজা
৪৬৫৫৪


ফাহিম
৪৬৫৫৫


ফারহান
৪৬৫৫৬


সাকিব
৪৬৫৫৭


সৈয়দ
৪৬৫৫৮


সন্দীপন
৪৬৫৫৯


মুন্সি
৪৬৫৬০


রিমন
৪৬৫৬১


সাইফ
৪৬৫৬২


আবির
৪৬৫৬৩


রাহাত
৪৬৫৬৪


মারুফ
৪৬৫৬৫


তামিম
৪৬৫৬৬


লোকনাথ
৪৬৫৬৭


মোমিন
৪৬৫৬৮


বিজয়
৪৬৫৬৯


আব্দুল্লাহ
৪৬৫৭০


মেহেদি
৪৬৫৭১


সৌম্যদীপ
৪৬৫৭২


সাহিত্য
৪৬৫৭৩


দেবাশিষ
৪৬৫৭৪


আলিমুল
৪৬৫৭৫


মিহির
৪৬৫৭৬


মেহেদি
৪৬৫৭৭


সাকিব
৪৬৫৭৮


অর্ণব
৪৬৫৭৯


পারভেজ
৪৬৫৮০


ওসমান
৪৬৫৮১


আব্দুল
৪৬৫৮২


সিফাত
৪৬৫৮৩


মোস্তাকিন
৪৬৫৮৪


আদনান
৪৬৫৮৫


তাজিমুল
৪৬৫৮৬


সাকিব
৪৬৫৮৭


তাহসির
৪৬৫৮৮

জুবায়ের
৪৬৫৮৯

আফতাব
৪৬৫৯০

আব্দুল্লাহ
৪৬৫৯১

সাব্বির
৪৬৫৯২

জোনায়েত
৪৬৫৯৩

রাকিব
৪৬৫৯৪

মাহমুদ
৪৬৫৯৫

সাজেদুর
৪৬৫৯৬


সাব্বির
৪৬৫৯৭


আমিন
৪৬৫৯৮


রেজোয়ান
৪৬৫৯৯


সিয়াম
৪৬৬০০


মেহেদি
৪৬৬০১


মেহেরাব
৪৬৬০২


বিজয়
৪৬৬০৩


মিহির
৪৬৬০৪


সাব্বির
৪৬৬০৫


সাব্বির
৪৬৬০৬


সিয়াম
৪৬৬০৭


মুজাহিদুল
৪৬৬০৮


মাহি
৪৬৬০৯


ইস্তিয়াক
৪৬৬১০


আশফাকুল
৪৬৬১১


শুভ
৪৬৬১২


সাইয়ান
৪৬৬১৩


ফাহিম
৪৬৬১৪


ফাহিম
৪৬৬১৫


শাহাদত
৪৬৬১৬


প্রিয়
৪৬৬১৭


শাওন
৪৬৬১৮


মাশরাফি
৪৬৬১৯


আসিকুর
৪৬৬২০


আমির
৪৬৬২১


মেহেদি
৪৬৬২২


রাকিবুল
৪৬৬২৩


সিহাব
৪৬৬২৪


সিহাব
৪৬৬২৫


তৌফিকুর
৪৬৬২৬


মাহফুজ
৪৬৬২৭


খালেক
৪৬৬২৮


সিয়াম
৪৬৬২৯


তুহিন
৪৬৬৩০


অনিক
৪৬৬৩১


অয়ন
৪৬৬৩২


ইয়াসিন
৪৬৬৩৩


আবরার
৪৬৬৩৪


নাফিজ
৪৬৬৩৫


তাছিন
৪৬৬৩৬

ইস্তিয়াক
৪৬৬৩৭

জুবাইদুল
৪৬৬৩৮

জোনায়েদ
৪৬৬৩৯

সাজ্জাদ
৪৬৬৪০

সিয়াম
৪৬৬৪১

ইমন
৪৬৬৪২

তাছিন
৪৬৬৪৩

রাফি
৪৬৬৪৪

আদি
৪৬৬৪৫


মিরাজ
৪৬৬৪৬

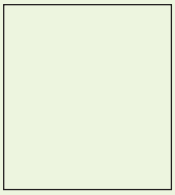
আজহারুল
৪৬৬৪৭


রায়হান
৪৬৬৪৮


আলম
৪৬৬৪৯


জয়
৪৬৬৫০


রুবেল
৪৬৬৫১


জিন্নাতুল
৪৬৬৫২


মেহেদি
৪৬৬৫৩


মাসুদুর
৪৬৬৫৪


অনয়
৪৬৬৫৫


আসিফ
৪৬৬৫৬


ফারদিন
৪৬৬৫৭


সামিউল
৪৬৬৫৮


ইফতেখার
৪৬৬৫৯


সিয়াম
৪৬৬৬০


তালহা
৪৬৬৬১


সিফাত
৪৬৬৬২


সামির
৪৬৬৬৩


সৈয়দ
৪৬৬৬৪


ইব্রাহিম
৪৬৬৬৫


নাহিদ
৪৬৬৬৬


হিমেল
৪৬৬৬৭


ইয়াছিন
৪৬৬৬৮


অনিক
৪৬৬৬৯


নাসিমুল
৪৬৬৭০


সিয়াম
৪৬৬৭১


জাহিদুল
৪৬৬৭২


নাহিদুর
৪৬৬৭৩


রিমন
৪৬৬৭৪


আহামিদুল
৪৬৬৭৫


সাকিব
৪৬৬৭৬


ওয়ালিদ
৪৬৬৭৭


ইউসুফ
৪৬৬৭৮


শিহাব
৪৬৬৭৯


সাকিব
৪৬৬৮০


শাওন
৪৬৬৮১


সাকিব
৪৬৬৮২


তাজুল
৪৬৬৮৩


বাধন
৪৬৬৮৪


রাতুল
৪৬৬৮৫

সাদিক
৪৬৬৮৬

সামি
৪৬৬৮৭

লিমন
৪৬৬৮৮

সৈয়দ
৪৬৬৮৯

রশিদ
৪৬৬৯০

তরিকুল
৪৬৬৯১

সোহান
৪৬৬৯২

শাওন
৪৬৬৯৩

মামুন
৪৬৬৯৪


ফারহান
৪৬৬৯৫


আলিফ
৪৬৬৯৬


তৌফিকুর
৪৬৬৯৭


আপন
৪৬৬৯৮


রায়হান
৪৬৬৯৯


তাওহিদ
৪৬৭০০


সাগর
৪৬৭০১


সাকিব
৪৬৭০২


রাতুল
৪৬৭০৩


মাহফুজুর
৪৬৭০৪


আকিব
৪৬৭০৫


সিয়াম
৪৬৭০৬


ফারহান
৪৬৭০৭


তালহা
৪৬৭০৮


ফয়সাল
৪৬৭০৯


সাইদুল
৪৬৭১০


জিহাদ
৪৬৭১১


হেমায়েতুল
৪৬৭১২


তাছিন
৪৬৭১৩


রাকিবুল
৪৬৭১৪


সাজিদ
৪৬৭১৫


জুবায়ের
৪৬৭১৬


রাতুল
৪৬৭১৭


তাহসিন
৪৬৭১৮


রাহাদ
৪৬৭১৯


মোহাম্মদ
৪৬৭২০


হিমেল
৪৬৭২১


ফাহিম
৪৬৭২২


জাকারিয়া
৪৬৭২৩


নাফিয়ুর
৪৬৭২৪


মুরাদ
৪৬৭২৫


নাবির
৪৬৭২৬


সালমান
৪৬৭২৭


রিয়াদ
৪৬৭২৮


ইমন
৪৬৭২৯


মেহেদি
৪৬৭৩০


শাহেদ
৪৬৭৩১


ইসতিয়াক
৪৬৭৩২


লাবিব
৪৬৭৩৩


আশিকুর
৪৬৭৩৪

তানভির
৪৬৭৩৫

ইফাদ
৪৬৭৩৬

রাব্বি
৪৬৭৩৭

রাফিন
৪৬৭৩৮

আতিক
৪৬৭৩৯

সিহাব
৪৬৭৪০

সাদমান
৪৬৭৪১

সাব্বির
৪৬৭৪২

ওমান
৪৬৭৪৩


নিশাত
৪৬৭৪৪


রাফিদুল
৪৬৭৪৫


ফাহাদ
৪৬৭৪৬


হৃদয়
৪৬৭৪৭


নাজমুল
৪৬৭৪৮


ইসতিয়াক
৪৬৭৪৯


রুবায়েত
৪৬৭৫০


মারুফ
৪৬৭৫১


মাসকাতুল
৪৬৭৫২


রিমন
৪৬৭৫৩


আবিদ
৪৬৭৫৪

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০২১-২০২২

বিজ্ঞান শাখা


রাবেয়া
২৯১১


লামিয়া
২৯১২


শ্রোতপর্না
২৯১৩


হুমাইরা
২৯১৪


নাদিয়া
২৯১৫


মিথিলা
২৯১৬


মমিতা
২৯১৭


তাসনিম
২৯১৮


রাফা
২৯১৯


মরিয়ম
২৯২০


তাসফিয়া
২৯২১


সিমরান
২৯২২


নিসা
২৯২৩


হৃদি
২৯২৪


নামিরা
২৯২৫


মাইশা
২৯২৬


রাইসা
২৯২৭


মারিয়া
২৯২৮


আয়শা
২৯২৯


সানজিদাহ
২৯৩০


মাহিন
২৯৩১


সাইমা
২৯৩২


তাসফিয়া
২৯৩৩


সামিয়া
২৯৩৪


নোভা
২৯৩৫


সামিয়া
২৯৩৬


সেজুতি
২৯৩৭


তাসফিয়া
২৯৩৮


মিম
২৯৩৯


নাজিফা
২৯৪০


লতা
২৯৪১


রিফা
২৯৪২


উর্মি
২৯৪৩


মারুয়া
২৯৪৪


সাইকা
২৯৪৫


ঐশি
২৯৪৬


আরবিনা
২৯৪৭


নওশিন
২৯৪৮


নাদিয়া
২৯৪৯


ফারিহা
২৯৫০

তাসনিম
২৯৫১

সিদরাতুল
২৯৫২

এশা
২৯৫৩

তওমিম
২৯৫৪

রিফা
২৯৫৫

মেহজাদ
২৯৫৬

সান্তিয়া
২৯৫৭


ফাইজা
২৯৫৮


সানজিদা
২৯৫৯


ফারজানা
২৯৬০


জাইমা
২৯৬১


জেবা
২৯৬২


সিজা
২৯৬৩


নুরানি
২৯৬৪


রাইসা
২৯৬৫


সুমাইয়া
২৯৬৬


জান্নাতুল
২৯৬৭


জেরিন
২৯৬৮


নাদিয়া
২৯৬৯


মুনতাকা
২৯৭০


সাইদা
২৯৭১


ইশরাত
২৯৭২


নাহিদ
২৯৭৩


তানজিহা
২৯৭৪


মালিহা
২৯৭৫


অনিলা
২৯৭৬


মিম
২৯৭৭


পুন্নি
২৯৭৮


জেনিফার
২৯৭৯


তিশা
২৯৮০


ইসরাত
২৯৮১


আঁচল
২৯৮২


সাদিয়া
২৯৮৩


নুহা
২৯৮৪


তানিশা
২৯৮৫


আশা
২৯৮৬


আদিবা
২৯৮৭


সুমাইয়া
২৯৮৮


ইবনাত
২৯৮৯


সাজিয়া
২৯৯০


মাহিমা
২৯৯১


তুষ্টি
২৯৯২


সামিয়া
২৯৯৩


লিজা
২৯৯৪


অর্না
২৯৯৫


তাবাসসুম
২৯৯৬


সাদিয়াহ
২৯৯৭

মানসুরা
২৯৯৮

রুকু
২৯৯৯

ফাবিহা
৩০০০

প্রমি
৩০০১

বিশাখা
৩০০২

জয়া
৩০০৩

তাহসিন
৩০০৪

নাজিয়া
৩০০৫

মালিয়াত
৩০০৬


লাবিবা
৩০০৭


সুরাইয়া
৩০০৮


মুন
৩০০৯


নাফিসা
৩০১০


রুবাইয়া
৩০১১


ফেরদৌসি
৩০১২


মাইশা
৩০১৩


সুস্মি
৩০১৪


মাসুদা
৩০১৫


সেগুফতা
৩০১৬


মেধা
৩০১৭


অর্পা
৩০১৮


মাইমুনা
৩০১৯


সাদিয়া
৩০২০


নুসরাত
৩০২১


নুসরাত
৩০২২


ফারিহা
৩০২৩


সানজিদা
৩০২৪


লুবনা
৩০২৫


আশা
৩০২৬


তাসনিমা
৩০২৭


আনিকা
৩০২৮


ফারিয়া
৩০২৯


মুক্তা
৩০৩০


আমেনা
৩০৩১


মাকসুদা
৩০৩২


ইকরা
৩০৩৩


নাফিসা
৩০৩৪


আসমিয়া
৩০৩৫


জাইমা
৩০৩৬


সুমাইয়া
৩০৩৭


আঙ্কিতা
৩০৩৮


জেসিকা
৩০৩৯


তাহসিন
৩০৪০


তাহানা
৩০৪১


আফসানা
৩০৪২


তিতলী
৩০৪৩


তাহসিন
৩০৪৪


সানজিদা
৩০৪৫


তামান্না
৩০৪৬

তামান্না
৩০৪৭

রিমি
৩০৪৮

আমান্তা
৩০৪৯

জিয়াসমিন
৩০৫০

প্রেরনা
৩০৫১

দিবানুর
৩০৫২

আনিকা
৩০৫৩

মাফিদা
৩০৫৪

সুমাইয়া
৩০৫৫


বর্নালি
৩০৫৬


নামিরা
৩০৫৭


মেহনাজ
৩০৫৮


সিফা
৩০৫৯


নাবিহা
৩০৬০


সানজিদা
৩০৬১


জারিন
৩০৬২


ফিহা
৩০৬৩


নাতাশা
৩০৬৪


জান্নাত
৩০৬৫


মিম
৩০৬৬


ইভা
৩০৬৭


নিপা
৩০৬৮


মিথিলা
৩০৬৯


সিনথিয়া
৩০৭০


তিশা
৩০৭১


আনিশা
৩০৭২


মাহযাবিন
৩০৭৩


শিমলা
৩০৭৪


জ্যোতি
৩০৭৫


নওশিন
৩০৭৬


মাইশা
৩০৭৭


সুমাইয়া
৩০৭৮


তাসনিয়া
৩০৭৯


নাশিতা
৩০৮০


তারিন
৩০৮১


নাবিহা
৩০৮২


রাইসা
৩০৮৩


রিয়া
৩০৮৪


সেজুতি
৩০৮৫


মেহেক
৩০৮৬


হানি
৩০৮৭


সারা
৩০৮৮


তাবাস্সুম
৩০৮৯


ফারহানা
৩০৯০


হুমায়রা
৩০৯১


নুসরাত
৩০৯২


ইশরাত
৩০৯৩


আরিফা
৩০৯৪


রাইমা
৩০৯৫

কাব্য
৩০৯৬

নাফিসা
৩০৯৭

নিশাত
৩০৯৮

মুসকান
৩০৯৯

শিফা
৩১০০

সায়মা
৩১০১

লামিয়া
৩১০২

লুবনা
৩১০৩

শিরাত
৩১০৪


আনিশা
৩১০৫


সুমাইয়া
৩১০৬


মারিয়া
৩১০৭


আদন
৩১০৮


সাদিয়া
৩১০৯


সামনিয়া
৩১১০


নদিয়া
৩১১১


ফারিয়া
৩১১২


লাইলাতুল
৩১১৩


ফাতেমা
৩১১৪


মাইশা
৩১১৫


ফারিহা
৩১১৬


তাজরিয়ান
৩১১৭


কেয়া
৩১১৮


সুরাইয়া
৩১১৯


নিশাত
৩১২০


মিম
৩১২১


সামিয়া
৩১২২


জিবনী
৩১২৩


সামিরা
৩১২৪


মুসকান
৩১২৫


প্রিয়া
৩১২৬


রিতু
৩১২৭


তানিশা
৩১২৮


লামিয়া
৩১২৯


সুমাইয়া
৩১৩০


নেহা
৩১৩১


রাইসা
৩১৩২


ফারিহা
৩১৩৩


মাইমুনা
৩১৩৪


ফারিহা
৩১৩৫


রিয়া
৩১৩৬


সাবেরা
৩১৩৭


সুমাইয়া
৩১৩৮


চয়নিকা
৩১৩৯


তাসনিম
৩১৪০


ঐশী
৩১৪১


করবী
৩১৪২


সামিয়া
৩১৪৩


মিম
৩১৪৪

মানসুরা
৩১৪৫

ফারিয়া
৩১৪৬

শ্রাবন্তী
৩১৪৭

জান্নাতুল
৩১৪৮

নুরজাহান
৩১৪৯

ফাতেমা
৩১৫০

মিম
৩১৫১

রাগাথ
৩১৫২

শান্তা
৩১৫৩


ইশরাত
৩১৫৪


জয়া
৩১৫৫


সায়বা
৩১৫৬


সামিয়া
৩১৫৭


তাসফিয়া
৩১৫৮


শবনম
৩১৫৯


লুবা
৩১৬০


নেহা
৩১৬১


সেজুতি
৩১৬২


সাইমা
৩১৬৩


ইশারাত
৩১৬৪

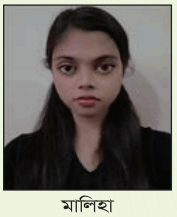
মালিহা
৩১৬৫


নাফিসা
৩১৬৬


তাকিয়া
৩১৬৭


সুমাইয়া
৩১৬৮


নেহেরুন
৩১৬৯


ফারিহা
৩১৭০


রাজশ্রী
৩১৭১


উর্মি
৩১৭২


নিলা
৩১৭৩


জান্নাতুল
৩১৭৪


অনন্যা
৩১৭৫


শামিমা
৩১৭৬


সানজিদা
৩১৭৭


রিফাহ্
৩১৭৮


জ্যোতি
৩১৭৯


সায়মা
৩১৮০


প্রার্থনা
৩১৮১


আরবী
৩১৮২


ফাতেমা
৩১৮৩


ঐশী
৩১৮৪


লাবনী
৩১৮৫


রাফিয়া
৩১৮৬


নওশিন
৩১৮৭


আসিয়া
৩১৮৮


মারিয়া
৩১৮৯


সিনথিয়া
৩১৯০


জান্নাত
৩১৯১


শারিকা
৩১৯২


সীনথী
৩১৯৩

স্বরতী
৩১৯৪

তাসনিম
৩১৯৫

সাদিয়া
৩১৯৬

মনিশা
৩১৯৭

মাহবুবা
৩১৯৮

তাবাস্মুম
৩১৯৯

মানসুরা
৩২০০

মারজান
৩২০১

আশিকা
৩২০২


অর্পিতা
৩২০৩


রামিশা
৩২০৪


মিমি
৩২০৫


তাসনিম
৩২০৬


প্রমি
৩২০৭


প্রাপ্তি
৩২০৮


সাদিয়া
৩২০৯


সুমাইয়া
৩২১০


সানজিদা
৩২১১


মুনতাকা
৩২১২


রোজা
৩২১৩


সুবাহ
৩২১৪


নুসরাত
৩২১৫


মাহি
৩২১৬


বুশরা
৩২১৭


সাইদা
৩২১৮


সুমাইয়া
৩২১৯


স্নেহা
৩২২০


অনিক
৩২২১


জেসমিন
৩২২২


ইলমি
৩২২৩


মিম
৩২২৪


সপ্তর্শী
৩২২৫


নুসরাত
৩২২৬


কাফিহা
৩২২৭


অনন্যা
৩২২৮


উপমা
৩২২৯


মিম
৩২৩০


ফাতেমা
৩২৩১


সুমাইয়া
৩২৩২


রোকেয়া
৩২৩৩


সাবিআহ
৩২৩৪


নুহা
৩২৩৫


মাহজাবিন
৩২৩৬


ইশরাত
৩২৩৭


নুসরাত
৩২৩৮


ঝুমা
৩২৩৯


অনামিকা
৩২৪০


নাহদিয়া
৩২৪১


শিরিন
৩২৪২

অদ্রি
৩২৪৩

অবন্তী
৩২৪৪

মনির
৩২৪৫

নাজিয়া
৩২৪৬

সাদিয়া
৩২৪৭

ইভা
৩২৪৮

মোনালিসা
৩২৪৯

মাহজাবিন
৩২৫০

নুহা
৩২৫০


জান্নাতি
৩২৫১


স্বর্না
৩২৫২


কানিজ
৩২৫৩


অন্তরা
৩২৫৪


সানজিদা
৩২৫৫


সাদিয়া
৩২৫৬


আনুস্কা
৩২৫৭


রিমি
৩২৫৮


মাহিয়া
৩২৫৯


শান্তা
৩২৬০


তৃশা
৩২৬১


হুমায়রা
৩২৬২


সোফিয়া
৩২৬৩


মাহবুবা
৩২৬৪


জান্নাতুল
৩২৬৫


নুসরাত
৩২৬৬


লামিয়া
৩২৬৭


সাদিয়া
৩২৬৮


আদিশা
৩২৬৯


নাবিলা
৩২৭০


মাহফুজা
৩২৭১


মিফতাহুল
৩২৭২


সাদিয়া
৩২৭৩


জিনাত
৩২৭৪


আসফি
৩২৭৫


মিতা
৩২৭৬


মাহজাবিন
৩২৭৭


তাবাসসুম
৩২৭৮


ফাহমিদা
৩২৭৯


ইলমা
৩২৮০


ফাতিহা
৩২৮১

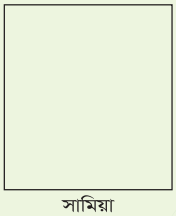
সামিয়া
৩২৮২


মাহি
৩২৮৩


তাবাসসুম
৩২৮৪


জান্নাত
৩২৮৫


এশা
৩২৮৬


প্রিয়াংকা
৩২৮৭


খাদিজা
৩২৮৮


তাসনিম
৩২৮৯


রামিসা
৩২৯০

অমিতি
৩২৯১

পাপিয়া
৩২৯২

জান্নাতুল
৩২৯৩

সামিয়া
৩২৯৪

হাবিবা
৩২৯৫

লামিয়া
৩২৯৬

নোহা
৩২৯৭

ফাম্মি
৩২৯৮

আয়েশা
৩২৯৯


সামিয়া
৩৩০০


রোজা
৩৩০১


মিনা
৩৩০২


মেহজাবিন
৩৩০৩


অন্তরা
৩৩০৪


মল্লিকা
৩৩০৫


লাবন্য
৩৩০৬


জানিয়া
৩৩০৭


মৌমিতা
৩৩০৮


মুমতাহিনা
৩৩০৯


শাবা
৩৩১০


জান্নাত
৩৩১১


পুষ্প
৩৩১২


লতা
৩৩১৩


নাদিয়া
৩৩১৪


লাবন্যা
৩৩১৫


ফারিসা
৩৩১৬


শান্তা
৩৩১৭


সাদিয়া
৩৩১৮


দোলা
৩৩১৯


রিফা
৩৩২০


মায়শা
৩৩২১


ফওজিয়া
৩৩২২


নুসরাত
৩৩২৩


মালিহা
৩৩২৪


রাহেলা
৩৩২৫


সাদিয়া
৩৩২৬


নুখিং
৩৩২৭


সাবিহা
৩৩২৮


উম্মে
৩৩২৯


রায়হানা
৩৩৩০


মনিরা
৩৩৩১


জাহান
৩৩৩২


আফরিন
৩৩৩৩


অর্পিতা
৩৩৩৪


এশা
৩৩৩৫


ফেরদৌসী
৩৩৩৬

আরিফা
৩৩৩৭


মিম
৩৩৩৮


বর্নি
৩৩৩৯


সালিকা
৩৩৪০

শামিমা
৩৩৪১

নীতি
৩৩৪২

শাহরিন
৩৩৪৩

সাবরিনা
৩৩৪৪

হামিমা
৩৩৪৫

মোহতাসিনা
৩৩৪৬

সাদিয়া
৩৩৪৭

সাদিয়া
৩৩৪৮


রাইসা
৩৩৪৯


জাহান
৩৩৫০


সানজিদা
৩৩৫১


প্রমিতা
৩৩৫২


জান্নাত
৩৩৫৩


ফারজানা
৩৩৫৪


জারিন
৩৩৫৫


আয়শা
৩৩৫৬


সাজিয়া
৩৩৫৭


হাসিন
৩৩৫৮


মালিহা
৩৩৫৯


মাইশা
৩৩৬০


নুসাইবা
৩৩৬১


আফিফা
৩৩৬২


শাহজাদি
৩৩৬৩


আনিকা
৩৩৬৪


বর্নমালা
৩৩৬৫


লামিসা
৩৩৬৬


মাহিমা
৩৩৬৭



সাদিয়া
৩৩৬৮


সাহার
৩৩৬৯


তিহা
৩৩৭০


নওশিন
৩৩৭১


সামিয়া
৩৩৭২


উম্মিউন
৩৩৭৩


সাদিয়া
৩৩৭৪


ফাহমিদা
৩৩৭৫


রুবাইয়া
৩৩৭৬


ফারিয়া
৩৩৮৩


সাবরিনা
৩৩৮৪


লাবন্য
৩৩৮৫


হালিমা
৩৩৮৬


সাবরিনা
৩৩৮৭


জান্নাত
৩৩৮৮


আদিবা
৩৩৮৯


জেরিন
৩৩৯০


উষা
৩৩৯১


নাফিসা
৩৩৯২


তাহসিন
৩৩৯৩


তাসনিম
৩৩৯৪

ফাতেমা
৩৩৯৫

কনা
৩৩৯৬

মিমি
৩৩৯৭

ইশরাত
৩৩৯৮

খুশবু
৩৩৯৯

তাবাসসুম
৩৪০০

রাইছা
৩৪০১

ফাইরুজ
৩৪০২

থাংথাং
৩৪০৩


জান্নাতুল
৩৪০৪


নেহাল
৩৪০৫


মরিয়ম
৩৪০৬


সাদিকা
৩৪০৭


শান্তা
৩৪০৮


শাহরিয়ার
৩৪০৯


ফাহাদ
৩৪১০


রফিউর
৩৪১১


ইসমাইল
৩৪১২


সাকিব
৩৪১৩


সাইফুল
৩৪১৪


তানভীর
৩৪১৫


কবির
৩৪১৬


ফারশাদ
৩৪১৭


আকিব
৩৪১৮


সাবিত
৩৪১৯

মাজহারুল
৩৪২০


তাহসিন
৩৪২১


ফাহিদ
৩৪২২


রাকিবুল
৩৪২৩


শুভ
৩৪২৪


সিয়াম
৩৪২৫


তানভীর
৩৪২৬


সায়েম
৩৪২৭


সিয়াম
৩৪২৮


ইমন
৩৪২৯


রাফি
৩৪৩০


রানা
৩৪৩১


নাফিস
৩৪৩২


মির্জা
৩৪৩৩

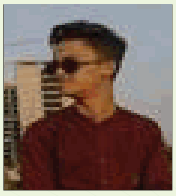
আব্দুল্লাহ
৩৪৩৪


শাহাদাত
৩৪৩৫


সাইমুন
৩৪৩৬

তানভীর
৩৪৩৭


রাব্বি
৩৪৩৮


ফাতিন
৩৪৩৯


মারুফ
৩৪৪০


নাফিজ
৩৪৪১


সাজিত
৩৪৪২


নায়েম
৩৪৪৩


রিজওয়ান
৩৪৪৪


ইউনুস
৩৪৪৫

শান্ত
৩৪৪৬

অন্ত
৩৪৪৭

জুবায়েল
৩৪৪৮

রামিম
৩৪৪৯

শাহরিয়ার
৩৪৫০

সৈকত
৩৪৫১

শিহাব
৩৪৫২


মাহমুদুল
৩৪৫৩


রাশেল
৩৪৫৪


মুন্না
৩৪৫৫


সিয়াম
৩৪৫৬


মাহিন
৩৪৫৭


জয়
৩৪৫৮


আব্দুল্লাহ
৩৪৫৯


সাজিদ
৩৪৬০


ফজলে
৩৪৬১


রিয়াজ
৩৪৬২


রাতুল
৩৪৬৩


তানভীর
৩৪৬৪


আরবাইন
৩৪৬৫


আরাফাত
৩৪৬৬


মারুফ
৩৪৯০


সাদিক
৩৪৯১


জুবায়ের
৩৪৯২


শায়ক
৩৪৯৩


রাফিদ
৩৪৯৪


তাসনিন
৩৪৯৫


ফাহাদ
৩৪৯৬


ইশরার
৩৪৯৭


সামিউল
৩৪৯৮


লিখন
৩৪৯৯


ফাহিম
৩৫০০


আহনাফ
৩৫০১


তুহিন
৩৫০২


শাহরিয়ার
৩৫০৩


তালহা
৩৫০৪


রোহান
৩৫০৫


অভিজিত
৩৫০৬


আমিনুল
৩৫০৭


রহিম
৩৫০৮


শাফায়েত
৩৫০৯


সাদ
৩৫১০


মুহায়মিন
৩৫১১


মনিম
৩৫১২


ফুয়াদ
৩৫১৩


মাহবুব
৩৫১৪


প্রতিক
৩৫১৫

মাসুদ
৩৫১৬

ওয়ালি
৩৫১৭

আজিম
৩৫১৮

মির্জা
৩৫১৯

কাব্য
৩৫২০

সাদাদ
৩৫২১

জিম
৩৫২২

আহমাদুল্লা
৩৫২৩

ফাইয়াজ
৩৫২৪


আবিদ
৩৫২৫


মাইনুল
৩৫২৬


সাদমান
৩৫২৭


আমিরুল
৩৫২৮


সুপ্রাতিম
৩৫২৯


তাকি
৩৫৩০


আলভি
৩৫৩১


নাফি
৩৫৩২


শাহরিয়ার
৩৫৩৩


মুবাশশির
৩৫৩৪


মেহেদি
৩৫৩৫


রাকিব
৩৫৩৬


পার্থিব
৩৫৩৭


রেশাদুল
৩৫৩৮


তওহিদ
৩৫৩৯


শাহাদাত
৩৫৪০


জাবির
৩৫৪১


তানভীর
৩৫৪২


রাইয়ান
৩৫৪৩


পারভেজ
৩৫৪৪


জিহাদ
৩৫৪৫


সারওয়ার
৩৫৪৬


সারাফ
৩৫৪৭


সাজ্জাদ
৩৫৪৮


রামিম
৩৫৪৯


রাইয়ান
৩৫৫০


মশেয়ুজ্জামা
৩৫৫১


ফাহিম
৩৫৫২


তওসিফ
৩৫৫৩


জারিফ
৩৫৫৪


আবরার
৩৫৫৫


রায়হান
৩৫৫৬


সাদাত
৩৫৫৭


রাফসান
৩৫৫৮


শিবলি
৩৫৫৯


ইকবাল
৩৫৬০


তরিকুল
৩৫৬১


জায়েদ
৩৫৬২


তারিকুল
৩৫৬৩


সন্দীপন
৩৫৬৪

জামাল
৩৫৬৫

তানভী
৩৫৬৬

ওবেদ
৩৫৬৭

মোজাম্মেল
৩৫৬৮

সজীব
৩৫৬৯

রিফাত
৩৫৭০

আদনান
৩৫৭১

সৌরব
৩৫৭২

অনিক
৩৫৭৩


তানভীর
৩৫৭৪


রাকিব
৩৫৭৫


সাইফুল
৩৫৭৬


শহীদুল
৩৫৭৭


শাহাদাত
৩৫৭৮


আরিক
৩৫৭৯


ফারহান
৩৫৮০


রাতুল
৩৫৮১


সানি
৩৫৮২


রিফাত
৩৫৮৩


সামিন
৩৫৮৪


সোলায়মান
৩৫৮৫


তৌফিক
৩৫৮৬


সামি
৩৫৮৭


মাশরাফি
৩৫৮৮


সাদ
৩৫৮৯


শাওন
৩৫৯০


বাইস
৩৫৯১


সিয়াম
৩৫৯২


মেহেদি
৩৫৯৩


রিদওয়ান
৩৫৯৪


শান্ত
৩৫৯৫


দিপ
৩৫৯৬


সাদভি
৩৫৯৭


মামুন
৩৫৯৮


রাজু
৩৫৯৯


সাবিদ
৩৬০০


তালহা
৩৬০১


ইউসা
৩৬০২


অর্ক
৩৬০৩


সিফাত
৩৬০৪


শিশির
৩৬০৫

মিম
৩৬০৬


আলভি
৩৬০৭


মারুফ
৩৬০৮


আরিক
৩৬০৯


জুবায়ের
৩৬১০


সাদিক
৩৬১১


আকিদ
৩৬১২


নোমান
৩৬১৩


সাহিব
৩৬১৪

মাহিন
৩৬১৫

সিয়াম
৩৬১৬

অয়ন
৩৬১৭

রাতুল
৩৬১৮

রায়ান
৩৬১৯

মাহি
৩৬২০

আলভী
৩৬২১

নাফিজ
৩৬২২


রাইয়ান
৩৬২৩


ফারশিদ
৩৬২৪


ইদরাক
৩৬২৫


জাহাঙ্গীর
৩৬২৬


আলিফ
৩৬২৭


হামিম
৩৬২৮


আমান
৩৬২৯


ইয়াসিন
৩৬৩০


তামজিদ
৩৬৩১


প্রিন্স
৩৬৩২


রোহান
৩৬৩৩


তামিম
৩৬৩৪


রাজিউল
৩৬৩৫


আঈমান
৩৬৩৬


শাফায়েত
৩৬৩৭


আলী
৩৬৩৮


সিয়াম
৩৬৩৯


সিয়াম
৩৬৪০


তন্ময়
৩৬৪১


রিসালাত
৩৬৪২


সাবির
৩৬৪৩


সুহরিদ
৩৬৪৪

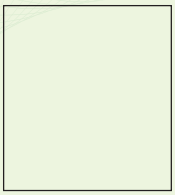
রাফি
৩৬৪৫


অয়ন
৩৬৪৬


অভী
৩৬৪৭


নাজিম
৩৬৪৮


আলিফ
৩৬৪৯


রিফাত
৩৬৫০


আতিক
৩৬৫১


মানসিব
৩৬৫২


তাহসান
৩৬৫৩


মাহিম
৩৬৫৪


মিনা
৩৬৫৫


রাতুল
৩৬৫৬


সারাফাত
৩৬৫৭


আফনান
৩৬৫৮


শাফিউর
৩৬৫৯


ফাহাদ
৩৬৬০


সাব্বির
৩৬৬১


ইশমাম
৩৬৬২

রাকিন
৩৬৬৩

মাহমুদুল
৩৬৬৪

সাকিব
৩৬৬৫

মুহাম্মদ
৩৬৬৬

আবির
৩৬৬৭

আনোয়ার
৩৬৬৮

শাকলাইন
৩৬৬৯

মাহাথির
৩৬৭০

তাহসিন
৩৬৭১


মুক্তাদির
৩৬৭২


আহনাফ
৩৬৭৩


রাফি
৩৬৭৪


হাসান
৩৬৭৫


এহ্সান
৩৬৭৬


সাঈদ
৩৬৭৭


রাফি
৩৬৭৮


সৃজন
৩৬৭৯


রাদ
৩৬৮০


নাফি
৩৬৮১


মোস্তাক
৩৬৮২


আলভী
৩৬৮৩


মাহমুদ
৩৬৮৪


জুবায়ের
৩৬৮৫


মাসরিকি
৩৬৮৬


রাহাত
৩৬৮৭


সাকিব
৩৬৮৮

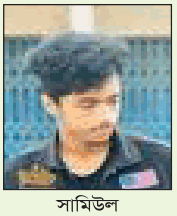
সামিউল
৩৬৮৯


আউয়াবিন
৩৬৯০


আদনান
৩৬৯১


ইমতিয়াজ
৩৬৯২


তানভির
৩৬৯৩


সালাউদ্দিন
৩৬৯৪


রবিউল
৩৬৯৫


নুর
৩৬৯৬


রাজিন
৩৬৯৭


সিফাত
৩৬৯৮


সাদাদ
৩৬৯৯


তাহসিন
৩৭০০


মাহি
৩৭০১


সায়মুম
৩৭০২


তাসসিন
৩৭০৩


হাবিব
৩৭০৪


ফুয়াদ
৩৭০৫


সোহান
৩৭০৬


আফিফ
৩৭০৭


তানজিম
৩৭০৮


সামি
৩৭০৯


সিয়াম
৩৭১০


উৎস
৩৭১১

আনাস
৩৭১২

জুনায়েদুর
৩৭১৩

সুচক
৩৭১৪

অনুপ
৩৭১৫

অপু
৩৭১৬

জিহাদ
৩৭১৭

আদিল
৩৭১৮

কাইফ
৩৭১৯

ইউসুফ
৩৭২০


সাদমান
৩৭২১


মাহবুব
৩৭২২


হিমেল
৩৭২৩


তোহা
৩৭২৪


নুরুজ্জামান
৩৭২৫


শাইখ
৩৭২৬


জিহাদ
৩৭২৭


রাইয়ান
৩৭২৮


সাদমান
৩৭২৯


মেহেদী
৩৭৩০


সালেকিন
৩৭৩১


রিহাম
৩৭৩২


সাকিব
৩৭৩৩


মেহেদি
৩৭৩৪


সাজিদ
৩৭৩৫


আমির
৩৭৩৬


সাওমিত
৩৭৩৭


এশা
৩৭৩৮


তানভীর
৩৭৩৯


মাশরাফি
৩৭৪০


সাদ
৩৭৪১


অভি
৩৭৪২


সালেহ
৩৭৪৩


মাহির
৩৭৪৪


সজীব
৩৭৪৫


আশরাফি
৩৭৪৬



রাতুল
৩৭৪৭


শিহাব
৩৭৪৮


রাশা
৩৭৪৯


আখিরুল
৩৭৫০


দূরন্ত
৩৭৫১


আতিক
৩৭৫২


ফাহিম
৩৭৫৩


ইরফান
৩৭৫৪


তানভির
৩৭৫৫


রাতুল
৩৭৫৬


প্রত্যয়
৩৭৫৭


ইমরান
৩৭৫৮



মিজানুর
৩৭৫৯


সাকিব
৩৭৬০

তানজিল
৩৭৬১

হৃদয়
৩৭৬২

ইভান
৩৭৬৩

নাসিমুল
৩৭৬৪

সাদমান
৩৭৬৫

তুর্জ
৩৭৬৬

আব্দুল্লাহ্
৩৭৬৭

রাকিব
৩৭৬৮

রাকিব
৩৭৬৯


সোহেল
৩৭৭০


সালেহিন
৩৭৭১


সুফিয়ান
৩৭৭২


নাফিজ
৩৭৭৩


সিয়াম
৩৭৭৪


শোয়েব
৩৭৭৫


ইয়াসিন
৩৭৭৬


বাধন
৩৭৭৭


সাদমান
৩৭৭৮


আতিক
৩৭৭৯


আসিফ
৩৭৮০


যুনায়েদ
৩৭৮১


সেলিম
৩৭৮২


শোয়াইবুল
৩৭৮৩


সামিউল
৩৭৮৪


অনিক
৩৭৮৫


মাহাদি
৩৭৮৬


রাতুল
৩৭৮৭


নাবিল
৩৭৮৮


অর্নব
৩৭৮৯


নাফিস
৩৭৯০


রাকিব
৩৭৯১


দ্বিপ
৩৭৯২


মাহিন
৩৭৯৩


মারফিন
৩৭৯৪


কাউসার
৩৭৯৫


তাহমিদ
৩৭৯৬


সাগর
৩৭৯৭


তপু
৩৭৯৮


রাজেশ
৩৭৯৯


সৈকত
৩৮০০


যায়েদ
৩৮০১


সাইফুল
৩৮০২


অমিত
৩৮০৩


অর্ক
৩৮০৪


স্বাগত
৩৮০৫


অন্তর
৩৮০৬


হালিম
৩৮০৭


সৈকত
৩৮০৮


আরাফাত
৩৮০৯

আনিসুল
৩৮১০

অরণ্য
৩৮১১

নাফিও
৩৮১২

হাসিব
৩৮১৩

আশিকুর
৩৮১৪

হাসান
৩৮১৫

নিহাল
৩৮১৬

রাফসান
৩৮১৭

রেজওয়ান
৩৮১৮


আহাদ
৩৮১৯


সানজিদ
৩৮২০


আবু বকর
৩৮২১


স্বাধীন
৩৮২২


ফয়সাল
৩৮২৩


ফয়সাল
৩৮২৪


নোমান
৩৮২৫


নাইম
৩৮২৬


অয়ন
৩৮২৭


অনিন্দ
৩৮২৮


শাহেদ
৩৮২৯


ইব্রাহীম
৩৮৩০


সাফওয়ান
৩৮৩১


মাহফুজুর
৩৮৩২


মুশফিকুর
৩৮৩৩


মিনহাজ
৩৮৩৪


নুর
৩৮৩৫

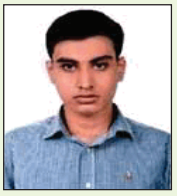
রাফসান
৩৮৩৬


সাঈদ
৩৮৩৭


ফাহিম
৩৮৩৮


মহিউদ্দীন
৩৮৩৯


কাইফ
৩৮৪০


জুবায়ের
৩৮৪১


সিয়াম
৩৮৪২


সানজিদ
৩৮৪৩


জালাল
৩৮৪৪


সাবিত
৩৮৪৫


তামজিদুল
৩৮৪৬


ইসতিয়াক
৩৮৪৭


ছিনময়
৩৮৪৮


রাহাত
৩৮৪৯


ইমরান
৩৮৫০


প্রকাশ
৩৮৫১


সাজ্জাদ
৩৮৫২


আল-আমিন
৩৮৫৩


মাহফুজুর
৩৮৫৪


সাদিকুর
৩৮৫৫


শ্রাবণ
৩৮৫৬


লাইস
৩৮৫৭


ইমতিয়াজ
৩৮৫৮

ফুয়াদ
৩৮৫৯

ওবিদুল
৩৮৬০

মাহদি
৩৮৬১

ওয়ালিদ
৩৮৬২

ত্রিপতো
৩৮৬৩

সাইফুর
৩৮৬৪

মিরাজ
৩৮৬৫

মোর্শেদ
৩৮৬৬

জুবায়ের
৩৮৬৭


ইরফান
৩৮৬৮


হাসিবুল
৩৮৬৯


আহাদ
৩৮৭০


তানভীর
৩৮৭১


রাজিন
৩৮৭২


আতিকুল
৩৮৭৩


সোয়াদ
৩৮৭৪


জিহাদ
৩৮৭৫


আল-আমিন
৩৮৭৬


শৈশব
৩৮৭৭


রিসান
৩৮৭৮


আল-আমিন
৩৮৭৯

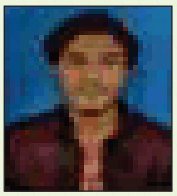
শাহরিয়ার
৩৮৮০


মাহিন
৩৮৮১


ইফতেখার
৩৮৮২


মাহি
৩৮৮৩


জয়
৩৮৮৪


শাবাব
৩৮৮৫


আবিদ
৩৮৮৬


বাধন
৩৮৮৭


আনাম
৩৮৮৮


সাইদুর
৩৮৮৯


আরিফুল
৩৮৯০


আনন্দ
৩৮৯১


হৃদয়
৩৮৯২


শিশির
৩৮৯৩


মুহাইমিন
৩৮৯৪


তাসনিমুল
৩৮৯৫


পিয়াল
৩৮৯৬


শিখর
৩৮৯৭


হৃদয়
৩৮৯৮


শাখাওয়াত
৩৮৯৯


জাওয়াদ
৩৯০০


নাফি
৩৯০১


জয়
৩৯০২


মারুফ
৩৯০৩


মাশরুম
৩৯০৪


রহমান
৩৯০৫


হিমেল
৩৯০৬


ফাহিম
৩৯০৭

বাদল
৩৯০৮

মাজেদুল
৩৯০৯

ফাহিম
৩৯১০

ইয়াসিন
৩৯১১

মেহেদি
৩৯১২

তাসফিকুর
৩৯১৩

আদিত্য
৩৯১৪

অনিক
৩৯১৫


আলয়
৩৯১৬


হারুন
৩৯১৭


আবরার
৩৯১৮


আসাদ
৩৯১৯


শিউম
৩৯২০


আল-আমিন
৩৯২১


নাফিস
৩৯২২


জিতু
৩৯২৩


সেতু
৩৯২৪


মুগ্ধ
৩৯২৫


খালেদ
৩৯২৬


তাহসিন
৩৯২৭


নিলয়
৩৯২৮


মাহি
৩৯২৯


অংশু
৩৯৩০


সামাউন
৩৯৩১


আফিফ
৩৯৩২


নাবিদ
৩৯৩৩


ইফতিয়ার
৩৯৩৪


সাজিদ
৩৯৩৫


সাইফুল
৩৯৩৬


আহমেদ
৩৯৩৭


আলিফ
৩৯৩৮


শতাব্দ
৩৯৩৯


সাদাত
৩৯৪০


মিরাজ
৩৯৪১


সামিউর
৩৯৪২


সাজিদ
৩৯৪৩


জিবরান
৩৯৪৪


মৃধা
৩৯৪৫


আশরাফুল
৩৯৪৬


তাহা
৩৯৪৭


মিরাজ
৩৯৪৮


সামিন
৩৯৪৯


রাকিবুল
৩৯৫০


সানি
৩৯৫১


রাফি
৩৯৫২


নাজমুল
৩৯৫৩


সিয়াম
৩৯৫৪


আবিদ
৩৯৫৫

বাধন
৩৯৫৬

রাজিব
৩৯৫৭

জারিফ
৩৯৫৮

রাফিন
৩৯৫৯

জীবন
৩৯৬০

আশিকুর
৩৯৬১

সজীব
৩৯৬২

শ্রাবন্ত
৩৯৬৩

নওশাদ
৩৯৬৪


শরীফুল
৩৯৬৫


তাহসিন
৩৯৬৬


রাফিদ
৩৯৬৭


সাবিল
৩৯৬৮


কাইফ
৩৯৬৯


মেহেদি
৩৯৭০


রবিউল
৩৯৭১


লাবিব
৩৯৭২


আরিফুল
৩৯৭৩


সিয়াম
৩৯৭৪


ফায়জুস
৩৯৭৫


আকিব
৩৯৭৬


দিপ
৩৯৭৭


তানভীর
৩৯৭৮


তাওহীদ
৩৯৭৯


তামজিদ
৩৯৮০


মায়মান
৩৯৮১


মাশরেকুর
৩৯৮২


সিফাত
৩৯৮৩


বুলবুল
৩৯৮৪


আরমান
৩৯৮৫


ফারহান
৩৯৮৬


ফাহমিদ
৩৯৮৭


সাকিব
৩৯৮৮


ওয়াহিদ
৩৯৮৯


রওনক
৩৯৯০


শাফায়েত
৩৯৯১


ইফতেখার
৩৯৯২


নাফি
৩৯৯৩


ফাহিম
৩৯৯৪


সাব্বির
৩৯৯৫


ইমন
৩৯৯৬

রনি
৩৯৯৭


ইফতেখার
৩৯৯৮


নাফি
৩৯৯৯


সিয়াম
৪০০০


তাজরিয়ান
৪০০১


ফারাবি
৪০০২


আহাদ
৪০০৩


নবীন
৪০০৪


প্রিন্স
৪০০৫

হাসিবুল
৪০০৬

আফনান
৪০০৭

ইফাজ
৪০০৮

নাহিয়ান
৪০০৯

শান
৪০১০

রায়হান
৪০১১

শোভন
৪০১২

মারুফ
৪০১৩


মুবিন
৪০১৪


আবির
৪০১৫


ফাহাদ
৪০১৬


রঞ্জু
৪০১৭


হাসিব
৪০১৮


শাকিবুর
৪০১৯


তৌসিফ
৪০২০


রোকুনুজ্জামান
৪০২১


আল-আমিন
৪০২২


আলিফ
৪০২৩


পোতপোত্যা
৪০২৪


আনাস
৪০২৫


জিহান
৪০২৬


তানভীর
৪০২৭


মোহাম্মদ আলি
৪০২৮


নাহিদ
৪০২৯


জাহিদ
৪০৩০


তারেকুল
৪০৩১


লোকমান
৪০৩২


ফারদিন
৪০৩৩


মনিরুল
৪০৩৪


হৃদয়
৪০৩৫


মুশফিকুর
৪০৩৬


মাহিদুল
৪০৩৭


অর্ণব
৪০৩৮


আবদুর রহমান
৪০৩৯


পিয়াল
৪০৪০


শুভ
৪০৪১


সামি
৪০৪২


শহিদ
৪০৪৩


ইসমাইল
৪০৪৪


সাম্মাম
৪০৪৫


হাসিব
৪০৪৬



ওয়ালিউল্লাহ
৪০৪৭


এনামুল
৪০৪৮


মোহাইমিন
৪০৪৯


সাব্বির
৪০৫০


মারুফ
৪০৫১


অংকন
৪০৫২


আসিম
৪০৫৩

রায়হান
৪০৫৪

অভি
৪০৫৫

নীরব
৪০৫৬

সামিন
৪০৫৭

ইয়ামিন
৪০৫৮

সাজিদুর
৪০৫৯

আরমান
৪০৬০

নাফিস
৪০৬১

সামাউজ্জামান
৪০৬২


প্রান্ত
৪০৬৩


স্বচ্ছ
৪০৬৪


প্রণয়
৪০৬৫


ইমন
৪০৬৬


নাজমুল
৪০৬৭


রোমান
৪০৬৮


মাহবুবুল
৪০৬৯


রাইয়ান
৪০৭০


আরিয়ান
৪০৭১


আকিব
৪০৭২


তাহসিন
৪০৭৩


রাইয়ান
৪০৭৪

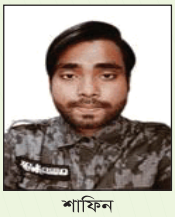
শাফিন
৪০৭৫


তোহা
৪০৭৬


রাতুল
৪০৭৭


মুনতাসির
৪০৭৮


সুমন
৪০৭৯


উৎস
৪০৮০


নাফিজ
৪০৮১


কাউসার
৪০৮২


মাহফুজুর
৪০৮৩


শাবাব
৪০৮৪


প্রবাল
৪০৮৫


তাওফিক
৪০৮৬


মাজহারুল
৪০৮৭


শাহরিয়ার
৪০৮৮


সিয়াম
৪০৮৯


ইলিয়াস
৪০৯০


জ্যোতি
৪০৯১


মিনার
৪০৯২


মহিউদ্দিন
৪০৯৩


হৃদয়
৪০৯৪


ফয়সাল
৪০৯৫


রাতুল
৪০৯৬


সৈকত
৪০৯৭


নাঈম
৪০৯৮


আমজাদ
৪০৯৯


ফাহিম
৪১০০


জুবায়ের
৪১০১


ফারহান
৪১০২

ফয়সাল
৪১০৩

রাতুল
৪১০৪

পিয়াল
৪১০৫

সায়েম
৪১০৬

মেহেদি
৪১০৭

অর্ণব
৪১০৮

ইসতিয়াক
৪১০৯

আবদুল
৪১১০

সাহেল
৪১১১


জুবায়ের
৪১১২


জাহিদ
৪১১৩


সাব্বির
৪১১৪


রিফাত
৪১১৫


নাহিন
৪১১৬


সোহান
৪১১৭


ফাহাদ
৪১১৮


নিলয়
৪১১৯


কবির
৪১২০


আরিফ
৪১২১


সাফওয়ান
৪১২২


মাহমুদুল
৪১২৩


মৃধা
৪১২৪


তাসিন
৪১২৫


ইউসুফ
৪১২৬


মোজাম্মেল
৪১২৭


রেজাউল
৪১২৮


ইমাম
৪১২৯


সাব্বির
৪১৩০


আব্দুল্লাহ
৪১৩১


নাঈমুর
৪১৩২


পাপ্পু
৪১৩৩


ইফতেখার
৪১৩৪


রানা
৪১৩৫


তাসিফ
৪১৩৬


তারেক
৪১৩৭


তানজিম
৪১৩৮


মুশফিক
৪১৩৯


শাখাওয়াত
৪১৪০


আরাফাত
৪১৪১

রাব্বি
৪১৪২


শামির
৪১৪৩


নাবির
৪১৪৪


তাসিন
৪১৪৫


সাফওয়ান
৪১৪৬


নাহিদ
৪১৪৭


জিহাদ
৪১৪৮


প্রধান
৪১৪৯


মাহফুজুর
৪১৫০


রাবিদ
৪১৫১


আবির
৪১৫২

শরিফ
৪১৫৩

মাহমুদুর
৪১৫৪

জাকারিয়া
৪১৫৫

রাজ্জাক
৪১৫৬

তানভীর
৪১৫৭

হাসিবুল
৪১৫৮

সাফি
৪১৫৯

সাফিন
৪১৬০


হাবিব
৪১৬১


মোনতাছির
৪১৬২


শিহাব
৪১৬৩


তুষার
৪১৬৪


মিনা
৪১৬৫


শাফিন
৪১৬৬


রাফি
৪১৬৭


কাউসার
৪১৬৮


আজিজুল
৪১৬৯


উৎস
৪১৭০


ফয়সাল
৪১৭১


আদন
৪১৭২


সাদমান
৪১৭৩


জুবায়ের
৪১৭৪


আসাদুল্লাহ
৪১৭৫


সিফাত
৪১৭৬


মায়েসুর
৪১৭৭


মাহির
৪১৭৮


জিহাদ
৪১৭৯


সুজয়
৪১৮০


ফারহান
৪১৮১


অর্ক
৪১৮২


ফিরোজ
৪১৮৩


আবির
৪১৮৪


সাইফ
৪১৮৫


সাইফুল
৪১৮৬

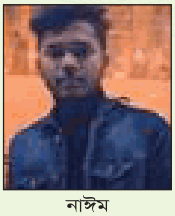
নাঈম
৪১৮৭


ইফতয়াজ্জামান
৪১৮৮


সানিন
৪১৮৯


আসফাক
৪১৯০


ইমন
৪১৯১


যুবরাজ
৪১৯২


ইশরাক
৪১৯৩


যাকারিয়া
৪১৯৪


আতিকুল
৪১৯৫


ইমরানুল
৪১৯৬


নাসিম
৪১৯৭


ইফতি
৪১৯৮


আহন
৪১৯৯


জারিফ
৪২০০

হিমেল
৪২০১

তায়েফ
৪২০২

বন্যা
৪২০৩

রুম্মন
৪২০৪

মাহির
৪২০৫

সুলতান
৪২০৬

ফাহিম
৪২০৭

মাহিম
৪২০৮

মাশরাফি
৪২০৯


হামজা
৪২১০


তপু
৪২১১


তাসদিক
৪২১২

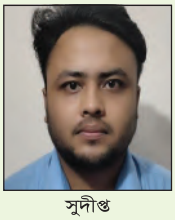
সুদীপ্ত
৪২১৩


চঞ্চল
৪২১৪


নুর
৪২১৫


রাতুল
৪২১৬


সাকিব
৪২১৭


হাসান
৪২১৮


সাইদুর
৪২১৯


রাইয়ান
৪২২০


আবির
৪২২১


নয়ন
৪২২২


অনিক
৪২২৩


সাছিং
৪২২৪


ফাহিম
৪২২৫


শিশির
৪২২৬


ইমরান
৪২২৭


রাহুল
৪২২৮


মাহি
৪২২৯


ফাহাদ
৪২৩০


মেহেদি
৪২৩১


মুভদিউ
৪২৩২


অয়ন
৪২৩৩


নাবিল
৪২৩৪


শাফিন
৪২৩৫


আবরার
৪২৩৬


ফাহিম
৪২৩৭


কায়েস
৪২৩৮


রাফি
৪২৩৯


কাউসার
৪২৪০


সিয়াম
৪২৪১


নিলয়
৪২৪২


আবরার
৪২৪৩


সোহান
৪২৪৪


সাব্বির
৪২৪৫


তাসফি
৪২৪৬


সিবাত
৪২৪৭


শাফকাতুল
৪২৪৮


সৈয়দ
৪২৪৯

তামিম
৪২৫০

স্বপ্ন
৪২৫১

শিহাব
৪২৫২

তামজিদ
৪২৫৩

সৌরভ
৪২৫৪

হামিম
৪২৫৫

মেহরাব
৪২৫৬

ফয়সাল
৪২৫৭

মোদাসসের
৪২৫৮


রাতুল
৪২৫৯


রাফিদ
৪২৬০


হাদি
৪২৬১


মাহবুবুর
৪২৬২


শোয়েব
৪২৬৩


অনন্ত
৪২৬৪


ওয়াসি
৪২৬৫


রেজওয়ানুল
৪২৬৬


আশরাফুল
৪২৬৭


রাতুল
৪২৬৮


তাভিন
৪২৬৯


সালমান
৪২৭০


সমিরউজ্জামান
৪২৭১


আসিফ
৪২৭২


সৌরভ
৪২৭৩


তানভীর
৪২৭৪


শাহাদত
৪২৭৫


রিমন
৪২৭৬


রাব্বি
৪২৭৭


মোর্শেদ
৪২৭৮


আহাদ
৪২৭৯


তাওসিফ
৪২৮০


তাহসিন
৪২৮১


শরিফুল
৪২৮২


শরিফুল
৪২৮৩


দীপরাজ
৪২৮৪


ফাহাদ
৪২৮৫


ইসমাঈল
৪২৮৬


আবিদ
৪২৮৭


মুয়াজ
৪২৮৮


ফাহিম
৪২৮৯


শিহাব
৪২৯০


সালিকিন
৪২৯১


আবির
৪২৯২


ফাহিম
৪২৯৩


পিয়াস
৪২৯৪


ফারিক
৪২৯৫


জোহান
৪২৯৬


জুবায়ের
৪২৯৭


প্রদীপ
৪২৯৮

সাব্বির
৪২৯৯

প্রতীক
৪৩০০

মাহিম
৪৩০১

রাফিউ
৪৩০২

মিরাজ
৪৩০৩

আরমান
৪৩০৪

ফাহিম
৪৩০৫

তানবীর
৪৩০৬

জিহাদুল
৪৩০৭


নাসিম
৪৩০৮


অভি
৪৩০৯


সাদ
৪৩১০


নাইমুল
৪৩১১


রিফাত
৪৩১২


মাহফুজ
৪৩১৩


শুভাগত
৪৩১৪


সাকিব
৪৩১৫


রাফিদ
৪৩১৬


নাদিম
৪৩১৭


তামজিদ
৪৩১৯


রাফসান
৪৩২০


সিফাত
৪৩২১


শিমুল
৪৩২২


ফকরুল
৪৩২৩


রিফাত
৪৩২৪


রাইয়ানুর
৪৩২৫


সাফিন
৪৩২৬


জুবায়ের
৪৩২৭


ইশরাক
৪৩২৮


পবন
৪৩২৯


রামিম
৪৩৩০


নেলসন
৪৩৩১


সালাউদ্দিন
৪৩৩২


দিপ
৪৩৩৩


জিসান
৪৩৩৪


লিমন
৪৩৩৫


অর্ণব
৪৩৩৬


জায়েব
৪৩৩৭


মাহি
৪৩৩৮


ফরহাদ
৪৩৩৯


রাতুল
৪৩৪০


শাহরিয়ার
৪৩৪১


শাকিব
৪৩৪২


মোহাম্মদ
৪৩৪৩


সাম্য
৪৩৪৪


সাদনান
৪৩৪৫


রাতুল
৪৩৪৬


নভি
৪৩৪৭


শ্রাবণ
৪৩৪৮

দীপ্ত
৪৩৪৯

রিফাত
৪৩৫০

জাবের
৪৩৫১

প্রিয়তোষ
৪৩৫২

বায়েজিদ
৪৩৫৩

জারিফ
৪৩৫৪

হাসান
৪৩৫৫

আল-আমিন
৪৩৫৬

ফরহাদুল
৪৩৫৭


ইবাদ
৪৩৫৮


সামিন
৪৩৫৯


রাহাত
৪৩৬০


উদয়
৪৩৬১


সাজিদ
৪৩৬২


মোনেম
৪৩৬৩


শুভ
৪৩৬৪


সাব্বির
৪৩৬৫


ইফতেখারুল
৪৩৬৬


রুবাব
৪৩৬৭


রিয়াদুল
৪৩৬৮


সাদমানি
৪৩৬৯


সিফাত
৪৩৭০


জাওয়াদ
৪৩৭১


জাহিদ
৪৩৭২


জারিফ
৪৩৭৩


সিয়াম
৪৩৭৪


মিসবা
৪৩৭৫


সজিব
৪৩৭৬


তাসিন
৪৩৭৭


শাহাদাত
৪৩৭৮


তাকি
৪৩৭৯


শওকত
৪৩৮০


জাহিদুল
৪৩৮১


ফরহাদ
৪৩৮২


জুনায়েদ
৪৩৮৩


ফাজুর
৪৩৮৪


আরিফ
৪৩৮৫


শাহজালাল
৪৩৮৬


রাফি
৪৩৮৭


আহনাফ
৪৩৮৮


আদি
৪৩৮৯


সিফাত
৪৩৯০


সিয়াম
৪৩৯১


মোমিন
৪৩৯২


অপু
৪৩৯৩


আবির
৪৩৯৪


মাহবুব
৪৩৯৫


লোহান
৪৩৯৬


সৌহার্দ
৪৩৯৭

সিয়াম
৪৩৯৮

জারিফ
৪৩৯৯

শাকিব
৪৪০০

কামাল
৪৪০১

আজিম
৪৪০২

পবিত্র
৪৪০৩

রায়হান
৪৪০৪

আরমান
৪৪০৫

দীপু
৪৪০৬


সাকিব
৪৪০৭


সাদমান
৪৪০৮


সায়েম
৪৪০৯


বাহার
৪৪১০


মাহিম
৪৪১১


হামিম
৪৪১২


মাহমুদ
৪৪১৩


শোয়েব
৪৪১৪


নিলয়
৪৪১৫


রিফাত
৪৪১৬


আপন
৪৪১৭


মুন্সী
৪৪১৮


লাবিব
৪৪১৯


সরকার
৪৪২০


রাব্বি
৪৪২১


দেশ
৪৪২২


জিতু
৪৪২৩


আরমান
৪৪২৪



সাইম
৪৪২৫


আশফাক
৪৪২৬


সায়েম
৪৪২৭


আফনান
৪৪২৮


বাদল
৪৪২৯


সালাউদ্দিন
৪৪৩০


মাহিন
৪৪৩১


আতিক
৪৪৩২


বাকী
৪৪৩৩


পৃথু
৪৪৩৪


ফয়সাল
৪৪৩৫


আরযু
৪৪৩৬


মাহিন
৪৪৩৭


মেহেদি
৪৪৩৮


বড়ুয়া
৪৪৩৯


তৌফিক
৪৪৪০


আদনান
৪৪৪১


সাজ্জাদ
৪৪৪২


প্রত্যয়
৪৪৪৩


ইমু
৪৪৪৪


বিশ্বাস
৪৪৪৫


দেবনাথ
৪৪৪৬

গালিব
৪৪৪৭

মনজুর
৪৪৪৮

বাদশাহ
৪৪৪৯

তন্ময়
৪৪৫০

সোহাগ
৪৪৫১

উল্লাস
৪৪৫২

সিয়াম
৪৪৫৩

আবরার
৪৪৫৪

তুষার
৪৪৫৫

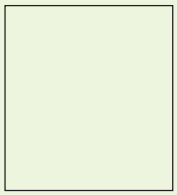
মাহমুদ
৪৪৫৬


তামিম
৪৪৬৭


শান্ত
৪৪৫৮


কায়েস
৪৪৫৯


আরাফাত
৪৪৬০


আলিফ
৪৪৬১


রুহাত
৪৪৬২


তরুন
৪৪৬৩


নাঈম
৪৪৬৪


তাকবীর
৪৪৬৫


আকিদুর রহমান
৪৪৬৬


নাসির
৪৪৬৭


সাহিল
৪৪৬৮


সাদমান
৪৪৬৯


ত্বহা
৪৪৭০


আনজুম
৪৪৭১


মল্লিক
৪৪৭৩


অনি
৪৪৭৪


তুহিন
৪৪৭৫


মুবিন
৪৪৭৬


তামিশ
৪৪৭৭


সাকিব
৪৪৭৮


মাহবুবুর
৪৪৭৯


মুসা
৪৪৮০


মাশফিকি
৪৪৮১


মল্লিক
৪৪৮২


শিফাত
৪৪৮৩


তানভীর
৪৪৮৪


ইউনুস
৪৪৮৫


রাব্বি
৪৪৮৬


রায়হান
৪৪৮৭


নাহির
৪৪৮৮


কাফি
৪৪৮৯


মাসুদুর
৪৪৯০


অনুরুদ্দ
৪৪৯১


হাসিব
৪৪৯২


ওমর
৪৪৯৩


জোবায়েদ
৪৪৯৪


সিয়াম
৪৪৯৫


মারুফ
৪৪৯৬

শিপন
৪৪৯৭

মাহমুদ
৪৪৯৮

জুনায়েদ
৪৪৯৯

মাহিন
৪৫০০

সাগর
৪৫০১

সালেহ
৪৫০২

তালুকদার
৪৫০৩

সাজিদ
৪৫০৪

মাহমুদ
৪৫০৫


শেখ
৪৫০৬


তানজিল
৪৫০৭


ইসমাইল
৪৫০৮


মারজুক
৪৫০৯


সাজ্জাদ
৪৫১০


আরাফুজ্জামান
৪৫১১


ফাতিন
৪৫১২


নাফিজ
৪৫১৩


মাহিন
৪৫১৪


ফাহিম
৪৫১৫


মুতাসিম
৪৫১৬


সালমান
৪৫১৭


আকাশ
৪৫১৮


সাহিল
৪৫১৯


আরাফাত
৪৫২০


অনন্ত
৪৫২১


আরোফিন
৪৫২২


ইমতি
৪৫২৩


ফাহিম
৪৫২৪


সিদ্দিক
৪৫২৫


তওসিফ
৪৫২৬


মাহিন
৪৫২৭


রাফি
৪৫২৮


রিয়াদ
৪৫২৯


আসলাম
৪৫৩০


আশরাফ
৪৫৩১


কউসার
৪৫৩২


ওলিউল
৪৫৩৩


সাকিব
৪৫৩৪


জিতু
৪৫৩৫


ইউসুফ
৪৫৩৬


মাহিম
৪৫৩৭


নোমান
৪৫৩৮


আবির
৪৫৩৯


রায়হান
৪৫৪০


রায়হান
৪৫৪১


গৌরব
৪৫৪২


রাসেল
৪৫৪৩


জুমান
৪৫৪৪


মাহবুবুর
৪৫৪৫

মাহতাব
৪৫৪৬

সাঈদ
৪৫৪৭

মাহি
৪৫৪৮

সিফাত
৪৫৪৯

আবিদ
৪৫৫০

মাহি
৪৫৫১

সুপর্ণা
৪৫৫২

তাসনিমুল
৪৫৫৩

রবিউল
৪৫৫৪


সাব্বির
৪৫৫৫


আশরাফুল
৪৫৫৬


নাফিয়ু
৪৫৫৭


রাতুল
৪৫৫৮


অর্ঘ
৪৫৫৯


সোয়েব
৪৫৬০


নাহিদ
৪৫৬১


শান্ত
৪৫৬২


বাধন
৪৫৬৩


ইফতি
৪৫৬৪


আদিব
৪৫৬৫


স্বাধীন
৪৫৬৬


সামিউল
৪৫৬৭


মাহিন
৪৫৬৮


মাহিন
৪৫৬৯


শিফাত
৪৫৭০


নয়ন
৪৫৭১


সাঈদ
৪৫৭২


জিতু
৪৫৭৩


রিয়াদ
৪৫৭৪


হাসিব
৪৫৭৫


নিয়ামুল
৪৫৭৬


তাহনীম
৪৫৭৭


শহীদ
৪৫৭৮


তৌহিদুল
৪৫৭৯


রবিউল
৪৫৮০


মারুফ
৪৫৮১

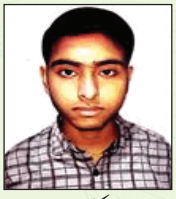
অপূর্ব
৪৫৮২


মাহফুজুর
৪৫৮৩


নিতুল
৪৫৮৪


আবির
৪৫৮৫


মারওয়ান
৪৫৮৬


এলিন
৪৫৮৭


তাজগীর
৪৫৮৮


শুভ
৪৫৮৯


শাহরিয়ার
৪৫৯০


জিয়াদ
৪৫৯১


আফিকুল
৪৫৯২


রুপক
৪৫৯৩


মোস্তফা
৪৫৯৪

রাকিব
৪৫৯৫

নাফিজ
৪৫৯৬

জীবন
৪৫৯৭

জিসান
৪৫৯৮

ইব্রাহিম
৪৫৯৯

রুমি
৪৬০০

ইউশা
৪৬০১

সাদাত
৪৬০২

ফাহিম
৪৬০৩


নাফিস
৪৬০৪


সাইফ
৪৬০৫


ফারদিন
৪৬০৬


নাহিয়ান
৪৬০৭


রায়হান
৪৬০৮


লিমন
৪৬০৯


রফিউল
৪৬১০


জিহান
৪৬১১


অর্ঘ্য
৪৬১২


মাহি
৪৬১৩


মির্জা
৪৬১৪


তামিম
৪৬১৫


ওমর
৪৬১৬


মুনিম
৪৬১৭


আবির
৪৬১৮


সাব্বির
৪৬১৯


অভি
৪৬২০


সাঈদ
৪৬২১


তোফাজ্জেল
৪৬২২

ইমতিয়াজ
৪৬২৩


রবিউল
৪৬২৪


খায়রুল
৪৬২৫


মনির
৪৬২৬


ফারহান
৪৬২৭


পার্থ
৪৬২৮


কাইফ
৪৬২৯


সোহাগ
৪৬৩০


মোহতাসিন
৪৬৩১


মাহির
৪৬৩২


নাবিল
৪৬৩৩


আরবাজ
৪৬৩৪


মেহেরাব
৪৬৩৫


নিয়াজ
৪৬৩৬


সিয়াম
৪৬৩৭


সিয়াম
৪৬৩৮


মেহেদি
৪৬৩৯


মাহি
৪৬৪০


ইখতেদার
৪৬৪১


নাফিস
৪৬৪২


রাইয়ান
৪৬৪৩


তুকি
৪৬৪৪

প্রগতি
২০২১

শিক্ষার্থী পরিচিতি
অনার্স ও মাস্টার্স

ঢাকা কমার্স কলেজ বার্ষিকী

বাংলা বিভাগ

বিএ (সম্মান), ৩য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-২০১৯


ফাতিমা
১৮


রবিউল
১৯


রাজু
২০


রবিউল
২২


জাকেরুল
২৩

বিএ (সম্মান), ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮


আসিফ
১৩


সাগর
১৪

ইংরেজি বিভাগ

বিএ (সম্মান), ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০২০-২০২১


সিজদা
৮০০


শারমিন
৮০১


কায়নাত
৮০২


অপূর্ব
৮০৩


ফাতিমা
৮০৫


জিম
৮০৭


তিলু
৮০৮


মোবারক
৮০৯


মাহিন
৮১০


মুবিন
৮১১


স্বর্ণা
৮১২


সায়মা
৮১৩


হীরা
৮১৪


হাসান
৮১৫


জান্নাত
৮১৬


সেতু
৮১৭


সুলতানা
৮১৮


তাসমিয়া
৮১৯


সাকিব
৮২০


শারমিন
৮২১


অভি
৮২২


আশিক
৮২৩


আজম
৮২৪


উৎস
৮২৫


হিরা
৮২৬


মইনুল
৮২৭


রেজা
৮২৮


সিম
৮২৯


নিদিয়া
৮৩০


তামিম
৮৩১


মিরাজ
৮৩২


জুবায়ের
৮৩৩


আফনান
৮৩৪


সাকিব
৮৩৫


পিংকি
৮৩৬

বিএ (সম্মান), ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০


রিয়া
৭৬৬


ইয়াশফা
৭৬৮


সৌমিক
৭৬৯


তামান্না
৭৭০


তিশা
৭৭১


আইরিন
৭৭২


জামিল
৭৭৩


সুমনা
৭৭৪


সারাহ
৭৭৫


রুম্মান
৭৭৬


মুমু
৭৭৭


মারজানা
৭৭৮


আশিক
৭৭৯


অনিক
৭৮০


বর্নি
৭৮১


সোমা
৭৮২


নোমান
৭৮৩


দিদার
৭৮৪


মাহির
৭৮৫


আতাউর
৭৮৭


জয়
৭৮৯


আরিফুর
৭৯০


তাসমিয়া
৭৯১


অন্তু
৭৯২


সৈকত
৭৯৩


রানা
৭৯৪


রুফায়দা
৭৯৫


আসকার
৭৯৬


সাকিব
৭৯৮


অর্নব
৭৯৯

বিএ (সম্মান), ৩য় বর্ষ, (নতুন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-২০১৯


সবুজ
৭০১


লিজা
৭০২


শ্রাবনি
৭০৩


জান্নাতুল
৭০৪


সৌরভ
৭০৫


নাবিয়া
৭০৬


সাবরিন
৭০৭


রাবেয়া
৭০৮


নুসরাত
৭০৯


তানিয়া
৭১০


সালিমা
৭১১


ফাতিমা
৭১২


আবিদা
৭১৩


ইরফান
৭১৪


আরিফ
৭১৫


স্বাগর
৭১৬


মোস্তাফিজ
৭১৭


শারমিন
৭১৮


আদিলা
৭২০


জাকিরুল
৭২১


স্বপ্তর্ষি
৭২২


জুবায়ের
৭২৩


কামরুজ্জামান
৭২৪


হিমু
৭২৫


এহেছান
৭২৬


রুপন
৭২৭


নাজমুল
৭২৮


এহসানুল হক
৭২৯


আশিক
৭৩০


ফাতেমা
৭৩১


কায়েস
৭৩২


মনিরুল
৭৩৩


সিসতা
৭৩৪


তৌফিক
৭৩৫


তানহা
৭৩৬


জয়
৭৩৭


শাহ্‌রিন
৭৩৮


মুন
৭৩৯


নাজির
৭৪০


মাহমুদ
৭৪২


খালিদ
৭৪৩


আশিক
৭৪৪


তানজিম
৭৪৫


আশ্রাফি
৭৪৬


আল-ইরফান
৭৪৭


শিহাব
৭৪৮


রিচি
৭৪৯

তাসমি
৭৫০

মোসারফ
৭৫১

সিফাত
৭৫২

রাকিব
৭৫৩

আলভি
৭৫৪

সালমান
৭৫৫

তাসনিম
৭৫৬

মেহেদি
৭৫৭

হুজাইয়া আক্তার
৭৫৮


শামিমা
৭৫৯


সৌরভ
৭৬১


জারিফ
৭৬২


নাফিজ
৭৬৩


আওলাদ
৭৬৪


জাহিদ
৭৬৫

বিএ (সম্মান), ৩য় বর্ষ, (পুরাতন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮


ফাহাদ
৬০৬


তূর্য্য
৬২৮


সাদিয়া
৬৪২


দীপান্বিতা
৬৫২


মিহদাতুল
৬৫৩


সুরভী
৬৫৫


মিমি
৬৫৭


কনক
৬৫৯


শৈতী
৬৬২


তামজিদ
৬৬৩


নাঈম
৬৬৪


রীম
৬৬৫


স্বর্না
৬৬৭


শরিফুল
৬৬৮


ফাহিম
৬৬৯


দিগন্ত
৬৭১


আভাস
৬৭২


রিফাত
৬৭৩


রিতু
৬৭৪


মিথিলা
৬৭৫


নাইমুল
৬৭৬


নোমান
৬৭৮


ওষান
৬৮০


শামছুল
৬৮১


ওহিদুল
৬৮২


মেহেদী
৬৮৩


রহিমা
৬৮৫


মাহমুদ
৬৮৬


পলক
৬৮৭


রানা
৬৮৮


হাবিবুল্লাহ
৬৮৯


হাছান
৬৯১


মশিউর
৬৯২


মুঞ্জুরুল
৬৯৫

সিয়াম
৬৯৮


নোমান
৬৯৯


মায়া
৭০০

বিএ (সম্মান), ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭


সালমান
৫৩৫


নুসরাত
৫৭৮


প্রীতি
৫৭৯


সাবেরা
৫৮০


তাসমিয়া
৫৮১


দীপ্ত
৫৮২


ফারজানা
৫৮৫


রেজভী
৫৮৬


আরবীয়া
৫৮৭


সাবিহা
৫৮৮


রিজন
৫৮৯


শারমিন
৫৯০


আলম
৫৯২


সুমাইয়া
৫৯৩


সায়মা
৫৯৪


শামীম
৫৯৫


শিশির
৫৯৬


আশিক
৫৯৭


কামরুল
৫৯৯


নাবিহা
৬০১


মারওয়া
৬০৩


শ্রাবনী
৬০৪


তামান্না
৬০৫


ওয়াজেদ
৬০৮


নাহিদ
৬১০


সাব্বির
৬১১


নুর
৬১৩


তারেক
৬১৪


নাভিদ
৬১৫


কাউছার
৬১৬


রাইসুল
৬১৯


সালমা
৬২০


ঈষিকা
৬২১


তানভীর
৬২২


শাহজালাল
৬২৩


তালহা
৬২৪


ইমরান
৬২৫


শুভদীপ
৬২৬


রাবেয়া
৬২৭


নাসির
৬২৯


ফারিহা
৬৩০


জিন্নাত
৬৩১


সোহাগ
৬৩৩


ফুয়াদ
৬৩৪


শুভ
৬৩৫


আরিফ
৬৩৭


শারমিন
৬৩৯


আরমান
৬৪০


গনি
৬৪১


সিয়াম
৬৪৪


মেহেদী
৬৪৫


সাদিয়া
৬৪৯


জামান
৬৫০


নাসরিন
৬৫১

এমএ, ইংরেজি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০


আনিকা
৬২

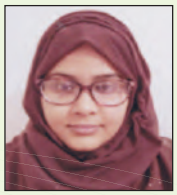
অন্তরা
৬৩


মাহমুদা
৬৪


ফয়েজ
৬৫


জোবায়ের
৬৬


সৈকত
৬৭


মেহেদি
৬৮


খলিল
৬৯


আশ্রাফ
৭০


সুমাইয়া
৭১


এ্যানি
৭২


সাব্রিনা
৭৩


হাসান
৭৪


হিরা
৭৫


ইকবাল
৭৬


নোভা
৭৭


নাজিয়া
৭৮

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বিবিএ (সম্মান), ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২০২১


সুইটি
১৬৫০


আমেনা
১৬৫১


অরিশা
১৬৫২


মার্জিয়া
১৬৫৩


আরিফুল
১৬৫৪


হৃদয়
১৬৫৫


আহাদ
১৬৫৮


আব্দুল্লাহ্
১৬৬০


অর্গো
১৬৬১


আফরা লুৎফা
১৬৬২


মাহির
১৬৬৩


তাহসিনা
১৬৬৭


জাবের রহমান
১৬৬৮


রিয়াদ
১৬৬৯


মুন
১৬৭০


জুঁই
১৬৭১


বাধন
১৬৭২


সাকিব
১৬৭৩


সীমান্ত
১৬৭৪


রাজ্জাক
১৬৭৬

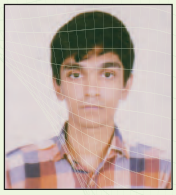
সাম্য
১৬৭৮


রিজিতা
১৬৭৯


আল বারাকাত
১৬৮২


তানভীর
১৬৮৩


সাইমুম
১৬৮৪


ইমন
১৬৮৫


হাবিব
১৬৮৬


সুমাইয়া
১৬৮৭


প্রান্তিক
১৬৮৮


আমেনা
১৬৮৯


আবু ছালেহ
১৬৯০


সৌরভ
১৬৯১


মিশু
১৬৯২


নাফিসা
১৬৯৩


রাফিউল
১৬৯৪


আরিফ
১৬৯৫


তানহা
১৬৯৬


সাইম
১৬৯৮


শোভা
১৬৯৯


উমাইয়া
১৭০০

জাকারিয়া আলম
১৭০১


জাকারিয়া
১৭০২


রাহাত
১৭০৩


সাদউল
১৭০৪


আবু মুসা
১৭০৬


রাকিবুল
১৭০৭


শাকিব
১৭০৮


রাইছা
১৭০৯


তিতাস
১৭১০


শাহজাদা
১৭১১


আসিফ
১৭১২


তালহা
১৭১৩


মিথুন
১৭১৪


ফাহিম
১৭১৫


সৌরভ
১৭১৭


শাকিল
১৭১৮


শুভ
১৭১৯


সাখাওয়াত
১৭২০


গালিব
১৭২১


দীপান্বিতা
১৭২২


শ্রাবন
১৭২৩


মার্জিয়া
১৭২৫


রিফাত
১৭২৬


সায়রা
১৭২৭


মেহেদি
১৭২৮


সোয়াইব
১৭২৯


শিমুল
১৭৩০


রুপা
১৭৩১


রেদআন
১৭৩২


হিমেল
১৭৩৩

বিবিএ (সম্মান), ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০


আভা
১৫৭১


সুরভী
১৫৭২


আশিক
১৫৭৩


অরিন
১৫৭৪


সুমাইয়া
১৫৭৫


মুন
১৫৭৬


আরাফাত
১৫৭৭


রিফাহ
১৫৭৮


মুন্নি
১৫৭৯


সালমা
১৫৮০


জান্নাতুল
১৫৮১


সাদিয়া
১৫৮২


তন্নি
১৫৮৩


রোজ
১৫৮৪


রাবিদ
১৫৮৫


ইসমিকা
১৫৮৬


ইয়াছিন
১৫৮৭


ইসরাইল
১৫৮৮


সাঈদ
১৫৮৯


নিয়াজ
১৫৯০


নাইমুল
১৫৯১


নূর মোহাম্মদ
১৫৯২


শাহারিয়ার
১৫৯৪


নাদিয়া
১৫৯৬


সুমাইয়া
১৫৯৯


ইবতি
১৬০০


আরিফ
১৬০১


রবিন
১৬০৩


মাহিদুর
১৬০৫


শাহারিয়ার
১৬০৬


সামিউল
১৬০৭


আদন
১৬০৮


তপু
১৬০৯


শিমুল
১৬১১


আরিফুল
১৬১২


সানজিদা
১৬১৩


রাসেদ
১৬১৪


রিয়া
১৬১৭


রিফাত
১৬১৮


সিফাত
১৬১৯


রোশনী
১৬২০


অনন্যা
১৬২১


সায়াদ
১৬২২


ফয়সাল
১৬২৩


সাকলাইন
১৬২৪


শান্ত
১৬২৫


তাহিয়া
১৬২৬

রাকিব
১৬২৭

ইসরাত
১৬২৮


মোশিউর
১৬২৯


হিয়া
১৬৩০


ইমন
১৬৩১


নিধান
১৬৩২


শিমুল
১৬৩৩


আশরাফুল
১৬৩৪


রেজওয়ানুল
১৬৩৫


মামুন
১৬৩৬


হাফিজুর
১৬৩৭


সামিউল
১৬৩৯


ফারহান
১৬৪০


ইমরান
১৬৪১


ইয়াছিন
১৬৪২


তানজিক
১৬৪৩


সায়িম
১৬৪৪


নূর মোহাম্মদ
১৬৪৫


রামিছা
১৬৪৬


খালেদা
১৬৪৭


তাজমুল
১৬৪৯

বিবিএ (সম্মান), ৩য় বর্ষ, (নতুন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-২০১৯


মাহাবুবুর
১৪৮৯


অভয় সাহা
১৪৯০


ইজাজ
১৪৯১


পিয়া
১৪৯২


জামিল
১৪৯৩


সুমাইয়া
১৪৯৪


সুহানুর
১৪৯৬

শামিম
১৪৯৭


পাশা
১৪৯৮


আফরোজা
১৪৯৯


তিশা
১৫০২


ফাতেমা
১৫০৩


জীবন
১৫০৪


মিনহাজ
১৫০৫


তাসনুভা
১৫০৭


এডোনিস
১৫০৮


আব্দুল্লাহ্
১৫০৯


শিমন
১৫১০


হাফিজ
১৫১১


তাকি
১৫১২


সাদ
১৫১৩


ফারিয়া
১৫১৪


শারমিন
১৫১৫


তানভির
১৫১৬


নাঈম
১৫১৭


ইস্‌রাফিল
১৫১৮


ঐশি
১৫১৯


অপু
১৫২০


লতা
১৫২১


সাকিব
১৫২৪


আশা মনি
১৫২৫


নাছরিন
১৫২৬


তুষার
১৫২৮


ঋতু
১৫৩০


খুরশেদ
১৫৩৫


জয়
১৫৩৬


সন্‌জয়
১৫৩৭


ইফতেখারুল
১৫৩৮


সাব্বির
১৫৩৯


মন্টি
১৫৪০


বাঁধন
১৫৪১


মামুন
১৫৪৩


তিথি
১৫৪৪


আমজাদ
১৫৪৫


শাম্মি
১৫৪৬


সোহরাব
১৫৪৭


রাকিবুল
১৫৪৮


দীপ
১৫৫০


রাকিব
১৫৫২


আরমান
১৫৫৪


মহসেনুল
১৫৫৫


মিনহাজ
১৫৫৬


নোমান
১৫৬০


মাজেদুর
১৫৬২


জেমস্
১৫৬৪


হাসানুর
১৫৬৫


সোহানুল
১৫৬৬


ধ্রুব
১৫৬৭


নাজমুল
১৫৬৮


সাইফুল
১৫৭০

বিবিএ (সম্মান), ৩য় বর্ষ (পুরাতন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮


সাবরিনা
১৩৫০


মোস্তফা
১৩৫১


মিম
১৩৫২


আরমান
১৩৫৩


নেওয়াজ
১৩৫৪


মাহাজ
১৩৫৫


মোমেনা
১৩৫৮


শাহাদাৎ
১৩৬০


রাইমা
১৩৬২


ফেরদৌস
১৩৬৩


ইসরাত
১৩৬৪


মিম
১৩৬৫


রায়হান
১৩৬৬


নিয়াম
১৩৬৭


রাকিবুর
১৩৬৮


আল-আমিন
১৩৭০


কায়সার
১৩৭১


আসিফ
১৩৭২


সাব্বির
১৩৭৪


রাকিবুল
১৩৭৫


নিলা
১৩৭৮


হিমেল
১৩৭৯


ফাতেমা
১৩৮০


তাজিন
১৩৮১


রফিকুল
১৩৮২


সাব্বির
১৩৮৩


আবদুল্লাহ
১৩৮৫


হাবিব
১৩৮৭


হাসানুর
১৩৮৯


ওয়াসি
১৩৯০


নিলয়
১৩৯১


সুয়াইয়া
১৩৯৩


গাফ্‌ফার
১৩৯৯


রূপা
১৪০০


তাসনিম
১৪০১


রাফাত
১৪০৩


অমর্ত্য
১৪০৪


জোহরা
১৪০৫


ফাহিম
১৪০৬


ইমরান
১৪০৭

সিয়াম
১৪০৮

আমানি
১৪০৯

জহুরা
১৪১০

হাফসা
১৪১১

ইশি
১৪১৩

তন্নি
১৪১৪

ফাওজিয়া
১৪১৬

ফারিয়া
১৪১৭

প্রভা
১৪১৮


রুমানা
১৪২০


সাদিয়া
১৪২১


তানভীর
১৪২২


শাহরিয়ার
১৪২৩


মৌমিতা
১৪২৪


জান্নাতুল
১৪২৫


ইমাম
১৪২৬


প্রমি
১৪২৭


তন্ময়
১৪২৮


শাকিল
১৪২৯


প্রান্ত
১৪৩০


নাফিউ
১৪৩১


রেজওয়ানা
১৪৩৩


শাহারুফ
১৪৩৫


আলি আহমেদ
১৪৩৭


তুষার
১৩৩৮


জাকির
১৪৩৯


তারেক
১৪৪১


তুশিতা
১৪৪২

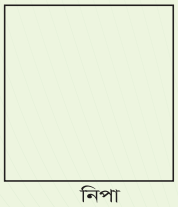
নিপা
১৪৪৩


জাওয়াদ
১৪৪৪


মান্নান
১৪৪৬


বুলবুল
১৪৪৭


মাহবুবার
১৪৪৮


সাজ্জাদ
১৪৪৯


হাসিব
১৪৫০


প্রত্যুষ
১৪৫২


রিপন
১৪৫৩


নাইম
১৪৫৫


পুলক
১৪৫৬


মোতাওয়াক্কেল
১৪৫৭


কাদের
১৪৫৮


মোস্তফা
১৪৫৯


সৈকত
১৪৬০


ফয়সাল
১৪৬১


সহিদুল
১৪৬২


রাকিবুল
১৪৬৩


জাকিয়া
১৪৬৪


রিফাত
১৪৬৫


জেরিন
১৪৬৬

সিরাজুল
১৪৬৯

আসাদ
১৪৭৩

হিমন
১৪৭৪

রাকিবুল
১৪৭৭

আলবাব
১৪৭৮

রাজু
১৪৭৯

আজাদুল
১৪৮২

অনন্যা
১৪৮৩

সিফাত
১৪৮৪


তানভীর
১৪৮৫


মনিরুল
১৪৮৮

বিবিএ (সম্মান), ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭


রাসানুল
১২৪০


জাহিন
১২৪১


রাকিব
১২৪২


ইবতেশামুল
১২৪৩


হাসান
১২৪৬


জাহিদুল
১২৪৭


হাফিজা
১২৪৮


হাসান
১২৪৯


খাদিজাতুল
১২৫০


জারিন
১২৫১


মুনিরা
১২৫৩


তানভীর
১২৫৪


তাসনিম
১২৫৫


সানজিদা
১২৫৬


সাদিক
১২৫৭


রানা
১২৫৮


অয়ন
১২৫৯


শাহরিয়ার
১২৬০


ফাহিমা
১২৬১


ফারজানা
১২৬৩


ইয়াসিন
১২৬৪


আফিয়া
১২৬৫


ফারদিন
১২৬৬


সুরাইয়া
১২৬৭


মাহফুজুর
১২৬৮


দিহাম
১২৬৯


মেরি
১২৭০


সাদিয়া
১২৭১


সিফাত
১২৭২


জান্নাতুল
১২৭৪


মোস্তফা
১২৭৫


অন্তর
১২৭৭


সজীব
১২৭৮


ইমদাদুল
১২৭৯


ফায়জানুল
১২৮০


তৌফিক
১২৮৪


সাকিব
১২৮৮


শাকিল
১২৮৯


আসমা
১২৯০


তামান্না
১২৯১


আদিবা
১২৯৩


রাসেল
১২৯৪


জাহাঙ্গীর
১২৯৭


মারিয়া
১২৯৮


মৌ
১২৯৯


হাফিজুর
১৩০০


তানভীর
১৩০৩


জান্নাতুন
১৩০৬


সামিয়া
১৩০৭


মাহামুদুল
১৩০৮


আসাদ
১৩০৯


হাসান
১৩১০


ইশতিয়াক
১৩১১


নুরুল
১৩১২


মেঘলা
১৩১৩


ফাহিম
১৩১৬


শামীমা
১৩১৭


মাইশারা
১৩১৮


সুমাইয়া
১৩১৯


সাইফুল
১৩২০


সজল
১৩২১


রাজেশ
১৩২২


রুবাইয়াত
১৩২৪


তাকওয়া
১৩২৬


মোস্তাফিজুর
১৩২৭


আবদুল
১৩২৮


সাদিকুল
১৩২৯


আব্দুল্লাহ
১৩৩০


সাইফ
১৩৩১


দুদু মিয়া
১৩৩২


রাবেয়া
১৩৩৫


মেসবাহ
১৩৩৬


তাহসিনুল
১৩৩৭


শরিফ
১৩৩৮


রিয়াজুল
১৩৩৯

আকমল
১৩৪১

শেখ
১৩৪২

নিশাত
১৩৪৪

জাহিদ
১৩৪৬

এমবিএ, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০


ফারজানা
৪৭১


নিপন
৪৭২


মেহেদি
৪৭৩


আবদুল কাদীর
৪৭৪


শাহেদ
৪৭৫


মাহমুদ
৪৭৬


মারুফ
৪৭৭


উমামা
৪৭৮


মোসলেহ উদ্দিন
৪৭৯


খোরশেদ
৪৮০


মাসুমা
৪৮১


সাকিব
৪৮২


ইশরাক
৪৮৩


মনির
৪৮৪


ইলা
৪৮৫


নাযাহ্ রাইদাহ্
৪৮৬


জাবেদ
৪৮৭


ফারজানা
৪৮৮


রাফিও
৪৮৯


ফাতেমা
৪৯০


মিতু
৪৯১


রাজু
৪৯২


ওমর (অন্তর)
৪৯৩


জাহিদ
৪৯৪


মেহেদী
৪৯৫


সাঈদী
৪৯৬


হাবিবুর
৪৯৭


তৌহিদা
৪৯৮


গোলাম
৪৯৯


মেহনাজ
৫০০


রবিউল
৫০১


রুহিন
৫০২


রেশমী
৫০৩


তাসলিমা
৫০৪


স্মৃতি
৫০৫


ফাতেমা
৫০৬


আমেনা
৫০৭


ফারহানা
৫০৮


রাজিয়া
৫০৯

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

বিবিএ (সম্মান), ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০২০-২০২১


অমি
১৮৭৯


রামিসা
১৮৮২


নাসরিন
১৮৮৩


রিনি
১৮৮৪


চিন্ময়
১৮৮৫


মাসুম
১৮৮৬


শাহরিয়ার
১৮৮৮


আয়েশা
১৮৮৯


ইকরাম
১৮৯১


ফরিদুল
১৮৯২


সামিয়া
১৮৯৩


আঁখি
১৮৯৪


জামী
১৮৯৫


সৈকত
১৮৯৯


সামিয়া
১৯০০


আবিদ
১৯০১


তানভীর
১৯০২


মিরাজুল
১৯০৩


রাব্বি
১৯০৫


আশফিকুর
১৯০৬


রাফসান
১৯০৭


রাফসান
১৯১০


আমেনা
১৯১১


হাসনা
১৯১২


রুবিনা
১৯১৩


অলিউল্ল্যাহ
১৯১৫


আশিফা
১৯১৭


ইব্রাহিম
১৯১৮


সিজান
১৯১৯


নিশাত
১৯২০


সালেহিন
১৯২১


সিয়াম
১৯২২


রাফিজুল
১৯২৩


অভি
১৯২৪


রকি
১৯২৫


মমিনুল
১৯২৬


আরিফুল
১৯২৭


সিয়াম
১৯২৮

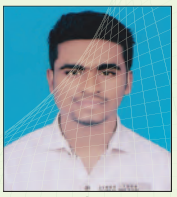
আসিফ
১৯২৯


সৌরভ
১৯৩০

ময়িন
১৯৩১

বিল্লাল
১৯৩২


মাসুম
১৯৩৩


দীপ
১৯৩৪


সিহাব
১৯৩৫


আবরার
১৯৩৬


জুহা
১৯৩৮


আব্দুর রহমান
১৯৩৯


আবু বকর
১৯৪০


জীম
১৯৪১


শাহরিয়ার
১৯৪২


মরিয়ম
১৯৪৩


দূর্জয়
১৯৪৪


নিলয়
১৯৪৫


তায়েবুর
১৯৪৮


জয়া
১৯৪৯


হাসিবুর
১৯৫১


আবির
১৯৫২


মাহি
১৯৫৩


সীমা
১৯৫৪


সালমান
১৯৫৫


আফরিনা
১৯৫৬


কামরুল
১৯৫৭

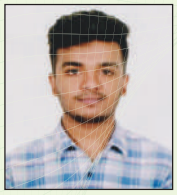
ইমরান
১৯৫৮


রুবাইত
১৯৫৯


আসিফ
১৯৬০


জাহিদুল
১৯৬১


পিয়াস
১৯৬২


সিহাব
১৯৬৩


সাজ্জাত
১৯৬৪


আশিফুর রহমান
১৯৬৫


রায়হান
১৯৬৬


রাহাত
১৯৬৭


কাশফি
১৯৬৮

বিবিএ (সম্মান), ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০


চাঁদনী
১৭৯১


মুন
১৭৯২


মৌ
১৭৯৩


রাব্বি
১৭৯৪


সাইফুল
১৭৯৫


পূর্ণিমা
১৭৯৬


সায়মা
১৭৯৭


মুক্তি
১৭৯৮


সানোয়ার
১৭৯৯


মিম
১৮০০


ইমন
১৮০১


ইভান
১৮০২


ইমরান
১৮০৪


বিনয়
১৮০৫

নাজমুল
১৮০৬


রনি
১৮০৭


নিজল
১৮০৮


সাবিহা
১৮১০


তিশা
১৮১১


খাদিজা
১৮১৪


আশিক
১৮১৫


সাকিল
১৮১৬


রিদয়
১৮১৮


সাদিয়া
১৮১৯


লামিয়া
১৮২০


ইহসান
১৮২১


রাকিব
১৮২২


শান্ত
১৮২৩


প্রমিতি
১৮২৫


সাদিদ
১৮২৭

রাইসুল
১৮২৮


তানজিনা
১৮২৯


মিম
১৮৩০


আরিফ
১৮৩২


রাজন
১৮৩৩


আনজুম
১৮৩৪


সাদিয়া
১৮৩৫


সানজিয়া
১৮৩৬


তালহা
১৮৩৭


নাফি
১৮৩৮


ফরিদ
১৮৩৯


সাদিয়া
১৮৪০


তুলি
১৮৪২


রেদওয়ান
১৮৪৩


তৌহিদ
১৮৪৪


আনিকা
১৮৪৬


রাহিব
১৮৪৭


সাব্বির
১৮৪৯


নূরজাহান
১৮৫০


ফারহিন
১৮৫১


জিল্লুর
১৮৫২


সাদমান
১৮৫৩


ফাহিম
১৮৫৫


সামিউল
১৮৫৬


প্রনয়
১৮৫৮


আনিকা
১৮৫৯


ফাহিম
১৮৬০


আশুতোষ
১৮৬১


মুজাহিদ
১৮৬২


শাহরিয়ার
১৮৬৩


ফাহাদ
১৮৬৪


সাজ্জাদ
১৮৬৫


নূর আলম
১৮৬৬


অনুদীপ
১৮৬৭


সোয়েব
১৮৬৮


রনি
১৮৬৯


হৃদয়
১৮৭১


জয়
১৮৭২


রিয়াদ
১৮৭৩


অঞ্জন
১৮৭৫


সাকিব
১৮৭৬

বিবিএ (সম্মান), ৩য় বর্ষ (নতুন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-২০১৯


অর্ণা
১৬৮২


রেজা
১৬৮৩


সাব্বির
১৬৮৫


স্বর্ণা
১৬৮৬


সুপ্তি
১৬৮৭


সজিব
১৬৮৮


সালমান
১৬৮৯


এনামুল
১৬৯০


হাসান
১৬৯১


রুবেল
১৬৯২


আনান
১৬৯৩


আবিদ
১৬৯৫


তানজিলা
১৬৯৮


জান্নাতুল
১৬৯৯


আশা
১৭০০


আফরিন
১৭০১


সায়মা
১৭০২


মুসাইবুল
১৭০৩


ফুয়াদ
১৭০৭


নাসিম
১৭০৮


সজিব
১৭০৯


সামিউন
১৭১০


আল-আমিন
১৭১১


রাহাত
১৭১২


চৈতি
১৭১৩


আশিকুর
১৭১৪


রাব্বি
১৭১৫


কৌশিক
১৭১৮


তাহমিনা
১৭১৯


নিউটন
১৭২১


ইকুব
১৭২২


রিজভি
১৭২৩


তোহফা
১৭২৪


বৃষ্টি
১৭২৫


সাদিয়া
১৭২৬


তুষার
১৭২৭


তুষার
১৭২৮


আতিক
১৭২৯


অভি
১৭৩০


সায়েমা
১৭৩১


রহিমা
১৭৩৩


শাওন
১৭৩৪


আফসার
১৭৩৮


মিনহাজুল
১৭৩৯


রিসাতুল
১৭৪১


মোস্তাফিজুর
১৭৪২


রাজিব
১৭৪৩


সোয়েব
১৭৪৪


রবিউল
১৭৪৫


রায়হান
১৭৪৭


হৃদয়
১৭৪৮


আশরাফুল
১৭৪৯


রিয়া
১৭৫০


রাকিব
১৭৫১

রায়হান
১৭৫৫

নাজমুল
১৭৫৬


নাইমুর
১৭৫৭


রানা
১৭৫৮


আবুবক্কর
১৭৬০


তানভির
১৭৬৪


সুফিয়ান
১৭৬৬


শাকিল
১৭৬৭


রিয়াদ
১৭৬৮


চয়ন
১৭৬৯


গোলাম
১৭৭০


তৌফিক
১৭৭১


কাদের
১৭৭২


ফাহিম
১৭৭৪


আকাশ
১৭৭৫


রাসেল
১৭৭৬


প্রিন্স
১৭৭৭


ইমতিয়াজ
১৭৭৮


আকলিমা
১৭৭৯


সাকিব
১৭৮১


রাজু
১৭৮৩


রাকিব
১৭৮৬


হৃদয়
১৭৮৭


আশিকুর
১৭৮৯

বিবিএ (সম্মান), ৩য় বর্ষ (পুরাতন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮


তানিয়া
১৫৪৫


মরিয়ম
১৫৪৬


কাশফিয়া
১৫৪৮


আরিফ
১৫৪৯


আলিফ
১৫৫০


নিশিতা
১৫৫৩


প্রিয়া
১৫৫৪


শিহাব
১৫৫৫


শাপলা
১৫৫৭


ইয়াছমিন
১৫৫৮


শাহারিয়ার
১৫৫৯


নাঈমা
১৫৬০


বিজয়ী
১৫৬১


আনজুমান
১৫৬২


উদয়
১৫৬৪


শুভ
১৫৬৫


তাসমিয়্যাহ
১৫৬৬


মিরাজ
১৫৬৮


নুসরাত
১৫৬৯


নিয়াজ
১৫৭১


সুমাইয়া
১৫৭২


সিহাব
১৫৭৪


জান্নাত
১৫৭৫


ফিরোজ
১৫৭৬


শিখিলা
১৫৭৭


জিনাত
১৫৭৮


সালমা
১৫৭৯


তনয়
১৫৮১


সায়েল
১৫৮২


নিতু
১৫৮৫


শাওন
১৫৮৭


শিশির
১৫৮৮


মজিবর
১৫৮৯


মুন্না
১৫৯০


সাজন
১৫৯১


তিথি
১৫৯২


ফাইজা
১৫৯৫


অনিক
১৫৯৬


আফরিন
১৫৯৭


রুবিনা
১৫৯৮


শামসুল
১৬০০


হাবিবুল
১৬০১


জাবের
১৬০২


শায়লা
১৬০৩


কুলসুম
১৬০৫


ধ্রুব
১৬০৬


মিনহাজ
১৬০৭


ইমন
১৬০৮


আয়েশা
১৬০৯


রিয়াজ
১৬১০


প্রঞ্জল
১৬১১


বিলকিস
১৬১২


আনিস
১৬১৩


আহাদ
১৬১৪

প্রেমা
১৬১৫

কামনা
১৬১৬


সাদিয়া
১৬১৮


খালিদ
১৬২০


সাইফ
১৬২১


শিলা
১৬২২


নুরুন্নবী
১৬২৩


সুজন
১৬২৪


রবিন
১৬২৫


চৈতী
১৬২৬


আফসানা
১৬২৭


আকিব
১৬৩০


শিহাব
১৬৩১


নাহিদ
১৬৩২


রওনাকুল
১৬৩৩


তৃষা
১৬৩৪


ইউসুফ
১৬৩৭


জয়
১৬৩৮


মিরাজ
১৬৩৯


রাব্বানী
১৬৪১


হৃদয়
১৬৪২


ইসতিয়ার
১৬৪৪


নামিরুল
১৬৪৫


সজীব
১৬৪৬


পপি
১৬৪৭


রনি
১৬৪৮


স্বদেশ
১৬৪৯


নাইমা
১৬৫০


সায়মা
১৬৫১


লাবনী
১৬৫৪


নিশি
১৬৫৫


তাসবীর
১৬৫৬


তরুণ
১৬৫৭


মুরাদ
১৬৫৮


সুজন
১৬৫৯


আশিক
১৬৬০


তুষার
১৬৬১


আবু তাহের
১৬৬৪


আসাফ
১৬৬৬


ছায়েদ
১৬৬৭


তানভীর
১৬৬৮


মিশু
১৬৭২

আরাফাত
১৬৭৩

ওবায়দুল
১৬৭৪


তাফসিরুল
১৬৭৫


লাকী নূর
১৬৭৬


মাহির
১৬৭৮


তাজিন
১৬৭৯


শিমুল
১৬৮১

বিবিএ (সম্মান), ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭


ইমা
১৪৩৭


ফাতেমা
১৪৩৮


সুমি
১৪৩৯


জয়নব
১৪৪০


মনির
১৪৪১


তানজিলা
১৪৪৪


সুপ্তি
১৪৪৫


সিহাব
১৪৪৬


শুশমি
১৪৪৮


আয়শা
১৪৫০


সুমাইয়া
১৪৫১


শান্ত
১৪৫২


লিজা
১৪৫৪


সোহেল
১৪৫৬


ইয়াসিন
১৪৫৭


অমিত
১৪৫৮


রাব্বি
১৪৫৯


ফয়েজ
১৪৬০


স্বচ্ছ
১৪৬১


ইমরান
১৪৬৩


কামরুন
১৪৬৪


রাকিবুল
১৪৬৬


বিজয়
১৪৬৮


জান্নাতুল
১৪৬৯


মিলি
১৪৭০


ইয়াসিন
১৪৭১


পায়েল
১৪৭২


জুবায়েদ
১৪৭৩


সাখাওয়াত
১৪৭৫


আশরাফুল
১৪৭৬


রকিবুল
১৪৭৮


হাকিম
১৪৭৯


নায়েম
১৪৮২


নাহিদ
১৪৮৩


পলাশ
১৪৮৪

সালমান
১৪৮৭


আলী
১৪৮৯


নুধার
১৪৯০


রিয়া
১৪৯১


ফারুক
১৪৯৩


রিদয়
১৪৯৫


তির্থ
১৪৯৬


শামসুল
১৪৯৭


রকিব
১৪৯৮


সুমন
১৪৯৯


রাবেয়া
১৫০১


সবুজ
১৫০২


অপু
১৫০৩


মুক্তা
১৫০৪


সায়মন
১৫০৫


সাজ্জাত
১৫১১


রিয়াদ
১৫১২


শাম্মি
১৫১৩


ইরফান
১৫১৪


তানিয়া
১৫১৫


রিফাত
১৫১৭


রাফি
১৫১৮


আরজু
১৫২০


রাশেদুল
১৫২২


হাসিবুল
১৫২৩


রহমান
১৫২৫


ফয়সাল
১৫২৬


আকাশ
১৫২৯


আয়শা
১৫৩১


নিশা
১৫৩২


রিয়াদ
১৫৩৩


মাইদুল
১৫৩৬


ইয়াসিন
১৫৩৭


শঙ্কর
১৫৩৯


সায়মন
১৫৪০


সাব্বির
১৫৪১

এমবিএ, হিসাববিজ্ঞান, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০


সুমাইয়া
৬৫৮


আনিকা
৬৫৯


রিমা
৬৬০


সায়মা
৬৬১


নুসরাত
৬৬২

লাইলা
৬৬৩

ফারিয়া
৬৬৪


রোকসানা
৬৬৫


নয়ন
৬৬৬


সারয়ার
৬৬৭


শাহ আলম
৬৬৮


গোলাম রসূল
৬৬৯


হাবিবুর
৬৭০


সাখাওয়াত
৬৭১


আবিদ
৬৭২


কানিজ
৬৭৩


আয়েশা
৬৭৪


সাথী
৬৭৫


চৈতি
৬৭৬


শানেএলাহী
৬৭৭


আসাদুজ্জামান
৬৭৮


মিতু
৬৭৯


নকিব
৬৮০


সামিনা
৬৮১


সুবহা
৬৮২


নাহিদ
৬৮৩


স্বরলিপি
৬৮৪


আসিফ
৬৮৫


নাবির
৬৮৬


আফসানা
৬৮৭


সম্পা
৬৮৮


আবজাল
৬৮৯


সৈকত
৬৯০


নাঈম
৬৯১


মাসুদ
৬৯২


শাহরিয়ার
৬৯৩


মিলাদুননবী
৬৯৪


সজীব
৬৯৫


দুর্ভা বারুয়া
৬৯৬


আহতাসামুল
৬৯৭


মঈন
৬৯৮


মীম
৬৯৯

মার্কেটিং বিভাগ

বিবিএ (সম্মান), ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২০২১


নাজনীন
১৬৪৭


জান্নাতুল
১৭৩৭


তন্নী
১৭৩৯


জয়া
১৭৪১


পুষ্পিতা
১৭৪৩


রিতু
১৭৪৪


তাহা
১৭৪৫


উর্মি
১৭৪৬


শাহনাজ
১৭৪৮


অর্পিতা
১৭৪৯


সুমাইয়া
১৭৫০


তানিমা
১৭৫১


নীলা
১৭৫২


জ্যোতি
১৭৫৩


মঈন
১৭৫৪


হামীম
১৭৫৫


শাওন
১৭৫৬


তানভীর
১৭৫৭


কাওসার
১৭৫৮


ফেরদৌস
১৭৫৯


নাজমুল
১৭৬০


জাহিদ
১৭৬১


রাসেল
১৭৬২


হাসান
১৭৬৩


সৌরভ
১৭৬৪


তাওহীদ
১৭৬৫


তাম্বী
১৭৬৬


নাহিদ
১৭৬৭


সাহাদ
১৭৬৮


সাজ্জাদ
১৭৬৯


মাহীন
১৭৭০


সুমন
১৭৭১


গালিব
১৭৭২


শাহরিয়ার
১৭৭৩


রাব্বী
১৭৭৪


পাভেল
১৭৭৫


মুস্তাকিম
১৭৭৬


উৎপল
১৭৭৭


রাজু
১৭৭৮


শিফাত
১৭৭৯

রায়হান
১৭৮০

সাফাত
১৭৮১


রাহুল
১৭৮২


বিধান
১৭৮৫


রিফাত
১৭৮৬


রায়হান
১৭৮৭


জয়
১৭৮৮


অপূর্ব
১৭৮৯


আবিদ
১৭৯১


সাকিব
১৭৯২


নাফিস
১৭৯৫


রাফিন
১৭৯৬


কানন
১৭৯৭


আরিফুল
১৭৯৮


দ্বীপ
১৭৯৯


আলভী
১৮০০


সাইতুল্লাহ
১৮০১


আশরাফুল
১৮০৩


শাহিল
১৮০৪


গাজী
১৮০৫


তাছিন
১৮০৬


অনিক
১৮০৮


মিরাজ
১৮০৯


মোকরামিন
১৮১০


নাসিম
১৮১৩


আকরামুল
১৮১৪


শুভ
১৮১৫


শিহাব
১৮১৬


রাবিদ
১৮১৭


ইমাম
১৮১৮


তন্ময়
১৮১৯


মাহমুদ
১৮২০


রিপন
১৮২১


আশিক
১৮২২

বিবিএ (সম্মান), ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০


রাহাত
১৬৪১


মুস্তাফিজ
১৬৪২


সুমাইয়া
১৬৪৩


খাদিজা
১৬৪৪


আসমা
১৬৪৯


আফরিন
১৬৫০


শাদাত
১৬৫১


রিদোয়ান
১৬৫২


মায়সা
১৬৫৩


ফাহিম
১৬৫৪

তানভীর
১৬৫৫


মনি
১৬৫৬


সাদিয়া
১৬৫৭


নাঈম
১৬৫৮


রেদিন
১৬৫৯

সিয়াম
১৬৬০


আদিবা
১৬৬২


হিমেল
১৬৬৩


সানি
১৬৬৪


জান্নাত
১৬৬৬


রাব্বি
১৬৬৭


ইমরান
১৬৬৮


জাকারিয়া
১৬৭০


সাকিব
১৬৭১


সাদিক
১৬৭২

সাকিব
১৬৭৪


আলিফ
১৬৭৫


জিননা
১৬৭৬


তানজিম
১৬৭৮


তানজিল
১৬৮০


আবিদ
১৬৮১

ফয়সাল
১৬৮২


ফারিয়া
১৬৮৪


মুন্না
১৬৮৭


সিয়াম
১৬৯৪


সাম্মি
১৬৯৫


তৌফিক
১৬৯৬


মিনহাজ
১৬৯৭

রোহান
১৬৯৮


আরিফ
১৬৯৯


জেরিন
১৭০৩


মাসরুর
১৭০৪


পংকজ
১৭০৬


মরিয়ম
১৭০৭


রাকিব
১৭০৯

মাসুদ
১৭১০

শাহরিয়ার
১৭১২

সাজিদুল
১৭১৫

রাইসুল
১৭১৬


ফারুক
১৭১৮


হায়দার
১৭১৯


হাসিবুল্লাহ
১৭২০

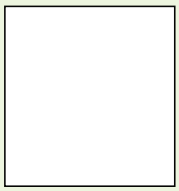
আরাফাত
১৭২১


হাসনাত
১৭২২


মরিয়ম
১৭২৪


আসিফ
১৭২৫


রিপন
১৭২৬


চৈতি
১৭২৭


অসিফ
১৭২৮


সাগর
১৭২৯


অপূর্ব
১৭৩০


বাকী
১৭৩২


তানভীর
১৭৩৩


সাগর
১৭৩৫

বিবিএ (সম্মান), ৩য় বর্ষ, (নতুন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-২০১৯


সৌমি
১৪৫১


মফিজুর
১৪৭৬


শোভন
১৪৮২

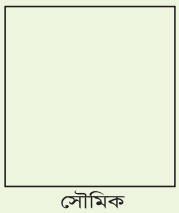
সৌমিক
১৫২৪


অপু
১৫৩৭


সুমাইয়া
১৫৪৯


জুয়ানা
১৫৫০


জাহিদুল
১৫৫২


আশ্তাজুল
১৫৫৩


মিম
১৫৫৪


মাহাবুব
১৫৫৬


সাকিব
১৫৫৭


নিরব
১৫৫৮


ফরহিন
১৫৫৯


সজিব
১৫৬০


তমাল
১৫৬১


সুমি
১৫৬২


মেহেরাব
১৫৬৩


আরিফা
১৫৬৪


তৌহিদুর
১৫৬৫


সানজিদা
১৫৬৬


রিফাত
১৫৬৭


সিয়াম
১৫৬৮


ফাতেমা
১৫৬৯


ওয়ালিদ
১৫৭২


ওয়াহিদিল
১৫৭৩


শান্ত
১৫৭৪


প্রেমা
১৫৭৫


মুনজুর
১৫৭৬


শাফিল
১৫৭৭


মুন
১৫৭৯


ফয়সাল
১৫৮০


নওসিন
১৫৮১


মেহেদি
১৫৮৩


আবেদ
১৫৮৪


পূর্বা
১৫৮৫


আসিফ
১৫৮৭


হিমেল
১৫৮৮


শাহরোজ
১৫৮৯


সৌরভ
১৫৯১


লিখন
১৫৯২


সাইফুল
১৫৯৩


হাসি
১৫৯৪


সুমাইয়া
১৫৯৫


সাব্বির
১৫৯৭


সাজিদ
১৫৯৮


মিষ্টি
১৫৯৯


জাফর
১৬০০


নুসরাত
১৬০১


চয়ন
১৬০২


আরাফ
১৬০৩


সিনদিদ
১৬০৪


মুজাহিদুল
১৬০৫


ফজলে
১৬০৭


রাব্বানি
১৬০৯


পায়েল
১৬১৩


সানিম
১৬১৬


সুমাইয়া
১৬১৮


তারেক
১৬২১


সাগর
১৬২৩


আলিফ
১৬২৪

জিহাদ
১৬২৫

ফাহিম
১৬২৬

পাবেল
১৬২৭

সাকলাইন
১৬২৮

আরিফ
১৬২৯

শোভা
১৬৩০

মামুন
১৬৩১

মামুন
১৬৩২

স্নিগ্ধা
১৬৩৪


দিপু
১৬৩৬


বিল্লাহ
১৬৩৭


সোহাগ
১৬৩৮

বিবিএ (সম্মান), ৩য় বর্ষ, (পুরাতন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮


ফাহিম
১৪০৩


উর্মি
১৪০৪


আশ্রাফ
১৪০৬


মুন্না
১৪০৭


আফসার
১০১২


শাখাওয়াত
১৪১৩


ইমতিয়ার
১৪১৪


নাহিদ
১৪১৫


আবিদ
১৪১৬


মোহাম্মদ
১৪১৭


নিয়াজ
১৪১৮


অন্যন্যা
১৪২০


রবিন
১৪১২১


শোয়াইব
১৪২২


আরাফাত
১৪২৩


আশ্রাফুল
১৪২৪


সাদিয়া
১৪২৬


মুন
১৪২৭


ওহী
১৪২৮


সিয়াম
১৪২৯


মুহাইমিন
১৪৩০


রেটিনা
১৪৩১


রিয়াসাদ
১৪৩৩


পান্না
১৪৩৪


সাজ্জাদ
১৪৩৫


রেহানা
১৪৩৬


হৃদয়
১৪৪০


আতিক
১৪৪১


রোকসার
১৪৪৩


সাইদুল
১৪৪৪


আরাফাত
১৪৪৫


রাবেয়া
১৪৪৭


তরিকুল
১৪৫২


তানভীর
১৪৫৩


রাজীব
১৪৫৪


সাদাব
১৪৫৬


কাকলী
১৪৫৭

মনিরুজ্জামান
১৪৫৯

আবিদ
১৪৬০

আকিবুর
১৪৬১

রাহাতিল
১৪৬২

মোহাইমিল
১৪৬৩


শিমু
১৪৬৪


শাওন
১৪৬৬


প্রীতম
১৪৬৭


কল্লোল
১৪৬৯


কাইয়ুম
১৪৭১


আকাশ
১৪৭২


জাহিদ
১৪৭৩


নাদিম
১৪৭৪


কাজল
১৪৭৭


মুনতাসীর
১৪৭৮


সৌরভ
১৪৭৯


উম্মুল
১৪৮০


মিনহাজ
১৪৮১


মুন্নী
১৪৮৩


রউফ
১৪৮৪


ইভান
১৪৮৬


রাফি
১৪৮৭


অনিক
১৪৮৮


কাব্য
১৪৮৯


ওয়ালিউল
১৪৯০


নাঈম
১৪৯১


সিমলা
১৪৯২


শাহরুখ
১৪৯৩


মনজুরুল
১৪৯৪


জীম
১৪৯৫


সাফনাইন
১৪৯৬


অয়ন
১৪৯৭


মুগ্ধ
১৪৯৮


আব্দুল্লাহ
১৪৯৯


শান্ত
১৫০০


রিম
১৫০১


মেহেদী
১৫০২


রাহী
১৫০৩


কাওসার
১৫০৫


মেহেদী
১৫০৬


সাফায়েত
১৫০৭


আরিফ
১৫০৯


শাহরিয়ার
১৫১০


শাহরিয়ার
১৫১২


জামাল
১৫১৩

শান্ত
১৫১৫

নূর
১৫১৬

ইব্রাহিম
১৫১৮

মনির
১৫২০

সাজ্জাদ
১৫২২

মাহবুবুর
১৫২৩

নাঈম
১৫২৬

সোহানা
১৫২৭

ইয়ামি
১৫২৮


মেহেদী
১৫২৯


হাবিব
১৫৩১


শয়ন
১৫৩২


মাহিমা
১৫৩৩


আসাদ
১৫৩৪


মেহেরাজ
১৫৩৫


ফারুক
১৫৩৬


মামুন
১৫৩৯


তন্ময়
১৫৪০


মাসুদ
১৫৪১


জান্নাত
১৫৪২


শিশির
১৫৪৩


নাঈম
১৫৪৪


অমিত
১৫৪৫


সাদ্দাম
১৫৪৬


রুহুল
১৫৪৭


ফাহিম
১৫৪৮

বিবিএ (সম্মান), ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭


মাসুদ
১২৯২


সোহান
১২৯৩


মোবারক
১২৯৪


আকিব
১২৯৫


আফরিনা
১২৯৬


প্রান্ত
১২৯৮


পরমা
১২৯৯


উপমা
১৩০০


নিশাত
১৩০১


বাবলু
১৩০২


মাসুদ
১৩০৩


পাভেল
১৩০৪


কিবরিয়া
১৩০৫


সুমন
১৩০৬


রাহিন
১৩০৭


রাব্বানী
১৩০৮


কাজল
১৩০৯


মোস্তাফিজ
১৩১০


হাসিবুল
১৩১১


শামীমা
১৩১২


শুভ
১৩১৩


মিজান
১৩১৬


মোহাম্মদ
১৩১৭


শাদমান
১৩১৮


তারেক
১৩১৯


পায়েল
১৩২২


আসপিয়া
১৩২৩


নিশি
১৩২৪


লামিসা
১৩২৫


শাকিল
১৩২৬


মুমু
১৩২৭


তানজিলা
১৩২৮


মাহবুব
১৩২৯


রিফাত
১৩৩০


আরিফ
১৩৩১


শওকত
১৩৩২


মামুন
১৩৩৩


সুমাইয়া
১৩৩৫


রেশমা
১৩৩৬


রাবেয়া
১৩৩৯


রুহি
১৩৪০


শাকিলা
১৩৪১


তানজিলা
১৩৪২


সামিনা
১৩৪৫


ফাইরুজ
১৩৪৬


শরিফ
১৩৪৭


সোহেল
১৩৪৮


রুবেল
১৩৪৯


ইমন
১৩৫০


আমিনুল
১৩৫১


মেহেদী
১৩৫৩


তানজুম
১৩৫৪


মহসীন
১৩৫৫


সফিকুল
১৩৫৬


সামিউল
১৩৫৭


হাসিবুল
১৩৫৮


সোহানুর
১৩৬১


ফারজানা
১৩৬৩


লামিয়া
১৩৬৪


তামান্না
১৩৬৫


মেহেদী
১৩৬৭

মঈন
১৩৬৮

হাবিবা
১৩৭০

রাজু
১৩৭২

আশরাফ
১৩৭৩

সালাম
১৩৭৫

সাদাত
১৩৭৬

সজীব
১৩৭৭

পারভেজ
১৩৭৮

তানভীর
১৩৭৯


নিশাত
১৩৮০


নাফিস
১৩৮১


মাহমুদুল
১৩৮২


শাওন
১৩৮৩


ইয়াছির
১৩৮৪


মারফ
১৩৮৫


সাজ্জাদ
১৩৮৬


এখলেসুর
১৩৮৭


শাহরিন
১৩৮৮


প্রিতম
১৩৯০


আনাস
১৩৯১


হাবিব
১৩৯৩


বীথি
১৩৯৫


সৌরভ
১৩৯৬


মাহাবুবুল
১৩৯৭


আইরিন
১৩৯৮


খুরশীদ
১৩৯৯


তরিকুল
১৪০১


রড্রিকস
১৪০২

এমবিএ, মার্কেটিং, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০


তানভীন
৫৪৭


জেরিন
৫৪৮


প্রমা
৫৪৯


রুমা
৫৫০


বৃষ্টি
৫৫১


আফছারিয়া
৫৫২


সানজিদা
৫৫৩


ফারহানা
৫৫৫


রিতু
৫৫৬


আলমগীর
৫৫৭


সাকিব
৫৫৮


সেতু
৫৫৯


শিফাইন
৫৬০


ইয়াছিন
৫৬১


রিয়াদ
৫৬২


মাহিম
৫৬৩


সাবিত
৫৬৪


ইনাম
৫৬৫


ছাবিরুল
৫৬৬


তন্ময়
৫৬৭


মামুন
৫৬৮


মুহিত
৫৬৯


আজিজ
৫৭০


নিশান
৫৭১


খাইরুল
৫৭২


আদনান
৫৭৩


আবির
৫৭৪


আলম
৫৭৫


রাব্বি
৫৭৬


রফিক
৫৭৭


মোস্তফা
৫৭৮


মানিক
৫৭৯


ইমরান
৫৮০


মমিন
৫৮১


রিশাদ
৫৮২


জাফর
৫৮৩

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

বিবিএ (সম্মান), ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২০২১


সীমান্ত
১৫৬৯


ফারিয়া
১৯৭০


শেতা
১৫৭১


ফায়াজ
১৫৭২


রাভিন
১৫৭৪


জনি
১৫৭৫


নুসরাত
১৫৭৬


সাব্বির
১৫৭৭


রনি
১৫৭৮


নাঈম
১৫৭৯


ইমরান
১৫৮১


জুবাইর
১৫৮২


সাদিত
১৫৮৩


পাপরি
১৫৮৪


রাবেয়া
১৫৮৫


সাফাআত
১৫৮৬


মারজান
১৫৮৭


তান্নি
১৫৮৮


সৌরভ
১৫৮৯


সাদমান
১৫৯০


তশমি
১৫৯১


দেবাশিস
১৫৯২


মেহেদী
১৫৯৩


সুজন
১৫৯৪


রাতুল
১৫৯৫


সোহাগী
১৫৯৬


নাঈম
১৫৯৭


শাহরিয়ার
১৫৯৯


রেদুয়ান
১৬০০


সাদিয়া
১৬০১


সামিউল
১৬০২


রবিউল
১৬০৩


নিয়াজ
১৬০৪


মশিউর
১৬০৫


সাদিয়া
১৬০৬


ইমরান
১৬০৭


খুশি
১৬০৮


মোতালেব
১৬০৯


মারিয়া
১৬১০


আরমান
১৬১১

নাজমুস
১৬১২

বিবিএ (সম্মান), ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০


শফিকুল
১৫১০


শাহাদাত
১৫১১


শিরিন
১৫১২


ফয়জুর
১৫১৪


সাব্বির
১৫১৫


ফারজানা
১৫১৬


বাপ্পি
১৫১৭


তানভীর
১৫১৯


কাওছার
১৫২০


রাগিব
১৫২১


রফিউজ্জামান
১৫২২


মখদুম
১৫২৩


সাইফুল
১৫২৪


চৈতি
১৫২৬


প্রান্ত
১৫২৮


শুভ
১৫২৯


পলি
১৫৩০


শিহাব
১৫৩২


ইমাম
১৫৩৩


হাসিবুল
১৫৩৪


নিশাত
১৫৩৫


মোস্তফা
১৫৩৭


সুরাইয়া
১৫৩৮


ফারিয়া
১৫৩৯


সাফ্‌ফাত
১৫৪০


মামুনুর
১৫৪২


মরিয়ম
১৫৪৪


নাজমা
১৫৪৫


তানবিন
১৫৪৬


শরিফুল
১৫৪৭


রেজোয়ানুজ্জামান
১৫৪৮


মুশফিকুর
১৫৪৯


শ্রিময়
১৫৫০


হাসিবুর
১৫৫১


আসমউল
১৫৫২


নাইমুল
১৫৫৪


ফিবি
১৫৫৬


রনি
১৫৫৭


সাকিফ
১৫৬০


সৌরভ
১৫৬১

ইরফাত
১৫৬২

নাঈম
১৫৬৩

তারেক
১৫৬৪

শতাব্দী
১৫৬৫

সুলতান
১৫৬৬

নাহিদুল
১৪৬৫

বিবিএ (সম্মান), ৩য় বর্ষ (নতুন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-২০১৯


সোনিয়া
১৪৫২


উর্মিলা
১৪৫৩


নিরা
১৪৫৫


মিতু
১৪৫৭


ঐতিষ্য
১৪৫৯


স্বর্ণা
১৪৬০


রিমা
১৪৬১


তৃষা
১৪৬২


রিফাত
১৪৬৩


ইনতিজার
১৪৬৪


কাফি
১৪৬৬


জ্যাকি
১৪৬৮


ফাহিম
১৪৬৯


মুহাইমিন
১৪৭০


সাব্বির
১৪৭১


ওমর ফারুক
১৪৭২


সাকিল
১৪৭৩


জয়
১৪৭৪


ফারহান
১৪৭৫


রাহাত
১৪৭৭


আলিমুল
১৪৭৮


ইসরাফিল
১৪৮০


ইব্রাহিম
১৪৮১


অপূর্ব
১৪৮২


তামিম
১৪৮৩


আলিফ
১৪৮৫


মুহাইমিনুল
১৪৮৭


সাকিব
১৪৮৮


ফারহান
১৪৮৯


ইসতিয়াক
১৪৯০


সৌরভ
১৪৯১


সোহান
১৪৯২


সাজিদ
১৪৯৩


সৌরভ
১৪৯৫


ফাহাদ
১৪৯৬


ইমন
১৪৯৮


শাওন
১৪৯৯


নাজমুল
১৫০০


সাইফ
১৫০১


সাকিব
১৫০২

ওয়াহিদুল
১৫০৩

তাহসিন
১৫০৪


হাবিবুর
১৫০৬


রাব্বি
১৫০৮


নেসার
১৫০৯


অদ্রি
১৪০৪

বিবিএ (সম্মান), ৩য় বর্ষ (পুরাতন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮


যারা
১৩৬৬


রাফি
১৩৬৭


ইসরাত
১৩৬৮


সাকি
১৩৬৯


মনিকা
১৩৭০


আবির
১৩৭১


মাহমুদ
১৩৭২


নকশী
১৩৭৩


উৎস
১৩৭৪


গোলাম
১৩৭৬


হাফসা
১৩৭৭


লিয়া
১৩৭৮


ভূইয়া
১৩৮০


নুসরাত
১৩৮১


তামান্না
১৩৮২


রাশিদা
১৩৮৪


জান্নাতুল
১৩৮৫


ফারজানা
১৩৮৬


তানজীনা
১৩৮৭


মীম
১৩৮৯


পারমিতা
১৩৯২


রেদোয়ান
১৩৯৩


মাহমুদ
১৩৯৪


ফয়সাল
১৩৯৫


তানভীন
১৩৯৬


জান্নাতুল
১৩৯৭


রাইসা
১৩৯৮


মেহেদী
১৪০০


সাদিয়া
১৪০২


তারিন
১৪০৩


ইয়াসিন
১৪০৫


শাদমান
১৪০৬


সাইদুর
১৪০৭


নাঈমা
১৪০৮


তাসমিন
১৪০৯


রাফিয়া
১৪১০


সুমাইয়া
১৪১৩


ফাহাদ
১৪১৪


হামিম
১৪১৫


নুশরাত
১৪১৭


ইসতিয়াক
১৪১৮


মিনহাজ
১৪১৯


শাহীনা
১৪২০


রবি
১৪২১


বায়েজিদ
১৪২২


আবরার
১৪২৩


জান্নাতুল
১৪২৪


আতিয়ার
১৪২৫


জান্নাত
১৪২৯


শাহরিয়া
১৪৩০


আবুল
১৪৩২


আয়শা
১৪৩৩


রাসেল
১৪৩৪


আখিরাত
১৪৩৫


সাদেক
১৪৩৭


রাদ
১৪৩৮


শিরিন
১৪৩৯


শান্ত
১৪৪১


আখি
১৪৪২


নিশি
১৪৪৩


ফাহিম
১৪৪৪


রাব্বি
১৪৪৬


আমিনুল
১৪৪৭


মিয়াদ
১৪৪৮


সোহাগ
১৪৪৯


আব্দুল্লাহ
১৪৫০


ইকবাল
১৪৫১


বুশরা
১২৯৬


হাসিব
১৩২৬


আশিক
১৩৪৫

বিবিএ (সম্মান), ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭


মুনমুন
১২৮৩


মিনহাজ
১২৮৪


ঐশী
১২৮৫


মীম
১২৮৬


ফারহানা
১২৮৭

ইভা
১২৮৮

জাহিদ
১২৮৯


পপি
১২৯০


জেনিয়া
১২৯১


নিসা
১২৯২


নাবিলা
১২৯৩


তমা
১২৯৪


অনিক
১২৯৫


তারেক
১২৯৭


আকলিমা
১২৯৮


নাফিউল
১৩০২


তুষার
১৩০৩


মাহমুদ
১৩০৪


বাহারুল
১৩০৬


স্বপন
১৩০৭


তাহমিদ
১৩০৮


তানজিদ
১৩০৯


প্রভা
১৩১০


হাবিব
১৩১১


শাকিল
১৩১২


রাহাত
১৩১৩


সাফায়েত
১৩১৪


আমির
১৩১৫


সাদিয়া
১৩১৬


চৈতী
১৩১৭


মেহেদী
১৩১৯


আনিকা
১৩২০


তুষার
১৩২১


ফাহিম
১৩২২


প্রিয়াংকা
১৩২৩


আফরিন
১৩২৪


বীনা
১৩২৫


নওরীন
১৩২৭


জান্নাতুল
১৩২৮


তাসনিম
১৩৩০


ইফতিয়ার
১৩৩১


মারুফা
১৩৩২


রবিন
১৩৩৩


রিয়া
১৩৩৪


লিজা
১৩৩৬


লিলি
১৩৩৭


উজ্জল
১৩৩৮

মাহাবুব
১৩৩৯

আবদুল্লাহ
১৩৪০

জয়
১৩৪১

তানজিলা
১৩৪২

মিতা
১৩৪৭

সোহা
১৩৪৯

সুমাইয়া
১৩৫৩

সামদানী
১৩৫৫

ফারজানা
১৩৫৬


তৃষা
১৩৫৭


মুঈদ
১৩৫৮


জয়
১৩৫৯


আহাদ
১৩৬০


মারিয়া
১৩৬২


রহমান
১৩৬৩

এমবিএ, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ, শিক্ষা বর্ষ: ২০১৯-২০২০


জসিম
৭৮৯


ফারজানা
৭৯০


মিরাজ
৭৯১


রিমি
৭৯২


জুথি
৭৯৩


এ্যানি
৭৯৪


আনিকা
৭৯৫


রিয়াজ
৭৯৬


মোমেনা
৭৯৭


বৃষ্টি
৭৯৮


জান্নাত
৭৯৯


জেরিন
৮০০


সাজিন
৮০১


তাসনিম
৮০২


তনিকা
৮০৩


জেবা
৮০৪


সুমাইয়া
৮০৫


রুবেল
৮০৬


স্মৃতি
৮০৭


তাসমিয়া
৮০৮


আয়েশা
৮০৯


মামুন
৮১০


মাহী
৮১১


আনোয়ার
৮১২

শহিদুল
৮১৩


জাহিদ
৮১৪


মাহমুদ
৮১৫


আল-আমিন
৮১৬


মুকছিদুল
৮১৭


রাকিব
৮১৮


নাজনিন
৮১৯


হিরা
৮২০


সিহাব
৮২১


মেহেদী
৮২২


আল-আমিন
৮২৩


হিমেল
৮২৪


হাবিবুল্লাহ
৮২৫


আতিক
৮২৬


মোহন
৮২৭


মামুন
৮২৮


সোহানুর
৮২৯


বক্কর
৮৩০


আরিফ
৮৩১


উজ্জল
৮৩২


আফরোজা
৮৩৩


রাসেল
৮৩৪


রানা
৮৩৫


জাহিদ
৮৩৬


হিমু
৮৩৭


ওয়ালিদ
৮৩৮


আসিফ
৮৩৯


তান্নি
৮৪০


আরমান
৮৪১


হাজেরা
৮৪২


ফারজানা
৮৪৩


মুক্তা
৮৪৪


তানজিলা
৮৪৫


আতিকুর
৮৪৬


হিমেল
৮৪৭


মুনা
৮৪৮


আনিকা
৮৪৯


রাসেল
৮৫০


মাহমুদা
৮৫১


ইমামুল
৮৫২


শরিফুল
৮৫৩


সাঈফ
৮৫৪

অর্থনীতি বিভাগ

বিএসএস (সম্মান), ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০২০-২০২১


হাসিবুল
৫৭৬


ইকরাম
৫৭৮


সাইয়েদ
৫৮০


সাব্বির
৫৮২


সালেম
৫৮৩


সামসুদ্দিন
৫৮৪


ফাতেমা
৫৮৫


হিমেল
৫৮৬


রিফাতুজ্জামান
৫৮৭


রিফাত
৫৮৮


দুর্লভ
৫৮৯


শাহরিয়ার
৫৯০


রিপন
৫৯১


মুক্তামালা
৫৯২


মাহবুব
৫৯৩


সৌরভ
৫৯৫

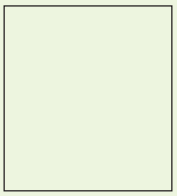
আমির
৫৯৬

বিএসএস (সম্মান), ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০


আনিকা
৫৫৬


জাহিদ
৫৫৭


জয়
৫৫৮


শাউলি
৫৫৯


সানিয়া
৫৬০


স্বর্ণা
৫৬১


রুহুল
৫৬৩


পুস্পিতা
৫৬৪


তাইম
৫৬৫


বৃষ্টি
৫৬৮


ইমতিয়াজ
৫৬৯


ইয়াছিন
৫৭০


জুয়েল
৫৭১


তৌকির
৫৭৩

বিএসএস (সম্মান), ৩য় বর্ষ, (নতুন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-২০১৯


রাজু
৫২৪


নওরিন
৫২৫


ইসরাত
৫২৬


শরিফ
৫২৭


ফাহিম
৫২৮


আশ্রাফুল
৫২৯


তাকিয়া
৫৩০


শাখাওয়াত
৫৩১


শুভ
৫৩২


রিশাদ
৫৩৩


করিম
৫৩৪


নাসির
৫৩৭


প্রনব
৫৩৮


সন্দিব
৫৩৯


আরিফুর
৫৪১


রিয়াজ
৫৪২


মারিয়া
৫৪৩


রাকিব
৫৪৪


মেহেদী
৫৪৫


সাইফ
৫৪৬


আশ্রাফুল
৫৪৭


দিয়া
৫৪৮


দিরাজ
৫৫১

বিএসএস (সম্মান), ৩য় বর্ষ (পুরাতন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮


মুনিয়া
৪৮৭


রোকেয়া
৪৮৮


হাবিব
৪৮৯


অর্নব
৪৯২


কবির
৪৯৩


জনি
৪৯৪


জুবায়ের
৪৯৫


শাওন
৪৯৬


সূচনা
৪৯৭


নাদিয়া
৪৯৮


হৃদয়
৪৯৯


একরাম
৫০২


নাছির
৫০৫


শামীম
৫০৭


খাদিজা
৫০৯


শান্ত
৫১০


তুষার
৫১১


মেহেদী
৫১২


রাফি
৫১৩


জয়
৫১৪


সুমন
৫১৬


আজিম
৫১৯


রাকিব
৫২২

বিএসএস (সম্মান), ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭


শামীম
৪৩৮


রিফা
৪৩৯


ইসরাত
৪৪০


আবির
৪৪২


ইব্রাহীম
৪৪৩


ফরহাদ
৪৪৫


সাব্বির
৪৪৬


সানজানা
৪৪৭


আবুল
৪৪৮


হাজারিকা
৪৪৯


মাকসুদুর
৪৫০


ফরহাদ
৪৫১


জাহিদ
৪৫৪


সাকিব
৪৫৫


মাজিদুল
৪৫৭


রুজেল
৪৫৮


নাজমুল
৪৬৩


আয়েশা
৪৬৪


রাবেয়া
৪৬৬


সাকিব
৪৬৭


আবিদ
৪৬৮


রতন
৪৭১


তৌফিক
৪৭২


মারুফ
৪৭৩


রেশমি
৪৭৫


হাসিন
৪৮০


সনজিত
৪৮১


সিফাত
৪৮২


সজীব
৪৮৩


রোকসানা
৪৮৪

এমএসএস, অর্থনীতি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০


রহমান
৬৫


রুবেল
৬৬


ওমর
৬৭


উপমা
৬৮


জান্নাতুর
৬৯

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ (বিবিএ)

বিবিএ (অনার্স) প্রফেশনাল, ১ম বর্ষ, ১ম সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০২০-২০২১


টুম্পা
১৩০৯


রীম
১৩১০


আঁখি
১৩১১


টুম্পা
১৩১২


নিশাত
১৩১৪


বিলকিছ
১৩১৫


ফারিয়া
১৩১৬


বিনতি
১৩১৭


সানজিদা
১৩১৮


পুষ্প
১৩১৯


মুনিরা
১৩২০


খাদিজা
১৩২১


রিচি
১৩২২


জিদনী
১৩২৩

উষ্ণ
১৩২৪


প্রিয়া
১৩২৫


মৌ
১৩২৭


নীলা
১৩২৯


নিপা
১৩৩০


রাফিয়া
১৩৩১


ফোয়ারা
১৩৩২


শারমিন
১৩৩৩


তানজিলা
১৩৩৪


শামীমা
১৩৩৫


রিটি
১৩৩৬


তাহমিনা
১৩৩৭


ঐশি
১৩৩৮


শ্রেয়া
১৩৩৯


মারিয়া
১৩৪১


সোহানা
১৩৪২


তানজিলা
১৩৪৩


আখি
১৩৪৪


দিশা
১৩৪৫


রমা
১৩৪৬


খুজবু
১৩৪৭


দিয়া
১৩৪৮


প্রিয়া
১৩৪৯


শাকিল
১৩৬৯


রাফান
১৩৭১


দিপ্ত
১৩৭২


মাহবুব
১৩৭৩

রাফিদ
১৩৭৪


ইয়ামিন
১৩৭৫


আলিফ
১৩৭৬


জায়েদ
১৩৭৭


রবিন
১৩৭৮


সাগর
১৩৭৯


মোজাজ
১৩৮০


আবরিয়ান
১৩৮৩


বাসার
১৩৮৪


মাহমুদুল
১৩৮৫


সাব্বির
১৩৮৬


সৈকত
১৩৮৭


সাফায়াত
১৩৮৮


প্রান্ত
১৩৮৯


সাজিদ
১৩৯০


ওমর
১৩৯১


রুহুল
১৩৯২


জিদান
১৩৯৩


বিপুল
১৩৯৪


ইসতিয়াক
১৩৯৫


মাইকেল
১৩৯৭


আশরাফুল
১৩৯৮

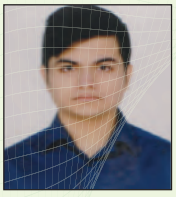
আফনান
১৩৯৯


আশিকুর
১৪০০


শরীফ
১৪০১


মিসফাহুজ্জামান
১৪০৬


জহির
১৪০৭


শহিদুল
১৪০৮


দেলোয়ার
১৪০৯


নিশাদ
১৪১১


সাঈদ
১৪১২


মাহাবুব
১৪১৩


শাহরিয়ার
১৪১৪


ফাহাদ
১৪১৫


তানভীর
১৪১৬


ইসমাইল
১৪১৭


মমিনুল
১৪১৮


রেজওন
১৪১৯


সজল
১৪২০


ফারহান
১৪২১


যাবের
১৪২২

সাব্বির
১৪২৩

ইমতিয়াজ
১৪২৪

মাজাহুরুল
১৪২৫

রাহাত
১৪২৬

সজীব
১৪২৭

সামিন
১৪২৮

আদনান
১৪২৯

আবির
১৪৩০

সাগর
১৪৩২


তাওহিদ
১৪৩৩


অপূর্ব
১৪৩৪


সহিফুল
১৪৩৫


আহসানুল
১৪৩৬


মারুফ
১৪৩৮


সুলহিমান
১৪৩৯


মাযহারুল
১৪৪০


তুষার
১৪৪১


আবদুল
১৪৪২


সাদাব
১৪৪৩


প্রিন্স মিয়া
১৪৪৪


শমশের
১৪৪৫


শাহাদাত
১৪৪৭


রাকিব
১৪৪৮


শফিকুর
১৪৪৯


নাজমুল
১৪৫০


মেহেদী
১৪৫১

বিবিএ (অনার্স) প্রফেশনাল, ১ম বর্ষ, ২য় সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০


শারমিন
১১৪৪


সিলভীয়া
১১৪৫


আফরিন
১১৪৬


কাশপিয়া
১১৪৭


রিয়া
১১৪৮


হাবিবা
১১৪৯


সানজিদা
১১৫০


জান্নাতুল
১১৫১


বিথী
১১৫২


সাবিনা
১১৫৩

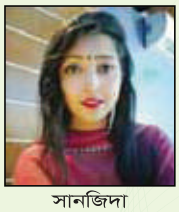
সানজিদা
১১৫৪


মারিয়া
১১৫৬


সামিয়া
১১৫৭


ফাতেমা
১১৫৮


বর্ষা
১১৫৯


আফসানা
১১৬০


মীম
১১৬১


বর্ষা
১১৬৩


আসমা
১১৬৪


সানজিদা
১১৬৫


নওরিন
১১৬৬


নিপা
১১৬৮


সাদিয়া
১১৬৯


শারমিন
১১৭০


সীমা
১১৭১


নাদিরা
১১৭২


এশা
১১৭৩


নাহিয়ান
১১৭৪


কেয়া
১১৭৫


সামিয়া
১১৭৬


আমরিন
১১৭৭


ফারিয়া
১১৭৯


আয়শা
১১৮০


মারজান
১১৮১


মুনিয়া
১১৮২


মাসফি
১১৮৩


সুমিয়া
১১৮৫


মীম
১১৮৬


মীম
১১৮৭


তাসনীম
১১৮৮


মিতু
১১৮৯


মালিহা
১১৯০


আফসানা
১১৯১


রিতু
১১৯২


চৈতি
১১৯৩


.....
১১৯৪


নিহা
১১৯৫


হুমায়রা
১১৯৬


.....
১১৯৭


.....
১১৯৮


মেহবুবা
১১৯৯


লামিয়া
১২০০


প্রতীপ
১২০১


আশরাফ
১২০২


শৈশব
১২০৪


রাকিবুল
১২০৫


সুমন
১২০৭


ফয়সাল
১২০৮


ইরাজ
১২০৯


সুপ্ত
১২১০


শাফকাত
১২১১

নাফিজ
১২১৩

আবীর
১২১৪

ফাহাদ
১২১৬

সাদিক
১২১৭

লাজিব
১২১৮

রাহীম
১২১৯

নাহিদ
১২২০

মাহমুদুর
১২২১

হাসিব
১২২২


আলামিন
১২২৩


রাফি
১২২৪


রাহাতুল
১২২৫


আলী হাসান
১২২৭


অমিত
১২২৯


সাইদ
১২৩০


আফ্রিদী
১২৩১


হাসিব
১২৩২


সেলিম
১২৩৩


মাহি
১২৩৪


রবিন
১২৩৫


সিয়াম
১২৩৬


সিজান
১২৩৭


মেহেদী
১২৩৮


দ্বীপ
১২৩৯


জয়
১২৪০


তৌহিদ
১২৪১


শাহরিয়ার
১২৪২


কাব্য
১২৪৩


আয়মান
১২৪৪


আযম
১২৪৫


জাবীর
১২৪৬


সাইফ
১২৪৭


মেহেদী
১২৪৮


রাকিব
১২৪৯


মানিক
১২৫০


স্বপ্নময়
১২৫১


সোয়েভ
১২৫৩


তৌহিদ
১২৫৪


মাসুম
১২৫৫


শাহাদাত
১২৫৬


আরমান
১২৫৭


তরিকুর
১২৫৮


ইরফান
১২৫৯


ফাহিম
১২৬০


আবির
১২৬১


আশরাফুল
১২৬২


আফজাল
১২৬৩


পিয়াস
১২৬৪


শাহনাজ
১২৬৫

নাবিল
১২৬৬

সাদনান
১২৬৭

ইমন
১২৬৮

তন্ময়
১২৬৯

আসিফ
১২৭০

ফাহিম
১২৭১

আসফাকুল
১২৭৩

কাউছার
১২৭৪

ওয়াহিদ
১২৭৫


শাওন
১২৭৬


তামিম
১২৭৭


রিফাত
১২৭৮


গোলাম তাহা
১২৭৯


আ. রহমান
১২৮০


সামী
১২৮১


তানজিদ
১২৮২


নাজমুল
১২৮৩


সাকিব
১২৮৪


তাহসিন
১২৮৫


শাহাদাত
১২৮৬


মমিনুর
১২৮৭


মাহফুজুর
১২৮৮


রহমান
১২৮৯


আলভী
১২৯০


তারিকুল
১২৯১


আরিফ
১২৯২


আনান
১২৯৩


আযহার
১২৯৪


দেলোয়ার
১২৯৫


ইমরুল
১২৯৬


রাকিব
১২৯৭


জুনায়েদ
১২৯৮


ওয়াহিদ
১২৯৯


মেহেদী
১৩০০


আমেনা
১৩০১


রিয়া
১৩০২


নাঈমা
১৩০৩


মাসুমা
১৩০৪


রুপা
১৩০৫


শান্তা
১৩০৬


শ্রীময়ী
১৩০৭


রূপা
১৩০৮

বিবিএ (অনার্স) প্রফেশনাল, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-২০১৯


ফারিহা
১০২০


ফাইজিয়া
১০২১


সুমাইয়া
১০২২


ফাইজা
১০২৩


টুম্পা
১০২৪


কাইফা
১০২৫


তান্নি
১০২৬


শ্রাবনি
১০২৭


রোজ
১০২৮


খাদিজা
১০২৯


শারমিন
১০৩০


কথা
১০৩২


মনি
১০৩৩


হাদিয়া
১০৩৫


অরিন
১০৩৬


আনিকা
১০৩৭


তৃষা
১০৩৮


নিশাত
১০৩৯


নেহা
১০৪০


শোহানা
১০৪১


মীম
১০৪২


তাম্মি
১০৪৩


তন্নি
১০৪৪

আমিনা
১০৪৫


স্বপ্না
১০৪৬


সুরাইয়া
১০৪৭


সুমনা
১০৪৮


মনিরা
১০৪৯


আনিকা
১০৫০


নিশি
১০৫১


মেঘলা
১০৫২


জ্যোতি
১০৫৩


মীম
১০৫৪


রাইসা
১০৫৫


দিপিকা
১০৫৬


আসিফ
১০৭৬


শাকিব
১০৭৮


আলমগীর
১০৭৯


নোমান
১০৮০


লিমান
১০৮১


ইসমাইল
১০৮২


সৈকত
১০৮৩


জনি
১০৮৪


ফয়সাল
১০৮৬


হাসিবুল
১০৮৭


ইসতিয়াক
১০৮৮


নাহিদ
১০৮৯


মুন্না
১০৯০

সিমান্ত
১০৯১

হুমায়ুন
১০৯২

নাঈম
১০৯৪

ফাইয়াজ
১০৯৫

মামুন
১০৯৬

আল-আমিন
১০৯৭

রিফাত
১০৯৮

ইমন
১০৯৯


নাইমুল
১১০০


শাহরিয়ার
১১০১


ইমন
১১০২


সাখাওয়াত
১১০৩


সাইদুর
১১০৪


হৃদয়
১১০৫


দিগন্ত
১১০৬


শাফিন
১১০৭


হাসিব
১১০৮


সাকিবুল
১১০৯


মারুফ
১১১১


সাদি
১১১২


পিয়াল
১১১৩


তরিকুল
১১১৪


হিমেল
১১১৫


আলিফ
১১১৬


আল-মামুন
১১১৭


বাধন
১১১৮


নাহিদ
১১১৯


আবরার
১১২০


আজাদ
১১২১


জাহিদ
১১২২


আদিবুল
১১২৩


ইকরাম
১১২৪


রাফসান
১১২৫


রাকিবুল
১১২৬


তানভির
১১২৭


রাফিউজ্জামান
১১২৯


হাসান
১১৩০


সাদমান
১১৩১


সৌরভ
১১৩৩


নাফিজ
১১৩৫


নাজমুল
১১৩৬


অনিক
১১৩৭


মুন্না
১১৩৮


রাব্বি
১১৩৯


খায়রুল
১১৪০

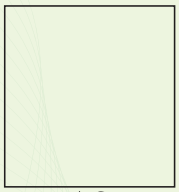
তৌকির
১১৪১


ইয়াসীর
১১৪২


আল-আমিন
১১৪৩

বিবিএ (অনার্স) প্রফেশনাল, ৩য় বর্ষ, ৫ম সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮


সাবিহা
৮১৮


ফারহানা
৮১৯


শারমিন
৮২০


সুর্বনা
৮২১


দীমা
৮২২


জেরিন
৮২৩


মাহাবুবা
৮২৪


সাদিয়া
৮২৫


ফারজানা
৮২৬


সুমাইয়া
৮২৭


সুরাইয়া
৮২৮


মরিয়ম
৮২৯


সায়রা
৮৩০


সিনথিয়া
৮৩১


মুজিবা
৮৩২


নূসরাত
৮৩৩


তানভিয়া
৮৩৪


রাবেয়া
৮৩৫


ফারজানা
৮৩৭


সুমাইয়া
৮৩৮


শামীমা
৮৩৯


নুসরাত
৮৪১


রহিমা
৮৪২


সুমাইয়া
৮৪৩


সানজিদা
৮৪৪


সারা
৮৪৫


আশা
৮৪৬


হুমাইয়রা
৮৪৭


কলি
৮৪৮


মসিহা
৮৪৯


তন্নি
৮৫০


মেঘলা
৮৫১


ফারিহা
৮৫২


সাবরিনা
৮৫৩


খুরশীদা
৮৫৪


জান্নাতুল
৮৫৫


তমা
৮৫৬


তাহমিনা
৮৫৭


জান্নাতুল
৮৫৮


জায়মা
৮৫৯

হাবছা
৮৬০

মিন্না
৮৬১

আশা
৮৬২

মেহের
৮৬৩

মারজান
৮৬৪

শাকুর
৮৬৫

ফারজানা
৮৬৬

সায়মা
৮৬৭

জেবা
৮৬৮


মাহবুবা
৮৭০


সাদিয়া
৮৭১


মহিমা
৮৭২


আখি
৮৭৩


মীম
৮৭৪


কুলসুম
৮৭৫


রিয়া
৮৭৭


আনিকা
৮৭৮


রাবেয়া
৮৮০


সুমনা
৮৮১


তাহমিনা
৮৮২


জান্নাত
৮৮৩


তামান্না
৮৮৪


সারিয়া
৮৮৬


মীম
৮৮৭


অপসরা
৮৮৮


ফারহানা
৮৯০


রোকেয়া
৮৯০


ফারহানা
৮৯৩


নুরজাহান
৮৯৪


মিতু
৮৯৫


সানজিদা
৮৯৬


সানজিদা
৮৯৮


নরিন
৮৯৯


আফরোজা
৯০০


আয়শা
৯০১


আরজু
৯০২


অনিকা
৯০৩


রাবেয়া
৯০৪


নাজিয়া
৯০৫


জান্নাতুল
৯০৬


আশরাফুল
৯০৭


শামস
৯০৮


শাহরিয়ার
৯০৯


আজিজার
৯১০


নাহিদ
৯১২


সাকিবুল
৯১৩


সাঈদ
৯১৪


মবিন
৯১৫


আবির
৯১৬

ইফতি
৯১৭

নাজমুল
৯১৮

রনি
৯১৯

আরেফিন
৯২০

পুলক
৯২১

জুবায়ের
৯২২

মেহেদী
৯২৩

মুন্না
৯২৬

রকি
৯২৭


দিপু
৯২৯


মান্নান
৯৩০


রশিদ
৯৩১


ফাহিম
৯৩২


শুভ
৯৩৩


মঈন উদ্দিন
৯৩৬


জনি
৯৩৭


আহসানুর
৯৩৮


খালেদ
৯৩৯


নওফিন
৯৪০


ফাহিম
৯৪১


সজিব
৯৪২


অভিজিৎ
৯৪৩


নাহিদ
৯৪৪


সজিব
৯৪৫


সাকিবুল
৯৪৬


মেহেদী
৯৪৭


মাহিম
৯৪৮


মেহেদী
৯৪৯


শামিম
৯৫০


অংকিতুজ্জামান
৯৫১


সুমন
৯৫৩


মশিউর
৯৫৪


পারভেজ
৯৫৫


নাহিদ
৯৫৬


রিদোয়ান
৯৫৭


রাফাত
৯৫৮


শান্ত
৯৫৯


লাদেন
৯৬০


ইমন
৯৬১


আরাফাত
৯৬২


সাদিক
৯৬৩


মাহবুব
৯৬৪


রাইয়ান
৯৬৫


ফারহান
৯৬৬


হাসীব
৯৬৭


ইব্রাহিম
৯৬৮


সুজন
৯৬৯


মতিউর
৯৭০


খালেদ
৯৭২

ফয়সাল
৯৭৪

রাজু
৯৭৫

তানজিমুল
৯৭৬

আহমাদ
৯৭৭

ইমরান
৯৭৮

তুষার
৯৭৯

শাহাদাৎ
৯৮০


সুজন
৯৮১


নিয়াজ
৯৮২


প্রিতম
৯৮৪


ওয়াছিফ
৯৮৫


রায়হান
৯৮৭


রাব্বী
৯৮৮


আবির
৯৯০


স্বাধীন
৯৯৪


রায়ান
৯৯৫


মাহামুদুল
৯৯৬


ফারহান
৯৯৭


প্রান্ত
৯৯৮


নাঈম
৯৯৯


হাসিবুল
১০০০


সাদিক
১০০১


নাঈম
১০০২


সাব্বির
১০০৩


তানজুম
১০০৪


ফাহিম
১০০৫


রিফাত
১০০৬


শাকিল
১০০৭


শাওন
১০০৮


জাকির
১০০৯


তৌহিদুল
১০১০


রাইয়ান
১০১১


সাকিব
১০১২


আশফাকুর
১০১৩


শাকিল
১০১৪


ফারহান
১০১৬


আমিনুল
১০১৭


ছাব্বির
১০১৮


তানভির
১০১৯

বিবিএ (অনার্স) প্রফেশনাল, ৪র্থ বর্ষ, ৭ম সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭


রিয়া
৫৮০


আয়েশা
৫৮১


জয়া
৫৮২


অনামিকা
৫৮৩


সুমাইয়া
৫৮৪


আনিকা
৫৮৫


শাহীনুর
৫৮৬


তাসলিমা
৫৮৭


আফরোজা
৫৯০


মিশরী
৫৯১


আম্বিয়া
৫৯৪


আনিকা
৫৯৫


নাফিয়া
৫৯৬


সাদিয়া
৫৯৭


তানজিলা
৫৯৮


নাকিবা
৫৯৯


ফাতেমা
৬০০


ফাতেমা
৬০১


হুমায়রা
৬০৩


সাদিয়া
৬০৫


বিথী
৬০৬


মুসলিমা
৬১০


রিয়া
৬১১


জুঁই
৬১২


জান্নাত
৬১৩


তানজিনা
৬১৪


রোকেয়া
৬১৫


লিমা
৬১৬


তানজিন
৬১৭


ইফাত
৬১৮


ফারহানা
৬২০


আনিকা
৬২১


জিনিয়া
৬২২


সুলতানা
৬২৩


নাজনিন
৬২৪


তাকিয়া
৬২৫


কানিজ
৬২৬


সানজিদা
৬২৭


ফারহানা
৬২৮


সুস্মিতা
৬৩০


ক্রিস্টিনা
৬৩১


ফারজানা
৬৩২


খাদিজা
৬৩৩


রুবিনা
৬৩৪


তানহা
৬৩৫


সুমাইয়া
৬৩৬


হুমায়রা
৬৩৭

ফাতেমা
৬৩৯

আফরিন
৬৪০

মেহজাবিন
৬৪১

সামিয়া
৬৪২

রাবেয়া
৬৪৩

সুমাইয়া
৬৪৪

মারিয়া
৬৪৫

সাদিয়া
৬৪৬

হাবিবা
৬৪৭


রাজিয়া
৬৪৮


নেহা
৬৪৯


নাহার
৬৫০


সুমাইয়া
৬৫১


ফাতেমা
৬৫২


তাহনিয়া
৬৫৪


জোহরা
৬৫৫


হানি
৬৫৬


সালমা
৬৫৭


হাফসা
৬৫৮


লুবনা
৬৫৯


নুরজাহান
৬৬০


মারুফা
৬৬২


মারজান
৬৬৩


হাসিবুর
৬৬৫


রাহাত
৬৬৬


জামিল
৬৬৭


ইমতিয়াজ
৬৬৯


আরিফ
৬৭০


তরিকুল
৬৭২


আরিফ
৬৭৫


ফারহান
৬৭৬


প্রান
৬৭৮


তুহিন
৬৭৯


নেসার
৬৮০


ফাহিম
৬৮১


আল-আমিন
৬৮২


আশরাফ
৬৮৩


ওয়াহিদ
৬৮৪


রাফিজ
৬৮৬


আকিব
৬৮৮


ইশতিয়াক
৬৯১


মনজুর
৬৯২


নাজমুল
৬৯৩


জহির
৬৯৪


হাসিব
৬৯৬


তানিম
৬৯৭


আলিফ
৬৯৮


সাব্বির
৬৯৯


সাজ্জাদ
৭০০

আজমান
৭০১

রাকিব
৭০২

আহাদ
৭০৩

সাইফ
৭০৪

জাওয়াদ
৭০৫

জিসান
৭০৬

মাহবুব
৭০৭

সালমান
৭০৮

তুহিন
৭০৯


সাইদুল
৭১০


হানিফ
৭১১


মুরাদ
৭১২


আহসান
৭১৩


ইকরাম
৭১৫


সাখাওয়াত
৭১৬


আদনান
৭২০


নিয়ামুল
৭২১


রিফাত
৭২৩


সালমান
৭২৪


জিদান
৭২৫


রাকিব
৭২৬


আফসার
৭২৮


ওমর
৭২৯


শাওন
৭৩০


সাকিব
৭৩১


নাহিদ
৭৩৪


আবদুর
৭৩৫


আল-আমিন
৭৩৮


ইকবাল
৭৩৯


সান্নাই
৭৪১


এমদাদ
৭৪২


রিয়াজ
৭৪৩


আশিক
৭৪৪


শাহরিয়ার
৭৪৬


কাওসার
৭৪৭


ফরহাদ
৭৪৯


আবদুর
৭৫০


রকি
৭৫১


হাবিব
৭৫৩


ইকবাল
৭৫৪


হাসান
৭৫৫


ইশতিয়াক
৭৫৬


মল্লিক
৭৫৭


রনি
৭৫৮


বিকাশ
৭৫৯


নিলয়
৭৬০


আতিক
৭৬১


মোস্তাফিজ
৭৬২


শরিফ
৭৬৪

ইমন
৭৬৫

শোয়েব
৭৬৬

তামজিদ
৭৬৭

রিশাদ
৭৬৮

রাসেল
৭৭০

সালাউদ্দিন
৭৭১

মাহাদি
৭৭২

রাজন
৭৭৪

রিয়াদ
৭৭৫


মুরাদ
৭৭৬


জায়েদ
৭৭৭


পার্থ
৭৮১


অমিত
৭৮২


জারিফ
৭৮৩


শিহাব
৭৮৪


রবিন
৭৮৭


কামরুল
৭৮৮


সাজিদ
৭৮৯


আম্মার
৭৯০


মজিবুল
৭৯২


আকাশ
৭৯৩


রাকিব
৭৯৭


হাবিব
৭৯৮


তৌসিফ
৭৯৯


শাকিল
৮০০


শাকিল
৮০১


সাজ্জাদ
৮০২


সাইফ
৮০৩


নাজমুল
৮০৪


শাফি
৮০৬


আফসারুল
৮০৭


মিজান
৮০৮


আশরাফ
৮০৯


সাইফ
৮১০


তানজিল
৮১১


ইনজামামুল হক
৮১২


আশরাফ
৮১৩


রিফাত
৮১৪


মাজিদ
৮১৬


আসিব
৮১৭

এমবিএ প্রফেশনাল, ১ম সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০


সানজা
৮৭


অন্তু
৮৮


তিথী
৮৯


সূচনা
৯০


জুঁই
৯১


হেলেনা
৯২


উর্বি
৯৩


তন্নি
৯৪


মুমু
৯৫


রুবিনা
৯৬


এলিজা
৯৭


সিমি
৯৮


আতিকা
৯৯


আইরিন
১০০


ফয়সাল
১০১


সুমন
১০২


সৌরভ
১০৩


রায়হান
১০৪


সানি
১০৫


ফজলুল
১০৬


রাহুল
১০৭


শাহরুখ
১০৮


তুষার
১০৯


সিফাত
১১০

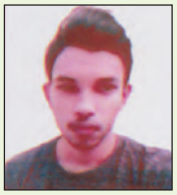
শহন
১১১


শাহিন
১১২


রাব্বি
১১৩


নাহিদ
১১৪


সায়মা
১১৫


কাইয়ুম
১১৬


সাজিদ
১১৭


সাকিব
১১৮


বিবি
১১৯


হারুন
১২০


আশরাফ
১২১


আল-আমিন
১২২


মারদিয়া
১২৩


রিফাত
১২৪

এমবিএ প্রফেশনাল, ১ম সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-২০১৯


আশা
৫২


ফাহমিদা
৫৩


সোনিয়া
৫৪


আনিকা
৫৫


সায়মা
৫৬


জ্যোতি
৫৭


মনিরা
৫৮


সুরভী
৬০


নিপা
৬১


নাজনীন
৬২


সুমি
৬৪


ইশরাত
৬৫


রাইসা
৬৬


রাজিব
৬৭


মিজান
৬৮


মুয়াজ
৬৯


আ. কাদের
৭০


সাইফুল্লাহ
৭২


ইমরান
৭৩


বখতিয়ার
৭৪


সজিব
৭৫


নাসির
৭৬


রাকিব
৭৭


সাইফুল
৭৮


মাকসুদ
৭৯


কৃষ্ণ
৮০


মাহির
৮১


মাহমুদ
৮২


আশরাফ
৮৩


আলিফ
৮৪


ইয়ামিন
৮৫


ইমরান
৮৬

এমবিএ প্রফেশনাল, ২য় সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮


নওরীন
০১


রাশিদা
০২


ইসরাত
০৩


মাফুজা
০৪


রাকিবা
০৬


শাকিলা
০৭


ফাতেমা
০৮


নাফিজা
০৯


তানজিনা
১০


ফারহানা
১১


আশা
১২


মেহেদী
১৪


মারজুক
১৬


ইমরান
১৭


তানজিলুর
১৮


রাশেদুর
১৯


ওয়াসিম
২১


আসিফ
২২


সাজ্জাদ
২৩


মাইনউদ্দিন
২৪


আল-ইমরান
২৫


শামীম
২৬


আবির
২৭


নাইম
২৮


ওবায়দুল্লাহ
২৯


আরমান
৩০


রাকিবুল
৩১


নিশান
৩২


নুরুজ্জামান
৩৩


কাওসার
৩৫


আমিনুল
৩৬


সাইফুল
৩৭


মাহমুদুল
৩৮


আরিফ
৩৯


জাহিদুল
৪০


খোরশেদ
৪১


আলাউদ্দিন
৪২


সামিউন
৪৩


বিপ্লব
৪৪


অর্জুন
৪৫


ইসমাইল
৪৬


জালাল
৪৭


রাফাকাত
৪৮


ইফতেখার
৪৯


তাজবির
৫০

সিএসই বিভাগ

সিএসই, ১ম বর্ষ (১ম সেমিস্টার), শিক্ষাবর্ষ : ২০২০-২০২১


নাদিয়া
১৩৬


মোস্তফা
১৩৭


গালিব
১৩৮


রাবেয়া
১৩৯


মারিয়া
১৪০


রোদোসী
১৪১


রায়হান
১৪২


হাবীবুল
১৪৩


নাফিম
১৪৪


ফৌজিয়া
১৪৫


ফাতিন
১৪৬


দোলা
১৪৭


সায়মা
১৪৮


আব্দুল্লাহ
১৪৯


শারীকা
১৫০


লিমন
১৫১

ফারিহা
১৫২


নুসরাত
১৫৩


রিফাত
১৫৪


মৌতুসী
১৫৫

সাদিয়া
১৫৬


ফেরদৌস
১৫৭


সবুজ
১৫৮


তাহসিন
১৫৯


নাঈম
১৬০


জুমানা
১৬১


শিহাব
১৬২


সাকিব
১৬৩


মিনহাজুর
১৬৪


সোহান
১৬৫


মেহদী
১৬৬


তানিসা
১৬৭


সঞ্চারী বসু
১৬৮


আশফাক
১৬৯


ফাইজুল
১৭০


মিছবাহ
১৭১


মীম
১৭২


আফরিন
১৭৬

সিএসই, ১ম বর্ষ (৩য় সেমিস্টার), শিক্ষাবর্ষ : ২০১৯-২০২০


আফিয়া
৯৯


জুবায়ের
১০১


ফারহানা
১০৩


লিওন
১০৪


চয়ন
১০৫


ইসরাত
১০৯


তামমা
১১২


তাসিন
১১৩


মারুফ
১১৪


নুপুর
১১৭


জাবের
১১৮


কল্লোল
১২০


ডলি
১২১


শাহরিয়ার
১২৬


নিশাত
১২৮


সালেহা
১২৭


রাসেল
১২৯


সাইফুল্লাহ
১৩০


আশিকুর
১৩২


নাবিল
১৩৩


সোহানুর
১৩৪

সিএসই, ২য় বর্ষ (৫ম সেমিস্টার), শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-২০১৯


ইহ্সানা
৭০


তামান্না
৭১


স্বর্ণা
৭২


আকিফ
৭৩


সুরাইয়া
৭৪


আলিফ
৭৬


সীমান্ত
৭৭


রিফাত জাহান
৭৮


হৃদয়
৮০


অথৈ
৮৩


অমিয়
৮৪


শুকদেব
৮৫


মেহেদী
৮৬


সানজানা
৮৮


সুমাইয়া
৮৯


দিহান
৯০


রাফি
৯১


শাহারা
৯২


রুকু
৯৩

সিক্ত
৯৫

জুবাইদা
৯৬

সিএসই, ৩য় বর্ষ (৬ষ্ঠ সেমিস্টার), শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮


আল-আমিন
৩২


মিথিলা
৩৩

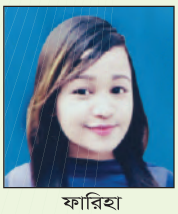
ফারিহা
৩৪


ফাতেমা
৩৫


রবিউল
৩৬


আখি
৩৭


নুসরাত
৩৮


সুমাইয়া
৩৯


সানাউল
৪০


জহিরুল
৪২


মিনি
৪৩


মেহেদী
৪৫


নাজমুল
৪৬


জিহান
৪৮


মেহেদী
৪৯


সাম্মী
৫০


তাওরীদ
৫১


জান্নাতুল
৫২


ইমন
৫৪


বিজয়
৫৫


সাইদী
৫৬


মীম
৫৮


রাজু
৫৯


রাবেয়া
৬১


মেজবা
৬২


মেহেদী
৬৩


সুমন
৬৪


সবুজ
৬৫


রায়হান
৬৬


জাবির
৬৭


সিয়াম
৬৮


রুহুল
৬৯

সিএসই, ৪র্থ বর্ষ (৮ম সেমিস্টার), শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭


হাফসা
০১


জাকারিয়া
০২


রিয়াদ
০৩


জাহিদ
০৪


প্রভাতী
০৬


ইকবাল
০৮


রাবেয়া
১০


আসিফ
১১


সাঈদ
১২


কামাল
১৩


শশী
১৪


আশরাফুল
১৬


সবুজ
১৭


রাকিব
১৮


গালিব
১৯


মাসুদ
২০


আদেল
২১


জাহিদুল
২২


গাফ্‌ফারী
২৩


নাঈমুল
২৪


পূর্ণিমা
২৫


ফারহান
২৬


আশিক
২৭


প্রান্ত
২৯


আল-আমিন
৩১

অ্যালবাম

প্রগতি

২০২১

ঢাকা কমার্স কলেজ বার্ষিকী

সূচিপত্র

১. অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ

২. উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ

৩. উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)-এর দায়িত্ব গ্রহণ

৪. শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

৫. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

৬. গণহত্যা দিবস পালন

৭. স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

৮. জাতীয় শোক দিবস পালন

৯. শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন

১০. শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন

১১. শপথ অনুষ্ঠান

১২. বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

১৩. অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম

১৪. শ্রেণি কার্যক্রম

১৫. কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান

১৬. কোভিড-১৯ টিকাদান কর্মসূচি

১৭. ডিজিটাল স্টুডিও

১৮. পুলিশ-শিক্ষক-শিক্ষার্থী মতবিনিময় সভা

১৯. বিজয় দিবস খেলাধুলা

২০. ক্রীড়াঙ্গনে ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্য

২১. সামাজিক কার্যক্রম

২২. ছাত্রী হোস্টেল

২৩. বিভাগীয় কার্যক্রম

২৪. ক্লাব কার্যক্রম

২৫. প্রকাশনা ও প্রকাশনা কমিটি

অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ



নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন
বিদায়ী অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম



অধ্যক্ষকে বরণ করে নিচ্ছেন বাংলা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ



অধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন ইংরেজি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ



অধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ



অধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ



অধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ



অধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ



অধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ



অধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ



অধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন সিএসই বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ



অধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন এমবিএ প্রোগ্রামের শিক্ষকবৃন্দ



অধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ



অধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন সমাজবিদ্যা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ



অধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন গণিত বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ



অধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন জীববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ



অধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ



অধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন রসায়ন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ



অধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ



উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্‌কে বরণ করে নিচ্ছেন
অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ



উপাধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষক পরিষদ



উপাধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বাংলা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ



উপাধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ইংরেজি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ



উপাধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ



উপাধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ



উপাধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ



উপাধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ



উপাধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ



উপাধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ



উপাধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন সিএসই বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ



উপাধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন এমবিএ প্রোগ্রামের শিক্ষকবৃন্দ

উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ



উপাধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন গণিত বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ



উপাধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ



উপাধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন জীববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ



উপাধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ



উপাধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন রসায়ন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ



উপাধ্যক্ষকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)-এর দায়িত্ব গ্রহণ



উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলামকে বরণ করে নিচ্ছেন ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষক পরিষদ



উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) কে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন অধ্যক্ষ



উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) কে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন শিক্ষকবৃন্দ



উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) কে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ



উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) এর সাথে শিক্ষকবৃন্দ

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন



গভর্নিং বডির পক্ষ থেকে শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ



কলেজ প্রশাসনের পক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)



শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন শিক্ষকবৃন্দ



শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন শিক্ষিকাবৃন্দ



শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ



শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন শিক্ষক আবাসিক ভবনে বসবাসরত শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের সন্তান

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন



বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ



বক্তব্য রাখছেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্



বক্তব্য রাখছেন উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম



বক্তব্য রাখছেন সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক শামসাদ শাহ্‌জাহান



সংগীত পরিবেশন করছেন একজন শিক্ষার্থী



কবিতা আবৃত্তি করছেন একজন শিক্ষার্থী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)



অধ্যক্ষের নেতৃত্বে কেক কেটে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন



বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে গর্ভনিং বডির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ



বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন শিক্ষকবৃন্দ



বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন শিক্ষিকাবৃন্দ



কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ

গণহত্যা দিবস পালন



প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা আগা খান মিন্টুকে উত্তরীয় পরিয়ে দিচ্ছেন উপাধ্যক্ষ ও উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)



প্রধান অতিথির হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন উপাধ্যক্ষ ও উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)



মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করে বক্তব্য প্রদান করছেন প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা আগা খান মিন্টু



বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের সভাপতি উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্



বক্তব্য রাখছেন উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম



বক্তব্য রাখছেন সাংস্কৃতিক কমিটির আহবায়ক শামসাদ শাহ্জাহান

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন



স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর ড. কাজী নুরুল ইসলামকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)



প্রধান অতিথির হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ



প্রধান অতিথির হাতে সম্মাননাপত্র তুলে দিচ্ছেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্



প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর ড. কাজী নুরুল ইসলামকে স্বর্ণপদক পরিয়ে দিচ্ছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ



বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর ড. কাজী নুরুল ইসলাম



স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির সাথে কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক), অনুষ্ঠানের আহবায়ক ও শিক্ষকবৃন্দ

জাতীয় শোক দিবস পালন



বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে গভর্নিং বডির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ



বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ



বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন শিক্ষকবৃন্দ



কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ



সাংস্কৃতিক কমিটির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ



অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) এর সাথে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীবৃন্দ

জাতীয় শোক দিবস পালন

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা



জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত শিশু কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন অধ্যক্ষ



জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত শিশু কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন অধ্যক্ষ



জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত শিশু কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন উপাধ্যক্ষ



চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সাথে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, সাংস্কৃতিক কমিটির আহবায়ক ও শিক্ষকবৃন্দ

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি



জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করছেন অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ



জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ করছেন রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের মডারেটর ও সদস্যবৃন্দ

শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন



শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শেখ রাসেল দেয়ালিকার উদ্বোধন করছেন গভর্নিং বডির সদস্য প্রফেসর মোঃ আবু সালেহ



শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ



শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সমবেত শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীবৃন্দ



শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সমবেত অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) ও শিক্ষার্থীবৃন্দ



শিক্ষার্থীদের মাঝে কেক বিতরণ করছেন অধ্যক্ষ



শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সমবেত শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মচারীবৃন্দ

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালন



উপাধ্যক্ষের নেতৃত্বে শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ



শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে শোক র‍্যালি



মিরপুরে শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে শিক্ষকবৃন্দ



স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ



শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে র‍্যালির প্রাক্কালে শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ



শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে দেয়ালিকা উদ্বোধন

শপথ অনুষ্ঠান



বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা



শপথ অনুষ্ঠানে উপাধ্যক্ষ, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক), সাংস্কৃতিক কমিটির আহবায়ক ও শিক্ষকবৃন্দ



শপথ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীবৃন্দ



শপথ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীবৃন্দ



শপথ বাক্য পাঠ করছে শিক্ষার্থীবৃন্দ



শপথ বাক্য পাঠ করছে শিক্ষার্থীবৃন্দ

বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন



বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীতের প্রতি অতিথিবৃন্দের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন



প্রধান অতিথি ও মাননীয় মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম দস্তগীর গাজী বীর প্রতীক এর হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক



বিশেষ অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা আগা খান মিন্টু এমপির হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি



অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিককে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ



প্রধান অতিথিকে উপহার তুলে দিচ্ছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ



কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিককে উপহার তুলে দিচ্ছেন কলেজের অধ্যক্ষ

বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন



প্রধান অতিথি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম দস্তগীর গাজী বীর প্রতীককে স্বর্ণপদক পরিয়ে দিচ্ছেন কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি



প্রধান অতিথিকে সম্মাননাপত্র তুলে দিচ্ছেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্



বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ



বক্তব্য রাখছেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্



বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা আগা খান মিন্টু এমপি



বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গোলাম দস্তগীর গাজী বীর প্রতীক, মাননীয় মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন



অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ



অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ



কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি ২০২০' এর মোড়ক উন্মোচন



মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত লোকজ খেলাধুলা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন প্রধান অতিথি



বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন বিশেষ অতিথি



অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়কের সাথে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীরা

অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম



পরীক্ষার হলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ



লাইব্রেরিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীবৃন্দ



কম্পিউটার ল্যাবে শিক্ষার্থীবৃন্দ



জীববিজ্ঞান ল্যাবে শিক্ষার্থীবৃন্দ



পদার্থবিজ্ঞান ল্যাবে শিক্ষার্থীবৃন্দ



রসায়ন ল্যাবে শিক্ষার্থীবৃন্দ

শ্রেণি কার্যক্রম



শ্রেণিকক্ষে অধ্যক্ষ ও শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ



শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান



অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার প্রদান করছেন অধ্যক্ষ



অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার প্রদান করছেন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ



অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সাথে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ



অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার প্রদান করছেন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ



অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সাথে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ



অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সাথে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ

কোভিড-১৯ টিকাদান কর্মসূচি



কোভিড-১৯ টিকাদান কর্মসূচিতে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ



টিকাদান কর্মসূচিতে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষের সাথে শিক্ষকবৃন্দ



টিকাদান কর্মসূচির উদ্বোধন



টিকা প্রদান



টিকা সনদ প্রদান



টিকা গ্রহণের জন্য অপেক্ষমান শিক্ষার্থীবৃন্দ

কোভিড-১৯ টিকাদান কর্মসূচি



টিকা গ্রহণের জন্য অপেক্ষমান শিক্ষার্থীবৃন্দ



টিকাসনদ হাতে টিকাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীবৃন্দ



টিকা গ্রহণ করতে আসা শিক্ষার্থীদের সাথে অধ্যক্ষের কুশল বিনিময়



টিকা গ্রহণ করতে আসা শিক্ষার্থীদের অপেক্ষমান অভিভাবকবৃন্দ



টিকাদান বুথে যাচ্ছেন শিক্ষার্থীবৃন্দ



টিকাদান বুথের বাইরে অপেক্ষমান শিক্ষার্থীবৃন্দ

ডিজিটাল স্টুডিও



জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়নে ঢাকা কমার্স কলেজে স্থাপিত ডিজিটাল স্টুডিও এর শুভ উদ্বোধন করছেন গভর্নিং বডির সদস্য এ এফ এম সরওয়ার কামাল



ডিজিটাল স্টুডিওতে গভর্নিং বডির সদস্য এ এফ এম সরওয়ার কামাল, প্রফেসর মোঃ এনায়েত হোসেন মিয়া, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)



ডিজিটাল স্টুডিওতে গভর্নিং বডির সদস্যবৃন্দের সাথে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) ও আইটি সেন্টার পরিচালক



ডিজিটাল স্টুডিও'র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন গভর্নিং বডির সদস্য এ এফ এম সরওয়ার কামাল



ডিজিটাল স্টুডিও'র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন গভর্নিং বডির সদস্য প্রফেসর মোঃ এনায়েত হোসেন মিয়া



ডিজিটাল স্টুডিও'র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ঢাকা কমার্স কলেজ আইটি সেন্টার পরিচালক এস এম আলী আজম

পুলিশ-শিক্ষক-শিক্ষার্থী মতবিনিময় সভা



পুলিশ-শিক্ষক-শিক্ষার্থী মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন দারুসসালাম জোন এর এডিসি এজেডএম তৈমুর রহমান



পুলিশ-শিক্ষক-শিক্ষার্থী মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন দারুসসালাম জোন এর সহকারী পুলিশ কমিশনার মিজানুর রহমান



পুলিশ-শিক্ষক-শিক্ষার্থী মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন শাহ আলী থানা অফিসার ইনচার্জ আবুল বাসার মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান



পুলিশ-শিক্ষক-শিক্ষার্থী মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ



পুলিশ-শিক্ষক-শিক্ষার্থী মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছে একজন শিক্ষার্থী



পুলিশ-শিক্ষক-শিক্ষার্থী মতবিনিময় সভায় উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের একাংশ

বিজয় দিবস খেলাধুলা



বিজয় দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে আয়োজিত খেলাধুলায় উপাধ্যক্ষ, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) ও সাংস্কৃতিক কমিটির আহবায়ক



বক্তব্য রাখছেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্



একজন প্রতিযোগীকে ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছেন উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম



বিজয়ী প্রতিযোগীকে মেডেল পরিয়ে দিচ্ছেন উপাধ্যক্ষ



বিজয়ী প্রতিযোগীকে মেডেল পরিয়ে দিচ্ছেন উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)



শিক্ষকবৃন্দের সাথে সেরা প্রতিযোগী

ক্রীড়াঙ্গনে ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্য



এআইইউবি আন্তঃকলেজ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ঢাকা কমার্স কলেজ ক্রিকেট দল



এআইইউবি আন্তঃকলেজ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ঢাকা কমার্স কলেজ ক্রিকেট দলকে কলেজ প্রশাসনের সংবর্ধনা



জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অ্যাথলেটিকস এ ৩য় স্থান অর্জন করেছে সজিব সরকার



সজিব সরকারকে পুরস্কার প্রদান করছেন অধ্যক্ষ



জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অ্যাথলেটিকস এ ৩য় স্থান অর্জনকারী সজিব সরকারের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন আয়োজকবৃন্দ



ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় রানারআপ কলেজ শিক্ষার্থী মাটিকে কলেজ প্রশাসনের শুভেচ্ছা

সামাজিক কার্যক্রম



বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে ফ্রি ডায়াবেটিস টেস্ট প্রোগ্রামে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) ও শিক্ষকবৃন্দ



ফ্রি ডেন্টাল ক্যাম্পে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক), ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ



নবম ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং প্রোগ্রামে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক), শিক্ষক ও স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ



১১ তম রক্ত দান কর্মসূচিতে অতিথিবৃন্দকে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ করছেন অধ্যক্ষ ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ



বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ

সামাজিক কার্যক্রম



৯ম শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের মডারেটর ও সদস্যবৃন্দ



সুবিধাবঞ্চিতদের মাঝে ঈদবস্ত্র বিতরণ করছেন অধ্যক্ষ
প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ



জাতীয় টিকাদান কর্মসূচিতে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ,
উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) ও শিক্ষকবৃন্দ



রোটার‍্যাক্ট ক্লাব আয়োজিত কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে খাদ্য বিতরণ



রোটার‍্যাক্ট ক্লাব আয়োজিত পরিচ্ছন্নতা অভিযানে ক্লাব মডারেটর ও সদস্যবৃন্দ



বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পথ শিশুদের মাঝে
নেইল কাটার ও সাবান বিতরণ

ছাত্রী হোস্টেল



ঢাকা কমার্স কলেজ ছাত্রী হোস্টেলের বিদায়ী হোস্টেল সুপার ফারহানা ফেরদৌস এর বিদায় সংবর্ধনায় অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদকে ফুলেল শুভেচ্ছা



হোস্টেল সুপারের বিদায় সংবর্ধনায় উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্‌কে ফুলেল শুভেচ্ছা



বিদায়ী হোস্টেল সুপার ফারহানা ফেরদৌসকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন অধ্যক্ষ



বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোঃ আবু মাসুদ



বক্তব্য রাখছেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্‌



বক্তব্য রাখছেন উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম

বিভাগীয় কার্যক্রম

বাংলা বিভাগ



বাংলা বিভাগের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান আবু নাঈম মোঃ মোজাম্মেল হোসেনকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন



নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানের সাথে বাংলা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

ইংরেজি বিভাগ



ইংরেজি বিভাগের বিদায়ী চেয়ারম্যান মাকসুদা শিরিনকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন



ইংরেজি বিভাগের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান উৎপল কুমার ঘোষকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ



ইংরেজি বিভাগের নবনিযুক্ত শিক্ষক অংকনী চক্রবর্তীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন



ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের শিক্ষক মেহেরুন নাহারকে শিক্ষা শিক্ষা ছুটিতে গমনের প্রাক্কালে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

বিভাগীয় কার্যক্রম

ব্যবস্থাপনা বিভাগ



ব্যবস্থাপনা বিভাগের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান শামসাদ শাহ্জাহানকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন



নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানের সাথে ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ



হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান মাসুদা খানমকে বিদায়ী শুভেচ্ছা জ্ঞাপন



হিসাববিজ্ঞান বিভাগের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কামরুন নাহারকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

মার্কেটিং বিভাগ



মার্কেটিং বিভাগের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান শনজিত সাহাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

গণিত বিভাগ



গণিত বিভাগের নবনিযুক্ত শিক্ষকবৃন্দকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন চেয়ারম্যান আলেয়া পারভীন

বিভাগীয় কার্যক্রম

অর্থনীতি বিভাগ



উপাধ্যক্ষ পদে যোগদান উপলক্ষ্যে বিভাগীয় শিক্ষক প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্‌কে বিভাগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন



নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান হাফিজা শারমিনকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন বিদায়ী চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্ ও বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ

সিএসই বিভাগ



কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ মিরাজ আলী আকন্দকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন



জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হওয়ায় কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ মিরাজ আলী আকন্দকে সম্মানসূচক ক্রেস্ট প্রদান

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ



লেকচার ভিত্তিক প্রভাষক সালমা ফারিয়াকে বিভাগের পক্ষ থেকে বিদায় সংবর্ধনা

রসায়ন বিভাগ



রসায়ন বিভাগের নবনিযুক্ত শিক্ষককে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

ক্লাব কার্যক্রম

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব



রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের দেশের সেরা ক্লাবের স্বীকৃতি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সাবেক সেনা প্রধান লে. জে. (অব.) হারুন অর রশীদ বীর বিক্রমকে ক্রেস্ট প্রদান



কেক কেটে ক্লাবের ৫০০তম নিয়মিত সভা উদ্বোধন করছেন প্রধান অতিথি



৬ষ্ঠ রোটা-কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীকে পুরস্কার ও সনদ প্রদান করছেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্



কেক কেটে ক্লাবের ২০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করছেন উপাধ্যক্ষ ও ক্লাব সদস্যবৃন্দ



কেক কেটে ক্লাবের সাংগঠনিক দিবস পালন



ক্লাবের ২১তম অভিষেক অনুষ্ঠানে ক্লাব সদস্যবৃন্দ

ক্লাব কার্যক্রম

বিতর্ক ক্লাব



এটিএন বাংলা ইউসিবি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ বিতার্কিক দল



পরিকল্পনা মন্ত্রী মোঃ আব্দুল মান্নান ও অতিথিবৃন্দের সাথে বিতার্কিকবৃন্দ



এটিএন বাংলা ইউসিবি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ বিতার্কিক দল



প্রধান অতিথি সিপিডি ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান এর সাথে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি চেয়ারম্যান, ক্লাব উপদেষ্টা, মডারেটর ও বিতার্কিকবৃন্দ



ক্লাব উপদেষ্টা, মডারেটর, বিতার্কিক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ



এফডিসি মিলনায়তনে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় উপস্থিত শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ

ক্লাব কার্যক্রম

ফিল্ম ক্লাব



মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর আয়োজিত শর্ট ফিল্ম নির্মাণ কর্মশালায় অতিথিবৃন্দের সাথে ক্লাব সদস্যবৃন্দ



মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে ক্লাব উপদেষ্টা ও সদস্যবৃন্দ



চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালায় শিক্ষকদের সাথে ক্লাব সদস্যবৃন্দ



ক্লাব সভা

নৃত্য ক্লাব



একটি অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশনা



একটি অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশনা

ক্লাব কার্যক্রম

বিজ্ঞান ক্লাব



বিজ্ঞান মেলায় ক্লাব সদস্যবৃন্দ



ক্লাব সভা



ক্লাব দেয়ালিকা

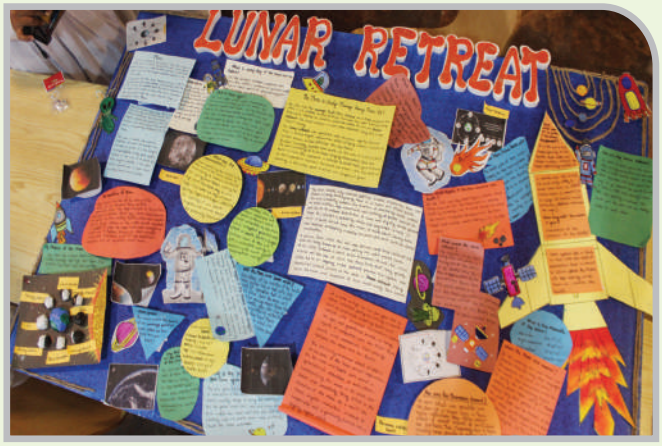

ক্লাব দেয়ালিকা

আইটি ক্লাব



ক্লাব সদস্যদের পরিবেশবান্ধব প্রকল্প প্রদর্শন



ক্লাব সদস্যদের কসপ্লে প্রদর্শন

ক্লাব কার্যক্রম

সমাজকল্যাণ ক্লাব



সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ



ক্লাব সদস্যদের রক্তদান

সংগীত ক্লাব



ক্লাব সদস্যদের সংগীত পরিবেশন

রিডার্স অ্যান্ড রাইটার্স ক্লাব



আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে দেয়ালিকা

বিএনসিসি



বিএনসিসি সদস্যবৃন্দ

স্কাউট



উপাধ্যক্ষের সাথে ঢাকা জেলা স্কাউট নেতৃবৃন্দ

প্রকাশনা



কলেজ বার্ষিকী
প্রগতি ২০২০ এর প্রচ্ছদ



ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল
ডিসেম্বর ২০২০ এর প্রচ্ছদ



রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের মাসিক বুলেটিন এর
একটি সংখ্যার প্রচ্ছদ

প্রকাশনা কমিটি



মোঃ শরিফুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক ও আহবায়ক



সাজনিন আহমদ
সহযোগী অধ্যাপক



ড. শবনম নাহিদ স্বাতী
সহযোগী অধ্যাপক



খোন্দকার মোঃ হাদিউজ্জামান
সহযোগী অধ্যাপক



মোঃ মশিউর রহমান
সহকারী অধ্যাপক



ফারহানা হাসমত
সহকারী অধ্যাপক



মোহাম্মদ শফিকুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক



শাহিদা শারমীন
প্রভাষক



নূর নাহার
প্রভাষক



মোঃ কাইয়ুম রাব্বী
প্রভাষক



আবুল কাশেম খান
প্রভাষক



মোস্তাফা কামাল আরিফ
প্রভাষক



মোঃ হাশিম রেজা
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

সম্পাদক ও সম্পাদনা সহকারীবৃন্দ



এম এ এস পাশা
বিবিএ অনার্স, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
৩য় বর্ষ, রোল: এম-১৪৯৮



খোন্দকার মোঃ তামিমুল এহ্সান
রোল: ৩৬৭৬
শ্রেণি: একাদশ (বিজ্ঞান)



নাফি হোসেন
রোল: ৩৬৮১
শ্রেণি: একাদশ (বিজ্ঞান)



রাইসা হোসেন
রোল: ৪৪৯৬৩
শ্রেণি: একাদশ (ব্যবসায় শিক্ষা)